

ত্রীত্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

( ঐীম-কথিত)।

পঞ্চম ভাগ।

তব কথামূতম্ তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মধাপহম্। শ্রাবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্ ভূবি গণস্তি যে ভূরিদা জনা: । শ্রীমন্তাগবৃত, গোপীগীতা।

তৃতীয় সংস্করণ। আশ্বিন, ১৩৫২।

Published by
- ARUN KUMAR GUPTA,
13-2, Guru Prasad Chowdhury Lane,
Calcutta.

Printed by
Nirmal Kumar Das
at the PARAG PRESS,
169, Cornwallis Street, Calcutta

#### OPINIONS.

Swami Vivekananda to M:— 7th February, 1889.
Thanks! 100000 Master! You have hit
Ramkristo in the right point. Few alas, few
understand him!!

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find any body thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter.

\*Antpor.

NARENDRA NATH.

২৬ মাৰ, (১২৯৫) 1889.

\* Antpore is a village in the Hughly district the birth place of Premananda. The Swamiji, M. and many of his fellow disciples were at this time staying as guests at the house of Swami Premananda. When Swamiji wrote the above, he was observing vow of silence ( ( ) 4 3 5).

#### OPINIONS.

Swami Vivekananda in a letter dated October 1897,

C/o Lala Hansaraj, Rawalpindi, says:-

"Dear M. Cest bon mon ami—Now you are doing just the thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying. Bravo, that is the way.

"Many many thanks for your publication. Only I am afraid it will not pay its way in a pamphlet form.\* \* Never mind—pay or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have many blessings on you and many more curses—but বৈদাহি সদ কাল বনতা সাহেব. This is the time."

Swami Vivekananda in a letter dated Dehra Dun. 24th November, 1897, says. - "My dear M, many many thanks for your second leaflet. It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy. I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. Strange, isn't it? Our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life pefore. It has been reserved for you—this great

work. He is with you evidently. With love and

namaskari Yours in the Lord, Vivekananda.

"P. S. Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. Moreover, the dramatic part is infinitely beautiful. Everybody likes it. here or in the West.

Srijut Girish Chandra Ghosh in a letter dated 22nd March, 1900 says:—\*\* "If my humble opinion go for anything I not only fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda) but add in a loud voice that Kathamrita has been my very existence during my protracted illness for the last three years. \* You deserve the gratitude of the whole human race to the end of days."

Swamy Ramkrishnananda (Sasi Maharaj), Belur Mathnow of the Madras Math, in a letter dated 27th Oct. 1904, says: - \* \* "You have left whole humauity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the

greatest Avatar of God."

Mr. N. Ghosh in the Indian Nation 19th May, 1902

says :--

Ramkrishna Kathamrita by M., Part I. is a work of singular value and interest. He has done a kind of work which no Bengalee had ever done before, which so far as we are aware, no native of India had ever done. It has been done only once in history namely by Boswell. But then the immortal biography is only the life of a scholar and a kindhearted man. This Kathamrita, on the other hand, is the record of the saving of a What is the wit or even the worldly wisdom of the great Doctor by the side of the Divine teachings of a genuine devotee? Its value is immense. We say nothing of the sayings themselves-for the character of the Teacher and teaching is well-known. They take us straight to the truth and not through any metaphysical maze. Their style is Biblical in simplicity. What is a treasure would it have been to the world if all the sayings of Sree-Krishna. Buddha, Jesues Mohammad, Nanak and Chaitanya could have been thus preserved.

#### ( 30 )

#### এ প্রীক্তরুদেব—এ পাদপদ্মভরসা।

## পূজা ও নিবেদন।

নিরঞ্জনং নিতামনস্তরূপম, ভক্তামুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
উশাবতারং পরমেশমীডাম, তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥
প্রভু,

আৰু শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী আবার উপস্থিত। শ্ৰীকথামৃত, পঞ্চম ভাগ, প্ৰকাশিত হইল। এই নৈবেছ ইতিপূৰ্বেই শ্ৰীম্ৰী নিত্যধামে স্বয়ং আপনার নিকট লইরা গিরাছেন।

শ্রীম'র দেহান্তের সঙ্গে শ্রীকথামৃত আর বাহির হইবার সম্ভাবনা রহিল না। বোধ করি আপনার কার্য্যের অসুকুলে আপনার অমৃতমন্ত্রী বাণী যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে তাই আপনি এই কার্য্য এখানেই বন্ধ করিলেন। সর্ববিধালে আপনার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

পঞ্চম ভাগে প্রকাশিত বিষয়গুলি খণ্ড, পরিচ্ছেদে "শ্রীম'ই দাজাইরা রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার মরলোক ত্যাগের পূর্বেই পুস্তকের অনেকটা মুক্তিত হইরা গিয়াছিল। আমরা কেবল শেষাংশের মুক্তন কার্য্যের ভন্বাবধান সূচীপত্রে সম্পূর্ণ সূচী ও দিন পঞ্জিক। বোগ করিয়া দিয়ার্ছি মাত্র। এই সম্পর্কে ধদি কিছু ক্রটী বা ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া ধাকে ভাহার জন্ম আমরাই দায়ী। এজন্ম, প্রভু, আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করুন এই আপনার পাদপল্লে প্রার্থনা। ইঙি—

৮ই ভাক্ত ১৩৫৯, শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণের জন্মাফমী; ১৩া২, গুৰুপ্ৰদাদ চৌধুৰী লেন, ঠাকুরবাটী, কলিকাতা।

আপনার একাস্ত শরণাগত অকৃতী সন্তানগণ।

## শ্রীশ্রীমার আশীর্মাদ।

#### বাবা জীবন,---

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়ছিলে, সেই কথাই সত্য। এক সময়
তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাথিয়ছিলেন। একণে
আবশ্যকমত তিনি প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না
করাইলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে
সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সভ্য। একদিন ভোমার মুখে
শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিভেছেন।
\* \* \* ২১শে আযাঢ়, ১৩০৪।

### Romain Rolland to M.—

\*\* The Gospel of Sri Ramakishna is valuable for it is the faithful account by M. (Mahendra Nath Gupta, the head of an education establishment at Calcutta) of the discourses with the Master, either his own or those which he actually heard.......Their exactitude is almost stenographic......The book containing the conversations (The Gospel of Sri Ramakrishna) recalls at every turn the setting and the atmosphere. "Thanks for having disseminated the radiance of the beautiful Smile of your Master".—Ramain Rolland.

## গ্রীব্রাসকৃষ্ণকপ্রাস্ত।

## পঞ্চম ভাগ—সূচীপত্র।

----; 0 ;-----

·	
প্রথম খণ্ড –বলরাম মন্দিরে রাখাল, নৃত্যগোপাল, বলরাম প্রভৃতি	
ভক্তগঙ্গে।	>
প্রাণক্তকের বাটীতে মহোৎসব; রাম, কেদার, মন্মোহন	
প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ··· ••	8
কমলকুটীরে—কেশব, সামাধ্যায়ী, ব্রৈলোক্য প্রভৃতি	
ভক্তসঙ্গে ।	ь
विजीत थे 🖰 – मिक्स्ति व अम्मिद्द – दाम, मत्माहन, दार्थान, स्ट्रास्ट,	
মান্টার প্রভৃতি ভক্তদঙ্গে। · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	> 0
ভাষপুকুর বিভাসাপর স্থলে; গড়ের মাঠে সার্কাস দর্শন	
—পরে বলরামের বাটী—বলরাম, মান্টার প্রভৃতি	
मस्त्र ।	>3
গরাণহাটার ষড়ভুজ দর্শন; রাজমোহনের বাড়ী।	२३
মন্মো <b>হ</b> নের বাড়ী হইয়া <del>স্থ</del> রেক্তর বাড় <del>ী স্</del> রেক্ত,	
মাষ্টার, দরওয়ালা <b>সঙ্গে।</b> ··· ··	२ <b>२</b>
তৃতীয় খণ্ড - সিন্দুরিয়া পটাতে মণিমল্লিকের ব্রাকোংসবে - বিজয়,	
মণিলাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।	₹8
দক্ষিণেখরে—রাম, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। · · · ·	२७
চতুর্ধ খণ্ড – বেলবরে গোবিন্দ মৃধুয়ের বাড়ী – মহোৎসব।	৩১
দক্ষিণেখরে—রাখান, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। · · ·	20
পৃথ্য থণ্ড — সি <sup>†</sup> ভির বাগানে—মহোৎসব। · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>৩</b> ৬
কাঁসারিপাড়া হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার। · · ·	80
দক্ষিণেখরে—মাষ্টার, মনোহর সাঁই, গোখামী প্রভৃতি	>0
मक्त्र ।	88
ষষ্ঠ খণ্ড- কলিকাভায় বলরাম ও অধরের বাড়ী-সঙ্কীর্ত্তনানন্দে।	8 9
• দক্ষিণেশ্বর বিদন্দিরে—রাখাল, মাটার, কিশোরী	
at the common to	

সপ্তিম থণ্ড-দক্ষিণেশ্বর-অধর, মাষ্টার, রামলাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্কে	60
বশরামের বাটী—মাষ্টারাদি ভক্তসঙ্গে।	<b>७</b> 8
দক্ষিণেশ্ব মন্দিরে—বাধান, লাটু, কিশোরী ঐভৃতি	
ভক্তসক্তে।	40
বলরাম মন্দিরে ও পরে অধরের বাড়ী : • • • •	ଓର
অষ্টম খণ্ড —অধ্বের বাড়ী —ঈশান, রাধান, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে · · ·	95
নবম <b>খণ্ড</b> — দক্ষিণেশ্বরে — রাধান, হাজরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। · · · ·	٨,
<b>দশম খণ্ড – অধরের বাড়ী—হর্নাপ্জা মহোৎসবে ভক্তসঙ্গে।</b> · · ·	ьь
একাদশ থণ্ড - দ কেণেখরে - · রাধাল, মান্তার, ঈশান, তিশোরী	
প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ••• •••	26
<b>দাদশ থণ্ড</b> —দক্ষিণেখরে—মণি, রাখান, প্রভৃতি ভক্তনঙ্গে। · · · ·	>00
ত্র <b>েনশ খণ্ড-</b> রামচক্রের কাকুড়গাছীর বাগানে আগমন।	>>8
স্থরেক্তের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ। · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	>>6
—দক্ষিণেশ্বর — রাধাল, মাষ্টার, লাটু, প্রভৃতি ভ <b>ক্তসঙ্গে</b> ।	>>9
<b>চতুর্দিশ খণ্ড</b> —দক্ষিণেখরে— মাষ্টার, বলরাম, রাখাল প্রভৃতি	
ভক্তসঙ্গে। •••	>5>
পৃথ্যদশ খণ্ড – দক্ষিণেশ্বরে – ফলহারিনী পূজা দিবসে	202
(মাড় <b>শ খণ্ড</b> - দক্ষিণেখর—জন্মোৎসব দিবদে।	186
স্প্রদশ খণ্ড — গিরীশ মন্দিরে ও পরে ষ্টার থিয়েটারে। · · · · ·	<i>&gt;</i> 60
অষ্ট্রাদশ থণ্ড দক্ষিণেশ্বর- মৌনাবলগ জীরামকৃষ্ণ।	>1>
পরিশিষ্ট— শ্রীরামরুষ্ণ ও নরে <del>ত্র</del> ে।	>
(ক) এীরামকৃষ্ণ ও বিঞ্ম। ··· ···	€ २
(খ) শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের সহিত দক্ষিণেশ্ব মন্দিরে।	95
(গ) শ্রীরামক্তঞ্চ স্থরেক্তের বাটীতে।	90
(ঘ) শ্রীরামকৃষণ মনোমোহন মন্দিরে।	16
(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ রাজেজ মিত্রের বাটী!	4
(চ) শ্রীরামক্বফ জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ী ব্রান্ধোৎসবে।	<b>৮</b> 9



গ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত। (গ্রীম)

জন্ম ১২৬১, ৩১শে আষাঢ়, গুক্রবার। শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন ১৮৮২, ফেব্রুয়ারী। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে ১৮৮২ ছইতে ১৮৮৬ আগষ্ট। শ্রীশ্রীমাকৃষ্ণ কথামৃত ভোগ ও Gospel of Sri Ramkrishna এর শেশক। দেহত্যাগ ১৯৩২, ৪ঠা জুন, ১৩৩৯, ২১শে জ্যেষ্ঠ, শনিবার, ফলছারিণী অমাবস্থা তিথি।

## শ্রীশ্রীরামক্রফ্রকথামূত।

## পঞ্চম ভাগ-প্রথম খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রীরামক্তম্ব ভক্তসঙ্গে। পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বের। শ্রীরামকৃষ্ণের বদরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে নৃত্য।

রাত্রি ৮টা ৯টা হইবে। ৬দোলমাত্রা। রাম, মনোমোহন, রাখাল, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন। দকলেই হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্ত হইয়াছেন। কয়েকটা ভক্তের ভাবাবস্থা হইয়াছে। নৃত্যগোপালের ভাবাবস্থার বক্ষঃস্থল রক্তিমবর্ণ হইয়াছে। সকলে উপবেশন করিলে মান্টার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন—রাখাল শুইয়া আছেন ও ভাবাবিষ্ট ও বাহার্জ্তানশূন্য। ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত দিয়া 'শাস্ত হও' 'শাস্ত হও' বলিতেছেন। রাখালের এই প্রথম ভাবাবস্থা। ভিনি কলিকাতার বাসাতে পিত্রালয়ে থাকেন, মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে হান। এই সময়ে শ্রামপুকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্লেক করেক দিন পড়িয়াছিলেন।

ঠাকুর মান্টারকে দক্ষিণেশরে বলিয়াছিলেন, আমি কলিকাতার বলরামের বাড়ীতে যাব, তুমি আসিও; তাই তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ফান্ধন মাদের শুক্রপক্ষ, ১৮৮২ থ্রীন্টাব্দ, ১১ই মার্চ্চ শনিবার, শ্রীযুক্ত বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

এইবার ভক্তেরা বারাগুায় বিদিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। দাসের ভায় বলরাম দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিলে বোধ হয় না, তিনি এই বাড়ীর কর্তা। মাফার এই নূতন আসিতেছেন। এখনও ভক্তদের সঙ্গে আলাপ হয় নাই। কেবল দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল।

#### [ मर्वदर्श्य-ममग्रद्य । ]

করেকদিন পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে শিব মন্দিরের সিঁড়ির উপর ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৪টা ৫টা হইবে। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন।

কিশ্বৎক্ষণ পূর্বের ঠাকুর নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতা—
তাহাতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখনও ঠাকুরের সেবার জন্ম কাছে
কেহ থাকেন না। হৃদয় যাওয়ার পর ঠাকুরের কফ হইতেছে।
কলিকাতা হইতে মাস্টার আসিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে কখা কহিতে
কহিতে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরের সন্মুখস্থ শিব-মন্দিরের সিঁড়িতে
আসিয়া বসিয়াছিলেন! কিন্তু মন্দির দৃষ্টে হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন!

ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "মা, সববাই বল্ছে, আমার ঘড়ি ঠিক চল্ছে। খৃফান, ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলসান সকলেই বলে, আমার ধর্মা ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়ী তো ঠিক চলছে না। তোমাকে ঠিক কে বুঝতে পারবে। তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে ডোমার কুপা হ'লে সব পথ দিয়ে ভোমার কাছে পৌছান যায়। মা, খৃফানরা গির্জ্জাতে ভোমাকে কি ক'রে ডাকে, একবার দেখিও। কিন্তু মা, ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে ? যদি কিছু হাঙ্গামা হয় ? আবার কালী-ঘরে যদি চুক্তে না দেয় ? ভবে গির্জ্জার দোরগোড়া থেকে দেখিও।

[ ভক্তসঙ্গে ভজনানন্দে—রাখালপ্রেম। 'প্রেমের হুরা']

আর একদিন ঠাকুর নিজের ঘরে ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন। আনন্দময় মুর্ত্তি—হাস্তবদন। শ্রীসুত কালীব্রফের সঙ্গে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত।\*

<sup>•</sup> কালীকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য, পরে বিদ্যাসাগ্য কলে Serior l'infessor of Sanskrit হইয়াছিলেন।

কালীকৃষ্ণ জ্ঞানিতেন না, তাঁহাকে তাহার বন্ধু কোথার লইয়া আসিতেছেন। বন্ধু বলিয়াছিলেন, শুঁড়ীর দোকানে যাবে তো আমার সঙ্গে এস; সেখানে এক জ্ঞালা মদ আছে। মাষ্টার আসিয়া বন্ধুকে যাহা বলিয়াছিলেন, প্রণামানন্তর ঠাকুরকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঠাকুরও হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, জজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এই আনন্দই স্থ্রা, প্রেমের স্থরা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম ঈশ্বরেক ভালবাসা। ভক্তিই সার। জ্ঞান বিচার ক'রে ঈশ্বরকে জ্ঞানা বড়ই কঠিন। এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতে লাগিলেন—

#### গান-

কে জানে কালী কেমন, বড়দর্শনে না পান্ন দরশন।
আত্মারানের আত্মা কালা প্রমাণ প্রণবের বচন,
সে বে বটে ঘটে বিরাস করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বেমন।
কালী? উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাগু প্রকাণ্ড তা বৃঝ কেমন,
বেমন নিব বুঝেছেন কলোর মর্ম অল্রে কেবা জানে ডেমন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা বোগী করে মনন,
কালী প্রথনে হংস সনে হংসীরূপে করে হমণ।
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সম্ভরণে সিন্ধু তর্ব,
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না,
ধরবে শশী হুষৈ বামন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন, ঈশরকে ভালবাসা—এইটি জীবনের উদ্দেশ্য; যেমন বৃদ্ধাবনে গোপ-গোপীরা, রাথালরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসত। যথন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, রাথালেরা তাঁর বিরহে কেঁদে কেঁদে বেড়,ত। এই বলিয়া ঠাকুর উর্দ্ধৃষ্টি হইয়া গান গাহিতেছেন—

#### গান-

प्राथ बनाम बक नवीन त्राथान,
नवीन उक्ष्म छान धरत,
नवीन उक्ष्म काल करत,
वर्ण, काला त छारे कानारे;
कावात, का वरे कानारे दिवाय ना देत,
वर्ण काला त छारे,
कात नवन-करण एक्स यात्र।

ঠাকুবের প্রেমমাথা গান শুনিয়া মান্টারের চক্ষুতে জ্বল আদিয়াছে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### [ গ্রীরামরুষ্ণ ভক্ত-মন্দিরে—প্রাণরুষ্ণের বাটীতে। ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আজ শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রামপুকুর বাটীর দিতলায় বৈঠক-খানা-ঘরে ভক্তসঙ্গে বিদিয়া আছেন। এইমাত্র ভক্তসঙ্গে বিদয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। আজ ৯ই এপ্রেল রবিবার ১৮৮২ খৃঃ, ২১শে চৈত্র, ১২৮৮ চৈত্র-শুক্রা চতুর্দ্দশী; এখন বেলা ১২টা হইবে। কাপ্তেন ঐ পাড়াভেই থাকেন; ঠাকুরের ইচ্ছা এ বাটীতে বিশ্রামের পর কাপ্তেনের বাড়ী হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া, কমল-কুটীর নামক বাড়ীতে শ্রীযুত কেশব সেনকে দর্শন করিছে যাইবেন। প্রাক্ষেরের বৈঠকখানায় বিদয়া আছেন; রাম, মনোমোহন কেদার, স্থরেক্র, গিয়ীক্র ( স্থরেক্রের ভাতা ), রাখাল, বলরাম, মান্টার প্রভৃতি ভক্তরা উপস্থিত।

পাড়ার বাবুরা ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আছেন, ঠাকুর কি বলেন—শুনিবার জন্ম সকলেই উৎস্থক হইরা আছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "ঈশর ও তাঁহার ঐশর্য্য।' এই জগৎ তাঁর ঐশর্য্য।

কিন্তু প্রশ্বর্য দেখেই সকলে ভুলে যায়, যাঁর প্রশ্বর্য তাঁকে থাঁজে না। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে সকলে যায়; কিন্তু গুংখ অণান্তিই বেশী। সংসার যেন বিশালাকীর দ, নোকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই! সেঁকুল কাঁটার মত এক ছাড়ে তো আর একটি জড়ায়। গোলকধান্দায় একবার চুকলে বেরনো মুক্ষিল। মানুষ যেন ঝল্সা পোড়া হয়ে যায়।

একজন ভক্ত-এখন উপায় ?

িউপায় সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা ] শ্রীরামকৃষ্ণ—উপায়—সাধুসত্প আর প্রার্থনা। বৈভের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঞ্চ একদিন করলে হয় না, সর্বাদাই দরকার; রোগ লেগেই আছে। আবার বৈছ্যের কাছে না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ঘূরতে হয়। তবে কোনটি ককের নাড়ী, কোন্টি পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়।

ভক্ত-সাধুসঙ্গে কি উপকার হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ— ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাদা হয়।
ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের
জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হয়। ষেমন বাড়ীতে কারুর অস্থুখ হ'লে সর্ববদাই
মন ব্যাকুল হয়ে থাকে, কিসে রোগী ভাল হয়। আবার কারু যদি
কর্ম্ম যায়, সে ব্যক্তি যেমন আফিসে আফিসে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়,
ব্যাকুল হতে হয়ে সেইরূপ। যদি কোন আফিসে বলে কর্ম্ম খালি
নেই, আবার তাহার পরদিন এসে জিজ্ঞাদা করে, আজ কি কোন
কর্ম্ম খালি হয়েছে ?

"আর একটি উপায় আছে—বারুল হয়ে প্রার্থন। তিনি বে আপনার লোক, তাঁকে বলতে হয়, তুমি কেমন, দেখা দাও—দেখা দিতেই হবে—তুমি আমাকে স্প্তি করেছ কেন ? শিখরা বলেছিল, ঈশর দয়াময়; আমি তাদের বলেছিলাম, দয়াময় কেন বলবো ? তিনি আমাদের স্প্তি করেছেন, যাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তা যদি করেন, সে কি আর আশ্চর্যা, মা-বাপ ছেলেকে পালন করবে, সে আবার দয়াকি ? সে ত কর্তেই হবে, তাই তাঁকে জোর ক'রে প্রার্থনা করতে হয়! তিনি যে আপনার মা, আপনার বাপ। ছেলে যদি খাওয়া তাাগ করে, বাপ মা ত বৎসর আগেই হিস্তা ফেলে দেয়। আবার য়খন ছেলে পয়সা চায়, আর পুনঃপুনঃ বলে, 'মা, তোর ছটি পায়ে পড়ি, আমাকে ছটা পয়সা দে', তখন মা ব্যাজার হয়ে তার ব্যাকুলতা দেখে পয়সা ফেলে দেয়।

"সাধুসঙ্গ করলে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ, নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎপথে মন গেলেই বিচার করতে হয়। হাতী পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে সেই সময় মান্তত ডাঙ্গস মারে।

প্রতিবেশী-মহাশয়, পাপবুদ্ধি কেন হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ-তাঁর জগতে সকল রকম আছে। সাধু লোকও তিনি করেছেন, ছুফ্ট লোকও তিনি করেছেন, সদবুদ্ধি তিনিই দেন, অসদবৃদ্ধিও তিনিই দেন।

#### িপাপীর দায়িত্ব ও কর্ম্মফল ব

প্রতিবেশী—তবে পাপ করলে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই!

শীরামকৃষ্ণ-ঈশবেব নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে! লক্ষা খেলে তার ঝাল লাগবে না? সেজো বাবু বয়সকালে অনেক রকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানা রকম অস্থুখ হ'ল। কম বয়দে এত টের পাওয়া যায় না। কালীবাডীতে ভোগ রাঁধবার অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জলে যায়. তথন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হলে যত জল পিছনে ঠেলে আসে ও ফাঁচফোঁচ করে উনুন নিবিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ লোভ এ সব থেকে সাবধান হ'তে হয়! দেখোনা, হতুমান ফোধ ক'রে লক্ষা দথ্য করেছিল, শেহে মনে পড়লো, অশোকবনে দীত৷ আছেন, তখন ছটফট করতে লাগলো, পাছে দীতার কিছ হয়।

প্রতিবেশী—তবে ঈশ্বর দুষ্ট লোক কর্লেন কেন ?

শীরামকুন্য-তাঁর ইচ্ছা, তার নীলা। তাঁর মায়াতে বিগ্রাভ আছে, অবিতাও আছে। অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিষ বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন ? মহৎ লোক তয়ের কর্বেন ব'লে। ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ হয়। জিভেন্দ্রিয় কি ন' করতে পারে ? ঈশ্বলাভ পর্যান্ত তাঁর কুপায় করতে পারে। আবাং অক্যদিকে দেখো, কাম থেকে তাঁর স্ঠি-লীলা চলছে !

"তুষ্ট লোকেরও দরকার আছে। একটি তালুকের প্রজারা বড়ই ত্রদান হয়েছিল, তথন গোলোক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। ভার নামে প্রজারা কাঁপতে লাগল-এতে। কঠোর শাসন। দরকার। সাভা বললেন, রাম, অযোধ্যায় ধব অট্টালিকা হতো তে বেশ হতো, অনেক বাড়া দেখাছ ভাঙ্গা, পুরানো। রাম বললেন, সাঁও নব বাড়ী স্থন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা কি করবে ? (সকলের হাস্থ)।
দ্বিশ্বর সব রকম করেছেন—ভাল গাছ, বিষ গাছ আবার আগাছাও
করেছেন। জানওয়ারদের ভিতর ভাল মন্দ সব আছে—বাঘ, সিংহ
নাপ, সব আছে।

[ সংসারেও ঈশ্বরলাভ হয়। সকলেরই মুক্তি হবে।]

প্রতিবেশী—মহাশয়, সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া য়য়য় ?

শ্রীয়ামকৃষ্ণ—অবশ্য পাওয়া য়য়। তবে য়া বল্লুম সাধুসঙ্গ আর

দর্বদা প্রার্থনা করতে হয়। তার কাছে কাঁদতে হয়। মনের

ময়লাগুণাে ধুয়ে গেলে তার দর্শন হয়। মনটি য়েন মাটা-মাখামাে
লোহার সূচ্—ঈশর চুমুক পাথয়, মাটা না গেলে চুমুক পাথয়ের সঙ্গে
য়াগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে স্চের মাটা ধুয়ে য়য় স্চের মাটা
অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি। মাটা ধুয়ে গেলেই
ছুঁচকে চুম্বক পাথয় টেনে লবে। অর্থাৎ ঈশয়-দর্শন হবে। চিত্তশুদ্ধি
হ'লে তবে তাঁকে লাভ হয়। জয় হয়েছে, দেহেতে রস অনেক রয়েছে,
তাতে কুইনাইনে কি কাজ হবে। সংসারে হবে না কেন ? ঐ সাধুস্ক,
কলৈ কেঁদে প্রার্থনা, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস; একটু বেড়া না দিলে,
ফুটপাথের চায়া গাছ, ছাগল গয়তে খেয়ে ফেলে।

প্রতিবেশী-যারা সংসারে আছে, তা হ'লে তাদেরও হবে ?

শীরামক্ষ্ণ—সকলেরই মুক্তি হবে। তবে গুরুর উপদেশ
মতুসারে চলতে হয়। বাঁকা পথে গোলে ফিরে আসতে কফ্ট হবে।
ক্রি অনেক দেরীতে হয়। হয় তো এ জ্বামেও হ'ল না, আবার
য তো অনেক জ্বামের পর হ'লো। জ্বনকাদি সংসারেও কর্ম্ম
রেছিলেন। ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ্ব বরতেন। নৃত্যকী যেমন
াথায় বাসন ক'রে নাচে। আর পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই ?
াথায় জ্বালের ঘড়া, হাস্তে হাস্তে কথা কইতে কইতে যাচেছ।

প্রতিবেশী—গুরুর উপদেশ বললেন। গুরু কেমন ক'রে পাব ? শ্রীরামকৃষ্ণ—যে সে •লোক গুরু হ'তে পারে না! বাহাত্নরী াঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তও চ'ড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের উপর চড়লে, কাঠও ডুবে যায়, যে চড়ে, সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জ্বন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচিচদানন্দই গুরু।

"জ্ঞান কাকে বলে; আর আমি কে ? 'ঈশরই কর্তা আর সব অকর্ত্তা' এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্ত্তা। তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরণী, আমি ঘর; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার; যেমন চালাও, তেমনি চলি, ষেমন করাও, তেমনি করি, যেমন বলাও, তেমনি বলি; নাহং নাহং তুঁত তুঁত।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ কমলকুটীরে শ্রীরামক্রফ ও শ্রীযুক্ত কেশব সেন ]

শ্রীরামকৃষ্ণ কাপ্তেনের বাটা হইয়া শ্রীযুত কেশব সেনের কমল-কুটীর নামক বাটীতে আসিয়াছেন। সঙ্গে রাম, মনমোহন, স্থরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত। সকলে দ্বিতল হল্মরে উপবেশন করিয়াছেন। শ্রীযুত প্রতাপ মজুমদার, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ত্রাহ্ম ভক্তগণও উপস্থিত আছেন।

ঠাকুর শ্রীষুত কেশবকে বড় ভালবাদেন। যখন বেলঘোরেব বাগানে সশিশ্য তিনি সাধন-ভজন করিতেছিলেন, অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃঃ মাঘোৎসবের পর কিছু দিনের মধ্যে ঠাকুর একদিন বাগানে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। সঙ্গে ভাগিনের হৃদয়রাম। বেলঘরের এই বাগানে তাঁহাকে বলেছিলেন, তোমারই ল্যাক্ষ খসেছে, অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ ক'রে সংসারের বাহিরেও থাকিতে পার, আবার সংসারেও থাকতে পার; যেমন বেঙাছির ল্যাক্ষ খসলে জলেও থাক্তে পারে, আবার ডাঙ্গাতেও থাকতে পারে। পরে দক্ষিণেখবে, কমল-কটীরে, আক্ম-সমাক্ষ ইত্যাদি স্থানে অনেকবার ঠাকুর কথাচছলে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। "নানা পথ দিয়া, নানা ধর্ম্মের ভতর দিয়া, ঈশ্বলাভ হ'তে পারে; মাঝে মাঝে নির্জ্জনে সাধন্ ভক্তর দিয়া, ঈশ্বলাভ হ'তে পারে; মাঝে মাঝে নির্জ্জনে সাধন্ ভক্তন ক'রে, ভক্তিলাভ ক'রে, সংসারে থাকা যায়; জনকাদি অক্ষান্তান লাভ ক'রে সংসারে ছিলেন; ব্যাবৃল হয়ে তাঁকে ভাক্তে হয়, তরে



গ্রীগ্রীমা।

দেখা দেন; তোমরা যা করো, নিরাকার সাধন, সে খুব ভাল।
ব্রহ্ম-জ্ঞান হ'লে ঠিক বোধ করবে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; ব্রহ্ম
সত্য, জগৎ-মিথ্যা। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে সাকার নিরাকার তুই মানে;
নানাভাবে ঈশবের পূজা করে; শান্ত, দাস্য, সথ্য, বাৎসল্য, মধুর।
রোসন চৌকিওয়ালারা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায়; অথচ তার
বাঁশীর সাত ফোকর আছে; কিন্তু আর একজন তারও সাত ফোকর
আচে, সে নানা রাগ-রাগিণী বাজায়।

"তোমরা সাকার মানো না, তাতে কিছু ক্ষতি নাই; নিরাকারে নিষ্ঠা থাক্লেই হলো। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে। মা ব'লে তাঁকে ডাকলে ভক্তি-প্রেম আরও বাড়বে। কখনও দাস্য, কখনও স্থ্য, কখনও বাৎসল্য, কখনও মধ্র ভাব! কোন কামনা নাই, তাঁকে ভালবাসি, এটি বেশ। এর নাম অতেতুকী ভক্তি! টাকা কড়ি, মান সম্রম কিছুই চাই না; কেবল তোমার পাদপদ্মে ভক্তি। বেদ, পুরাণ, তত্ত্বে এক ঈশরেরই কথা আছে ও তাঁহার লীলার কথা; জ্ঞান ভক্তি ছইই আছে। সংসারে দাসীর মত থাকবে; দাসী সব কায় করে, কিন্তু দেশে মন প'ড়ে আছে। মনিবের ছেলেদের মানুষ ক'রে; বলে, 'আমার হরি' 'আমার রাম', কিন্তু জানে, ছেলে আমার নয়। তোমরা যে নির্জ্জনে কত দাধন করেছলেন; সাধন করলে তবে ত সংসারে নির্দ্ধিপ্ত হওয়া যায়।

"তোমর! বক্তৃতা দাও সকলের উপকারের জন্ম, কিন্তু ঈশ্বরলাভ ক'রে ঈশ্ব দর্শন করে, বক্তৃতা দিলে উপকার হয়। তাঁর আ'দেশ না পেয়ে লোকশিক্ষা দিলে উপকার হয় না। ঈশ্বরলাভ না কর্লে তাঁর আদেশ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরলাভ যে হয়েছে, তার লক্ষণ আছে। বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ হয়ে যায়; যেমন শুকদেবাদি চৈতক্সদেব কথনও বালকবৎ, কথনও উন্মাদের ন্যায় নৃত্যু করিতেন। হাসে, কাঁদে, নাচে গায়। পুরীধামে যখন ছিলেন, তখন অনেক সময় জড়-সমাধিতে থাকতেন।

্ব শ্রীয়ত কেশবের হিন্দুধর্মের উপর উন্তরোত্তর শ্রন্ধা।]
এইরূপ নানাস্থানে শ্রীয়ত কেশবচন্দ্র সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচছলে

নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। বেলঘোরের বাগানে প্রথম দর্শনের পর
কেশব ২৮শে মার্চ ১৮৭৫ রবিবারে 'মিরার' সংবাদপত্রে লিখিয়াছিল্লেন, \* "আমরা অল্প দিন হইল, দক্ষিণেশরে পরমহংস- রামকৃষ্ণকে
বেলঘোরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা অন্তর্দৃষ্টি
বালকস্থভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্তসভাব, কোমল
প্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয়, সর্ববদা যোগেতে আছেন। এখন
আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান
করিলে কত সৌন্দর্গ্য, সত্য ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। তা না
হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয়ভাবে ভাবিত যোগী পুরুষ কিরূপে
দেখা যাইতেছে ?" ১৮৭৬ জানুয়ারী আবার মাঘোৎসব আসিল,
তিনি টাউনহলে বক্তৃতা দিলেন; বিষয়—ব্রাক্ষধর্ম ও আমরা কি
শিখিয়াছি—('Our Faith and Experiences')—তাহাতে হিন্দু
ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যের কথা অনেক বলিয়াছিলেন। গু

শীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বেমন ভালবাসিয়াছিলেন, কেশবও তাঁহাকে তদ্রপ ভক্তি করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসর ব্রক্ষোৎসবের সময় ও অন্যান্য সময়েও কেশব দক্ষিণেগরে যাইতেন ও তাঁহাকে কমল কুটীরে লইয়া আসিতেন। কখনো কখনো একাকী কমল কুটিরের ন্বিতলম্ব উপাসনাকক্ষে প্রম অন্তর্গজ্ঞানে ভক্তিভেরে লইয়া যাইতেন ও একাতে স্থাবিরের পূজা ও আনন্দ করিতেন।

Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodne io inspire such men as these.—Sunday Mirror, 28th March 1875.

<sup>\*</sup> We met not long ago Paramhamsa of Dakshineswar, and we charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. T never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are t very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being gentle, tender and contemplative, as the latter is sturdy, masculine a polemical.—Indian Mirror, 28th March 1875.

<sup>+ &</sup>quot;If the ancient Vedic Aryan is gratefully honoured to-day for having taught us the deep truth of the Nirakar or the bodiless Spirit, the same loyal homage is due to the later Puranio Hindu for having taught is religious feelings in all their breadth and depth."

<sup>&</sup>quot;In the days of the Vedas and the Vedanta India was all communications." In the days of the Purans India was all contion (Bhakti). If highest and best feelings of religion have been cultivated under a guardianship of specific divinities."—Lecture delivered in January 18, —Our Faith and Experiences.

১৮৭৯ ভাদ্রোৎসবের সময় আবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেলঘরের তপোবনে লইয়া যান। ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার। আবার ২:শে সেপ্টেম্বর কমল কুটীরে উৎসবে যোগদান করিতে লইয়া যান। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলে প্রাক্ষ ভক্ত সঙ্গে তাঁহার Photo (ফটো) লওয়া হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ। হৃদয় ধরিয়া আছেন। ২২ অক্টোবর মহাস্টমী—৯মী দিন কেশব দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন।

৮৭৯, ২৯ অক্টোবর, বুধবার, কোজাগর পূর্ণিমায় বেলা ১টার সময়, কেশব আবার ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিতে যান। Steamer এর সঙ্গে একথানি বজরা, ছয়থানি নোকা, ছইখানি ভিঙ্গি, প্রায় ৮০ জন ভক্ত। সঙ্গে পতাকা পুস্পপল্লব খোল করতাল ভেরী। হৃদয় অভ্যর্থনা করিয়া কেশবকে Steamer ইইতে আনেন—গান গাইতে গাইতে 'স্তরধুনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।' ব্রাহ্মা ভক্তগণ পঞ্চবটী ইইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহার সঙ্গে আসিতে লাগিলেন; 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপানন্দ ঘন।' তাহাদের মধ্যে ঠাকুর মানে মাঝে সমাধিস্ত। এই দিনে সন্ধ্যার পর বাঁধাঘাটে পুর্নিজ্বের আলোকে কেশব উপাসনা করিয়াছিলেন।

উপাদনার পর ঠাক্র বলিতেছেন, তোমরা বলো 'ব্রহ্ম-আত্মা ভগবান' 'ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ' 'ভাগবৎ ভক্ত ভগবান'। কেশবাদি ব্রাহ্ম ভক্তগণ দেই চন্দ্রালোকে ভাগীরথী তীরে সমস্বরে শারামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ঐপকল মন্ত্র ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, আবার যথন বলিলেন, বলো 'গুরু কুষ্ণ বৈষ্ণব'! তথন কেশব আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, মহাশয়, এখন অভোদ্র নয়; 'গুরুঃকৃষ্ণ-বৈষ্ণব' আমরা যদি বলি লোকে বলিবে 'গোঁড়া!' শ্রীরামকৃষ্ণও হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, বেশ ভোমরা (ব্রাহ্ম) যতদূর পারো ভাহাই বলো।

কিছুদিন পরে নভেম্বর ১৮৭৯ ⊍কালীপূজার পরে রাম, মনমোহন, গোপালমিত্র দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দশ্ব করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে একদিন গ্রীম্মকালে রাম, মনোমোহন কমল-কুটীরে কেশবের সহিত দেখা করিতে আাসয়াছিলেন। তাঁহাদের ভারি জানিতে ইচ্ছা, কেশব বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "দক্ষিণেশরের পরমহংস সামান্য নহেন, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই। ইনি এত স্থান্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি, ইহাকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়; অযত্ন করলে এর দেহ থাকবে না; যেমন স্থান্য মূল্যবান জিনিষ গ্রাসকেশে রাখতে হয়।"

ইহার কিছুদিন পরে ১৮৮১ মাঘোৎসবের সময় জানুয়ারী মাসে কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণ্টেখরে যান। তথন রাম, মনোমোহন, প্রগোপাল সেন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

১৮০৩ শক ১লা আবিণ শুক্রবার ১৫ই জুলাই ১৮৮১ কেশব আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রীমারে তুলিয়া লন।

১৮৮১ নভেম্বর মালে মনোমোহনের বাটীতে যখন ঠাকুর শুভাগম করেন ও উৎসব হয় তখনও কেশব নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগদা করেন। উন্যুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি গান করিয়াছিলেন।

১৮৮১ ডিসেম্বর মাসে তরাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে জ্রীরামকৃষ্ট্রমিন্তিত হইয়া যান। জ্রীযুক্ত কেশবও গিয়াছিলেন। বাটীটী ঠনঠে বেচু চাটুর্য্যের খ্রীটে। তরাজেন্দ্র, রাম ও মনোমোহনের মেঘোমহাশম রাম, মনোমোহন, আক্ষাভক্ত রাজমোহন, রাজেন্দ্র কেশবকে সংবাদেন ও নিমন্ত্রণ করেন।

কেশবকে ষধন সংবাদ দেওয়া হয় তখন ভাই আঘারনাথের শোলে আশোচ গ্রাহণ করিয়াছিলেন। প্রচারক ভাই আঘার ২৪শে অগ্রাহায় ৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারে Lucknow নগরে দেহত্যাগ করেন সকলে মনে করিলেন কেশব বৃধি আসিতে পারিবেন না! কেশ সংবাদ পাইয়া বলিতেন সে কি! পরমহংস মহাশয় আসিবেন আআমি যাব না! অবশ্য যাইব। অশোচ, তাই আমি আলাদা জায়গাংখাবো।

মনোমোংনের মাতাঠাকুরাণী পরম ভক্তিমতা ৮শ্যামাস্থলরী দেব

ঠাকুরকে পরিবেশন করিয়াছিলেন। রাম থাবার সময় দাঁড়োইয়াছিলেন। যেদিন এরাজেন্দ্রের বাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ শুভাগমন করেন, সেইদিন অপরাক্ষে স্থরেন্দ্র তাঁহাকে লইয়া চীনা বাজারে তাঁহার Photograph লইয়াছিলেন। ঠাকুর দণ্ডায়মান সমাধিস্থ।

উৎসবের দিবসে ৶মহেন্দ্র গোস্বামী ভাগবত পাঠ করিলেন।

১৮৮২ জানুষারী মাঘোৎসবের সময় সিমুলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব হয়। ৩জ্ঞান চৌধুরীর বাটীতে দালানে ও উঠানে উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই স্থানে নরেন্দ্রের গান ঠাকুর প্রথমে শুনেন ও তাঁহাকে দক্ষিণেশবের যাইতে বলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১২ই ফাল্পন বৃহস্পতিবার কেশব প্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশরে ভক্তসঙ্গে আবার দশন করিতে আদেন। সঙ্গে Joseph Cook,আমেরিকান পাদরী, Miss Pigot। প্রাক্ষ ভক্তগণ কেশব ঠাকুরকে Steamerএ তুলিয়া লইলেন। Cook সাহেব প্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থা দেখিলেন। প্রীযুক্ত নরেন্দ্র এই জাহাজে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিয়া মাষ্টার দশ পনের দিনের মধ্যে দক্ষিণেশরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দশ ন করেন।

তিন মাস পরে এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ কমল কুটীরে কেশবকে দেখিতে আসেন। তাহারই একটু বিবরণ এই পরিচ্ছেদে দেওয়া হইল।
[শ্রীরামকৃষ্ণের কেশবের প্রতি সেহ; জগন্মাতার কাছে ডাবচিনি মানা]

আজ কমল-কুটীরে দেই বৈঠকখানা-ঘরে ঠাক্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে উপবিষ্টা। হরা এপ্রিল ১৮৮২ বেলা ৫টা। কেশব ভিতরের ঘরে ছিলেন, তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি জামা-চাদর পরিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার ভক্ত-বন্ধু ৺কালীনাথ বসু শীড়িত, তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন, কেশবের আর যাওয়া হইল না। ঠাকুর বলিতেছেন—তোমার অনেক কাজ, আবার খপরের কাগজে লিখতে হয়; সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবার অবসর নাই; তাই আমিই তোমায় দেখতে এসেছি। তোমার অস্ত্রণ শুনে ভাব-চিনি মেনেছিলুম; মাকে বললুম, মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তাহা হ'লে কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব। শীযুত প্রতাপাদি বাক্ষজকদের সহিত শীরামকৃষ্ণ অনেক কথা কহিতেছেন। কাছে মান্টার বিদিয়া আছেন দেখিয়া তিনি কেশবকে বলিতেছেন, ইনি কেন ওখানে ( দক্ষিণেশ্বরে ) যান না, জিজ্ঞাসা করত গা; এতো ইনি বলেন' মাগ-ছেলেদের উপর মন নাই!' মান্টার সবে এক মাস ঠাকুরের কাছে নৃতন যাতায়াত করিতেছেন। শেষে যাইতে কয় দিন বিলম্ব হইয়াছে, তাই ঠাকুর এইরূপ কথা বলিতেছেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, আস্তে দেরী হ'লে আমায়্ব পত্র দেবে ।

ব্রাহ্ম ভক্তেরা শ্রীযুত সমাধ্যায়ীকে দেখাইয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, ইনি পণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্র বেশ পড়িয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন— হাঁ, এঁর চক্ষু দিয়া এঁর ভিতরটি দেখা যাচেছ; যেমন সারসী দরোজার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরকার জিনিষ দেখা যায়।

শ্রীযুত ত্রৈলোক্য গান গাইতেছেন। গান গাইতে গাইতে সন্ধার বাতি স্থাণা হইল, গান চলিতে লাগিল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান—আর মা'র নাম করিতে করিতে স্মাধিস্থ। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজেই নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন।

#### গান-

হ্বা পান করি না আমি হুধা থাই জয় কোলী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদন্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তার মশলা দিয়ে
আনে গুড়ীতে টোরায় ভাঁটী পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্রভা, শোধন করি ব'লে তারা,
প্রসাদ বলে এমন হ্বা খলে চতুর্বর্গ মলে।

শ্রীযুত কেশবকে ঠাকুর স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখিতেছেন। যেন কত আপনার লোক; আর যেন ভয় করিতেছেন, কেশব পাছে অন্স কারু, অর্থাৎ সংসারের, হয়েন। তাঁহার দিকে তাকাইয়া আবার গান ধরিলেন।

#### গান-

কৰা বল্ভে ভৱাই, না বল্লেও ভৱাই। মনের সন্দ হয়, পাছে ভোমা ধনে হাবাই হারাই॥ আমরা জানি যে মজোর, দিলাম ভোরে সেই মন ভোর, এখন মন ভোর, বে মজে বিপদেভে ভরি ভরাই॥ 'আমি জানি যে মন-তোর, দিলাম তোরে সেই মন্তোর, এখন মন তোর।' অর্থাৎ সব ত্যাগ ক'রে ভগবানকে ডাক, তিনিই সত্য, আর সব অনিত্য; তাঁকে না লাভ কর্লে কিছুই হ'ল না! এই মহামন্ত্র।

আবার উপবেশন করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

তাঁহাকে জল খাওয়াইবার জন্য উদযোগ হইতেছে। হল-ঘরের এক পাশে একটি ব্রাহ্ম ভক্ত পিয়ানো রাজাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্থবদন; শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্থবদন; বালকের ন্যায় পিয়ানোর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একটু পরেই অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। জল খাইবেন। আর মেয়েরাও প্রণাম করিবেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবা হইল। এইবারে তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। ত্রাহ্ম-ভক্তেরা সকলেই গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। কমল কুটীর হইতে গাড়ী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিল।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

#### দক্ষিণেশ্বরে কেদারের উৎসব।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেদারাদি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার শ্রাবণ অমাবস্থা ১৩ই আগফ ১৮৮২ খৃঃ অঃ। বেলা ৫টা হইবে।

শীযুক্ত কেদার চাটুযো। হালিসহরে বাটী। সরকারী Accountant এর কাজ করিতেন। অনেক দিন ঢাকায় ছিলেন; সে সময়ে শীযুক্ত বিজয় গোস্বামী তাঁহার সহিত সর্বাদা শীরামক্ষের বিষয় আলাপ করিতেন। ঈর্থরের কথা শুনিলেই তাঁহার চকু অশ্রুপূর্ণ হইত। তিনি পূর্বেব ব্রাক্ষামাজভুক্ত ছিলেন। তানিস্কু

ঠাকুর নিজের ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। রাম, মনোমোহন, স্থরেন্দ্র, রাখাল, শুবনাথ, মাফীর প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। কেদার আচ্চ উৎসব করিয়াছেন। সমস্ক দিন আনন্দে অতিবাহিত হইতেছে। রাম একটি ওস্তাদ আনিয়া-ছিলেন, তিনি গান গাহিয়াছেন। গানের সময় ঠাকুর সমাধিত্ব হইয়া ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন। মাষ্টার ও অক্যান্য ভক্তেরা তাঁহার পাদমূলে বসিয়াছিলেন।

ি সমাধিতত্ত্ব ও সর্ববধর্ম্ম সমন্বয়। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান। ব

ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে সমাধিতত্ব বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন. "দক্ষিদানন্দ লাভ হলে সমাধি হয়। তখন কর্ম্মত্যাগ হয়ে যায়। আমি ওস্তাদের নাম কচ্ছি এমন সময় ওস্তাদ এসে উপস্থিত, তখন আর তার নাম করবার কি প্রয়োজন। মৌমাছি ভন ভন করে কতক্ষণ প যতক্ষণ না ফুলে বসে। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ क्रतल हरव ना । शृङ्गा, क्रभ, धान, मन्ना!, क्रवामि, जीर्थ मवहे क्रतल হয় |

"লাভের পর যদি কেউ বিচার করে, সে যেমন মৌমাছি মধু পান করতে করতে আধ আধ গুন্ গুন্ করে।".

ওস্তাদটি বেশ গান গাহিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে বলিতেছেন, যে মানুষের একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীত বিছা, তাতে ঈশরের শক্তি আছে বিশেষরূপে।

ওস্তাদু-মহাশয়, কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তিই সার। ঈশ্বর তো সর্ব্বভৃতে আছেন; তবে ভক্ত কাকে বলি ? যার মন সর্ববদা ঈশ্বরেতে আছে। আর অহঙ্কার অভিমান থাকলে হয় না! 'আমি' রূপ ঢিপিতে ঈশবের কুপারূপ জল क्राम ना : शिष्ट्रिय योग । आमि यञ्च ।

(কেদারাদি ভক্তদের প্রতি) – "সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মাই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার ; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার ; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠ তে পার, আর দড়ি দিয়েও উঠ তে পার। আবার একটি আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার।

"যদি বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে; আমি বলি তা থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে। সবাই মনে করে আমার ঘড়ীই ঠিক বাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হল; তাঁর উপর ভালবাসা, টান থাকলেই হল। তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে; বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ 'বা' কি 'পা' এই বলে ডাকে! বারা 'বা' কি 'পা' পর্যান্ত বলতে পারে বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন ? বাবা জানেন যে ওরা আমাকেই ডাকছে তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।

"আবার ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরে চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচেছ এক ঘাটে বলছে জল; মুসলমানরা আর এক ঘাটে খাচেছ বলছে পানি; ইংরাজরা আর এক ঘাটে খাচেছ বলছে পানি ; ইংরাজরা আর এক ঘাটে খাচেছ বলছে ওয়াটার (Water); আবার অন্য লোক এক ঘাটে বলছে Aqua। এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।"

## দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ।

### CIRCUS রঙ্গালয়ে। গৃহস্থের ও অন্যান্য কর্মিদের কঠিন সমস্থা ও শ্রীরামক্রম্ণ।

শীরামকৃষ্ণ শ্রামপুকুব বিভাদাগরের স্কুলের দ্বারে গাড়ী করিয়া মাসিয়া উপস্থিত। বেলা এটা হইবে। গাড়ীতে মাফারকে তুলিয়া ইলেন। রাখাল ও আরও ২০১টি ভক্ত গাড়ীতে আছেন। আজ ধ্বার ১৫ই নভেম্বর, ১৮৮২ গ্রীফীন্দ, কার্ত্তিক শুক্লা পঞ্চমী। গাড়ী চমে চিৎপুর রাস্তা দিয়া গড়ের মাঠের দিকে যাইতেছে।

সম থক্ত, কেশব ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংবাদ। সলা লৈট 14th May 875 শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বেলঘোরের বাগানে। Bharat Asram Libel lit ending 30th April 1875 ১৮ বৈশাষ্ েশব ঐ বাগানে তথনও লেন। ১৮৮০ শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ৮ মাস ছিলেন; 3rd March বুধবার ইতে ১০ই অক্টো 1880 প্যান্ত। ইতিমধ্যে শিগেড়, শ্রামবান্তার, করাপাঠে, তিনানদ। ফিরবার সময় কোতলপুরে তন্ত্রের বাড়ী ৮৭মা পূজার আরতা থৈছিলেন। রাভায় কেশবের প্রেরিত ব্রন্ধভক্তর সলে দেখা ইইরাছিল। শব চিন্তিত, ঠাকুরকে কম মাস দেখেন নাই। অন্যান্ত বিশেষ বিবরণ বিশিষ্টে।

শীরামকৃষ্ণ আনন্দময়—মাতালের ভায়—গাড়ীর একবার এধার, একবার ওধার মুখ বাড়াইয়া বালকের ভায় দেখিতেছেন। আর উদ্দেশে পথিকদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। মাফারকে বলিভেছেন, দেখ, সব লোক দেখছি নিম্নদৃষ্টি! পেটের জন্য সব বাচেছ। ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখিতে যাইতেছেন। মাঠে পৌছিয়া টিকিট কেনা হইল। আট আনার অর্থাৎ শেষ শ্রেণীর টিকিট। ভক্তেরা ঠাকুরকে লইয়া উচ্চস্থানে উঠিয়া এক বেঞ্চির উপরে বসিলেন। ঠাকুর আনন্দে বলিতেছেন, বাঃ এখান থেকে বেশ দেখা যায়!

রক্ষণ্ডলে নানারূপ খেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখা হইল। গোলাকার রাস্তায় ঘোড়া দৌড়িতেছে। ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক পায়ে বিবি দাঁড়াইয়া। আবার মাঝে মাঝে সামনে বড় বড় লোহার ring (চক্র)। রিংএর কাছে আসিয়া ঘোড়া যখন রিংএর নীতে দৌড়িতেছে, বিবি ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে লক্ষ্ণ দিয়া রিংএর মধ্য দিয়া পুনরার ঘোড়ার পৃষ্ঠে আবার এক পায়ে দাঁড়াইয়া। ঘোড়া পুনঃ পুনঃ বন্ বন্ করিয়া ঐ গোলাকার পথে দৌড়াইতে লাগিল, বিবিও আবার ঐরূপ পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া।

সার্কাস সমাপ্ত হইল । ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে নামিয়া আসিয়া ময়দানে গাড়ীর কাছে আসিলেন। শীত পড়িয়াছে। গায়ে ন্বুজ বনাত দিয়া মাঠে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন, কাছে ভক্তেরা দাঁড়াইয়া আছেন! একজন ভক্তের হাতে বটুয়াটি ( মশলার ছোট থলেটি ) রহিয়ছে। ভাহাতে মশলা বিশেষতঃ কাবাবচিনি আছে।

#### িআগে সাধন, তার পর সংসার , অভ্যাস্যোগ

শীরামকৃষ্ণ মান্টারকে বলিতেছেন, দেখলে, বিবি কেমন এক পায়ে যোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বন্ বন্ ক'রে দৌড়াছে। কভ কঠিল, অনেক দিন ধ'রে অভ্যাস করেছে, তবে ত হয়েছে। একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেলে যাবে, আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করা এরপ কঠিন। অনেক সাধন-ভঙ্গন করলে লখরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে। অধিকাংশ লোক পারে না। সংসার করতে গিয়ে আরও বদ্ধ হয়ে যায়; আরও ভুবে যায়;

মৃত্যু-বন্ত্রণা হয়। কেউ কেউ, যেমন জনকাদি, অনেক তপস্যার বলে সংসার করেছিলেন। তাই সাধন-ভজন • খুব দরকার, তা না ২'লে সংসারে ঠিক থাক। যায় না।'

#### [ বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী বাগবাজারে বস্থপাড়ায় বলরামের বাটির দারে উপস্থিত হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে দোতলার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। সন্ধ্যার বাজি জালা হইয়াছে। ঠাকুর সার্কাসের গল্প করিতেছেন। অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঈশ্বীয় কথা অনেক হইতেছে। মুখে অন্য কথা কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বের কথা।

[Sri RamKrishna the Caste-system and the problem of the Untouchables solved.]

জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা পড়িল। ঠাকুর বলিলেন, এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে থেতে পারে। সে উপায়—ভক্তি। ভক্তের জাওি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। গৌর, নিতাই, হরিনাম দিতে লাগলেন, আর আচগুলে কোল দিলেন। ভক্তি না থাকলে ত্রাহ্মণ ত্রাহ্মণ নয়। ভাক্ত থাকলে চগুল চগুল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ, পবিত্র হয়।

#### [ সংসারী বদ্ধজীব ]

শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী বন্ধজীবের কথা বলিতেছেন। তারা যেন

উটাপোকা, মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু অনেক

ত্ম করে গুটা তৈয়ার করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না; তাতেই

ত্যু হয়। আবার যেন ঘূলির মধ্যে মাছ; যে পথে ঢুকেছে, সেই

থ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু জালের মিষ্ট শব্দ আর অন্য

না মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টা

রে না। ছেলে-মেয়ের আধ আধ কথাবার্তা যেন জলকল্লোলের

ধ্রে শব্দ। মাছ অর্থাৎ জীব, পরিবারবর্গ। তবে ত্ব'একটা সেড়ি

টালায়, তাদের বলে মুক্ত জীব।

ঠাকুর গান গাহিতেছেন :--

#### গান-

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুছক ক'রে। ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতত্ত জীবে কি জানিতে পারে॥ বিল ক'রে ঘূণি পাতে মীন প্রবেশ কবে তাতে। যাতায়াতেঃ গথ আচে তব মীন পালাতে নারে॥

ঠাকুর আবার বলিতেছেন, জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে; পিষে থাবে। তরে যে কটি ডাল খুঁটী ধ'রে থাকে, তারা পিষে যার না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশরের শরণাগত হ'তে হয়; তাঁকে ডাক, তাঁর নাম কর,তবে মুক্তি। তা না হ'লে কাল-রূপ জাঁতায় পিষে যাবে।

ঠাকুর আবার গান গাহিতেছেন :---

#### গান--

পড়িরে ভবসাগরে ডুবে না তকুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।
একে মন মাঝি আনাড়া, তাহে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ি,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুড়ুবু থেয়ে মতি।
ভেঙ্কে পেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়ল শ্রজার পাল,
তরী হ'ল বানচাল উপায় কি করি;—
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরকে দিয়ে সাঁতার, শ্রীহুগা নামের ভেলা ধরি॥

#### Duty to wife and children

বিশাস বাবু অনেককণ বসিয়াছিলেন, এখন উঠিয়া গোলেন।
তাঁহার অনেক টাকা ছিল, কিন্তু চরিত্র মলিন হওয়াতে সমস্ত উড়িয়া
গিয়াছে। এখন পরিবার, কন্যা প্রভৃতি কাহাকেও দেখেন না।
বলরাম তাঁহার কথা পাড়াতে ঠাকুর বলিলেন, 'ওটা লক্ষ্মীছাড়া
দারিদ্দির। গৃহস্থের কর্ত্তব্য আছে, ঋণ আছে; দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ,
ঋষি-ঋণ, আবার পরিবারদের সম্বন্ধে ঋণ আছে। সতী স্ত্রী হ'লে
তাকে প্রতিপালন, সন্তানদিগকে প্রতিপালন, যতদিন না লায়েক হয়।'

"সাধুই কেবল সঞ্চয় করবে না। 'পঞ্ছি আউর দরবেশ' সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাথীর ছানা হ'লে সঞ্চয় করে। ছানার জন্যে মূথে ক'রে খাবার নিয়ে যায়।" বলরাম—এখন বিখাসের সাধুদক্ষ করবার ইচ্ছা।

শীরামকৃষ্ণ ( সহাদ্যে )—সাধুর কমগুলু চার ধাম ঘুরে আসে, ক্সিরে বেমন তেতো, তেমনি তেতো থাকে। ধলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে, সব চন্দন হ'য়ে যায়! কিস্তু শিমূল, অশ্বণ, আমড়া এরা চন্দন হয় না! কেউ কেউ সাধুসক্ষ করে, গাঁজা থাবার জন্ম। (হাস্য)। সাধুরা গাঁজা খায় কি না, তাই তাদের কাছে এসে ব'সে গাঁজা সেজে দেয় আর প্রসাদ পায়। ( সকলের হাস্ম)।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ষড়ভূজ দর্শন ও গ্রীরাজমোহনের বাড়ীতে শুভাগমন। নরেন্দ্র।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গড়ের মাঠে যেদিন সার্কাস দর্শন করিলেন তাহার পর দিনেই আবার কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন; বৃহস্পতিবার ১৬ই নভেম্বর ১৮৮২ খৃঃ অ: কার্ত্তিক শুক্রা ষষ্ঠী ১লা অগ্রহায়ণ। আদিয়াই প্রথমে গরাণহাটায়\*য়ড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করিলেন। বৈষ্ণব সাধুদের আক্ড়া, মোহান্ত শ্রীগিরিধারী দাস। বড়ভুজ মহাপ্রভুর সেব! অনেকদিন হইতে চলিতেছে; ঠাকুর বৈকালে দর্শন করিলেন।

সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর সিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজ-মোহনের বাড়ীতে গাড়ী করিয়া আদিয়া উপস্থিত। ঠাকুর শুনিয়াছেন যে এখানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ছোকরারা মিলিয়া আক্ষা সমাজের উপাসনা করেন। তাই দেখিতে আদিয়াছেন। মাফার ও আরও ২।১ জন ভক্ত সঙ্গে আছেন। শ্রীযুক্ত রাজমোহন পুরাতন আক্ষতক্ত।

্রাক্সভক্ত ও সর্ববত্যাগ বা সন্ন্যাস।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আর বলিলেন, তোমাদের উপাদনা দেখব। নরেন্দ্র গান গাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত প্রিয় প্রভৃতি ছোকবারা কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন।

এইবার উপাসনা হইতেছে। ছোকরাদের মধ্যে একজন উপাসনা

<sup>\*</sup> वर्षमादन निमलना श्रीहै।

করিতেছেন। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার উদ্দীপন হইয়াছে। তাই সর্ববিত্যাগের কথা বলিতেছেন। মাফীর ঠাকুরের খুব কাছে বলিয়াছিলেন, তিনিই কেবল শুনিতে পাইলেন ঠাকুর অতি মৃত্যুরে বলিতেছেন, 'তা আর হয়েছে!'

শ্রীযুক্ত রাজমোহন ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার জন্য বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইতেছেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রীযুক্ত মনোমোহন ও প্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বার্টীতে প্রীরামরুঞ্চ।
পরের রবিবারে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা, স্থরেন্দ্র নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।
তিনি ঘর বাহির করিতেছেন—কখন ঠাকুর আসেন। মাফারকে
দেখিয়া তিনি বলিতেছেন, 'তুমি এসেছ, আর তিনি কোথায় ?' এমন
সময় ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। কাছে প্রীযুক্ত মনোমোহদের
বাড়ী, ঠাকুর প্রথমে সেখানে নামিলেন, সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া
স্থরেন্দ্রের বাড়ীতে আসিবেন।

মনোমোহনের বৈঠকখানায় ঠাকুর বলিতেছেন, "যে অকিঞ্চন যে দীন, তার ভক্তি ঈশ্বরের প্রিয় জিনিষ। খোল মাখান জাব ষেমন গরুর প্রিয়। দুর্য্যোধন অত টাকা অত ঐশ্বর্য্য দেখাতে লাগল; কিন্তু তার বাটীতে ঠাকুর গেলেন না। তিনি বিহুরের বাটী গেলেন। তিনি ভক্তবংসল; বংসের পাছে যেমন গাভী ধায় সেইরূপ তিনি ভক্তের পাছে থান।" ঠাকুর গান গাহিতেছেন।

#### গান-

যে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ ছুগান্তরে। হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বক ধরে॥

"চৈতত্যদেবের কৃষ্ণ নামে অশ্রু পড়ত। ঈশ্বরই বস্তু; **আর সব** অবস্তু। মামুষ মনে করলে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন, ভোগ কত্তেই মন্ত। মাথায় মাণিক রয়েছে তবু সাপ ব্যাঙ খেরে মরে! "ভক্তিই সার। ঈশয়কে বিচার করে কে জান্তে পারবে। আমার দরকার ভক্তি। তাঁর অনন্ত ঐশর্য্য; অত জানবার আমার কি দরকার ? এক বোতল মদে যদি মাতাল হই শুঁড়ীর দোকানে কত মণ মদ আছে সে খবরে আমার কি দরকার ? এক ঘটি জলে আমার তৃফার শান্তি হতে পারে; পৃথিবীতে কত জল আছে সে খবরে আমার প্রয়োজন নাই।"

্ স্থাবন্দ্রের দাদা ও সদরওলার পদ। জাতিভেদ—Castesystem and problem of the Untouchables solved : Theosophy.

শীরামকৃষ্ণ এইবার স্থরেন্দ্রের বাড়ীতে আদিয়াছেন। আদিয়া
দোতলার বৈঠকখানার বিসিয়া আছেন। স্থরেন্দ্রের মেজভাই সদরওয়ালা,
তিনিও উপস্থিত ছিলেন। অনেক ভক্ত ঘরে সমবেত ইইয়াছেন।
ঠাকুর স্থরেন্দ্রের দাদাকে বলিতেছেন, "আপনি জজ, তা বেশ; এটি
জানবেন সবই ঈশ্বরের শক্তি। বড় পদ তিনিই দিয়েছেন, তাই হয়েছে।
লোকে মনে করে আমরা বড়লোক; ছাদের জল সিংহের মুখওলা নল
দিয়ে পড়ে, মনে হয় সিংহটা মুখ দিয়ে জল বার কচ্ছে! কিন্তু দেখ
কোথাকার জল। কোথা আকাশে মেঘ হয়, সেই জল ছাদে পড়েছে,
তারপর গড়িয়ে নলে যাচেছ; তারপর সিংহের মুখ দিয়ে বেরুচেছ।"

স্থুরেন্দ্রের ভ্রাতা—মহাশয়, ব্রাহ্মসমাজে বলে স্ত্রী-স্বাধীনতা , জাতি-ভেদ উঠিয়ে দাও ; এ সব আপনার কি বোধ হয় ?

শীরামকৃষ্ণ— ঈশরের উপর নৃতন অমুরাগ হলে ঐ রকম হয়।
ঝড় এলে ধূল ওড়ে, কোন্টা আমড়া, আর কোন্টা তেঁতুলগাছ, কোন্টা
আমগাছ বোঝা যায় না। ঝড় থমে গেলে, তথন বোঝা যায়।
নবামুরাগের ঝড় থেমে গেলে ক্রমে বোঝা যায় যে ঈশরই শ্রেয়ঃ নিত্য
পদার্থ আর দব অনিত্য। সাধুসঙ্গ তপস্যা না করলে এ দব ধারণা
হয় না! পাখোয়াজের বোল মুখে বল্লে কি হবে; হাতে আনা বড়
কঠিন। শুধু লেক্চার দিলে কি হবে; তপস্যা চাই, তবে ধারণা হবে।

"জাতিভেদ ? কেবল এক উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে।

২৪ শ্রীশ্রীরামক্ষ-কথামৃত। [ ৫ম ভাগ, ১৮৮২, নভেম্বর, ২৬। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। অস্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয়—চণ্ডাল ভক্তি হলে আর চশুলে থাকে না। চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়াছিলেন।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা হরিনাম করে, খুব ভাল। ব্যাকুল হয়ে ডাক্লে তাঁর কুপা হবে, ঈশর লাভ হবে।

"সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। এক ঈশরকে নানা নামে ডাকে। যেমন এক ঘাটের ভল হিন্দুরা খায়, বলে জল; আর এক ঘাটে খৃষ্টানরা খায়, বলে ওয়াটার (water); আর এক ঘাটে মুসলমানেরা খায়, বলে পানি।"

স্থরেন্দ্রের ভ্রাতা-মহাশয়, থিওজফি কিরূপ বোধ হয় ?

শীরামকৃষ্ণ —শুনেছি নাকি ওতে অলোকিক শক্তি (miracles) হয়। দেব মোড়লের বাড়ীতে দেখেছিলাম একজন পিশাচদিদ্ধ। পিশাচ কত কি জিনিষ এনে দিত। অলোকিক শক্তি নিয়ে কি করবো ? ওর দারা কি ঈশ্বর লাভ হয় ? ঈশ্বর যদি না লাভ হলো তা হলে সকলই মিধ্যা!

## পঞ্চম ভাগ–ছভীর ২ও।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

মণি মলিকের ব্রহ্মোৎসবে ঠাকুর প্রীরামরুষ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের নিন্দুরিয়া পটীর বাটীতে ভক্তসঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন! সেখানে প্রাক্ষ-সমাজের প্রতি বৎসর উৎসব হয়। বৈকাল, বেলা ৪টা হইবে। এখানে আঞ্চ প্রাক্ষ-সমাজে সাম্বাৎসরিক উৎসব। ২৬শে নভেম্বর, ৮৮২খৃঃঅঃ। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃন্য গোস্বামী ও অনেকগুলি প্রাক্ষ-ভক্ত আর শ্রীপ্রেমটাদ বড়াল ও গৃহস্বামীর অন্যান্য বন্দুগণ আদিয়াছেন। মান্টার প্রভৃতি সঙ্গে আছেন।

শ্রীযুক্ত মণিলাল ভক্তদের দেবার জম্ম অনেক আয়োজন করিয়া-ছেন। প্রহলাদ চরিত্র কথা হইবে। তৎপরে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা হইবে। অবশেষে ভক্তগণ প্রসাদ পাইবেন।

ক্রীযুক্ত বিজয় এখন ব্রাক্ষ-সমাঞ্চভুক্ত আছেন। তিনি অন্তকার উপাসনা করিবেন। তিনি এখনও গৈরিক বস্তু ধারণ করেন নাই! কথক মহাশয় প্রহলাদচরিত্র কথা বলিতেছেন। পিতা হিরণ্যকশিপু হরির নিন্দা, ও পুত্র প্রহলাদকে বার বার নির্যাতন করিতেছেন। প্রহলাদ করজোড়ে হরিকে প্রার্থনা করিতেছেন আর বলিতেছেন, "হে হরি, পিতাকে স্থমতি দাও"। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া কাঁদিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে।

ি শ্রীবিজয় গোষামী প্রভৃতি ব্রাক্ষভক্তদিগকে উপদেশ। ঈশ্বর-দর্শন ও আদেশ প্রাপ্তি, তবে লোকশিকা।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয়াদি ভক্তদিগকে বলিতেছেন, "ভক্তিই সার। তাঁর নামগুণকীর্ত্তন সর্ববদা করতে করতে ভক্তি লাভ ২য়। আহা। শিবনাথের কি ভক্তি। যেন রসে ফেলা ছানাবড়া।

"এ রকম মনে করা ভাল নয় যে আমার ধর্মাই ঠিক; আর অন্ত সকলের ধর্মা ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত।

"দেখ! ঈশারকে দেখা যায়! 'অবাস্থনসোগোচর' বেদে বলেছে; এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। বৈষ্ণবচরণ ব'লত, তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর\*। তাই সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, শুক্রর উপদেশ এই সব প্রয়োজন। তবে চিত্তক্তি হয়। তখন তার দর্শন হয়। ঘোলা জলে নির্মাল ফেল্লে পরিস্কার হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আর্শিতেও মুখ দেখা যায় না।"

চিত্ত দির পর ভক্তিলাভ কর্লে, তবে তাঁর কুপায় তাঁকে দর্শন হয়। দর্শনের পর আ'দেশ পেলে তবে লোকশিকা দেওয়া যায়। আগে থাক্তে লেক্চার দেওয়া ভাল নয়। একটা গান আছে—

ভাবছো কি মন একশা বসে, অনুরাগ বিনে কি চাঁদ গৌর মিলে। আবার আছে—

মন্দিরে তোর নাইকো মাধব, পোদো শাঁক ফুকে তুই করলি গোল। ভায় চামচিকে এগার জনা, দিব! নিশি দিছে থানা।

> মন এব মনুয়াণাং কারণং বন্ধমোক্ষরোঃ। বন্ধায় বিষয়াসজি মোক্ষে দিবিব্যয় স্ভুত্য

> > -दिम्बाशा उपनिष्ट

"হদয়-মন্দির আগে পরিকার করতে হয়; ঠাকুর প্রতিমা আন্তে হয়, পূজার আয়োজন করিতে হয়। কোন আয়োজন নাই, ভোঁ ভোঁ করে শাঁক বাজান, তাতে কি হবে ?"

এইবার শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী বেদীতে বসিয়া, ব্রাক্ষ-সমাজের পদ্ধতি অসুসারে উপাসনা করিতেছেন। উপাসনাত্তে তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়া বলিলেন।

শীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)—আচ্ছা, তোমরা অত পাপ পাপ বল্লে কেন ? একশোবার 'আমি পাপী, আমি পাপী' বল্লে, তাই ংরে যায়। এমন বিশ্বাস করা চাই, যে তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ কি ? তিনি আমাদের বাপ মা; তাকে বলো যে পাপ করেছি, আর কথনও করব না। আর তাঁর নাম কর, তাঁর নামে সকলে দেহ মন পবিত্র কর—জিহবাকে পবিত্র কর।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### বাবুরাম প্রভৃতির সঙ্গে, FREE WILL সম্বন্ধে কথা। তোতাপুরীর আত্মহত্যার সঙ্কল্প।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বৈকাল বেলা নিজের ঘরে পশ্চিমের বারান্দায় কথা কহিতেছেন। সঙ্গে বাবুরাম, মাফার, রামদয়াল প্রভৃতি। ডিসেম্বর, ১৮৮২ খু: অঃ। বাবুরাম, রামদয়াল ও মাফার আজ রাত্রে থাকিবেন। শীতের (বড় দিনের) ছুটী ইইয়াছে। মাফার আগামী কল্যও থাকিবেন। বাবুরাম নৃতন নৃতন আসিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ঈশর সব কচ্চেন এ জ্ঞান হলে তো জীবসূক্ত। কেশব সেন শস্তু মল্লিকের সঙ্গে এসেছিল, আমি তাকে বল্লাম, গাছের পাতাটি পর্য্যস্ত ঈশরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না। স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) কোথায় ? সকলই ঈশরাধীন। স্থাংটা অত বড় জ্ঞানী গো, সে-ই জলে ডুবতে গিছলো! এখানে এগার মাস ছিল; পেটের ব্যারাম হল, রোগের যন্ত্রণায় অন্থির হয়ে গঙ্গায় ডুব তে গিছলো! ঘাটের কাছে অনেকটা চড়া, যত যায়, ইাটু জলের চেয়ে আর বেশী হয় না: ভখন আবার বুঝলে: বুঝে ফিরে এলো। আমার একবাদ

থুব বাতিক বৃদ্ধি হয়েছিল, তাই পলায় ছুরি দিতে গিছ্লুম ! তাই বলি মা আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন চালাও তেমনি চলি—বেমন করাও তেমনি করি।"

ঠাকুরের ঘরের মধ্যে গান হইতেছে। ভক্তেরা গান গাহিতেছেন—

- >। হাদি-বুন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি,
  ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সভী॥
  মৃক্তি কামনা আমারি হবে বুন্দে গোপনারী,
  দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোবভী॥
  আমার পাপভার গোবর্জন ধর ধর জনার্দ্দন,
  কামাদি ছয় কংস চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি,—
  বাজায়ে রূপা-বাশরী মন ধেমুকে বশ করি,
  ভিষ্ঠ হাদিগোষ্ঠে আমার পুরাও ইট এই মিনতি॥
  আমার প্রেমরূপ যম্নাকুলে, আশা বংশীবটম্লে,
  সদয়ভাবে উদয় হ'য়ে বাস করহে সম্প্রতি,—
  যদি বল রাখাল প্রেমে বন্দী থাকি ব্রজ্ঞধামে,
  ভবে জ্ঞানহীন রাখাল ভোমার দাস হবে হে দাশর্থী॥
- ২। আমার প্রাণ-পিঞ্জের পাখী গাওনারে। ব্রহ্ম কল্পতক্তমূলে বসেরে পাখী, বিভূগণ গাও দেখি (গাও গাও) আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, স্থপক ফল খাওনা রে॥

নন্দন বাগানের শ্রীনাথ মিত্র বন্ধুগণ দক্ষে আদিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াঁ বলিতেছেন, "এই যে এঁর চক্ষু দিয়া ভেতরটা সব দেখা যাচছে। সাশার দরজার ভিতর দিয়ে যেমন ঘরের ভিতরকার জিনিষ সব দেখা যাচছে।" শ্রীনাথ, যজ্ঞনাথ, এরা নন্দন বাগানের আক্ষাপরি-বারভুক্ত। ইঁহাদের বাটীতে প্রতি বৎসর আক্ষাসমাজের উৎসব হইত। উৎসব দর্শন করিতে ঠাকুর পরে গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইতে লাগিল। ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর ঈশর চিস্তা করিতেছেন। ক্রমে ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাব উপশ্যমের পর বলিতেছেন, "মা ওকেও টেনে নাও। ও অত দীন ভাবে থাকে! তোমার কাছে আসা যাওয়া কচেছ।"

ঠাকুর ভাবে বাবুরামের কথা কি বলিতেছেন ? বাবুরাম, মাস্টার, রামদয়াল প্রভৃতি বসিয়া আছেন। রাত্রি ৮টা ৯টা হইবে। ঠাকুর নমাধিতত্ত্ব বলিতেছেন। জড় সমাধি, চেতন সমাধি, স্থিত সমাধি, উন্মনা সমাধি।

### [বিভাদাগর ও Gengish Khan. ঈশর কি নিষ্ঠুর ? শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর।]

স্থ দু:খের কথা হইতেছে। ঈশ্ব এত দু:খ কেন করেছেন ?
মাফার—বিভাসাগর অভিমান করে বলেন, 'ঈশ্বরকে ডাকবার
আর কি দরকার। দেখ, জেন্সিস্ থাঁ যখন লুট পাট আরম্ভ করলে
তখন অনেক লোককে বন্দী করলে; ক্রমে প্রায় একলক্ষ বন্দী জমে
গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বল্লে মহাশ্বর, এদের খাওয়াবে কে ?
সঙ্গে এদের রাখলে আমাদের বিপদ। কি করা যায় ? ছেড়ে দিলেও
বিপদ। তখন জেন্সিস্ থাঁ বল্লেন, তাহলে কি করা যায় ; ওদের সব
বধ কর। তাই কচাকচ্ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকাগু তো ঈশ্বর দেখলেন ? কই একটু নিবারন তো কল্লেন না। তা
তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো
কোন উপকার হ'লো না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশবের কার্য্য কি বুঝা যায়, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করেন ? তিনি স্থাই, পালন, সংহার সবই কচ্ছেন। তিনি কেন সংহার কচ্ছেন আমরা কি বুঝতে পারি ? আমি বলি, মা আমার বোঝবারও দরকার নাই, তোমার পাদপল্লে ভক্তি দিও। মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য এই ভক্তি লাভ। আর সব মা জানেন। বাগানে আম খেতে এসেছি; কত গাছ, কত ডাল, কত কোটী পাতা, এসব বসে বসে হিসাব করবার আমার কি দরকার। আমি আম খাই, গাছ পাতার হিসাবে আমার দরকার নাই।

ঠাকুরের ঘরের মেজেতে আজ রাত্রে বাবুরাম, মান্টার ও রামদয়াল শয়ন করিলেন!

গভীর রাত্রি, ২টা ৩টা হইবে। ঠাকুরের ঘরে আলো নিবিয়া গিয়াছে। তিনি নিজে বিছানায় বাসয়া ভক্তদের সহিত মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

### ্রি এরামকৃষ্ণ ও বাবুরাম, মাফার প্রভৃতি। দ্রা ও মারা। কঠিন পাধন ও ঈশ্বর দর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—দেখ, দয়া আর ধুমায়া এ চুটি আলাদা জিনিষ। মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা; থেমন বাপ মা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র, এদের উপর ভালবাসা। দ্য়া সর্বভূতে ভালবাসা; সমদৃষ্টি। কারু ভিতর যদি দয়া দেখ, যেমন বিভাসাগরের, সে জানবে ঈশবের দয়া। দয়া থেকে সর্ববভূতের সেবা হয়। মায়াও ঈশবের। মায়া ভারা তিনি আগ্রীযদের সেবা করিয়ে লন। তবে একটি করা আছে; মায়াতে অজ্ঞান করে রাখে, আর বদ্ধ করে! কিন্তু দ্য়াতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ক্রমে বন্ধনমুক্তি হয়।

"চিত্ত ক্রিনা হলে ভগবান দর্শন হয় না। কাম, ফ্রোধ, লোভ, এসব জয় করলে তবে তাঁর কুপা হয়; তথন দর্শন হয়। তোমাদের অতি গুহু কথা বলছি, কাম জয় করবার জয় আমি অনেক করেছিলাম। এমন কি আনন্দ আসনের চারিদিকে 'য়য় কালী' 'জয় কালী'—বলে অনেকবার প্রদক্ষিণ করেছিলাম। আমার দশ এগার বৎসর বয়সে বখন ও দেশে ছিলুম, সেই সময়ে ঐ অবস্থাটি (সমাধি অবস্থা) হয়েছিল; মাঠ দিয়ে য়েতে য়েতে যা দর্শন কল্লাম তাতে বিহবল হয়েছিলাম। ঈশর দর্শনের কতকগুলি লক্ষণ আছে। জ্যোতি দেখা যায়, আনন্দ হয়, বুকের ভিতর তুপ্ড়ির মত গুর গুর করে মহাবায়ু ওঠে।"

পরদিন বাবুরাম, রামদয়াল, বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। মাফার সেই দিন ও রাত্রি ঠাকুরের সঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। সেদিন তিনি ঠাকুরবাড়ীতেই প্রসাদ পাইলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণেশ্বরে মাড়োয়ারী ভক্তগণসঙ্গে শ্রীরামরুষ্ণ।

বৈকাল হইরাছে। মাফার ও দুএকটা ভক্ত বসিয়া আছেন! কতকগুলি মাড়োয়ারী ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় ব্যবসা করেন। তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতেছেন, 'আপনি আমাদের কিছু উপদেশ করুন।' ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাড়োয়ারী ভক্তদের প্রতি)—দেশ, 'আমি আর আমরা' এ চুটি অজ্ঞান। ছে ঈশর, তুমি কর্ত্তা আর তোমার এই সব, এর নাম জ্ঞান। আর 'আমার' কেমন করে বলবে ? বাগানের সরকার বলে, আমার বাগান; কিন্তু যদি কোন দোষ করে তখন মনিব তাড়িয়ে দেয়; তখন এমন সাহস হয় না যে নিজের আমের সিন্দুকটা বাগান থেকে বার করে আনে। কাম, ক্রোধ, আদি যাবার নয়; ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। কামনা, লোভ করতে হয় তো ঈশ্বরকে পাবার কামনা, লোভ কর। বিচার করে তাদের তাড়িয়ে দাও। হাতী পরের কলাগাছ খেতে গেলে মাহুত অঙ্কুশ মারে।

"তোমরা ত ব্যবসা কর, ক্রমে ক্রমে উন্নতি করতে হয় জান! কেউ আগে বেড়ির কল করে, আবার বেশী টাকা হলে কাপড়ের দোকান করে। তেমনি ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যেতে হয়। হোলো, মাঝে মাঝে দিন কতক নির্জ্জনে থেকে বেশী করে তাঁকে ডাকলে।"

"তবে কি জান ? সময় না হলে কিছু হয় না। কারু কারু ভোগ, কর্ম্ম অনেক বাকি থাকে। তাই জন্ম দেরীতে হয়। ফোঁড়া কাঁচা অবস্থায় অন্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অন্ত্র করে। ছেলে বলেছিল, মা এখন আমি ঘুমুই আমার বাহে পেলে তখন তুমি তুলো। মা বল্লে, বাবা বাহেতেই তোমায় তুলবে, আমায় তুলতে হবে না।" (সকলের হাস্থা।)

িমাড়োরারা ভক্ত ও ব্যবসায়ে মিধ্যা কথা। রামনাম কীর্ত্তন। ]

মাড়োয়ারী ভক্তেরা মাঝে মাঝে ঠাকুরের দেবার জন্য মিফীয়াদি দ্রব্য আনেন; ফলাদি, থাল মিছরি ইত্যাদি। থাল মিছরিতে গোলাপ জলের গন্ধ। ঠাকুর কিন্তু সেই সব জিনিষ প্রায় সেবা করেন না। বলেন, ওদের অনেক মিথ্যা কথা কয়ে টাকা রোজগার করতে হয়। তাই উপস্থিত মাড়োয়ারীদের কথাছেলে উপদেশ দিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ — দেখ, ব্যবস। করতে গেলে সত্য কথার আঁট থাকে না। ব্যবসায় তেজী মন্দি আছে। নানকের গল্পে আছে যে তিনি বল্লেন, 'অসাধুর দ্রব্য ভোজন করতে গিয়ে দেখলুম যে সে সব রক্তমাখা হয়ে গেছে।' সাধুদের শুদ্ধ জিনিষ দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিষ দিতে নাই। সত্যপথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।\*

"সর্ববদা তাঁর নাম করতে হয়। কাজের সময় মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাথতে হয়। যেমন আমার পিঠে ফোড়া হয়েছে, সব কাজ কচ্ছি, কিন্তু মন ফোড়ার দিকে রয়েছে। রাম নাম করা বেশ। যে রাম দশরণের ছেলে; আবার জগৎ স্প্তি করেছেন; আর সর্বভূতে আছেন; আর অতি নিকটে আছেন। অন্তরে বাহিরে।"

'ওহি রাম দশরথকা বেটা, ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা, ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম স্ব সে নিয়ারা।'

# প্রধান ভাগ-চতুর্থ থণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেলঘরে গ্রামে গোবিন্দ মূখোপাধ্যায়ের বাটীতে শ্রীরামক্রম্ফ নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেলঘরে শ্রীযুত গোবিন্দ মুখুয়ের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। আজ রবিবার, ৭ই ফাল্পন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খুষ্টাব্দ, মাঘ শুক্লা দাদশী, পুষ্যানক্ষত্র। নরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি ভক্তরা আদিয়াছেন, প্রতিবেশিগণ আদিয়াছেন। ৭৮৮ টার সময় প্রথমেই ঠাকুর নবেন্দ্রাদি সঙ্গে সঙ্গীর্ভনে নৃত্য করিয়াছিলেন।

[বেলঘরেবাসীকে উপদেশ। কেন প্রণাম। কেন ভক্তিযোগ।]

কীর্ত্তনান্তে সকলেই উপবেশন করিলেন। অনেকেই ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, ঈশরকে প্রণাম কর। আবার বলিতেছেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, তবে এক এক জায়গায় বেশী প্রকাশ; যেমন সাধুতে। যদি বল, তুফ্ট লোক ত আছে, বাঘ সিংহও আছে; তা বাঘ নারারণকে আলিজন করার দরকার নাই, দূর থেকে প্রণাম ক'রে চ'লে যেতে হয়। আবার দেখ জল; কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে পূজা করা যায়, কোন জলে নাওয়া যায়। আবার কোন জলে কেবল আচান শোচান হয়।

প্রতিবেশী—আজ্ঞা, বেদান্তমত কিরূপ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ--বেদান্তবাদীরা বলে 'সোহহং' একা সত্য, জগৎ মিথ্যা, আমিও মিথ্যা। কেবল সেই পরব্রকাই আছেন।

"কিন্তু আমি ত যায় না: তাই আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর ভক্ত, এ অভিমান খুব ভাল।

্ৰ কলিযুগে ভক্তিযোগই ভাল। ভক্তি দারাও তাঁকে ' পাওয়া যায়। দেহবুদ্ধি থাক্লেই বিষয়বুদ্ধি। রূপ, রুস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই সকল বিষয়। বিষয়বুদ্ধি যাওয়া বড় কঠিন। বিষয়বুদ্ধি থাকতে 'সোহহং' হয় না।"\*

"ত্যাগীদের বিষয়বুদ্ধি কম; সংসারীরা সর্ব্বদাই বিষয়চিন্তা নিয়ে থাকে. তাই সংসারীর পক্ষে দাসোহহম'।"

িবেলঘরেবাসী ও পাপবাদ

প্রতিবেশী—আমরা পাপী, আমাদের কি হবে ?

শ্রীরামক্ষ্ণ—ভার নামগুণ কীর্ত্তন করলে দেহের সব পাপ পাनिय यात्र। (एड-व्रक्क পांश-পांथी: जांत्र नांभ-कीर्त्त रान रांज-ভালি দেওয়া। হাতভালি দিলে যেমন ব্যক্ষর উপরের পাখী সব পালায়. তেমনি সব পাপ তাঁর নাম-গুণকীর্ত্তনে চলে যায়। \* \*

"আবার দেখ, মেঠো পুকুরের জল সূর্য্যের তাপে আপনা আপনি শুকিরে যায়। তেমনি তার নাম-গুণকীর্ত্তনে পাপ-পুন্ধরিণীর জল আপনা আপনি শুকিয়ে যায়।"

"রোজ অভ্যাদ করতে হয়। Circusএ দেখে এলাম, ঘোড়া দৌড় চেছ, তার উপর বিবি এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! কত অভ্যাসে ঐটি ইয়েছে।"

"আর তাঁকে দেখবার জন্ম অন্ততঃ একবার ক'রে কাঁদ।"

"এই চুটী উপায়,—অভ্যাদ আর অমুরাগ অর্থাৎ তাঁকে দেখবার অন্ম ব্যাকলতা।"

[বেশ্বরেবাসীর ষট্চক্রের গান ও শ্রীরামক্ষের সমাধি।]

বৈঠকখানা-বাড়ীর দোতালা ঘরের বারান্দায় ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রসাদ পাইতেছেন: বেলা ১টা হইয়াছে। দেবা সমাপ্ত হইতে না ভইতে নীচের প্রাঙ্গণে একটি ভক্ত গান ধরিলেন।---

<sup>💌</sup> অব্যক্তা হি গভিত্বংখং দেহ দ্বির বাপ্যতে । — গীতা । ১২,৫ । - শ মামেকং শরণং এক' অহস্তাং সর্বাপোলেট্যা মোক্ষমিয়ামি।---গাড। ১৮,৪৮।

#### গান--

#### জাগ জাগ জননি,

মুলাধারে নিজাগত কতদিন গত হ'ল কুলকুগুলিনি।

ঠাকুর গান শুনিয়া সমাধিস্থ। শরীর সমস্ত স্থির, হাতটি প্রসাদপাত্রের উপর যেরূপ ছিল, চিত্রার্পিতের স্থায় রহিল। খাওয়া আর হইল না। অনেকক্ষণ পরে ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বলতেছেন, "আমি নীচে যাব, আমি নীচে যাব।"

একজন ভক্ত তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে নীচে লইয়া যাইতেছেন।

প্রাঙ্গনেই সকালে নাম সঙ্কীর্ত্তন ও প্রেমানন্দে ঠাকুরের নৃত্য হইয়াছিল। এখনও সতরঞ্চ ও আসন পাতা রহিয়াছে। ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট; গায়কের কাছে আদিয়া বনিলেন। গায়ক এতক্ষণে গান থামাইয়াছিলেন। ঠাকুর অতি দীনভাবে বলিতেছেন, "বাবু, আর একবার মায়ের নাম শুন্ব।"

গায়ক আবার গান গাহিতেছেন :---

### জাগ জাগ জননি !

ম্শাধারে নিজাগত, কতদিন গত হ'ল কুলকুগুলিনী।
স্কার্য্যাধনে চল মা শিরোমধ্যে, প্রম শিব ষ্থা সহস্রদলপদ্যে,
করি ষ্টচক্র ভেদ (মাগো) ঘুচাও মনের থেদ, চৈত্তুত্র পিণি!
গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অমাবস্থায় ভক্তসঙ্গে। রাথ'লের প্রতি গোপালভাব।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজের ঘরে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি তুই একটি ভক্ত সঙ্গে বিদিয়া আছেন। আজ শুক্রবার, ২৬ শে কান্ধন, ৯ই মার্চ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, মাঘের অমাবস্থা, সকাল, বেলা ৮টা ৯টা হইবে।

অমাবস্থার দিন, ঠাকুরের সর্ববদাই জগমাতার উদ্দীপন হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, "ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। মা তাঁর মহা-মায়ায় মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন। মামুষের ভিতরে দেখ, বদ্ধ জীবই বেশী। এত কফ্ট-ফু:খ পায়, তবু 'কামিনী-কাঞ্চনে' আগ্রক্তি। কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখে দর দর ক'রে রক্ত পড়ে, তবু আবার কাঁটা ঘাস খায়। প্রসববেদনার সময় মেয়েরা বলে, ওগো, আর স্বামীর কাছে যাব না; আবার ভূলে যায়।

"দেখ, তাঁকে কেউ খোঁজে না। আনারস গাছের ফল ছেড়ে লোকে তার পাত। খায়।"

ভক্ত—আজ্ঞা, সংসারে তিনি কেন রেখে দেন ?

[সংসার কেন? নিক্ষাম কর্মার বিত্ত-ভাষির জন্ম।]

শীরামকৃষ্ণ—সংসার কর্মাক্ষেত্র, কর্মা কর্তে কর্তে তবে জ্ঞান হয়। গুরু বলেছেন, এই সব কর্মা করো, আর এই সব কর্মা কোরো না। তিনি আবার নিজাম কর্মোর উপদেশ দেন। কর্মা কর্তে কর্তে মনের ময়লা কেটে যায়। ভাল ডাক্তারের হাতে পড়লে ঔষধ খেতে খেতে যেমন রোগ হোক না, সেরে যায়।

"কেন ভিনি সংসার থেকে ছাড়েন না ? রোগ সারবে, তবে ছাড়্বেন। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কর্তে ইচ্ছা যখন চলে যাবে, তখন ছাড়্বেন। হাঁসপাতালে নাম লেখালে পালিয়ে আসবার যোনাই। রোগের কম্বর থাকিলে ডাক্তার সাহেব ছাড়্বেনা।"

ঠাকুর আজকাল যশোদার ভায় বাৎসল্যরসে সর্ববদা আপ্লুত হইয়া থাকেন, তাই রাখালকে কাছে সজে রাখিয়াছেন। ঠাকুরের রাখালের সম্বন্ধে গোপালভাব। যেমন মা'র কোলের কাছে ছোট ছেলে গিয়া বসে, রাখালও ঠাকুরের কোলের উপর ভর দিয়া বসিতেন। যেন মাই থাচেন।

#### ্ এরামক্তম্পের ভক্তসঙ্গে গলায় বান দর্শন।

ঠাকুর এইভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক জন আসিয়া সংবাদ দিল বে, বান আসিতেছে। ঠাকুর, রাথাল, মাফার প্রভৃতি সকলে বান দেখিবার জন্ম পঞ্চবটী অভিমুখে দোড়াইতে লাগিলেন। পঞ্চবটীমূলে আসিয়া সকলে বান দেখিতেছেন। বেলা প্রায় ১০॥টা হইবে। একথানা নৌকার অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ দেখ, এ নৌকাধানার অবস্থা বা কি হয়।"

 <sup>&</sup>quot;कर्पालावाधिकावरङ मा मल्लयू कमाहन।" शैंडा २।३१

এইবার ঠাকুর পঞ্চবটীর রাস্তার উপরে মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতির সহিত বদিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রতি)—আচ্ছা, বান কি রকম ক'রে হয়?
মান্টার মাটীতে আঁক কাটিয়া পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য মাধ্যাকর্ষণ,
জোরার, ভাটা, পূর্ণিমা, অমাবস্থা, গ্রহণ ইত্যাদি বুঝাইতে চেন্টা
করিতেছেন।

#### [ এরামরুফ বাল্যকালে ও পাঠশালায়। ]

(The Yogi is beyond all finite relations of number, quantity, cause and effect. ]

শীরামকৃষ্ণ (মাফারের প্রতি)—ঐ যা ? বুঝতে পার্ছি না : মাথা ঘুরে আস্ছে ! টন্ টন্ কর্ছে ! আচ্ছা, এত দুরের কথা কেমন ক'রে জান্লে ?

"দেথ আমি ছেলেবেলায় চিত্র আঁকতে বেশ পারতুম; কিন্তু শুভক্তরী আঁক ধাঁধা লাগ্তো। গণনা অক্ষ পারলাম না।"

এইবার ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেওরালে টাঙ্গান যশোদার ছবি দেখিরা বলিতেছেন, ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনীমাসী করেছে।"

#### ্শ্রীঅধর সেনের প্রথম দর্শন ও বলির কথা।

মধ্যাহ্ন-সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। অধর ও অন্যাস্ম ভক্তরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। অধর সেন এই প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। অধরের বাড়ী কলিকাভা বেনেটোলায়। তিনি ডিপুটি ম্যাজিষ্টেট, বয়স ২৯৷৩০।

#### ি অবন্ধা ও অহিংসা

অধর (শ্রীরামক্ষ্ণের প্রতি)—মহাশয়, আমার একটি জিজ্ঞাস্থ আছে; বলিদান করা কি ভাল? এতে ত জীবহিংসা করা হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, শান্তে আছে, বলি দেওয়া থেতে পারে। 'বিধিবাদীয়' বলিতে দোষ নাই। যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা। কিন্তু সকল অবস্থাতে হয় না। আমার এখন এমন অবস্থা, দাঁড়িয়ে বলি দেখতে পারি না। মা'র প্রসাদী মাংস, এ অবস্থায় খেতে পারিনা। ভাই আকৃলে ক'রে একটু ছুঁমে মাথায় ফোঁটা কাটি; পাছে মা রাগ করেন।

"আবার এমন অবস্থা হয় যে, দেখি সর্ববভূতে ঈশ্বর, পিঁপড়েতেও তিনি। এ অবস্থায় হঠাৎ কোন প্রাণী মরলে এই সান্তনা হয় যে তার দেহমাত্র বিনাশ হ'ল। আত্মার মৃত্যু নাই।"\*

[ अधवत्क डेलाम-'(वनी विष्ठांत्र क्लादाना। ]

"বেশী বিচার করা ভাল নয় মা'র পাদপল্মে ভক্তি থাকিলেই হ'ল। বেশী বিচার করতে গেলে দব গুলিয়ে যায়। এ দেশে পুকুরের জল উপর উপর খাও, বেশ পরিকার জল পাবে। বেশী নীচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়। তাই তাঁর কাছে ভক্তি প্রার্থনা কর। ধ্রুবের ভক্তি সকাম। রাজ্যলাভের জন্ম তপস্থা করে-ছিলেন। প্রহ্লাদের কিন্তু নিকাম অহৈতুকা ভক্তি।"

ভক্ত - ঈশরকে কিরপে লাভ হয় ?

শীরামকৃষ্ণ—ঐ ভক্তির ছারা। তবে তাঁর কাছে জোর করতে হয়। দেখা দিবি নি, গলায় ছুরি দেবো,—এর নাম ভক্তির তম:। ভক্ত—ঈশ্বকে কি দেখা যায় ?

শীরামক্ক্ষ—হাঁ অবশ্য দেখা যায়। নিরাকার, সাকার ছই দেখা যায়। সাকার চিন্ময়রূপ দর্শন হয়। আবার সাকার মামুষ তাতেও তিনি প্রত্যক্ষ। অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মামুষরূপে অবতার্ণ হন। ব

## প্রধান ভাগি—প্রধান প্রও। প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ শ্রীরামকৃষ্ণ সিঁতির ব্রাহ্মসম জে ও ব্রাহ্মভক্ত। ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বেণী পালের সিঁতির বাগানে শুভাগমন করিয়াছেন। আজ সিঁতির প্রাক্ষা সমাজের যাগাসিক মহোৎসব। ববিবার, চৈত্র পূর্ণিমা, ১০ বৈশাখ, এপ্রিল ২২শে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, বৈকালবেলা। অনেক প্রাক্ষা ভক্ত উপস্থিত; ভক্তেরা ঠাকুরকে ঘেরিষা দক্ষিণের দালানে বসিলেন। সন্ধ্যার পর আদি সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম উপাসনা করিবেন।

<sup>• &</sup>quot;ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"— গীতা, ২।২০ !

<sup>† &</sup>quot;ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—গীভা, ৪।৮।

ব্রাক্ষ ভক্তেরা ঠাকুরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন। ব্রাক্ষজ্জ—মহাশয়, উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—উপায় অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে ভালবাদা। আর প্রার্থনা।

ব্রাহ্মভক্ত--অমুরাগ না প্রার্থনা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগ আগে, পরে গ্রার্থনা।

'ডা হ দেখি মন ডাকার মত, কেমন শ্রামা থাক্তে পারে'— শ্রীরামক্ষ স্থর করিয়া এই গান্টি গাইলেন।

"আর সর্ববদাই তাঁর নামগুণগান কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করতে হয়। পুরাতন ঘটী রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে কি হবে ? আর বিবেক, বৈরাগ্য, সংসার অনিত্য, এই বোধ।"

ি রাক্ষভক্ত ও সংসার ত্যাগ। সংসারে নিষ্কাম কর্ম। ] ব্রাক্ষভক্ত— সংসার ত্যাগ কি ভাল ?

শীরামকৃষ্ণ—সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই তাদের সংসার ত্যাগ নয়। ছু আনা মদে কি মাতাল হয়।

ব্রাহ্মণ্ডক্ত—তারা তবে সংসার ক'রবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তারা নিক্ষাম কর্ম্ম করবার চেষ্টা ক'রবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভালবে। বড় মামুমের বাড়ীর দাসী দব কর্ম্ম করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে থাকে; এরই নাম নিক্ষাম কর্ম্ম।\* এরই নাম মনে ত্যাগ। তোমরা মনে ত্যাগ ক'রবে। সন্ন্যাসী বাহিরের ত্যাগ আবার মনে ত্যাগ তুইই ক'রবে।

[বাহ্মভক্ত'ও ভোগাস্ত,। বিভারপিণী স্থার লক্ষণ । বৈরাগ্য কখন হয়।] বাহ্মভক্ত —ভোগাস্ত কিরপ গ

শীরামকৃষ্ণ—কামিনাকাঞ্চন ভোগ: যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা, সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে মুদ্দিল। টাকা কড়ি, মান, সম্ভ্রম দেহস্থথ এই সব ভোগ একবার না হয়ে গেলে,— ভোগান্ত না হলে—সকলের ঈশ্বরের জন্ম ব্যাকুলতা আসে না।

ব্রাক্ষভক্ত-স্ত্রী-জাতি খারাপ না আমরা খারাপ গু

\* কর্মন্যেবাধিকারন্তে মা ফলেয় কলাচন ॥—গীতা, ২।৪৭ যৎক্রোযি ষদশ্লাসি স্বজ্জুহোসি ···কুরুছ মদর্পণম্। গীতা, ১।২৭। শ্রীরামকৃষ্ণ—বিভা-রূপিণী স্ত্রীও আছে, আবার অবিভা-রূপিণী স্ত্রীও আছে। বিভারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়; আর অবিভারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিরে দেয়।

"তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ দংসার। এই মায়ার ভিতর বিতা-মায়া, অবিতা-মায়া তুইই আছে। বিতা-মায়া আতায় করলে সাধুসঙ্গ জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য এই সব হয়। অবিতা মায়া—পঞ্জুত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপ, রদ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের ভিনিস; এরা ঈশ্রকে ভুলিয়ে দেয়।"

বাক্ষভক্ত—অবিভাতে যদি অজ্ঞান করে, তবে তিনি অবিভা ক'রেছেন কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর লীলা; অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। তুঃখ না থাক্লে সুখ বোঝা যায় না। 'মন্দ' জ্ঞান থাকলে তবে 'ভাল' জ্ঞান হয়।

"আবার আছে খোদাটী আছে বলে তবে আমটী বাড়েও পাকে। আমটী ত'য়ের হ'মে গেলে তবে খোদা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিভা-মায়া, অবিভা-মায়া আমের খোদার ন্যায়; তুইই দরকার।"

ব্রাক্ষণ্ডক্ত—আচ্ছা, সাকার পূজা, মাটীতে গড়া ঠাকুর পূজা, এসব কি ভাল।\*

শীরামকৃষ্ণ—তোমরা দাকার মান না, তা বেশ; তোমাদের পক্ষে
মৃত্তি নয়, ভাব। ভোমরা টানটুকু নেবে যেমন ক্ষের উপর রাধার
টান; ভালবাদা! দাকার বাদীরা যেমন মা কালী, মা তুর্গার পূজা
করে মা 'মা' বলে কত ডাকে, কত ভালবাদে, দেই ভাবটী তোমরা
লবে, মৃত্তি নাইবা মান্লে।

ব্রাহ্মভক্ত— বৈরাগ্য কি করে হয় ? আর সকলের হয় না ঁ কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভোগের শাস্তি না হলে, বৈরাগ্য হয় না। ছোট
'মুগায় আধারে চিগামী দেবী'। — কেশবের উপদেশ।

ছেলেকে খাবার আর পুতুল দিয়ে বেশ ভুলানো যায়। কিন্তু যথন খাওয়া হয়ে গেল, আর পুতুল নিয়ে খেলা হয়ে গেল, তথন 'মা যাব' বলে। মার কাছে নিয়ে না গেলে পুতুল ছুড়ে ফেলে দেয়, আর চীৎকার করে কাঁদে।

[সচিদাননাই গুরু। ঈশ্বরণাভের পর সম্মাদি কর্মত্যাগ।]
ব্রাহ্ম ভক্তেরা গুরুবাদের বিরোধী। তাই ব্রাহ্ম ভক্তটী এ সম্বন্ধে
কথা কহিতেছেন।

ব্রাক্ষভক্ত-মহাশয়, গুরু না হলে কি জ্ঞান হবে না ?

শীরামকৃষ্ণ—সচিদ নন্দই শুরু; যদি মানুষ, গুরুরপে চৈতন্য করে তো জান্বে যে সজিদানন্দই এরপ ধারণ করেছেন। গুরু যেমন সেথো; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবান দর্শন হলে আর গুরু শিশু বোধ থাকে না। সে বড় কঠিন ঠাই, গুরু শিশু দেখা নাই!' তাই জনক শুকদেবকে বল্লেন, 'যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও আগে দক্ষিণা দাও।' কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর গুরু শিশু ভেদবুদ্দি থাকবে না। যতক্ষণ স্থার দর্শন না হয়, তংদিনই শুরুশিয়া সন্থান।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ব্রাহ্ম ভক্তেরা কেহ কেহ ঠাকুরকে বলিতে-ছেন, "আপনার বোধ হয় এখন সন্ধ্যা করতে ২বে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, সে রকম নয়। ও নব প্রথম প্রথম এক একবার করে নিতে হয়। তারপর আর কোশা কুশি বা নিরমাদি দরকার হয় না।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য্য শ্রীবেচার্ম; বেদান্ত ও বন্ধাতত্ব প্রসঙ্গে।

সন্ধার পর আদি সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম বেদীতে বিষয়া উপাসনা করিলেন। মাঝে মাঝে ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও উপনিষদ্ ইতে পাঠ হইতে লাগিল। উপাসনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিসয়া মাচার্য্য অনেক আলাপ করিতেছেন।

শ্রীরামক্ত্র্য —- আছে।, নিরাকারও সত্য আর সাকারও সত্য:
বাপনি কি বল ?

[ সাকার নিবাকার চিণায়রূপ ও ভক্ত I ]

আচার্য্য—আজ্ঞা, নিরাকার বেমন Electric Current, (ত'ড়িৎ প্রবাহ) চক্ষে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়।

শীরামকৃষ্ণ-হাঁ, তুই সত্য। সাকার নিরাকার তুই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জান ? ষেমন রস্থন চৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে,—তাঁর বাঁশীর সাত ফোকর সত্তেও। কিন্তু আর একজন দেখ কত রাগ রাগিণী বাজায়। সেরূপ সাকারবাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কত ভাবে সম্ভোগ করে। শান্ত, দাস্য, স্থ্য, বাৎসল্য, মধুর— নানাভাবে!

"কি জান, অমৃত কুণ্ডে কোনও রকমে পড়া। তা স্তব করেই হ'ক, অথবা কেউ ধাকা মেরেছে আর তুমি কুণ্ডে পড়ে গেছ, একই ফল! ছুই জনেই অমর হবে।\*"

"ব্রাক্ষাদের পক্ষে জ্বল বরফ উপমা ঠিক। স্চিচ্চানন্দ যেমন অনস্ত জলরাশি। মহাসাগরের জ্বল, ঠাণ্ডা দেশে স্থানে স্থানে যেমন বরফের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তি হিমে সেই স্চিচ্চানন্দ (সঞ্জন ব্রহ্ম) ভক্তের জ্বন্স সাকার রূপ ধারণ করেন। ঋষিরা সেই অতীক্রিয় চিগায় রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন। ভক্তের প্রেমের শ্রীর, ক 'ভ্রাব্তীত্তমু' দারা সেই চিগায় রূপ দর্শন হয়।"

"আবার আছে, ত্রন্ধ অবাত্মনসো গোচর। জ্ঞান সূর্য্যের তাপে দাকার বরফ গলে যায়; ত্রন্ধজ্ঞানের পর, নির্বিকল্পসমাধির পর, আবার সেই অনস্ত, বাক্য মনের অতীত, অরূপ নিরাকার ত্রন্ধ।"

"'ব্রেক্সের স্বরূপ মুথে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনস্তকে কে মুথে বোঝাবে। পাখী যত উপরে উঠে, তার উপর আরও আছে। আপনি কি বল ?"

- শ অমৃত কুণ্ড:—আনন্দরপমমৃত: যদিভাতি। ব্রহ্ম এব ইদম্ অমৃত্য্, পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চ উত্তরেণ অধশ্চ উর্ক্ মৃচ প্রস্ত্তম্ ব্রহ্ম। মৃত্তক উপনিষ্থ । ২,২,২)।
  - া নারদ বলিলেন—আমি ওদ্ধা সর্ক্ষয়ী ভগবতী-তমু প্রাপ্ত হ'লাম। 'ন প্রস্কামানে মণিতাং ওদ্ধাং ভগবতী-তমুম্। আরক্কর্মণির্কাশো গ্রপতং পাঞ্চোতিকঃ। ্রীমন্তাগবত। ১।৬।২১

আচার্য্য--- আজ্ঞা হাঁ, বেদান্তে এরপ কথাই আছে।

[ নিগুণ এক আবাল্পনসোগোচরম্'। বিগুণাতীতম্। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — লবণপুত্তলিকা সাগর মাপতে গিছিলো, ফিরে এসে আর খবর দিলে না। এক মতে আছে শুকদেবাদি দর্শন স্পর্শন করেছিল, ডুব দেয় নাই।

"আমি বিভাসাগরকে বলেছিলাম, সব জিনিষ এঁটো হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। \* অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, কেউ মুখে বলতে পারে নাই। মুখে বললেই জিনিষটা এঁটে। হয়। বিভাসাগরপণ্ডিত, শুনে ভারি খুসি।"

"কেদারের ওদিকে শুনেছি বরফে ঢাকা পাহাড় আছে। বেশী উচ্চে উঠলে আর ফিরতে হয় না। বারা বেশী উচ্চেতে কি আছে, গেলে কিরূপ অবস্থা হয়, এই সব জান্তে গিয়েছে, তারা ফিরে এসে আর খবর দেয় নাই।"

"তাঁকে দর্শন হ'লে মাতুষ আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়, চুপ 🕆 হয়ে যায়। খবর কে দেবে ? বুঝাবে কে ?"

"সাত দেউড়ীর পর রাজ।। প্রত্যেক দেউড়ীতে এক একজন মহা ঐশ্ব্যবান্ পুরুষ বসে আছেন! প্রত্যেক দেউড়িতেই শিষ্য জিজ্ঞাসা করছে, এই কি রাজা! গুরুও বলছেন, না; নেতি নেতি। সপ্তম দেউড়িতে গিয়ে, যা দেখলে, একবারে অবাক! শিশ্ আনন্দে বিহ্বল। আর্ব জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না, 'এই কি রাজা ?' দেখেই সব সংশয় চলে গেল।"

আচার্য্য—আজ্ঞে হা, বেদান্তে এইরূপই দব আছে।

শীরামকৃষ্ণ—যথন তিনি স্বষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম, আ'ড্যাশক্তি বলি। যখন তিনি তিন গুণের অতীত তাঁকে নিগুণ ব্রহ্ম, বাক্য মনের অতীত, বলা যায় : প্রব্রহ্ম।

"মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্বরূপকে ভূলে ধায়। সে যে বাপের অনস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী তা ভূলে যায়! তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী। এই তিন গুণই ডাকাত, সর্বব্য হরণ করে; স্বস্থরূপকে ভূলিয়া দেয়।

<sup>\*</sup> উচ্ছিষ্ট হয় নাই—অচিন্তাম অবাপদেশাম্ অহৈতম্। মাঞ্কা উপনিষৎ।
† ষতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মানস। সহ। তৈত্তীরীয় উপনিষৎ,
ব্রহানন্দবলী।

<sup>🗜</sup> ছিন্মত্তে সর্বসংশয়াঃ ভশ্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে । মৃত্তক উপনিষৎ । ২।২।৮

সন্ধ, রজঃ, তমঃ তিন গুল। এদের মধ্যে সন্ধ গুলই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সন্ধ গুলও নিয়ে যেতে পারে না।

"একজন ধনী, বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় তিনজন ডাকাড এসে তাকে ঘিরে কেল্লে ও তার সর্ববন্ধ হরণ করলে। সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে একজন ডাকাত বল্লে, 'আর একে রেখে কি হবে ? একে মেরে ফেল': এই বলে তাকে কাটতে এল। দ্বিতীয় ডাকাত বল্লে. 'মেরে ফেলে কাজ নেই, একে আফে পিষ্টে বেঁধে এইখানেই ফেলে রেখে याध्या यांक। जांश्ल श्लेनिमरक थवत्र मिर्छ भातरव ना।' এই वरन **ওকে বেঁধে রেখে ভাকাত**রা চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে তৃতীয় ডাকাতটী ফিরে এল। এসে বল্লে, 'আহা, তোমার বড় লেগেছে, না ? আমি তোমার বন্ধন খুলে দিচ্ছি।' বন্ধন খুলবার পর লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে ডাকাত পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলতে লাগল। সরকারি রাস্তার কাছে এসে বল্লে, এই পথ ধরে যাও, এখন তুমি অনায়াদে নিজের বাড়ীতে যেতে পারবে। লোকটি বল্লে, দে কি মহাশয়, আপনিও চলুন, আপনি আমার কত উপকার কল্লেন! আমাদের বাড়ীতে গেলে আমরা কত আনন্দিত হব। ডাকাতটি বলে, না আমার ওখানে যাবার যো নাই : পুলিদে ধরবে ৷ এই ব'লে সে পথ দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।"

"প্রথম ডাকাতটা তমোগুণ, যে বলেছিল, 'একে রেথে আর কি হবে, মেরে ফেল।" তমোগুণে বিনাশ হয়। দ্বিতীয় ডাকাতটা রজোগুণ, রজোগুণে মানুষ সংসারে বন্ধ হয়, নানা কাজ জড়ায়। রজোগুণ ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। সন্বগুণই কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়া, ধর্মা, ভক্তি, এ সব সন্বগুণে থেকে হয়। সন্বগুণ যেন দিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। মানুষের স্বধাম হটে পারব্রহা। ত্রিগুণাতীত না হ'লে, ব্রশান্তান হয় না।"

আচাৰ্য্য—বেশ সব কথা হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে ) —ভক্তের স্বভাব কি জান ? আমি বলি তুমি শুন, তুমি বল আমি শুনি। তোমারা আচার্য্য, কত লোক্রে শিক্ষা দিচছ। তোমরা জাহাজ, আমরা জেলেভিন্সি। ( সকলের হাস্য )।

# তৃতীয় পরিক্ছেদ।

### গ্রীরামক্বন্ধ হরিকীর্ত্তনানন্দে। হরিভক্তি-প্রদায়িণী দভায় ও রামচন্দ্রের বাটীতে গ্রীরামকুম্ব।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় কাঁসারিপাড়ার হরিভক্তি প্রদায়িণী সভায় শুভাগমন করিয়াছেন; রবিবার, ৩১শে বৈশাখ ১২৯০ শুক্লা সপ্তমী ও সংক্রান্তি, ১৩ই মে, ১৮৮০ খ্রীফ্টাব্দ। আজ্ব সভার বার্ষিক উৎসব হইতেছে। মনোহরসাঁইএর কীর্ত্তন হইতেছে।

মান এই পালা গান হইতেছে! সখীরা শ্রীমতীকে বল্ছেন—মান কেন কর্লি, তবে তুই বুঝি কৃষ্ণের স্থুখ চাস্ন। শ্রীমতী বল্ছেন— 'চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাবার জন্ম নয়। সেখানে যাওয়া কেন ? সে যে সেবা জানে না!'

পরের রবিবার (২:-৫-৮৩) রামচন্দ্রের বাটীতে আবার কীর্ত্তন হইতেছে, মাথুর গান। ঠাকুর আদিয়াছেন। বৈশাথ, শুক্লা চতুর্দ্দশী,
৭ই জাষ্ঠ। মাথুর গান হইতেছে, শ্রীমতা, কৃষ্ণের বিরহে অনেক কথা
বলিতেছেন। 'বালিকা অবস্থা থেকেই শ্রামকে দেখতে ভালবাসতাম।
াথি, নথের ছন্দ দিন গুণিতে ক্ষয় হয়ে গেছে। দেখ, তিনি যে মালা
দয়েছেন, সে মালা শুকায়ে গিয়াছে, তবু ফেলি নাই। কৃষ্ণচল্রের উদয়
কাথা হ'লো ? সে চল্র, মান রাহ্লর ভয়ে বুঝি চলে গেল! হায়
সই কৃষ্ণ মেঘকে আবার কবে দর্শন হবে; আর কি দেখা হবে!
ধুপ্রাণ ভয়ে তোমায় কখন দেখতে পাই নাই; একে তুটি চোখ
গতে নিমিখ, তাতে বারিধারা। তাঁর শিয়ে ময়ুর পাখা যেন স্থির
জেলী। ময়ুরগণ সেই সেই মেঘ দেখে পাখা তুলে নৃত্য কর্ত!

'স্থি, এ প্রাণতো থাকিবে না—'রেখো দেহ তমালের ডালে, ার আমার গায়ে কৃষ্ণ নাম লিখে দিও।'

শ্রীরামক্বয় বলিতেছেন, "তিনি আর তাঁর নাম অভেদ; ডাই মুমতী এইরূপ বল্ছেন। যেই রাম সেই নাম"। গোস্বামী বিনীয়া এই সকল গান গাইতেছেন। আগামী রবিবারে আবার ক্লিখের মন্দিরে ঐ গান হইবে। তাহার পরের শনিবারে আবার ধ্রের বাড়ীতে ঐ কীর্ত্তন হইবে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামক্রম্ণ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেথর মন্দিরে নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন ও ভক্তদক্ষে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, কৃষ্ণা পঞ্চমী, ২৭শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ অঃ বেলা ৯টা হইবে। ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ (মান্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—বিদ্বেষভাব ভাল নয়,— শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল,—শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচন বেশ বলেছিল—আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবের আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই! (সকলের হাস্য)!

"ব্যাকুলতা থাক্লে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। তবে
নিষ্ঠা থাকা ভাল। নিষ্ঠাভক্তির আর একটি নাম অব্যভিচারিণী
ভক্তি। যেমন এক ডেলে গাছ। গোপীদের এমনি নিষ্ঠা যে বুন্দাবনের
মোহন চূড়া, পীত-ধড়া পরা রাখালক্ষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাস্য
না। মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ী মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে
তখন তারা ঘোমটা দিলে। আর বল্লে, ইনি আবার কে; এর সঙ্গে
আলাপ করে কি আমরা দিচারিণী হব।"

"স্ত্রী যে স্বামীর সেবা করে সেও নিষ্ঠা ভক্তি; দেবর ভাস্থরকে খাওয়ায়, পা ধোয়ার জল দেয়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ। সেই রূপ নিজের ধর্মেতেও নিষ্ঠা হতে পারে। তা বলে অন্য ধর্মকে মূল ক'রবে না। বরং তাদের সঙ্গে মিউ ব্যবহার ক'রবে।"

জগৎমাতার পূজার ও আত্মপূজা। 'বিগদ-নাশিনী' মন্ত্র ও নৃত্য। বির্বাক্র প্রসাস্থান করিয়া কালী ঘরে গিয়াছেন। সঙ্গে মান্তার ঠাকুর পূজার আসনে উপবিষ্ঠ হইয়া, মার পাদপারে ফুল দিতেছেন, মাঝে মাঝে নিজের মাথাও দিতেছেন ও ধ্যান করিতেছেন।

অনেককণ পরে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। ভাবে বিভোগ নৃত্য করিতেছেন। আর মুখে মার নাম করিতেছেন। বঙ্গিতেছেন 'মা বিপদনাশিনি, গো বিপদনাশিনি'। দেহ ধারণ করকেই ছুঃখ বিগ্ তাই বুঝি জীবকে শিখাইতেছেন তাঁহাকে 'বিপদনাশিনী' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কাতর হইয়া ডাকিতে!

[ পূর্বকথা — এরামকৃষ্ণ ও ঝামাপুকুরের নকুড় বাবাজী। ]

এইবার ঠাকুর নিজের ঘরের পশ্চিম বারাণ্ডায় আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছে। এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। কাছে রাখাল, মান্টার, নকুড় বৈষ্ণব প্রভৃতি। নকুড় বৈষ্ণবকে ঠাকুর ২৮/২৯ বৎসর ধরিয়া জানেন। যখন তিনি প্রথম কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুরে ছিলেন ও বাড়ী বাড়ী পূজা করিয়া বেড়াইতেন তখন নকুড় বৈষ্ণবের দোকানে আসিয়া মাঝে মাঝে বসিতেন ও আনন্দ করিতেন। পেনেটীতে রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব উপলক্ষে নকুড় বাবাজী ইদানীং ঠাকুরকে প্রায় বর্ষে বর্ষে দর্শন করিতেন। নকুড় ভক্ত বৈষ্ণব, মাঝে মাঝে তিনিও মহোৎসব দিতেন। নকুড় মান্টারের প্রতিবেশী। ঠাকুর ঝামাপুকুরে যখন ছিলেন, গোবিন্দ চাটুর্যোর বাড়ীতে থাকিতেন। সেই পুরাতন বাটী মান্টারকে নকুড় দেখাইয়াছিলেন।

[ শ্রীরামক্রফ জগন্মাতার নামকীর্ত্তনান**ন্দে**।]
ঠাকুর ভাবাবেশে গান গাইতেছেন।

### কীর্ত্তন-

- ১। সদ্দিনন্দ্ৰমনী কালী (মহাকালের মনমোহিনী)
  তুমি আপন সূথে আপনি নাচ মা আপনি দাও মা করতালি।
  আদিভূতা সনাতনি শ্রুরপা শশিভালী
  ব্রুষাণ্ড ছিল না যখন (তুই) মৃণ্ডমালা কোথায় পেলি!
  সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার ভদ্রে চলি,
  ধ্যেন করাও ভেমনি করি মা ধ্যেন বলাও তেমনি বলি।
  নিশ্ত ণি কমলাকান্ত, দিয়ে বলে মা গালাগালি
  সর্বনাশী ধর অসি ধর্মাধর্ম তুটো-থেলি!
- ২। আমার মা অংহি তারা
  তুমি ত্রিওণধরা পরাংপরা।
  আমি জানি মা ও দীনদয়াময়ী তুমি হর্গমেতে হথহরা।
  ভূমি সন্ধা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী, গোমা
  তুমি অকুদের ত্রাণকত্রী সদাশিবের মনোহরা।
  তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আছা মূলে গোমা
  আছ ধর্মনতে অ্র্থাপুটে সাকার আকার নিরাকারা।

- ৩। গোলেমালে মাল রয়েছে, গোল ছেডে মাল বেছে নাও।
- ৪। মন চলে যাই, আর কাজ নাই, তারার ও তালুকে রে।
- পড়িয়ে ভবদাগরে, ডোবে মা তরুর তরী,
   মায়া ঝড় মোহ তৃফান ক্রমে বাড়ে গো শক্ষরী।
- ৬। মারে পোরে হটো ছখের কথা কব। কারুব হাতির উপর ছই, ফারু চিঁছের উপর খাসা দই।

শীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন, "সংসারীদের সম্মুখে কেবল তুঃখের কথা ভাল নয়। আনন্দ চাই। যাদের অমাভাব, তারা ছদিন বরং উপোদ করতে পারে, আর যাদের খেতে একটু বেলা হ'লে অসুখ হয়, তাদের কাছে কেবল কানার কথা, ছু:খের কথা, ভাল নয়।

"বৈষ্ণবচরণ বলতো, কেবল পাপ পাপ এ সব কি ? আনন্দ করো।" ঠাকুর আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতে না করিতে মনোহরসঁটে গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত।

[ শ্রীরাধার ভাবে মহাভাবময় শ্রীরামক্বফ। ঠাকুর বিক গৌরাম্ব!]

গোস্বামী পূর্ববরাগ কীর্ন্তন গান করিতেছেন। একটু শুনিতে শুনিতেই ঠাকুর রাধার ভাবে ভাবাবিষ্ট।

প্রথমেই গৌরচন্ত্রিকা কীর্ত্তন । 'করতলে হাত—চিস্তিত গোরা—আঞ্চ কেন চিস্তিত ?—বুঝি রাধার ভাবে হয়েছে ভাবিত'।

গোস্বামী আবার গান গাইতেছেন—

বরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার দিলে তিলে আসে বায়।
 কিবা মন উচাটন, নিঃখাস সখন, কদম্ব কাননে চায়।
 (রাই এমন কেন বা হ'লো গো।)

গানের এই লাইনটি শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবের অবস্থা হইয়াছে। গায়ের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কার্ত্তনীয়া যখন গাইতেছেন,

শীতল তেছু অস। তিমু পরশে, অমনি এবশ অস।

মহাভাবে ঠাকুরের কম্প হইতেছে !

(কেদার দৃষ্টে) ঠাকুর কীর্ত্তনের স্থারে বলিতেছেন, "প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ, ভোরা কৃষ্ণ এনে দে; স্ক্লদের তো কাজ বটে; হয় এনে দে, না আমায় নিয়ে চল্; ভোদের চিরদাসী হব।" গোস্বামী কার্ত্তনীয়া ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি করজোড়ে বলিতেছেন, "আমার বিষয়বুদ্ধি ঘুচিয়ে দিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—'সাধু বাসা পাকড় লিয়া'। তুমি এত বড় রসিক; তোমার ভিতর থেকে এত মিষ্ট রস বেকছেছ।

গোস্বামী—প্রভু, আমি চিনির বলদ, চিনির আস্বাদন কর্তে কই পেলাম ?

আবার কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কার্ত্তনীয়া শ্রীমতীর দশা বর্ণনা করিতেছেন।

### (कार्किन-कून कूर्ति कननाम् "

কোকিলের কলনাদ শুনে শ্রীমতার বজ্রধ্বনি বলে মনে হচ্ছে। তাই জৈমিনির নাম ক'চেছন। আর ব'লছেন, সখি, কৃষ্ণ বিরহে এ প্রাণ থাকিবে না, 'রেখো দেহ তমালের ডালে।'

গোস্বামী রাধাশ্যামের মিলন গান গাইয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন।

## 

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### কলিকাতায় বলর:ম ও অধরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দির হইতে কলিকাতায় আদিতে-ছেন। বলরামের বাটী হইয়া অধরের বাড়া যাইবেন। তারপর রামের বাড়ী যাইবেন। অধরের বাড়াতে মনোহরসাঁই কীর্ত্তন হইবেটা রামের বাড়ীতে কথকতা হইবে। আজ শনিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, কৃষ্ণা ভাদশী, ২রা জুন, ১৮৮৩ খঃ অঃ।

ঠাকুর গাড়ী করিয়া আনিতে আনিতে রাথাল ও মান্টার প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন, "দেখ, তাঁর উপর ভালবাসা এলে পাপ টাপ সব পালিয়ে যায়, সূর্য্যের তাপে যেমন মেঠো পুকুরের জল শুকিয়ে যায়।"

#### [ সন্ধানী ও গৃহত্বের বিষয়াসক্তি। ]

"বিষরের উপর, কামিনীকাঞ্চনের উপর, ভালবাসা থাক্লে হয় না। সন্ন্যাস করলেও হয় না যদি বিষয়াসক্তি থাকে। যেমন থুথু ফেলে আবার থুথু খাওয়া।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ীতে ঠাকুর আবার বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীরা সাকার মানে না। (সহাস্যে) নরেন্দ্র বলে 'পুত্তলিকা'! আবার বলে, 'উনি এখনও কালীঘরে যান!"

ি শীরামক্রফ ও নরলীলা দর্শন ও আম্বাদন। ব ঠাকুর বলরামের বাড়ী আসিয়াছেন।

ঠাকুর হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। বুঝি দেখিতেছেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ হইয়া রহিয়াছেন, ঈশ্বরই মানুষ হইয়া বেড়াইতেছেন। জগৎমাতাকে বলিতেছেন, "মা, একি দেখাচছ ? থাম; আবার কত কি। রাখাল টাখালকে দিয়ে কি দেখাচছ। রূপ টুপ সব উড়ে গেল। তা মা মানুষ তো কেবল খোলটা বইত নয়। তৈতন্ত তোমারই।

"মা, ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা মিউরস পায় নাই। চোথ শুকন', মুখ শুকন'! প্রেমজ্জি না হলে কিছুই হোলো না।"

"মা ভোমাকে বলেছিলাম, একজনকে দঙ্গী করে দাও, আমার মত। তাই বুঝি রাধালকে দিয়েছ।"

#### ি অধরের বাটীতে হরি কীর্তনানলে।

ঠাকুর অধরের বাড়া আসিয়াছেন। মনোহরসাঁই কীর্তনের আয়োজন হইতেছে।

অধরের বৈঠকখানার অনেকগুলি ভক্ত ও প্রতিবেশী ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলের ইচ্ছা ঠাকুর কিছু বলেন।

• শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সংসার আর মৃক্তি ছই ঈশ্বের ইচ্ছা। তিনিই সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন; আবার তিনি ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন তখন মৃক্তি হবে। ছেলে খেলতে গেছে, খাবার সময় মা ডাকে।

"যখন তিনি মৃক্তি দিবেন তখন তিনি সাধুসঙ্গ করিষে নেন। আবার তাঁকে পাবার জন্ম ব্যাকুলতা করে দেন।"

প্রতিকেশী-মহাশয়, কি রকম ব্যাকুলতা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম্ম গেলে কেরাণীর যেমন ব্যাকুলতা হয় ! সে বেমন রোজ আফিসে আফিসে ঘোরে আর জিজ্ঞাসা করে—হাঁগা কোনও কর্মখালি হ'য়েছে ? ব্যাকুলতা হলে ছট ফট করে; কিসে স্বিশ্বকে পাব।

"গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বদে আছেন, পান চিবুচ্ছেন, কোন ভাবনা নেই এরূপ অবস্থা হলে ঈশ্বর লাভ হয় না।"

প্রতিবেশী—সাধুসঙ্গ হলে এই ব্যাকুপতা হতে পারে ?

শীরামকৃষ্ণ—হাঁ হতে পারে; তবে পাষত্তের হয় না। দাধুর কমগুলু চার ধাম করে এল, তবু যেমন তেতো তেমনি তেতো!

এইবার কীর্ত্তন **আ**রম্ভ হইয়াছে। গোস্বামী ক**লহাস্ত**রিত। গাইতেছেন।

শ্রীমতী বল্ছেন, সপি প্রাণ যায়, কৃষ্ণ এনে দে!

স্থী—রাধে, কৃষ্ণ মেঘে বরিষণ হতো; কিন্তু তুই মান ঝঞ্লাবাতে মেঘ উড়াইলি। তুই কৃষ্ণ স্থাখ স্থা নস্; তা হলে মান করবি কেন ? শ্রীমতী-স্থা, মান তো আমার নয়। যার মান তার সঙ্গে

ললিতা শ্রীমতীর হয়ে তু'টা কথা বলছেন!

১। সবর্ত মিলি কয়লি প্রীত ······ · · ·
কোই দেখাগুলি ঘাটে মাঠে, বিশাখা দেখ লি 'চত্রপটে।

এইবার কীর্ত্তনে গোস্বামী বঙ্গছেন যে, সখীরা রাধাকুণ্ডের নিকট শ্রীকৃষ্ণকে অথেষণে ক'রতে লাগল। তারপর যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, শ্রীদাম স্থদাম মধুমঙ্গল সঙ্গে; বৃন্দার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা; শ্রীকৃষ্ণের যোগিবেশ; জটিলা সংবাদ : রাধার ভিক্ষা দান; রাধার হাত দেখে স্পানীর গণনা ও ফাঁড়া কথন। কাত্যায়নী পূজায় যাওয়ার আয়োজন কথা।

| The Humanity of Avatars, |

় কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে আলাপ ক্রিডেছেন।

🎒 রামকৃষ্ণ—গোপীরা কাত্যায়না পূজা করেছিলেন। সকলেই

সেই মহামায়া আতাশক্তির অধীনে। অবতার আদি পর্যন্ত মায়া আশ্রায় করে তবে লীলা করেন। তাই তাঁরা আতাশক্তির পূজা করেন। দেখ না, রাম, সীতার জন্ম কত কেঁদেছেন। 'পঞ্চ ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্মা পড়ে ফাঁদে।'

"হিরণ্যাক্ষকে বধ করে বরাহ অবতার ছানা পোনা নিয়ে ছিলেন! আত্মবিস্মৃত হয়ে তাদের মাই দিচ্ছিলেন! দেবতারা পরামর্শ করে শিবকে পাঠিয়ে দিলেন! শিব নূলের আঘাতে বরাহের দেহ ভেঙ্গে দিলেন; তবে তিনি স্থধামে চলে গেলেন। শিব জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি আত্মবিস্মৃত হয়ে আছ কেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, আমি বেশ আছি!"

অধরের বাটী হইয়া এইবার ঠাকুর রামের বাড়ীতে গমন করিতে-ছেন! সেখানে কথক ঠাকুরের মুখে উদ্ধব-সংবাদ শুনিলেন। রামের বাড়ীতে কেদারাদি ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। ( শ্রীকথামৃত, দ্বিতীয়ভাগ —পঞ্চম খণ্ড)।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণেশ্বরে মণিরামপুর ও বেলঘরের ভক্তসঙ্গে।
( শ্রীরামকৃষ্ণ-কণিত নিঙ্গ চরিত।)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজের ঘরে কখনও দাঁড়াইয়া কখনও বিদিয়া ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার, ১০ই জুন ১৮৮৩ খৃঃ অঃ, জ্যৈষ্ঠ শুক্লাপঞ্চমী, বেলা ১০টা হইবে। রাখাল, মাফার লাটু, কিশোরী, রামলাল, হাজরা প্রভৃতি অনেকেই আছেন।

ঠাকুর নিজের চরিত্র, পূর্বর কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ও দেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসিত। আমার গান শুনত। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেই সব দেখত ও শুনত। "তাদের বাড়ীর বউরা আমার জন্ম খাবার জিনিষ রেখে দিত। কিন্তু কেউ অবিশাস করত না। সকলে দেখত যেন বাড়ীর ছেলে।

"কিন্তু স্থের পায়রা ছিলুম। বেশ ভাল সংসার দেখলে আনা গোনা কর্ত্ম। যে বাড়ীতে ছঃখ বিপদ দেখতুম সেখান থেকে পালাতুম।"

"ছোকরাদের ভিতর চু'একজন ভাল লোক দেখলে খুব ভাব করতুম। কারুর সঙ্গে সেঙ্গাত, পাতাতুম। কিন্তু এখন তারা ঘোর বিষয়ী। এখন তারা কেউ কেউ এখানে আসে, এসে বলে, ও মা! পাঠশালেও যেমন দেখেছি এখানেও ঠিক তাই দেখছি।"

"পাঠশালে শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত! কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম; আব ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।"

Fond of charitable houses; and of Ramayana and Mahabharata]

"সদাব্রত, অতিথিশালা, যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম; গিয়ে অনেককণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম।"

"কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল ক'রতুম, আর অফ্য লোকেদের শুনাতুম।"

"মেরেদের চং বেশ ব্ঝতে পারতুম। তাদের কথা, স্থর, নকল করতুম। কড়ের ড়ী বাপকে উত্তর দিচ্ছে 'যা-ই'। বারাগুার মাগীরা ডাকছে, 'ও তোপ দে মাছওল। ।' নস্ট মেরে ব্ঝতে পারতুম। বিধবা সোজা সিতে কেটেছে, আর খুব অনুরাগের সহিত গারে তেল মাখছে। লক্জা কম. বসবার রকমই আলাদা।"

্"পাক বিযন্নীদের কথা।"

রামলালকে গান গাহিতে বলিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল গান গাহিতেছেন।

> >। কে রণে নাচিছে বামা নীরদ বরণী, শোণিত সাররে যেন ভাসিছে নব নলিনী।

এইবার রামল্ল রাবণ বধের পর মন্দোদরীর বিলাপ গান গাহিতেছেন—

> ২। কি করলে হে কান্ত। অবলারি প্রাণ কান্ত, হয় না শান্ত এ প্রাণান্ত বিনে।

[রাম নামে জীরামকৃষ্ণ বিহবল। গোপী প্রেম।]

শেষ গানটি শুনিতে শুনিতে ঠাকুর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, আর বলিতেছেন,—'আমি ঝাউতলায় বাহে করতে গিয়ে শুনেছিলাম, নৌকার মাঝি নৌকাতে ঐ গান গাচেছ; ঝাউতলায় যতকণ বসেছিলাম খালি কেঁলেছি। আমাকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে এল।

ভনেছি রাম তারক ব্রহ্ম, মাহ্রষ নয় রাম য়টাধারা।
 পিতে কি নাশিতে বংশ, সীতে তার করেছ চুরী॥

অকুর শ্রীকৃষ্ণকে রথে বসাইয়া মথুরায় লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া
গোপীরা রথচক্র আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন ও কেহ রথচক্রের সামনে
শুইয়া পড়িয়াছেন। তাঁরা অকুরকে দোষ দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে
নিজের ইচ্ছায় যাইতেছেন তাহা জানেন না।

ধারোনা ধোরোনা রথচক্র, বথ কি চক্রে চলে,
 ধে চক্রের চক্রী হরি, যার চক্রে জগৎ চলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—গে।পীদের কি ভালবাসা, কি প্রেম। শ্রীমতী স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু পা আঁকেন নাই; পাছে তিনি মথুরায় চলে যান।

"আমি এ সব গান ছেলেবেলায় খুব গাইডাম। এক এক বাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পার্ত্তাম। কেউ কেউ ব'লত আমি কালীয় দমন যাত্রার দলে ছিলাম।"

একজন ভক্ত নৃতন উড়ানি গায়ে দিয়া আসিয়াছেন। রাখালের বালক স্বভাব, কাঁচি এনে তাঁর চাদরের ছিলা কাটিতে যাইতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, কেন কাটছিস্। থাকনা; শালের মত বেশ দেখাছে। হাঁগা, এর কত দাম।" তথন বিলাতী চাদরের দাম কম ছিল। ভক্তটি বলিলেন,—এক টাকা ছয় আনা জোড়া। ঠাকুর বলিতেছেন, বল কি গো। জোড়া। এক টাকা ছয় আনা জোড়া।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তকে বলিতেছেন, যাও গঙ্গা নাওগে, একে তেল দেরে।

স্থানাস্তে তিনি ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর তাক হইতে একটি আন্ত্র লইয়া তাঁহাকে দিলেন। বলিতেছেন, এই আমটি একে দিই; তিনটা পাশ করা। আচ্ছা তোমার ভাই এখন কেমন ? ভক্ত-—হাঁ তার ঔষধ ঠিক পড়েছে, এখন খাটলে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-—তার একটি কর্ম্মের যোগাড় করে দিতে পার ? বেশ ত, তুমি মুরুবিব হবে।

**७**क-- ७ व राज भव श्विश श्राह्म शांव ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিরামপুর ভক্তসঙ্গে।

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে একটু বসিয়াছেন, এখনও বিশ্রাম করিতে অবসর পান নাই। ভক্তদের সমাগম হইতে লাগিল। প্রথমে মণিরামপুর হইতে একদল ভক্ত আদিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন P. W. Dতে কাজ করিতেন; এখন পেন্সন্ পান। একটি ভক্ত তাঁহাদিগকে লইয়া আদিয়াছেন। ক্রমে বেল্ঘরে হইতে একদল ভক্ত আদিলেন। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তেরাও ক্রমে আদিলেন।

মণিরামপুরের ভক্তগণ বলিতেছেন, আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, না, না, ওসব রক্ষোগুণের কথা—'উনি এখন যুমুবেন।'

চাণক মিশ্রামপুর, এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের বাল্যসখা শ্রীরামকে উদ্দীপন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, শ্রীরামের দোকান তোমাদের ওখানে। ওদেশে শ্রীরাম আমার দঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন এখানে এসেছিল।

মণিরামপুরের ভক্তেরা বলিতেছেন, কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায়, একটু আমাদের দয়া করে বলুন।

[ মণিনামপুরের ভস্তকে শিক্ষা---সাধন ভন্দন কর ও ব্যাস্থল ২ও।] শ্রীরামকৃষ্ণ---একটু সাধন ভজন করতে হয়!

ৈ ''ছুধে মাধন আছে শুধু বললেই হয় না, ছুধকে দুই পেতে মন্থন করে, মাধন তুলতে হয়। তবে খাঝে মাঝে একটু নির্জ্জন চাই।\* দিন কতক নির্জ্জনে থেকে ভক্তি লাভ করে, তার পর যেখানে থাকো। জুঙা পায় দিয়ে কাঁটা বনেও অনায়াদে যাওয়া যায়।

বাগী যুশাত সততং আত্মানং রহাস ত্বিতঃ— গীত।। ७।>०।

"প্রধান কথা বিশ্বাস। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রভার'। বিশাস হয়ে গেলে আর ভয় নাই।"

মণিরামপুর ভক্ত—আজা গুরু কি প্রয়োজন ?

শীরামকৃষ্ণ—আনেকের প্রয়োজন আছে।\* তবে গুরুবাক্যে বিশাস কর্তে হয়। গুরুকে ঈশর জ্ঞান কর্লে তবে হয়। তাই বৈষ্ণবেরা বলে, গুরুক্-কুষ্ণ-বৈষ্ণব।

"তাঁর নাম সর্বাদাই কর্তে হয়। কলিতে নাম মাহাম্ম্য। অন্নপত প্রাণ, তাই যোগ হয় না। তাঁর নাম করে হাততালি দিলে পাপ পাখী পালিম্নে যায়।

সৎসঙ্গ সর্ববদাই দরকার। গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই শীতঙ্গ হওয়া পাবে ; অগ্নির যত কাছে যাবে ততই উত্তাপ পাবে।

"চিমে তেতালা হলে হয় না। যাদের সংসারে ভোগের ইচ্ছা আছে, তারা বলে, 'হবে; কখন না কখন ঈশ্বকে পাবে।'

"আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম, ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাপ তিনবৎসর আগেই তার হিস্যে ফেলে দেয়।

"মা রাঁধছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। মা মুখে চুসি দিয়ে গেছে; যখন চুসি ফেলে চীৎকার করে ছেলে কাঁদে, তখন মা হাঁড়ি নামিয়ে ছেলেকে কোলে করে মাই দেয়।" এই সব কথা কেশব দেনকে বলেছিলাম।

"কলিতে বলে এক দিন এক রাত কাঁদলে ঈশ্বর দর্শন হয়।"

"মনে অভিমান করবে, আর বলবে তুমি আমাকে স্মষ্টি করেছ, দেখা দিতে হবে।"

"সংসারেই থাক আর যেখানেই থাক, ঈশ্বর মনটা দেখেন। বিষয়াসক্ত মন যেমন ভিজে দেশালাই, যতো ঘদো জলে না। একলব্য মাটীর দ্রোণ অর্থাৎ নিজের গুরুর মূর্ত্তি সামনে রেখে বাণ শিক্ষা করেছিল।

"এগিয়ে পড়;—কাঠুরে এগিয়ে গিয়ে দেখছিল, চন্দন কাঠ, রূপার খনি, সোনার খনি, আরো এগিয়ে গিয়ে দেখলে হীরে মানিক!"

"ধারা অজ্ঞান, তারা যেন মাটীর দেওয়ালের ঘরের ভিতর রয়েছে। ভিতরে তেমন আলো নাই, আবার বাহিরের কোন জিনিষ দেখতে

श्वकत श्रासाकन-वाहावातान् श्रक्रावा (वप-हाल्माता छेननिवर । ७।३॥२ ।

পাচ্ছেনা। জ্ঞান লাভ করে যে সংসারে থাকে সে যেন কাঁচের ঘরের ভিতর আছে। ভিতরে আলো বাহিরেও আলো। ভিতরের জিনিষও দেখতে পায়, আর বাহিরের জিনিষও দেখতে পায়।

### [ ব্রহ্ম ও জগৎমাতা এক ]

"এক বই আর কিছু নাই। সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে আদ্যাশক্তি রূপে স্থান্তি প্রভাষ করছেন।"

"যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। একজন রাজা বলেছিল, আমায় এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী বললে, আচ্ছা তুমি এক কথাতেই জ্ঞান পাবে। থানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাত্রকর এদে উপস্থিত। রাজা দেখলে, দে এদে কেবল তুটো আঙ্গুল ঘুরাচেছ, আর বলছে—'রাজা, এই দেখ, এই দেখ'। রাজা অবাক্ হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে তুটা আঙ্গুল একটা আঙ্গুল হয়ে গেছে। যাত্রকর একটা আঙ্গুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে—'রাজা এই দেখ, রাজা এই দেখ।' অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আগ্রাশক্তি প্রথম তুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর তুটা থাকে না। অভেদ। এক! বি প্রকর দূই নাই! অনৈত্রম্।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ। বেলঘরের ভক্তসঙ্গে।

বেলঘরে হইতে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তরা আসিয়াছেন।
ঠাকুর বেদিন তাহার বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সে দিন
গায়কের 'জাসো, জাগো, জননি' এই গান শুনিয়া সমাধিত্ব হইয়াছিলেন। গোবিন্দ সেই গায়কটীকেও আনিয়াছেন। ঠাকুর গায়ককে
দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। ও বলিতেছেন, তুমি কিছু গান কর।
গায়ক গাইতেছেন—

- > ! দোৰ কাক নয় গোমা, আমি অধাত দলিলে তুবে মরি ভামা।
- ২। ছুদনা বে শমন আমার জাত গিয়েছে।

  যদি বলিস ওবে শমন জাত গেল কিসে,

  কেলে সর্জনাশী আমায় সন্ত্যাসী করেছে।
- ত। **জাগ জাগ জননী।** (রাগিনী মূলতান) ,
  মূলাধারে নিস্তাগত কতদিন গত হল কুল কুণ্ডলিনী।
  স্থকার্য সাধনে চল মা শির মধ্যে,পরম শিব যথা সহস্রদল পণ্ডে,
  করি যড়চক্র ভেদ, ঘুচ্ডে মনের থেদ,

চৈতন্য রূপিণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই গানে বড়চক্র ভেদের কথা আছে। ঈশ্বর বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন। তিনি ভিতরে থেকে মনের নানা অবস্থা করছেন। ষড়চক্র ভেদ হলে মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার দক্ষে এক হয়ে যায়। এরই নাম ঈশ্বর দর্শন।

'শারা দার ছেড়ে না দিলে ঈশর দর্শন হয় না। রাম, লক্ষনণ, আর দীতা, একদক্ষে বাচ্ছেন; দকলের আগে রাম, মধ্যে দীতা, পশ্চাতে লক্ষনণ। যেমন দীতা মাঝে থাকাতে—লক্ষনণ রামকে দেখতে পাচ্ছেন না, তেমনি মাঝে মায়া থাকাতে জীব ঈশ্বরকে দর্শনক'রতে পাচ্ছেন না। (মাণ মল্লিকের প্রতি) তবে ঈশ্বরের কুপা হলে মায়া দার ছেড়ে দেন। যেমন দারওয়ানরা বলে, বাবু ছকুম করে দিন—ওকে দার ছেড়ে দিচ্ছি।\*

বেদান্ত মত আর পুরাণ মত। বেদান্ত মতে বলে 'এই সংসার ধোঁকার টাঁটি' অর্থাৎ জগৎ সব ভুল, স্বপ্নবৎ। কিন্তু পুরাণ মত বা ভক্তিশান্ত্র বলে, যে ঈশ্বরই চতুর্বিরংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। তাঁকে অন্তরে বাহিরে পূজা কর।

"যতক্ষণ 'আমি' বোধ তিনি রেখেছেন ততক্ষণ সবই আছে। আর স্থাবিৎ বলবার যো নাই। নীচে আগুন থালা আছে, তাই হাঁড়ির ভিতরে ডাল, ভাত, আলু, পটোল সব টগবগ্ করছে। লাফাচ্ছে, আর যেন বলছে, 'আমি আছি', 'আমি লাফাচ্চি।' শরীরটা

মামেব যে প্রপদান্তে মায়ামেভাম ওরাত্ত তে—গীতা : ৭।১৪ ।

যেন হাঁড়ী; মন, বুদ্ধি, জল; ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন ডাল, ভাত, আলু, পটোল। আহং যেন তাদের অভিমান, আমি টগবগ্ কর্ছি! আর স্চিদানন্দ অগ্নি।

"তাই ভক্তি শান্তে, এই সংসারকেই 'মজার কুটী' বলেছে। রামপ্রসাদের গানে আছে 'এই সংসার ধোঁকার টাটী।' তাই একজন
জবাব দিয়েছিল, 'এই সংসার মজার কুটী।' 'কালীর ভক্ত জীরমুক্ত
নিত্যানন্দমর'। ভক্ত দেখে, যিনিই ঈশ্বর তিনিই মায়া হয়েছেন।
তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।'ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ' এক দেখে। কোন
কোন ভক্ত সমস্ত রামময় দেখে। রামই সব হয়ে রয়েছেন। কেউ
রাধাকৃষ্ণময় দেখে। কৃষ্ণই এই চতুর্বিশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। সবুজ
চশমা পরলে বেমন সব সবুজ দেখে।

"তবে ভক্তিমতে শক্তি বিশেষ। রামই সব হয়ে রয়েছেন কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তি আর কোনখানে কম শক্তি। অবতারেতে তিনি এক রকম প্রকাশ, আবার জীবেতে এক রকম। অবতারের ও দেহ বৃদ্ধি আছে! শরীর ধারণে মায়া। সীতার জন্ম রাম কেঁদেছিলেন। এবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে! যেমন ছেলের। কাণা মাছি খেলে। কিন্তু মা ডাক্লেই খেলা থামায়। জীবের আলাদা কথা; যে কাপড়ে চোখ বাঁধা সেই কাপড়ে পিঠে আটটা ইস্কুরুপ দিয়ে বাঁধা। অফ পাশ। লক্তা, রুণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক, জুগুপ্সা (নিন্দা) ঐ অফ পাশ। গুরু না খুলে দিলে হয় না।

## প্রশ্বম পরিচ্ছেদ।

বেলঘরের ভক্তকে শিক্ষা—ব্যাকুল হয়ে আর্জ্জি কর।
ঠিক ভক্তের লক্ষণ।

্বেলঘরের ভক্ত—আপনি আমাদের রূপা করুন।
উ্থারামকৃষ্য—সকলের ভিতরই তিনি রয়েছেন। তবে গ্যাস
ুকাম্পানীকে আর্ছিড় কর। তোমার ঘরের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে।

ম্বা, লজ্জা, ভয়ং, শয়া [.শাক ফু] জুয়প সা, চোত লফমা,
 কুলং শালং তথা জাভিরটো পাশাঃ প্রকার্তিটাঃ। কুলার্বতয়॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে ব্যাকুল হয়ে আর্ভিজ (Prayer) করতে হয়। এমনি আছে, তিন টান একসঙ্গে হলে, ঈশ্বর দর্শন হয়। "সন্তানের উপর মায়ের টান, সতী স্ত্রীর স্বামীর উপর টান, আর বিষয়ীর বিমরের উপর টান।"

"ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ গ্রুনে স্থির হয়ে থাকে; বেহুলার গানের কাছে জাত সাপ স্থির হয়ে শুনে; •কিস্তু কেউটে নয়। আর একটি লক্ষণ; ঠিক ভক্তের ধারণা শক্তি হয়। শুধু কাঁচের উপর ছবির দাগ পড়ে না, কিস্তু কালি মাখান কাঁচের উপয় ছবি উঠে; যেমন ফটোগ্রাক্ষ; ভক্তি রূপ কালি।

"আর একটি লক্ষণ। ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়, কামজ্জ্যী হয় গোপীদের কাম হ'তো না।

"তা তোমরা সংসারে আছ ত। হলেই বা; এতে সাধনের আরও স্বিধা, ষেমন কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা। যখন শব সাধন করে; মাঝে মাঝে শবটা হাঁ করে ভয় দেখায়। তাই ঢাল ছোলা ভাজা রাখিতে হয়। ভার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়। শবটা ঠাগু হলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। তাই পরিবারদের ঠাগু রাখতে হয়। তাদের খাপুয়া দাপুয়ার যোগাড় করে দিতে হয়, তবে সাধন ভজনের স্বিধা হয়।

"যাদের ভোগ একটু বাকী আছে, তারা সংসারে থেকেই তাঁবে ডাক্বে। নিতাইয়ের ব্যবস্থা ছিল, মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারী? কোল, বোল হরিবোল।

"ঠিক ঠিক ত্যাগীর আলাদা কথা; মৌমাছি ফুল বই আর কিছুড়ে ব'দবে না চাতকের কাছে 'দব জল ধুর'; কোন জল থাবে না, কেবল স্বাতীনক্ষত্রের বৃত্তির জন্য হাঁ করে আছে। ঠিক ঠিক ত্যাগী অন্য কোন আনন্দ নেবে না, কেবল ঈশবের আনন্দ। মৌমাছি কেবল ফুলে বদে ঠিক ঠিক ত্যাগী দাধু যেন মৌমাছি। গৃহী ভক্ত যেন এই দব মাছি, দল্দেশেও বদে, আবার পঢ়া ঘায়েও বদে।

"তোমরা এত কফ করে এখানে এসেছ, তোমরা ঈশ্বরকে খু<sup>জে</sup> বেড়াচেছা। সব লোক বাগান দেখেই সম্বুফ, বাগানের কর্তা<sup>র</sup> অনুসন্ধান করে হু' একজন। জগতের সৌন্দর্য্যই দেখে, কর্ত্তাকে থোজে না।"

[ হঠষোগ ও রাজ্যোগ ও বেলখরের ভক্ত। ষড়চক্র ভেদ ও সমাণি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়ককে দেখাইয়া )—ইনি ষড়চক্রের গান গাইলেন।
সে সব যোগের কথা। হঠযোগ আর রাজ্যোগ। হঠযোগী শরীরের
কতকগুলো কসরৎ করে; উদ্দেশ্য সিদ্ধই, দীর্ঘ আয়ূ হবে; অফ সিদ্ধি
হবে; এই সব উদ্দেশ্য। রাজ্যোগের উদ্দেশ্য ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান,
বৈরাগ্য। রাজ্যোগেই ভাল।

"বেদান্তের সপ্ত ভূমি, আর বোগ শাস্ত্রের বড়চক্র অনেক মেলে। বেদের প্রথম তিন ভূমি, আর ওদের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর। এই তিন ভূমিতে—গুহু, লিঙ্গ, নাভিতে মনের বাস। মন তখন চতুর্থ ভূমিতে উঠে অর্থাৎ অনাহত পল্লে, জীবাত্মাকে তখন শিখার ন্যায় দর্শন হয়, আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক বলে—এ কি। এ কি।

"পঞ্চম ভূমিতে মন উঠলে, কেবল ঈশরের কথাই শুনতে ইচ্ছা হয়। এখানে বিশুদ্ধ চক্রন। ষষ্ঠ ভূমি আর আজ্ঞা চক্র এক। সেখানে মন গেলে ঈশ্বর দর্শন হয়। কিন্তু যেমন ক্লাঠনের ভিতর আলো—ছুঁতে পারে না, মাঝে কাঁচ ব্যবধান আছে বলে।

"জনক রাজা পঞ্চম ভূমি থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। তিনি কখনও পঞ্চম ভূমি, কখনও ষষ্ঠ ভূমিতে থাক্তেন।

"ষড়চক্র ভেদের পর, সপ্তম ভূমি। মন সেধানে গেলে মনের লয় হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায়; সমাধি হয়। দেহবৃদ্ধি চলে যায়: বাহাশুন্তা হয়: নানা জ্ঞান চলে যায়: বিচার বন্ধ হয়ে যায়।

"ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলেছিল, বিচারে অনেক বোধ হচ্ছে; নানা বোধ হচ্ছে। সমাধির পর শেষে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

"কিন্তু কুল কুগুলিনী জাগরণ না হলে চৈতগ্য হয় না।" ফ্লিশ্বর দর্শনের লক্ষণ।]

''যে ঈশ্বর লাভ করেছে, তার লক্ষণ আছে। সে হ'য়ে যায় বালকবৎ, উন্মাদৰৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ। আর তার ঠিক বোধ হয় 'আমি যন্ত্র আর তিনি যন্ত্রী; তিনিই কর্ত্তা, আর সকলেই অকর্তা। শিধরা থেমন বলেছিল, পাতাটী নড়ছে সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা। রামের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, এই বোধ। তাঁতি থেমন বলেছিল, 'রামের ইচ্ছাতেই কাপড়ের দাম একটা টাকা ছীয় আনা, রামের ইচ্ছাতেই ডাকাতি হলো; রামের ইচ্ছাতেই ডাকাত ধরা পড়লো। রামের ইচ্ছাতেই আমাকে পুলিসে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছাতেই আমাকে ছেড়ে দিলে।"

সন্ধ্যা আগত প্রায়, ঠাকুর একবারও বিশ্রাম করেন নাই। ভক্ত-সঙ্গে অবিশ্রাস্ত হরি কথা হইতেছে। এইবার মণিরামপুর ও বেলঘরের ভক্তেরা ও অফাফ্য ভক্তেরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রাণাম করিয়া, ঠাকুর বাড়ীতে ঠাকুরদের দর্শন করিয়া, নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিওেছেন।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে।
[তাহ্বিক ভক্ত ও সংসার। নিশিপ্তেরও ভর ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশর মন্দিরে নিজের ঘরে আহারাস্টে কিঞিৎ •বিশ্রাম করিয়াছেন। অধর ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করি-লেন। একটী তান্ত্রিক ভক্তও আসিয়াছেন। রাখাল, হাজরা, রামলাল প্রভৃতি ঠাকুরের কাছে আজকাল থাকেন। আজ রবিবার, ১৭ই জুন, ১৮৮৩ খুঃ অঃ। ৪ঠা আষাঢ় জৈয়েন্ঠ-শুক্রা দ্বাদশী।

শীরামকৃষ্ণ ( ভৃক্তদের প্রতি )—সংসারে হবে না কেনী । তবে বড় কঠিন। জনকাদি জ্ঞান লাভ করে সংসারে এসেছিলেন। তবুও ভয়! নিজাম সংসারীরও ভয়! ভৈরবীকে দেশে জনক মুখ হেঁট ক'রেছিল; স্ত্রী দর্শনে সজোচ হয়েছে। ভৈরবী বল্লে, জনক! ভোমার দেখছি এখন জ্ঞান হয় নাই; তোমার এখনও স্ত্রী পুরুষ বোধ রয়েছে।

"কাজলের ঘরে যতই সেয়ানা হওনা কেন, থাক্লে একটু না একটু কাল দাগ গায়ে লাগবে। "দেখেছি, সংসারী ভক্ত যথন পূজা কচ্ছে গরদ পরে তখন বেশ ভাবটী। এমন কি জল-যোগ পর্যান্ত এক ভাব। তারপর নিজ মূর্ত্তি; আবার রজঃ, তমঃ।

''সৰ গুণে ভক্তি হয়। কিন্তু ভক্তির সন্ধ, ভক্তির রক্ষঃ, ভক্তির তমঃ আছে। ভক্তির সন্ধ, বিশুদ্ধ সন্ধ, এ হলে—ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই মন থাকে না, কেবল দেহটা যাতে রক্ষা হয় ঐটুকু শরীরের উপর মন থাকে।

### [ পরমহংস ত্রিগুণাতীত ও কর্মফলের অতীত। পাপপুণ্যের অতীত। কেশব সেন ও দল।]

"পরমহংস তিন গুণের অতীত। \* তার ভিতর তিন গুণ আছে, আবার নাই। ঠিক বালক; কোন গুণের বশ নয়। তাই ছোট ছোট ছেলেদের পরমহংসরা কাছে আস্তে দেয়, তাদের স্বভাব আরোপ ক'রবে বলে।"

"পরমহংস সঞ্চয় ক'রতে পারে না। এটা সংসারীদের পক্ষে নয়, তাদের পরিবারদের জন্য সঞ্চয় করতে হয়।"

তান্ত্রিক ভক্ত-পরমহংদের কি পাপ পুণ্য বোধ থাকে ?

শীরামকৃষ্ণ—কেশব সেন ঐ কথা জিজ্ঞানা করেছিল। আমি বল্লাম, আরও বল্লে তোমার দল টল থাকবে না। কেশব বল্লে, তবে থাক মহাশয়।

"পাপপুণ্য কি জান ? পরমহংস অবস্থায় ছাথে তিনিই সুমতি দেন্—তিনিই কুমতি দেন্। তিতো মিঠে ফল কি নেই? কোন গাছে মিফ্ট ফল, কোন গাছে তিতো বা টক ফল। তিনি মিফ্ট আম গাছও ক'রেছেন। আবার টক আমড়া গাছও ক'রেছেন।"

তান্ত্রিক ভক্ত—আজ্ঞা হা; পাহাড়ের উপর দেখা যায় গোলাপের কেত। যতদুর চক্ষু যায় কেবল গোলাপের কেত।

মাঞ্ধ বোহবাভিচারেণ ভক্তিযোগেন দেবতে।
 দ গুণান্ সমতীতৈ।তান্ বৃদ্ধায় কয়তে॥

গীভা, গুণ্তামবিভাগযোগ ১৪।২৬।

শীরামকৃষ্ণ—পরমহংস ছাখে, এ সব তাঁর মায়ার ঐশ্বর্যা। সৎ, অসৎ, ভাল, মনদ; পাপ, পুণ্য! সব বড় দুরের কথা। সে অবস্থায় দল টল থাকে না।

[ তান্ত্ৰিক ভক্ত ও কৰ্ম্মফল, পাপপুণ্য; Sin and Responsibility.]

তান্ত্ৰিক ভক্ত-তবে কৰ্ম্মফল আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাও আছে। ভাল কর্মা করলে স্থফল, মন্দ কর্মা করলে কুফল; লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে না ? এ সব তাঁর লীলা খেলা।

তান্ত্রিক ভক্ত—আমাদের উপায় কি ? কর্ম্মের ফল তো আছে ? শ্রীরামকৃষ্ণ—থাকলেই বা। তাঁর ভক্তের আলাদা কথা।

মনরে ক্রমি কাজ জান না।

কালী নামের দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে বে মৃক্তকেশীর শক্ত বেড়া, ভার কাছে তো ধুমু ঘেঁসে না॥
শুক্তদেন্ত বীজ রোপন করে, ভক্তি বারি সেচে দেনা।
একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥
আবার গান গাইতেছেন—

### শমন আসবার পথ ঘুচেছে।

আমার মনের সন্দ সুচে গেছে ।

(ওরে) আমার দরের নবদারে চারি শিব চৌকি রয়েছে॥
এক খুটতে দর রজেছে, ডিন রজ্জুতে বাধা আছে।
সহস্রদাল কমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বলে আছে॥
"কাশীতে ব্রাহ্মণই মরুক আর বেশ্যাই মরুক শিব হবে।

"যখন হরি নামে কালী নামে, রাম নামে, চক্ষে জল আাদে তখনই সন্ধ্যা কবচাদির কিছুই প্রয়োজন নাই। কর্মা ত্যাগ হয়ে যায়। কর্ম্মের ফল তার কাছে যায় না।

ঠাকুর আবার গান গাইতেছেন—

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।

ষেমনি ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রভাষ ॥ কালীপদ অধা হ্রদে চিত্ত যদি রয়, যদি চিত্ত ভূবে রয়। তবে পূজা হোম বাগ যজ কিছুই কিছু নয়।

#### ঠাকুর আবার গাইতেছেন—

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিবে, কভু সন্ধি নাহি পায়।

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায় কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥ "তাঁতে মগ্ন হলে আর অসৎ বৃদ্ধি, পাপবৃদ্ধি থাকে না।"

তান্ত্রিক ভক্ত—আপনি যা বলেছেন, 'বিছার আমি' থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিভার আমি, ভক্তের আমি, দাস আমি, ভাল আমি, থাকে। 'বজ্জাৎ আমি' চলে যায়। (হাস্ত)

তান্ত্রিক ভক্ত—আজ্ঞা, আমাদের অনেক সংশয় চলে গেল।
শ্রীরামকৃষ্ণ—আত্মার সাক্ষাৎকার হলে সব সন্দেহ ভঞ্জন হয়।
[ তান্ত্রিক ভক্ত ও ভক্তির তমঃ; হাবাতের সংশয়; অফ সিদ্ধি।]
"ভক্তির তমঃ আনো। বলো,—কি! রাম বলেছি, কালী বলেছি,
আমার আবার বন্ধন, আমার আবার কর্মফল।"

ঠাকুর আবার গান গাইতেছেন—

আমি তুর্গাতুর্গা বলে মা যদি মরি

আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে, জানা দাবে গো শক্ষণী। নাশি গো আহ্মণ হত্যা করি ভ্রুণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী, এ সব পাতক মা ভাবি ভিলেক (ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি।

শীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস! গুরু বলে দিয়েছেন, রামই সব হয়ে রয়েছেন; 'ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা।' কুকুর রুটী খেয়ে যাচেছ। ভক্ত বলছে 'রাম। দাঁড়াও, দাঁড়াও, রুটীতে ঘি মেথে দিই' এমনি গুরু বাক্যে বিশ্বাস।

"হাবাতে গুলোর বিশ্বাস হয় না। সর্ববদাই সংশয়। আজার সাক্ষাৎকার না হলে সব সংশয় যায় না।"\*\*

**"শুদ্ধা-ভক্তি,** কোন কামনা থাকবে না সেই ভক্তি দ্বারা তাঁকে শীঘ্র পাওয়া যায়।

'অণিমাদি সিদ্ধি—এসব কামনা। কৃষ্ণ অভ্টুনকে বলেছিলেন,—

ছিন্তকে সর্বাণংশয়াঃ তেম্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।

ভাই, অণিশীদি সিদ্ধাই, একটিও থাকলে ঈশ্বর লাভ হয় না; একটু শক্তি বাড়তে পারে।

তান্ত্রিক ভক্ত—আজে, তান্ত্রিক ক্রিয়া, আজকাল কেন ফলে না ? শ্রীরামকুফ-সর্বাঙ্গীন হয় না; আর ভক্তিপূর্ব্বক হয় না; তাই ফলে না!

এইবার ঠাকুর কথা সাঙ্গ করিডেছেন। বলিতেছেন, ভক্তিই সার; ঠিক ভক্তের কোন ভয় ভাবনা নাই। মা সব জানে। বিড়াল ইত্নকে ধরে এক রকম ক'রে; কিন্তু নিজের ছানাকে আর এক রকম ক'রে ধরে।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামক্রম্ঞ বলরামের মন্দিরে, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কলিকাতায় বলরামের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন! মাফীর কাছে বসিয়া আছেন; রাখালও আছেন। ঠাকুরের ভাবাবেশ হইয়াছে। আজ জ্যৈন্ঠ-কৃষ্ণা-পঞ্চমী; সোমবার ১২ই আষাঢ়, ২৫শে জুন, ১৮৮৩ খ্বঃ অঃ, বেলা প্রায় ৫টা হইয়াছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট)। দেখ, আন্তরিক ডাক্লে স্বস্থরপকে দেখা যায়। কিন্তু বতটুকু বিষয়ভোগের বাসনা থাকে, ততটুকু কম পড়ে যায়।

মান্টার— আজ্ঞা আপনি যেমন বলেন, ঝাঁপ দিতে হয়। আ
শ্রীরামকৃষ্ণ (আনন্দিত হইয়া)—ইয়া!

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

জীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রতি)—দেখ, দকলেরই **আ**ণ্ডাদর্শনি হ'তে পারে।

মাস্টার—-আজ্ঞা, তবে ঈশ্বর কর্ত্তা, তিনি যে ঘরে যেমন করাচ্ছেন। কারুকে, চৈততা কচ্ছেন, কারুকে অজ্ঞান করে রেখেছেন। ্স-স্বরূপ দর্শন, ঈশ্বর দর্শন বা আত্মদর্শনের উপায়, আন্তরিক প্রার্থনা। নিত্যলীলা যোগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। আন্তরিক হলে তিনি প্রার্থনা শুনিবেনই শুনিবেন।

একজন ভক্ত—আজ্ঞা হাঁ, 'আমি' যে রয়েছে, তাই প্রার্থনা করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাফারের প্রতি )—লালা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়; যেমন সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠা। নিত্য দর্শনের পর নিত্য থেকে লালায় এসে থাকতে হয়। ভক্তি ভক্ত নিয়ে। এইটা পাকা মত।

"তাঁর নানা রূপ, নানা দীলা; ঈশ্বর লীলা, দেবদীলা, নরলীদা, জগৎলীদা; তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে, যুগে যুগে আদেন। প্রেম ভক্তি শিখাবার জ্ব্যা। দেখনা চৈত্রসূদেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেম ভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্ত লীলা—কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি! আমার কীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই কীর। অবতার গাভীর বাঁট।

ঠাকুর কি বলিতেছেন, যে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, আমাকে দর্শন করিলেই ঈশ্বর দর্শন করা হয় ? চৈতন্তদেবের কথা বলিয়া ঠাকুর কি নিজের কথা ইক্সিত করিতেছেন ?

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ও ভক্তমন্দিরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে, শিব মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়া আছেন। বৈজ্যন্ত মাস, ১৮৮৩, খুব গরম পড়িয়াছে। একটু পরে সন্ধ্যা হইবে! বরফ ইত্যাদি লইয়া মান্টার আসিয়াছেন, ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদমূলে শিব মন্দিরের সিঁড়িতে বসিলেন!

[ J. S. Mill and Sri Ramakrishna; Limitations of man,—a conditioned being ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রতি)—মণি মল্লিকের নাতজামাই

এদেছিল। সে কি বইএ \* পড়ছে, ঈশ্বকে তেমন জ্ঞানী সর্ববিজ্ঞ বলে বোধ হয় না। তা হলে এত তুঃখ কেন ? আর এই যে জীবের মৃত্যু হয়, একবারে মেরে ফেললেই হয় ক্রমে ক্রমে আনেক কফট দিয়ে মারা কেন ? যে বই লিখেছে সে নাকি বলেছে, যে আমি হলে এব চেয়ে ভাল স্প্তি করতে পারতাম।

মাস্টার হাঁ করিয়া ঠাকুরের কথা শুনিতেছেন, ও চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তাঁকে কি বুঝা যায় গা। আমিও কথন তাঁকে ভাবি ভাল, কখন ভাবি মন্দ। তাঁর মহামারার ভিতর আমাদের রেখেছে। কখন তিনি লুঁস কংনে, কখন তিনি অজ্ঞান করেন। একবার অজ্ঞানটা চলে যায়; আবার ঘিরে কেলে। পুকুর পানা ঢাকা, ঢিল মারলে, খানিকটা জল দেখা যায়। আবার খানিকক্ষণ পরে পানা নাচতে নাচতে এসে সে জলটুকুও ঢেকে ফেলে।

"যতকণ দেহবুদ্ধি ততকণই স্থ তু:থ, জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক। দেহেরই এই সব, আত্মার নয়। দেহের মৃত্যুর পর তিনি হয় তো ভাল যায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন—যেমন প্রসব বেদনার পর সন্তান লাভ। আত্মান্তরান হলে স্থ তু:থ, জন্ম মৃত্যু, স্বপ্লবৎ বোধ হয়।"

"আমরা কি বুঝবো। এক দের ঘটাতে কি দশ দের তুধ ধরে ?
মুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে আর থবর দেয় না। গলে মিশে যায়।

### [ 'ছিন্তন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ তন্মিন দৃষ্টে পরাবরে'।]

সন্ধ্যা হইল; ঠাকুরের আরতি হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ছোট খাটটীতে বসিয়া জগৎমাতার চিন্তা করিতেছেন। রাধাল, লাটু, রামলাল, কিশোরী গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন; মান্টার আজ রাত্রে থাকিবেন। ঘরের উত্তরের ছোট বারাগুায় ঠাকুর একটী ভক্তের সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন 'প্রভ্যুয়ে ও শেষ রাত্রে ধ্যান করা ভাল, ও প্রভাই সন্ধ্যার পর।' কিরূপ ধ্যান করিতে হয় সাকার ধ্যান, অরূপ ধ্যান, সে সব বলিতেছেন।

কিন্নৎক্ষণ পরে ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারাগুটিতে বসিয়া আচেন রাত্রি ৯টা হইবে। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন, রাথাল প্রস্কৃতি এই একবার ঘরের ভিতর যাতায়াত করিতেছেন।

\* John Stuart Mill's Autobiography. Mill b. 1806 d. 1873

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—দেখ, এখানে যার। যারা আদবে সকলের সংশয় মিটে যাবে. কি বল ?

মাষ্টার---আজ্ঞা হাঁ।

এমন সময় গঙ্গাবক্ষে অনেক দূরে মাঝি নোকা লইয়া ঘাইতেছে ও গান ধরিয়াছে। সেই গীত ধ্বনি, মধুর অনাহত ধ্বনির স্থায় অনস্ত আকাশের ভিতর দিয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষ যেন স্পর্শ করিয়া ঠাকুরের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট ! সমস্ত শরীর কন্টকিত। ঠাকুর মাফারের হাত ধরিয়া বলতেছেন—"দেখ দেখ আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ!" তিনি সেই প্রেমাবিষ্ট কন্টকিত দেহ স্পর্শ করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। 'পুলকে পূরিত অঙ্গ'। উপনিষদে কথা আছে যে তিনি বিশ্বে আকাশে 'ওত প্রোত' হ'য়ে আছেন, তিনিই কি শব্দরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতেছেন। এই কি শব্দ বেশা! \*\*

কিয়ৎশ্বণ পরে ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যারা থারা এখানে আদে তাদের সংস্থার আছে; কি বল ?

মান্টার--আজা হাঁ।

ঐারামকৃষ্ণ-অধরের সংস্কার ছিল।

মাফার-তা আর বলতে।

শীরামকৃষ্ণ — সরল হলে, ঈশ্বরকে শীঘ্র পাওয়া যায়। আরু হুটো প্রথাছে, সং অসং। সং প্রথাদিয়ে চলে যেতে হয়।

মাফার—আজা হাঁ, সূতোর একটু আঁস থাকলে সূচের ভিতর ।

### [ সর্বব্যাগ (কন ? ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—খাবারের সঙ্গে চুল জিবে পড়লে মুখ থেকে সব শুদ্ধ ফলে দিতে হয়।

মাষ্টার—ভবে আপনি যেমন বলেন, যিনি ভগবান দর্শন করেছেন, গিকে অসৎ সঙ্গে কিছু কর্ত্তে পারেনা। খুব জ্ঞানাগ্রিতে কলা গছিটা গিয়ন্ত জ্ঞানাগ্র

( শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকবিকরণ। অধরের বাটীতে চণ্ডীর গান।)

আর একদিন ঠাকুর কলিকাতায় বেনেটোলায় অধরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। আষাঢ় শুক্রা দশনী, ১৪ই জুলাই ১৮৮৩, শনিবার। অধর ঠাকুরকে রাজনারা'ণের চণ্ডীর গান শুনাইবেন। রাখাল, মাফার প্রভৃতি সঙ্গে আছেন। ঠাকুরদালানে গান হুইতেছে। রাজনারা'ণ গান ধরিলেন—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি,
আমি আর কি ষমের ভয় রেখেছি।
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মনির নিখার বেঁখেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, শ্রীহুর্গা নাম কিনে এনেছি॥
কালীনাম কল্পতক হাদরে রোপন করেছি॥
এবার শমন এলে হাদর খুলে দেখাবো তাই বদে আছি।
দেহের মাঝে ছছন কুজন, তাদের ঘরে দ্র করেছি।
আমি জয়হুর্গা শ্রীহুর্গা বলে, য়াত্রা করে বদে আছি॥

ঠাকুর থানিক শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট, দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন ৬ সম্প্রদারের সঙ্গে যোগ দিয়া গান গাইতেছেন।

ঠাকুর আঁখর দিতেছেন, "ওমা, রাথ মা।" আঁখর দিতে দিতে একেবারে সমাধিত। বাফ শৃহ্য, নিম্পন্দ। দাঁড়াইয়া আছেন। আবার গায়ক গাহিতেছেন—

সমর আলো করে কার কামিনী! সজ্জ-জ্জদ জিনিয়া কায় দশনে প্রকাশে বামিনী! ঠাকুর আবার সমাধিত্ব।

গান সমাপ্ত হইলে দালান হইতে গিয়া ঠাকুর অধরের দ্বিতল বৈঠকখানায় ভক্ত সঙ্গে বসিলেন। নানা ঈশ্বীয় প্রসঙ্গ হইতেছে। কোন কোন ভক্তে অন্তঃসার ফল্পনদি, উপরে ভাবের কোন প্রকাশ নাই, এ-সব কথাও হইতেছে।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### [ বলরামমন্দিরে ঈশ্বর দর্শন কথা ] জীবনের উদ্দেশ্য—THE END OF LIFE-

আর একদিন ১৮ই আগষ্ট, ১৮৮৩, ২রা ভান্ত শনিবার, বৈকালে বলরামের বাড়ী আসিয়াছেন। ঠাকুর অবতার-তত্ত্ব বুঝাইতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—অবতার লোক-শিক্ষার জন্ম ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে। যেমন ছাদে উঠে সিঁড়িতে আনাগোনা করা। অন্য মানুষ ছাদে উঠবার জন্ম ভক্তিপথে থাকবে; যতক্ষণ না জ্ঞান লাভ হয়, যতক্ষণ না সব বাসনা যায়। সব বাসনা গেলেই ছাদে উঠা যায়। দোকানদার যতক্ষণ না হিসাব মেটে ততক্ষণ ঘুমায় না। খাতার হিসাব ঠিক করে তবে ঘুমায়।

( মাষ্টারের প্রতি )—"ঝাঁপ দিলে হবেই হবে। ঝাঁপ দিলে হবেই হবে।

"আছো, কেশব দেন, শিবনাথ এঁরা ষে উপাদনা করে তোমার কিরূপ বোধ হয় ?"

মাফীর—আজে, আপনি যেমন বলেন, তাঁরা বাগান বর্ণনাই করেন, কিন্তু বাগ্নানের মালিককে দর্শন করার কথা থুব কমই বলেন। প্রায় বাগান বর্ণনায় আরম্ভ আর উহাতেই শেষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক। বাগানের মালিককে থোঁজা আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা এইটেই কাজ। ঈশ্বর দর্শনিই জীবনের উদ্দেশ্য।\*

বলরামের বাড়ী হইরা এইবার অধরের বাড়ী আদিয়াছেন। সন্ধ্যার পর অধরের বৈঠকখানার নাম সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেছেন। বৈষ্ণুব চরণ কীর্ত্তনীয়া গান গাইতেছেন। অধর, মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

[ অধরের বাড়ীতে কীর্দ্তনানন্দ ও অধরের প্রতি উপদেশ ] কীর্ত্তনাস্তে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বদিয়াছেন, রাখালকে বলিতে-

'আত্মা বা অবে দ্রষ্টব্য: শ্রেভিব্যো, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'।—
 রহদারণ্যক:। ২।৪।৫

9• শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত! [ ৫ম ভাগ, ১৮৮০, আগস্ট ১৮! ছেন, 'এখানকার শ্রাবন মাসের জল নয়। শ্রাবন মাসের জল খুব হুড়হুড় করে আসে আবার বেরিয়ে যায়। এখানে পাতাল ফোঁড়া শিব,
বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিনেখর থেকে চলে এলি; আমি
মাকে বলল্ম, মা এর অপরাধ নিসনি!"

শ্রীরামক্ষয় কি অবতার ? পাতাল-ফোঁড়া শিব ?

আবার অধরকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বিশ্বতেছেন—বাপু। তুমি যে নাম করেছিলে তাই ধ্যান কোরো। এই বলিয়া অধ্রের জিহবা অঙ্গলি দারা স্পর্শ করিলেন ও জিহবাতে কি লিখিয়া দিলেন। এই কি অধ্রের দীকা হইল ?

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আর একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দক্ষিণ-পূর্ববি বারাণ্ডার দিঁড়িতে বসিয়া আছেন। সঙ্গে রাখাল, মাফীর, হাজরা। ঠাকুর রহস্ত করিতে করিতে বাল্যকালের অনেক কথা বলিতেছেন।

দিক্ষিনেশ্র: সমাধিষ্ঠ শ্রীবামকৃষ্ণ ও জগনাতার সঙ্গে তাঁহার কথা ]

ঠাকুর সমাধিত। সন্ধ্যা হইয়াছে। নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন ও জগৎমাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, 'মা, এপ্র হাঙ্গাম করিস কেন? মা ওখানে কি যাব ? আমায় নিয়ে যাস, তো যাব।"

ঠাকুরের কোন ভক্তের বাড়ীতে যাবার কথা হইয়াছিল। তাই কি জগমাতার আজ্ঞার জন্য এইরূপ বলিতেছেন ?

জগৎ-মাতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন। এবার কোন অন্তরঙ্গ ভক্তের জন্য বুঝি প্রার্থনা করিতেছেন। বলিতেছেন— "মা, ওকে নিখাদ করো। আচ্ছা মা, ওকে এক কলা দিলি কেন ?"

ঠাকুর একটু চুপ করিয়াছেন। আবার বলিতেছেন, 'ও! বুঝেছি এতেই তোর কাজ হবে।' যোল কলার এক —কলা শক্তিতে তোর কাজ অর্থাৎ লোকশিকা হবে, এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন ? এইবার ভাবাবিষ্ট অবস্থায় মাষ্টার প্রভৃতিকে আদ্যাশক্তি ও অবতার-তত্ত্ব বলিতেছেন।

"যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। তাঁকেই মা বলে ডাকি। যখন তিনি নিজিয় তথন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, আবার যথন স্থান্তি, সিংহার কার্য্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। যেমন স্থির জ্বল, আর জ্বলে চেউ হয়েছে। শক্তি-লীলাতেই অবতার। অবতার প্রেমন্ডক্তি শিখাতে আসেন। অবতার যেন গাভীর বাঁট। প্রশ্ধ বাঁটের থেকেই পাওয়া যায়।

"মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন ঘুটির ভিতর মাছ এসে জমে।"

ভক্তেরা কেহ কেহ ভাবিতেছেন, শ্রীরামক্রফ কি অবতার পুরুষ ? যেমন শ্রীকুফ, চৈতন্যদেব, Christ ?

# প্রথম ভাগ-অন্তম প্রভঃ। প্রথম গরিচ্ছেদ।

শ্রীযুক্ত অধরের বাড়ী রাখাল, ঈশান প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামক্রফ।

[ বালকের বিশ্বাদ; অস্পৃশ্য জাতি (the Untouchables) ও শঙ্করাচার্য্য; দাধুর হৃদয়। ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় অধরের বাড়ী শুভাগমন করিয়াছেন। ঠাকুর অধরের বৈঠকথানায় বসিয়া আছেন। বৈকালবেলা। রাথাল, অধর, মাফার, ঈশান \* প্রভৃতি ও অনেকগুলি পাড়ার লোক উপস্থিত।

শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভালবাদিতেন! তিনি Accountant General's office এ একজন Superinten-

\* ঈশানের পুত্রগণ সকলেই ক্বত িছে। জ্যেষ্ঠ, — গোপাল District Magistrate হইয়াছিলেন। মধ্য শ্রীশচন্দ্র District Judge হইয়াছিলেন। শ্রীষ্ক্ত সভীশ নংকলের সহপাঠী, সুন্দর পাথোয়ার বাজাইতে পাহিতেন। তিনি গাজী-পুরে সরকারী কর্মা ক্রিভেন; তাঁহারই বাসায় নরেন্দ্র প্রব্রজ্যা অবস্থায় কিছুদিন ছিলেন ও সেইথানে থাকিয়া পাওহারী বাবাকে দর্শন ক্রিয়াছিলেন।

ল্রাতাদের মধ্যে অন্ততম শ্রীষ্ক্ত গিরীশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Asstt. Registrarএর কার্য্য অনেক দিন করিয়াছিলেন।

ঈশান এত দান করিতেন যে, শেষে দেনাগ্রন্ত হইয়া অতি কটে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অনেক বৎসর পুর্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল।

मेणान ভाটপাড়ায় প্রায় মধ্যে মধ্যে গিয়া নিজ্জনে সাধন ভলন করিতেন।

dent ছিলেন। pension (পেন্সন) লইবার পরে তিনি দান-ধ্যান ধর্ম্ম-কর্ম্ম লইরা থাকিতেন ও ঠাকুরকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতেন। মেছুয়াবাজার দ্বীটে তাঁহার বাড়ীতে ঠাকুর একদিন আসিয়া নরেন্দ্রাদি ভক্ত-সঙ্গে আহারাদি করিয়াছিলেন ও প্রায় সমস্ত দিন ছিলেন। সেই উপলক্ষে ঈশান অনেকগুলি লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। (১মভাগ)

শ্রীযুত নরেন্দ্রের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। ঈশান পেন্সন লইবার পর ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশরে প্রায় যাতায়াত করেন ও ভাটপাড়াতে গঙ্গাতীরে নির্ভ্জনে মাঝে মাঝে ঈশ্বরচিন্তা করেন। সম্প্রতি ভাটপাড়ায় গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিবার ইচ্ছা ছিল।

আজ শনিবার, ২২**শে সেপ্টেম্বর** ৬ই আশ্বিন ১৮৮৩ খুষ্টাব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ঈশানের প্রতি )—তোমার সেই গল্পটি বলত; ছেলে চিটি পাঠিয়েছিল।

ঈশান ( সহাস্তে )—একটা ছেলে শুনলে যে. ঈশর আমাদের স্প্রি করেছেন। তাই সে প্রার্থনা জানাবার জন্য ঈশরকে একথানি চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিছিল। ঠিকানা দিছিল, স্বর্গ। (সকলের হাস্ত)

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—দেখলে ! এই বালকের মত বিশ্বাস ! \* তবে হয় ৷ (ঈশানের প্রতি ) তথার সেই কর্মত্যাগের কথা ?

ঈশান—ভগবান লাভ হ'লে সন্ধ্যাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। গঙ্গাতীরে সকলে সন্ধ্যা কচ্ছে, একজন কচ্ছে না। তাকে জিজ্ঞাসা করায় দে বল্লে, আমার সশোচ হয়েছে, সন্ধ্যা । কর্তে নাই। মরণাশোচ, আর জন্মাশোচ, তুই-ই হয়েছে। অবিদ্যা মা'র মৃত্যু হয়েছে, আলারামের জন্ম হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর আয়োজ্ঞান হ'লে জাতিভেদ থাকে না, সেই কথাটি ?

\* The kingdom of heaven is revealed unto babes but is hidden from the wise and the prudent.—Bible.

ক মৃতা মোহময়ী মাতা ক্লাতো বোধময়ঃ স্কৃতঃ। স্তুক্ত্মপ্রাপ্তের কৃথং সন্ধ্যামূপান্মছে॥ কুলাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি। নাশুমেতি ন চোদেতি কৃথং সন্ধ্যামূপান্মছে॥

<sup>--</sup> रेमध्वयो छेलानबर, स्य व्यक्षाय ।

অধরের বাটী, শক্তি ও ব্রহ্ম উপাদনা প্রদক্ষে ঈশান প্রভৃতি সঙ্গে। ৭৩

ঈশান—কাশীতে গঙ্গামান ক'রে শক্ষরাচার্য্য সিঁড়িতে উঠছেন,—
এমন সময় কুকুরপালক চণ্ডালকে দাম্নে দেখে বল্লেন, এই তুই
আমায় ছুঁলি। চণ্ডাল বল্লে, ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই—
আমিও তোমায় ছুঁই নাই; আত্মা সকলেরই অন্তর্য্যামী আর নির্লিপ্ত।
স্থরাতে সূর্য্যের প্রতিবিদ্ধ আর গঙ্গাজলে সূর্য্যের প্রতিবিদ্ধ এ ছ'য়ে
কি ভেদ আছে ?\*

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাত্যে )—আর সেই সমন্বয়ের কথা ? সব মত দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায় ? া

ঈশান ( সহাস্থে ) —হরি-হরের এক ধাতু, কেবল প্রত্যায়ের ভেদ। যিনিই হরি তিনিই হর। বিশাস থাকলেই হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—আর সেই কথাটি—সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

ঈশান ( সহাস্থে )—সকলের চেয়ে বড় পৃথিবী, তার চেয়ে বড় সাগর, তার চেয়ে বড় আকাশ। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পদে স্বর্গ, মর্ত্তা, পাতাল, ত্রিভূবন অধিকার করেছিলেন। সেই বিষ্ণুপদ সাধুর হৃদরের মধ্যে। তাই সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

এই সকল কথা শুনিয়া ভক্তেরা আনন্দ করিতেছেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাত্যাশক্তির উপাসনাতেই ব্রহ্ম উপাসনা। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

[ Identity of God the Absolute and God the

Creator, Preserver and Destroyer.

় ঈশান ভাটপাড়ায় গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিবেন। গায়ত্রী ব্রহ্ম মন্ত্র। একেবারে বিষয় বুদ্ধি না গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু কলিতে অমগত প্রাণ—বিষয়বুদ্ধি যায় না। রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ,

<sup>\*</sup> সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বজ্তানি চাত্মানি।
ঈকতে যোগয়কাত্মা সর্বত্র সমদর্শন: ॥ গীতা। ৬,২৯।
ক যে তথা মাং প্রপক্তান্তে তাংতবৈব জ্ঞামাহম।—গীতা ৪,১১

শব্দ; মন এই সব বিষয় লয়ে সর্ববদাই থাকে তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, কলিতে বেদমত চলে না! যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। শক্তির উপাসনা করিলেই ব্রহ্মের উপাসনা হয়। যথন স্বৃত্তি, স্থিতি, প্রান্তব্য করেন, তথন তাঁকে শক্তি বলে। তুটা আলাদা জ্বিনিষ নয়— একই জ্বিনিষ।

[ The quest of the Absolute and Ishan. The vedantic position, 'I am He' সোহং ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)—কেন নেতি নেতি ক'রে বেড়াচ্ছো.? ত্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কেবল বলা যায় 'অস্তি মাত্রম' ক' '(কেবলঃ রাম'।

"আমরা যা কিছু দেখছি, চিন্তা কর্ছি, সবই সেই আতাশক্তির সেই চিৎশক্তির ঐশর্য্য—স্তি, পালন, সংহার; জীব জগৎ; আবার ধ্যান; ধ্যাতা, ভক্তি, প্রেম; সব তাঁর ঐশর্য্য।"

"কিন্তু ত্রন্ধা আর শক্তি অভেদ। লঙ্কা থেকে ফিরে আসবার প্র হনুমান রামকে স্তব করছেন; বল্ছেন, হে রাম, তুমিই পরত্রন্ধ আর সীতা তোমার শক্তি। কিন্তু তোমরা তু'জনে অভেদ। যেন-সর্প ও তার তীর্যাগ গতি,—সাপের মত গতি ভাবতে গেলেই সাপবে ভাবতে হবে; আর সাপকে ভাবলেই সাপের গতি ভাবতে হয়। তুর্ ভাবলেই তুধের বর্ণ ভাবতে হয়, ধবলত্ব। তুধের মত সাদা অর্থাণ ধবলত্ব, ভাবতে গেলেই তুধকে ভাবতে হয়। জলের হিমশতি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়, আবার জলকে ভাবলেই জলের হিম শক্তিকে ভাবতে হয়।"

"এই **আতাশক্তি** বা মহামায়া এককে আবরণ ক'ে রেখেছে। আবরণ গেলেই 'যা ছিলুম' তাই হলুম'! আমিই তুমি 'তুমিই আমি'।"

ক্লোশেষধিকতরত্বেশং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
 অব্যক্তা হি গভিত্বংখং দেহবন্তিগবাপাতে ॥ গাতা। ১২,৫

ণ নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তঃ শক্যো ন চক্ষা।
অক্টাভে)বোপসকত তত্তভাব: প্রসীদভি।

ক্ কঠ-উপনিষ্ণ, ২, ৩।

"যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ বেদান্তবাদীদের সোহহম্ অর্থাৎ 'আমিই সেই পরব্রহ্ম', এ কথা ঠিক থাটে না। জলেরই তরক্স, তরঙ্গের কিছু জল নয়। যতক্ষণ আবরণ রয়েছে ততক্ষণ মা—মা ব'লে ডাকা ভাল। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান; তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। এই দাসভাব থেকে আবার সব ভাব আসে—শান্ত, সথ্য প্রভৃতি। মনিব যদি দাসকে ভালবাসে, তাহ'লে আবার তাকে বলে, আয় আমার কাছে ব'স্; তুইও যা, আমিও তা। কিন্তু দাস যদি মনিবের কাছে সেধে বস্তে

[ আন্তাশক্তি ও অবভার-লীলা ও ঈশান। What is Maya ? বেদ, পুরাণ, ডন্তের সমন্বয়।

"অবতার-লীলা—এ সব চিৎশক্তির ঐশর্যা। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আবার রাম, কৃষ্ণ, শিব।"

ঈশান—হরি, হর এক ধাতু কেবল প্রত্যয়ের ভেদ। ( সকলের হাস্থ )

শ্রীরামক্ষ্ণ—ইা, এক বৈ ছই কিছু নাই। বেদেতে বলেছে, ওঁ সচিদানন্দঃ ব্রহ্ম,পুরাণে বলেছে ওঁ সচিদানন্দঃ ক্রফঃ, আবার তত্ত্বে বলেছে, ওঁ সচিদানন্দঃ শিবঃ।

"সেই চিৎশক্তি, মহামারারপে সব অজ্ঞান ক'রে রেখেছে। গধ্যাত্মরামায়ণে আছে, রামকে দর্শন ক'রে যত ঋষিরা কেবল এই কথাই বলেছে, হে রাম, তোমার ভুবনমোহিনী মারায় মুগ্ধ করো না।"

नेनान- अ भाषां कि ।

শ্রীরামকৃষ্ণ – যা কিছু দেখছ, শুনছ, চিন্তা করছ, সবই মায়া।
এক কথায় বলতে গেলে, কামিনীকাঞ্চনই মায়ার আবরণ।

· "পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাথা এ সব তাতে দোষ নাই। এ সব শুধু ত্যাগ করলে কি হবে ? কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ। গুহীরা মাঝে মাঝে

অজ্ঞানেনাবৃত্তং জ্ঞানম্ তেন মৃত্তি জন্তব: । ৫, ১৫।
 দৈব হেৰা গুণমন্ত্ৰী মম মাধা ক্ষতারা।
 মামেবী যে প্রপ্রত্তে মাধামেতাং তরতি তে । গীতা। ৭,১৪।

নির্জ্জনে গিয়ে সাধন-ভজন ক'রে. ভক্তি লাভ করে, মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীরা বাহিরের ত্যাগ, মনে ত্যাগ, ছুই-ই করবে।"

[ Keshab Chandra Sen and Renuuciation. 'নববিধান' ও নিরাকারবাদ: Dogmatism. ]

"কেশ্ব সেনকে বলেছিলাম, যে ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল, সেই ঘরে বিকারী রোগী থাকুলে কেমন করে ভাল হয় ? মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থেতে হয়।"

একজন ভক্ত-মহাশয়, নববিধান কি রকম: যেন ভাল থিচডির মত।

শ্রীরামকুষ্ণ—কেউ কেউ বলে আধুনিক। আমি ভাবি, ত্রন্ধ জ্ঞানীর ঈশ্বর কি আর একটা ঈশ্বর ? বলে নববিধান, নতন বিধান: তা হবে! যেমন ছ'টা দর্শন আছে, ষ্ডদর্শন তেমনি আর একটা কিছ হবে।

"তবে নিরাকার-বাদীনের ভুল কি জান ? ভুল এই, তার। বলে, তিনি নিরাকার, আর সব মত ভুল।"

"আমি জানি, তিনি সাকার নিরাকার তুই-ই, আরও কত কি হ'তে পারেন। তিনি সবই হতে পারেন।"\*

God in the 'untouchables'

( ঈশানের প্রতি )—"মেই চিৎশক্তি, মেই মহামায়া, চতুর্বিংশতি তব । হয়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান করছিলাম : ধ্যান করতে করতে মন চ'লে গেল রস্কের বাড়ী। রস্কে ম্যাধর। মনকে বল্লুম, थाक माना धेथात्नरे थाक। मा (पिराय पिरानन, अत्र वाफ़ीत लाक জন সব বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুগুলিনী, এক यठेठक ।

"সেই আতাশক্তি মেয়ে না পুরুষ ? আমি ও দেশে দেখলাম, लाहारमत्र वाफ़ीरक कानीशृष्टा राष्ट्र । मा'त गमाय रेशरक मिरावर । এক জন জিজ্ঞাদা করলে, মা'র গলায় পৈতে কেন ? যার বাড়ীর

- 'নাস্ভোহন্তি মম দিব্যানাং বিভৃতীনাং পরস্তপ' গীতা, ১০, ৪০ :
- ক মহাজ্তান্যহন্বরো বৃদ্ধিরব্যক্তমেব চ। हे सिवानि मरेमकथ लेथ (हसिवर्गाहता: ॥ शैला, ५०, ८।

. অধরের বাটীতে রাথাল, অধর, ঈশান প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ৭৭ ঠাকুর, তাকে সে বললে, 'ভাই, তুই মা'কে ঠিক চিনেছিদ কিন্তু আমি কিছু জানি না. মা পুরুষ কি মেয়ে।' \*

"এই রকম আছে যে সেই মহামায়া শিবকে টপ্ক'রে থেয়ে ফেল্লেন। মা'র ভিতরে ষট্চক্রের জ্ঞান হ'লে শিব মা'র উরু দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তথন শিব তল্পের স্ঠি করলেন।"

"দেই চিৎশক্তির, দেই মহামায়ার শ্রণাগত হ'তে হয়।" ঈশান—আপনি কুপা করুন।

্বিশানকে শিক্ষা, 'ডুব দাও'। গুৰুৱ কি প্ৰয়োজন ? বান্ধণ পণ্ডিত, শান্ত্ৰ ও ঈশান। MERE BOOK-LEARNING.]

শীরামকৃষ্ণ—সরলভাবে বলো, হে ঈশ্বর, দেখা দাও, আর কাঁদ; আর বলো, হে ঈশ্বর, কামিনীকাঞ্চন থেকে মন তফাৎ কর।

"**আর** ডুব দাও। উপর উপর ভাস্লে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া যায় ? ডুব দিতে ২য়।"

"গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়। একজন বাণলিঙ্গ শিব খুজতে-ছিল। কেউ আবার ব'লে দেয়, অমুক নদীর ধারে যাও, সেখানে একটী গাছ দেখবে; সেই গাছের কাছে একটি ঘুরণী জল আছে, সেইখানে ডুব মার্তে হবে, তবে বাণলিঙ্গ শিব পাওয়া যাবে। তাই গুরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়।"

ঈশান—আজ্ঞা হা।

শীরামকৃষ্ণ—সচিচদানন্দই । গুরুরূপে আসেন। মানুষ গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না! তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে ত মন্ত্রে বিশাস হবে ? বিশাস থলেই সব হ'য়ে গেল। শূদ্র (একলব্য) মাটীর দ্রোণ তৈরার করে বনেতে বাণশিক্ষা ক'রেছিল। মাটীর দ্রোণকে পূজা কর্ত, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য্য জ্ঞানে; তাইতেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হ'ল।

"আর তুমি ত্রাহ্মণপগুতদের নিয়ে বেশী মাথামাথি কোরো না। ওদের চিন্তা তু'পয়সা পাবার জন্য।"

"আমি দেখেছি, ব্রাহ্মণ স্বস্তায়ন কর্তে এসেছে, চণ্ডী পাঠ কি আর কিছু পাঠ কর্ছে। তা দেখেছি অর্দ্ধেক পাতা উল্টে যাবে।" ( সকলের হাস্থ )।

"নিজের বধের জন্ম একটা নরুণেই হয়। পারকে মারতেই ঢাল তর্মার্—শাস্ত্রাদি।"

"নানা শাস্ত্রেম্বও কিছু প্রয়োজন নাই। \* যদি বিবেক না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। ষট্শাস্ত্র পড়লেও কিছু হয় না। নিৰ্জ্জনে গোপনে কেঁদে কোঁদে তাঁকে ডাক, তিনিই সব ক'রে দেবেন।"

[গোপনে সাধন। শুচিবাই ও ঈশান।]

ঈশান ভাটপাড়ায় পুরশ্চরণ করিবার জন্য গঙ্গাকূলে আটিচাল। বাঁথিতেছিলেন, এই কথা ঠাকুর শুনিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া, ঈশানের প্রতি)—হঁটাগা ঘর কি তৈয়ার হয়েছে ? কি জান, ও সব কাজ লোকের খপরে যত না আসে ততই ভাল। যারা সত্তগী, তারা ধ্যান করে মনে, কোণে, বনে; কখনও মশারির ভিতর ধ্যান করে।

হাজরা মহাশয়কে ঈশান মাঝে মাঝে ভাটপাড়ায় লইরা ধান। হাজরা মহাশয় শুচিবায়ের ন্যায় আচার করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ওরূপ করিতে বারণ করিয়াছিলেন।

শীরামকৃষ্ণ ( ঈশানের প্রতি )—-আর দেখ, বেশী আচার ক'রো না। একজন সাধুর বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে, ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল সাধুকে জল দিতে চাইলে। সাধু বললে, তোমার ডোল ক ( চামড়ার মোশক) কি পরিক্ষার ? ভিস্তি বল্লে, মহারাজ, আমার ডোল ধুব পরিক্ষার, কিস্তু ভোমার ডোলেব ভিতর মলমূত্র অনেক রকম ময়লা

উত্তমা তত্বাচল্ডিব-মধ্যমং শান্ত্রচিন্তনম্।
 অধ্যা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্বচিন্ত্যধ্যাধ্যা।
 — মৈত্রেয়ী উপনিষৎ, ২,২১।

আছে। তাই বলছি, আমার ডোল থেকে জল খাও, এতে দোষ হবে না। তোমার ডোল অর্থাৎ তোমার দেহে, তোমার পেটে!

"আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। তা হ'লে আর তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না।" এই বলিয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাইতেছেন।

### গান—( সিদ্ধাবস্থায় কর্ম্মত্যাগ )।

গগ্য গন্ধা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চার।
কালী কালা কালী ব'লে অঞ্চপা যদি ফুরার ॥
ক্রিসন্ধ্যা সে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চার।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পার॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জান্তে পারে তার।
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুবে গুণ গায়॥
দিয়া ব্রত দান আদি আর কিছু নাহি মনে লয়।
মদনেরি যাগ যক্ত ব্রহ্মমনীর রাঙা পার।

ঈশান দব শুনিয়া চুপ করিয়া আছেন।

্ ঈশানকে শিক্ষা; বালকের কায় বিখাস । জ্বনকের কায় আগে সাধন, তবে সংসারে ঈশ্বলাভ। ব

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ঈশানের প্রতি )—আর কিছু থোঁচ •মোচ্ (সন্দেহ) থাকে, জিজ্ঞাসাঁকর !

ঈশান—আজ্ঞা, যা বলছিলেন, বিশ্বাস।

শীরামকৃষ্ণ—ঠিক বিশাদের দারাই তাঁকে লাভ করা যায়। আর সব বিশাদ করলে আরও শীঘ্র হয়। গাভী যদি বেছে বেছে খায়, তা হ'লে দুধ কম দেয়; সব রকম গাছ খেলে দে হুড়্হুড়্ক'রে দুধ দেয়;

"রাজকৃষ্ণ বঁণড়্য্যের ছেলে গল্প করেছিল যে, একজনের প্রতি আদেশ হ'ল, দেখ, এই ভেড়াতেই তোর ইফ্ট দেখিস্। সে তাই বিশাস কর্লে। সর্ববভূতে যে তিনিই আছেন।"

"গুরু জক্তকে ব'লে দিছিলেন যে, 'রামই ঘট্ ঘট্মে লেটা।' . ভক্তের অমনি বিশাস। যথন একটা কুকুর রুটী মুখে ক'রে পালাচেছ, তথন জক্ত ঘিরের ভাঁড় হতে ক'রে পিছু পিছু দৌড়াচেছ, আর বল্ছে, 'গাম একটু দাঁড়াও, রুটীতে ঘি মাথান হয় নাই।' "আচ্ছা, কৃষ্ণকিশোরের কি বিখাদ। বোলতো, 'ওঁ কৃষ্ণ। ওঁ রাম। এই মন্ত্র উচ্চারণ কর্লে কোটী সন্ধার ফল হয়।'

"আবার আমাকে কৃষ্ণকিশোর চুপি চুপি ব'লত, 'বোলো না কারুকে, আমার সন্ধ্যা-টন্ধ্যা ভাল লাগে না।'

"আমারও ঐ রকম হয়। মা দেখিয়ে দেন ষে, তিনিই সব হ'য়ে রয়েছেন। বাছের পর ঝাউতলা থেকে আস্ছি, পঞ্চবটীর দিকে; দেখি, সঙ্গে একটি কুকুর আসছে; তথন পঞ্চবটির কাডে একবার দাঁড়াই, মনে করি, মা যদি একে দিয়ে কিছু বলান।"

"তাই তুমি যা বললে, বিশ্বাসে \* দব মিলে।
[ The difficult Problem of the Householder and the Lord's Grace.]

ঈশান—আমি কিন্তু গৃহে রয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হলেই বা, তাঁর কুপা । হ'লে অসম্ভব সম্ভব হয়। রামপ্রসাদ গান গেয়েছিল, 'এই সংসার ধোঁকার টাটি।' তাকে এক জন উত্তর দিছিল আর একটি গানের ছলে—

#### গান-

এই সংসার মজার কুটি, আমি থাই দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেঙ্গা তার বা কিসে ছিল ক্রট
সে যে এদিক গুলিক হ'দিক রেখে, থেরেছিল হথের বাট।

কিন্তু আগে নির্জ্জনে গোপনে সাধন ভজন ক'রে ঈশ্বরলাভ ক'রে সংসারে থাকলে, 'জনক রাজ।' হওয়া যায়। তা না হ'লে কেমন ক'রে হবে!

"দেখ না, কার্ত্তিক, গণেশ লক্ষা, সরস্বতী, সবই রয়েছে; কিন্তু নিব কখনও সমাধিস্থ, কখনও রাম রাম ক'রে নৃত্য ক'রছেন।"

<sup>•</sup> সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্ঞা মামেকং শরণং প্রজাঃ
আহং স্বম সর্বপাপেভাঃ মোক্ষমিষ্যামি মা ওচ ॥—গীতা ১৮,৬৬٠

↑"With man it is impossible, but nothing is impossible
with the Lord."—Christ:

# প্রধান ভাগা নবস প্রস্তা প্রথম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। রাখাল, মাষ্টার, রাম, হাজরা প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত আছেন। হাজরা মহাশয় বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। আজ রবিবার, ২৩শে নেপ্টেম্বর ১৮৮৩, ভাদ্র-কৃষ্ণা-সপ্তমী।

নিত্যগোপাল, তারক প্রভৃতি ভক্তগণ রামের বাড়ীতে থাকেন। তিনি তাহাদের যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

রাখাল মাঝে মাঝে শ্রীযুত অধর সেনের বাড়ীতে গিয়া থাকেন। নিত্যগোপাল সর্ববদাই ভাবে বিভোর। তারকেরও অবস্থা অন্তন্মুখ। তিনি লোকের সঙ্গে আজকাল বেশী কথা কন না!

[ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা, নরেন্দ্রের জন্য। ]

ঠাকুর এইবার নরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

শ্রীবামকৃষ্ণ ( একজন ভক্তের প্রতি)—নরেন্দ্র তোমাকেও like করে ন। ( মাফারের প্রতি ) কই, অধরের বাড়ী নরেন্দ্র এল না কেন ?

একাধারে নরেন্দ্রের কত গুণ! গাইতে, বাজাতে, লেখা-পড়ায়। দিনি কাপ্তেনের গাড়ীতে এখান থেকে যাচ্ছিল; কাপ্তেন অনেক করে বলে, তার কাছে বস্তে। নরেন্দ্র ওধারে গিয়ে বসল; কাপ্তেনের দিকে ফিরে চেয়েও দেখলে না।

িশাক্ত গোরী পণ্ডিত ও শ্রীরামকৃষ্ণ। ]

"শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে ? সাধন-জজন চাই । ই দৈশের গোরী,
—পণ্ডিতও ছিল, সাধকও ছিল। শাক্ত-সাধক; মা'র ভাবে মাঝে
মাঝে উদ্মন্ত হ'য়ে যেত ! মাঝে মাঝে ব'লত, 'হারে রে রে নিরালস্থ লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ?' তখন পণ্ডিতরা কেঁচো হয়ে যেত।
আমিও আবিষ্ট হয়ে যেতুম। আমার থাওয়া দেখে বোলত, তুমি উন্তর্বী নিয়ে সাধন করেছ।"

"একজন কতাভজা নিরাকারের ব্যাখ্যা কর্লে। নিরাকার অর্থাৎ নীরের আকার! গৌরী তাই শুনে মহা রেগে গেল।" "প্রথম প্রথম একটু গোঁড়া শাক্ত ছিল; তুলসীপাতা ছটো কাঠি ক'রে তুলত—ছুঁত না ( সকলের হাস্থ )—তার্পর বাড়ী গেল; বাড়ী থেকে ফিরে এসে আর অমন করে নাই।"

"আমি একটী তুলসীগাছ কালীঘরের সম্মুথে পুতেছিলাম; ম'রে গেল! পাঁটা বলি যেখানে হয়, সেখানে নাকি হয় না!"

"গৌরী বেশ সব ব্যাখ্যা ক'রত। 'এ ঐ !'ব্যাখ্যা কর্ত—এ শিষ্য ঐ তোমার ইফ্ট। আবার রাবণের দশমুগু বোল্ত, দশ ইন্দ্রিয় তমোগুণে কুন্তুকর্ণ. রজোগুণে রাবণ, সবগুণে বিভীষণ। তাই বিভীষণ রামকে লাভ করেছিল।"

#### ্রাম, তারক ও নিত্যগোপাল।

ঠাকুর মধ্যাক্তে দেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। কলিকাও হইতে রাম, তারক (শিবানন্দ) প্রভৃতি ভক্তগণ আদিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা মেঝেতে বসিলেন। মান্টারও মেঝেতে বসিয়া আছেন। রাম বলিতেছেন, "আমরা খোল বাজন শিখিতেছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ( রামের প্রতি )—নিত্যগোপাল বাজাতে শিখেছে গ্রাম—না, অমনি একটু সামাত্য বাজাতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তারক ?

রাম--সে অনেকটা পারবে।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—তা হ'লে আর অত মুখ নীচু ক'রে থাক্বে না একটা দিকে খুব মন দিলে ঈশরের দিকে তত থাকে না।

রাম—আমি মনে করি, আমি যে শিখ ছি,কেবল সংকীর্ত্তনের জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—তুমি নাকি গান শিথেছ ? মাষ্টার ( সহাস্থে )—আঞ্চেনা; অমনি উঁ আঁ৷ করি।

[ আমার ঠিক ভাব—'আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে, দে মা প গল ক'রে'', ]
শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ওটা অভ্যাস আছে ? থাকে ত বল না।
'আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে, দে মা পাগল ক'রে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, ঐটে আমার ঠিক ভাব।

[ হাল্লরাকে উপাদেশ—সর্বাভূতে ভালবাদা। স্থান ও নিন্দা ভাগি কর ।] হাল্লরা মহাশর কারু কারু সম্বন্ধে ম্বা প্রকাশ করিতেন। দক্ষিণেখরে, রাম, তারক, নিত্যগোপাল, হাজরা প্রভৃতি সঙ্গে। ৮৩

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) -ও দেশে একজন-দের বাড়ী প্রায় সর্বদাই গিয়ে খাকতাম; তারা সমবয়সী; তারা সে দিন এসেছিল; এখানে ছু'তিন দিন ছিল। তাদের মা ঐরপ সকলকে ঘুণা ক'রত। শেঘে সেই মা'র পায়ের খিল কি রকম করে খুলে গেল। আর পা পচতে লাগল। ঘরে এত পচা গন্ধ হ'ল যে, লোকে ভৃকতে পারত না।

"হাজরাকে তাই এ কথা বলি; আর বলি, কারুকে নিন্দা কোরো না।"

বেলা প্রায় ৪টা হইল, ঠাকুর ক্রমে মুখপ্রকালনাদি করিবার জন্য ঝাউতলায় গেলেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্বব বারান্দায় সতরঞ্চ পাতা হইল। দেখানে ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আদিয়া উপবেশন করিলেন। রাম প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। শ্রীযুত অধর সেন স্থবর্ণবিণিক, তাঁর বাড়ীতে রাখাল অম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রামবাবু কি বলিয়াছিলেন। অধর পরম ভক্ত। সেই সব কথা হইতেছে।

স্থবর্ণবিদিকদের মধ্যে কারু কারু স্বভাব একজন ভক্ত রহস্মঙাবে বর্ণনা করিতেছেন। আর ঠাকুর হাসিতেছেন। তাঁহারা 'রুটীঘন্ট' ভালবাদেন, ব্যপ্তান হউক আর না হউক। তাঁরা পুব সরেস চাল খান, আর জলযোগের মধ্যে ফল একটু খাওয়া চাই। তাঁরা বিলাতী আমড়া ভালবাদেন, ইত্যাদি। যদি বাড়ীতে ওব আসে, ইলিশ মাছ, সন্দেশ—দেই তব্ব আবার ওদের কুটুম্ব বাড়ীতে যাবে। সে কুটুম্ব আবার সেই তব্ব তাদের কুটুম্ব বাড়ীতে পাঠাবে। কাজে কাজেই একটা ইলিশমাছ ১৫।২ ০ ঘর ঘুরতে থাকে। মেয়েরা সব কাজ করে, তবে রান্নাটী উড়ে বামুনে রাঁধে, কারু বাড়ী ১ ঘন্টা, কারু বাড়ী ২ ঘন্টা, এই রকম। একটি উড়ে বামুন কখনও কখনও ৪।৫ জায়গায় রাঁধে।

• শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন, নিজে কোন মত প্রকাশ করিতেছেন না। [ ঠাকুর সমাধিস্থ, তাঁহার জগন্মাতার সহিত কথা।]

সন্ধ্যা হইল। উঠানে উন্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ও সমাধিস্থ।

অনেককণ পরে বাহতলগতে মন আসিল। ঠাকুরের কি আশচর্য্য

অবস্থা! আজকাল প্রায়ই সমাধিস্থ। সামাশ্য উদ্দীপনে বাছশুগ হন; ভক্তরা যথন আসেন, তথন একটু কথাবার্ত্তা কন; নচেৎ সর্বিদাই অন্তমুখি। পূজাজপাদি কর্মা আর করিতে পারেন না।

### [ শ্রীরামকুষ্ণের কর্ম্মত্যাগের অবস্থা।]

সমাধি ভঙ্গের পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, মা, পূজা গেল, জপ গেল \*, দেখো মা, যেন জড় কোরো না। সেব্য সেবকভাবে রেখো। মা। যেন কথা কইতে পারি, যেন তোমার নাম করতে পারি; আর তোমার নামগুণ কীর্ত্তন করবো, গান করবো, মা। আর শরীরে একটু বল দাও, মা, যেন আপনি একটু চলতে পারি; যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, ষেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি!

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সকালে কালীঘরে গিয়। জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে পুপ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। তিনি আবার জগন্মাতার দঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, মা আজ সকালে তোমার চরণে ছুটে। ফুল দিলাম; ভাবলাম, বেশ হোল, আবার ( বাহ্ন ) পূজার দিকে মন যাচছে। তবে মা, আবার এমন হোল কেন ? আবার জড়ের মতন কেন ক'রে ফেল্ছ!

ভাদ্র-কৃষ্ণা-সপ্তমী। এখনও চন্দ্র উদয় হয় নাই। রজনী তমসাচ্ছন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবাবিষ্ট; সেই অবস্থাতেই নিজের ঘরের ছোট খাটটীতে বসিলেন। আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ি ঈশানকে শিক্ষা— কিণতে বেদমত চলে না'; মাতৃভাবে সাধন কর। ]
এইবার বুঝি ভক্তদের বিষয় মা'কে কি বলিতেছেন। ঈশান
মূখোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছেন। ঈশান বলিয়াছিলেন, আমি ভাট
পাড়ায় গিয়া গায়ত্রীর পুনশ্চরণ করিব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলিয়া
ছিলেন যে, কলিকালে বেদমত চলে না! জীবের অয়গত প্রাণ
আয়ু কম, দেহবুদ্ধি, বিষয়-বুদ্ধি একেবারে যায় না। তাই ঈশানবে
মাতৃভাবে তন্ত্রমতে সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আর ঈশানকে
বলেছিলেন, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই মা, তিনিই আ্যাাশক্তি।

<sup>•</sup> যন্ত্র আত্মারভিরের স্থাৎ…ওস্থ কার্যাং ন বিদ্যাতে-গীতা। ৩১৭।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, আবার গায়ত্রীর পুরশ্চরণ! এ চাল থেকে ও চালে লাফ'... कে ওকে ও কথা व'लে দিলে? আপনার মনে করছে !—আচ্ছা, একটু পুরশ্চরণ করবে।

( মাষ্টারের প্রতি )—আচ্ছা আমার এসব কি বাইয়ে না ভাবে ? মাষ্টার অবাক হইয়া দেখিতেছেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার সঙ্গে এইরূপ কথা কহিতেছেন। তিনি অবাক হইয়া দেখিতেছেন. ঈশর আমাদের অতি নিকটে, বাহিরে আবার অন্তরে। অতি নিকটে না' হলে শ্রীরামকৃষ্ণ চুপি চুপি তাঁর সঙ্গে কেমন করে কথা কচ্ছেন।\*

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষ্ণ রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেখরে কালীমন্দিরের সম্মুখে চাতালের উপর উপবিষ্ট। জগন্মাতাকে কালী-প্রতিমা মধ্যে দর্শন করিতে-ছেন! কাছে মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। আজ ২৬ দেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ ; ভাত্ত কৃষ্ণাদশনী ; বৈকালবেলা।

কিয়ৎকণ পূর্বের ঠাকুর বলিতেছেন, "ঈশরের সদ্বন্ধে কিছু হিদাব করবার যো নাই। তাঁর অনন্ত ঐম্বর্যা। মানুষ মূথে কি বলবে। একটা পিঁপডে চিনির পাহাডের কাছে গিয়ে, এক দানা চিনি খেলে। তার পেট ভরে গেল: তথন সে ভাবছে, এইবার এসে সব পাহাডটা গর্কের ভিতর নিয়ে যাব।

"তাঁকে কি বোঝা যায়। তাই আমার বিডালের ছানার ভাব, মা যেখানে রেখে দেয়। আমি কিছ জানি না। ছোটছেলে মার কত এখৰ্য্য তা জানে না।"

শীরামকৃষ্ণ ⊍কাশীমন্দিরের চাতালে বসিয়া স্তব করিতেছেন, "ওমা। ওমা ওঁকার-রূপিণী। মা। এরাকত কি বলে মা।— কিছু বুঝিতে পান্নি না। কিছু জানি না মা।—শরণাগত। শরণাগত।

<sup>\*</sup> ভবিষ্ণো: প্রমং পদং সদা পশান্তি স্বয়: দিবীব চক্ষুরাভতম্

কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপল্মে শুদ্ধাভক্তি হয় মা। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কোরোনা মা। শরণাগত। শরণাগত।"

ঠাকুর-বাড়ীর আরতি হইয়া গেল, শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে ছোট খাটটীতে বিসিয়া আছেন। মহেন্দ্র মেঝেতে বিসিয়া আছেন।

মহেন্দ্র পূর্বের পূর্বের শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজে সর্ববদা ঘাইতেন। ঠাকুরকে দর্শনাবধি আর তিনি সেখানে যান না! শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ববদা জগৎ-মাতার সহিত কথা কন; তাহা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়াছেন। আর তাঁহার সর্ববধর্ম-সময়য় কথা শুনিয়া ও ঈশ্বের জন্ম ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন।

মহেন্দ্র ঠাকুরের কাছে প্রায় তুই বৎসর যাতায়াত করিতেছেন, ও তাঁহার দর্শন ও কুপালাভ করিতেছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ও অক্যান্ত ভক্তদের সর্ববদাই বলেন, ঈর্মার নিরাকার আবার সাকার; ভক্তের জন্ত রূপধারণ করেন। যারা নিরাকারবাদী তাদের তিনি বলেন, তোমাদের যা বিশ্বাস তাই রাখবে, কিন্তু এটা জানবে যে তাঁর সবই সম্ভব; সাকার, নিরাকার; আরও কত কি তিনি হতে পারেন।

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহেন্দ্র। দাকার নিরাকার। Duty কর্ত্তব্যবোধ।] ভক্তের পক্ষে অবিজ্ঞার সংদার মৃত্যু হস্ত্রণা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহেন্দ্র প্রতি )—তুমি একটা ত ধরেছ—নিরাকার ? মহেন্দ্র—আজ্ঞা হাঁ, তবে আপনি যেমন বলেন, সবই সম্ভব; সাকার ও সম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ; আর জেনো যে তিনি চৈতভারপে চরাচর বিশেব্যপ্ত হয়ে রয়েছেন।

মহেন্দ্র—আমি ভাবি তিনি চেতনেরও চেতরিতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন ঐ ভাবেই থাক; টেনে টুনে ভাব বদ্লে দরকার নাই। ক্রমে জানতে পারবে যে ঐ চৈতন্য তাঁরই চৈতন্য। তিনিই চৈতন্যস্করূপ।

"আচ্ছা, ভোমার টাকা ঐশ্বর্যা এতে টান আছে ?"

মহেন্দ্র—না, তবে নিশ্চিন্ত হবার জন্য—নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবান চিন্তা করবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ —তা হবে বৈকি।

মহেন্দ্র- লোভ, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ – হাঁ,—তা বটে, তাহলে তোমার ছেলেদের কে দেখবে ?

"ভোমার যদি **অকর্ত্তা জ্ঞান** হয় তা হলে ছেলেদের উপায় কি হবে ?"

মহেন্দ্র—শুনেছি; কর্ত্তব্য পাকতে জ্ঞান হয় না। কর্ত্তব্য মার্ক্তগু!
শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন ঐভাবে থাকো; তার পর যথন আপনি সেই
কর্ত্তব্য বোধ যাবে তখন আলাদা কথা।

भक्रा कि प्रश्काल हुल कतिया प्रश्लिन ।

মহেন্দ্র—কতক জ্ঞানের পর সংসাব! সে সজ্ঞানে মৃত্যু— ওলাউঠা!

শ্রীরামকুঞ্চ-রাম! রাম!

মৃত্যু সময় জ্ঞান থাকলে খুব যন্ত্রণাবোধ হয়; যেমন Choleraco হয়। এই কথা বুঝি মহেন্দ্র বলছেন। অবিদ্যার সংসার দাবানল তুল্য—তাই বুঝি ঠাকুর 'রাম ! রাম !' বলিতেছেন।

মহেন্দ্র—অন্যলোক তবু বিকারের রোগী, অজ্ঞান হয়ে যায়; মৃত্যু যন্ত্রণা বোধ থাকেনা!

শ্রীরামকৃষ্ণ-দেখনা, টাকা থাকলেই বা কি হবে! ভ্রুগোপাল সেন, অত টাকা আছে, কিন্তু তুঃখ করে, ছেলেরা তেমন মানে না।

মহেন্দ্র—সংসারে কি শুধু দারিদ্রাই ছঃখ ? এ দিকে ছয় রিপু; ভার পর রোগ শোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার মানসম্ভ্রম। লোকমান্য হবার ইচ্ছা। "আচ্ছা, আমার কি ভাব ?"

মহেন্দ্র—ঘুম ভাঙ্গলে মানুষের যা,—যা হবার তাই। ঈশ্বরের সঞ্জে দদা যোগ!

শ্রীরামকৃষ্ণ-তুমি আমায় স্বপ্নে দেখ ? মহেন্দ্র-শ্রুণ, অনেকবার ! শ্রীরামকৃষ্ণ-কিরূপ ? কিছু উপদেশ দিতে দেখ ? মহেন্দ্র চুপ করিয়া আছেন ! 66

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদি দেখ আমাকে শিক্ষা দিতে, তবে জানবে সে সচ্চিদানন্দ।

মহেন্দ্র অতঃপর স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শ্রীরামকুষ্ণ মনোযোগ দিয়া সমস্ত শুনিলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি)—এ পুব ভাল। তুমি আর বিচার এনো না। তোমরা শাক্ত।

# প্রথম ভাগা**লস্থার এও ।** প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামক্রফ অপরের বাড়ী দূর্গাপুজা মহোৎসবে।

শ্রীযুক্ত অধরের বাড়ীতে তনবমীপূজার দিনে ঠাকুর দালানে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীত্বর্গার আরতি দর্শন করিতে-ছেন। অধরের বাড়ী ত্বর্গাপূজা মহোৎসব, তাই তিনি ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

আজ বুধবার, ১০ই অক্টোবর ১৮৮৩ খৃফীক, ২৪শে আখিন;
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-দঙ্গে আদিয়াছেন, তন্মধ্যে বলরামের পিতা, ও
অধরের বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইন্স্পেক্টর সারদাবাবু আসিয়াছেন।
অধর প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের ৮পূজা উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন,
ভাঁহারাও অনেকে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যার আরতি দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর দালনে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া মাকে গান শুনাইতেছেন।

অধর গৃহীভক্ত, আবার অনেক গৃহীভক্ত উপস্থিত, ত্রিতাপে তাপিত। তাই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মঙ্গলের জন্য জগৎ-মাতাকে স্তব করিতেছেন।

#### গান-

ভার ভারিণী। এবার তারো তরিত করিয়ে,
তপন-তনম্বলাসে আসিত, যার মা প্রাণি॥
ভগত অংশ জন-পালিনী, জন-মোহিনী জগত-জননী।
মশোদা ভঠরে জনম লইয়ে সহায় হরি লীলায়॥
মুন্দাবনে রাধাবিনোদিনী, অজ্বয়ভবিহারকারিণী।
রাসরিজনী রসময়ী হয়ে রাস করিলে লীলাপ্রকাশ॥
গিরিজা গোপজা গোবিন্দ মোহিনী তুমি মা গলে গভি-দায়িনী;
গান্ধাবিকে গৌরবরণী গাহয়ে গোলকে তুণ ভোমার।
নিবে সনাতনী সকাণী ঈশাণী সদানক্ষয়ী সক্ষেক্ষিপিণা;
সত্তণা নিত্ত ণা সদানিবিপ্রিয়ে কে জানে মহিমা ভোমার।

অধরের বাটী, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেণে জগন্মাতার সঙ্গে কথা। ৮৯

শ্রীরামক্তক্ষের ভাবাবেশে জগন্মাতার সঙ্গে কথা।
শ্রীরামকৃষ্ণ অধবের বাড়ীর দিতল বৈঠকখানায় গিয়া বিসমাছেন।
ঘরে অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আধিয়াছেন।

বলরামের পিতা ও সারদাবাবু প্রভৃতি কাছে বসিয়া আছেন।

ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ও বাবুরা, আমি খেয়েছি, এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও।"

অধরের নৈবেত্য পূজা মা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই কি ত্রীরামক্ষ্য জগৎমাতার আবেশে বলিতেছেন, 'আমি খেয়েছি, এখন তোমরা প্রসাদ পাও ?'

ঠাকুর জগন্মাতাকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "মা আমি খাব ? না, তুমি খাবে ? মা কারণানন্দরূপিণি!"

শ্রীরামকৃষ্ণ কি জগন্মাতাকে ও আপনাকে এক দেখিতেছেন ? যিনি মা তিনিই কি সন্তানরূপে লোক শিক্ষার জন্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন ? তাই কি ঠাকুর 'আমি খেয়েছি' ব'লছেন ?

এইবার ভাবাবেশে দেহের মধ্যে ষটচক্র, তার মধ্যে মাকে দোখতেছেন ! তাই আবার ভাবে বিভোর হইয়া গান গাইতেছেন ৷

গান-

ভুবন ভুলাইলি মা, হর-মোহিণী।
ম্লাধারে মংগৎপলে বীণা-বাছ-বিনোদিনী!
আধারে ভৈরবাণাও, ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মনিপুরেতে মহলার, বসস্ত হৃদপ্রকাশিনী॥
বিশুদ্ধ হিলোল স্বরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,
তান লয় মান স্বরে ত্রিসপ্ত-স্বরভেদিনী॥
মহামারা মোহপাশে বদ্ধ করে। অনারাসে।
তব্ব লয়ে তব্যকাশে স্থির আছে সৌদামিনী॥
শ্রীনন্দক্মারে কয়, তব্ব না নিশ্চর হয়,
তব্ব তব্ব গুণ ত্রাধ কাকী-মুখ আচ্ছোদিনী॥

গান-

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কেন কালরূপ হল॥ ৯০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। [ ৫ম ভাগ, ১৮৮৩, অক্টোবর ১০ !

ফালরপ অনেক আছে, এ বড় আশ্রহী কাল.

যাবে হলি মাঝে রাখ লে পরে, হল পদ্ম করে আলো ।

ক্রপে কালী, নামে কালী কাল হতে অধিক কালো ॥
ও রূপ যে দেখেছে, দে মজেছে অক্সরুপ লাগে না ভাল ॥
প্রসাদ বলে কুতুহলে এমন মেয়ে কোণায় ছিল,
না দেখে নাম শুনে কাণে মন গিয়ে ভায় লিগু হল।

অভয়ার শরণাগত হলে সকল ভয় যায়; তাই বুঝি ভক্তদের অভয় দিতেছেন ও গান গাহিতেছেন।

#### গান-

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।

আমি আর কি বমের ভয় রেখেছি।
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে হুর্গানাম কিনে এনেছি।
কালী নাম করাওক ক্ষরে রোপণ করেছি।
এবার শমন এলে ক্ষর খুলে, দেখাব তাই বলে আছি।
দেহের মধ্যে ছ'জন ক্ষন তাদের ঘরে দূর করেছি।
রামপ্রসাদ বলে হুর্গা বলে, খাত্রা কোরে বলে আছি।

শ্রীযুক্ত সারদাবাবু পুত্রশোকে অভিভূত, তাই তাঁর বন্ধু অধর তাঁহাকে ঠাকুরের কাছে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি গৌরাঙ্গ ভক্ত। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দীপন হইয়াছে। ঠাকুর গাহিতেছেন—

#### গান-

আমার অঙ্গ কেন গৌর হল। ( ৪র্থ ভাগ, ১৯ খণ্ড ) এইবার শ্রীগোরাঙ্গের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গান গাহিতেছেন। বলিতেছেন, সারদাবারু এই গান বড় ভালবাসেন।

#### গান-

ভাব হবে বৈ কিরে (ভাবনিধি ঐীগোরাক্ষের)
ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।
বন দেখে কুমানন ভাবে। স্বঃধুনি দেখে প্রীষমুনা ভাবে।
গোরা ফ্রুবি ফ্রুবি কাম্মে। (বার অন্তঃ কুম্ম বহির্গে ।র
গোরা আপনার পা আপনি ধরে।।

#### গান-

পাড়ার লোক গোল করে মা,
আমার বলে গোর-কলছনী।
একি কইবার কথা, কইবো কোথা;
লাকে মলাম ওগো প্রাণ সজনী।
একদিন শ্রীবাসের বাড়ী, কীর্ত্তনের ধুম হড়াহড়ি,
গোরচাঁদ দেন গড়াগড়ি শ্রীবাস আদিনার;
আমি একপাশে দাড়িয়ে ছিলাম, ( একপাশে হুকারে )
আমি পড়লাম অন্তেতন হরে.

চেতন করার শ্রীবাদের রমণী।

একদিন কান্দির দলন, গৌর করেন নগর কীর্ত্তন,
চণ্ডালাদি বতেক ববন, গৌর সন্দেতে;
ছরিবোল ছরিবোল বলে, চলে বান নদের বাজার দিয়ে,
আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে, দেখেছিলাম রাজা চরণ ছথানি।
একদিন জাহ্নবীর তটে, গৌরচাদ দাঁড়ায়ে খাটে,
চক্রস্থ্য উভয়েতে, গৌর অব্দেতে;
দেখে গৌর রূপের ছবি, ভূলে গেল শাক্ত শৈবী,
আমার কলসি পড়ে গেল দৈবী, দেখেছিল পাপ ননদিনী।।

বলরামের পিতা বৈষ্ণব। তাই বুঝি এবার শ্রীরামকৃষ্ণ গোপীদের উদ্ভান্ত প্রেমের গান গাহিতেছেন।

#### গান--

শ্রীনের নাগাল পেলাম না লো সই !

আমি কি প্রথে আর ঘরে বই।

আম বিদি মোর হ'ত মাধার চুল ।

বতন করে বাধত্য বেণী সই দিরে বকুল ফুগ।।

আম বিদি মোর করণ হ'ত, বাহু মাঝে সতত রহিত।
(করণ নাড়া দিরে চলে বেতুম সই) (বাহু নাড়া দিরে)
(আম-কর্মণ হাতে দিরে) (চলে বেতুম সই) (রাহ্মণরে)

শ্যাম বধন বাহ্মার ভাবে বাশি

আমি তথন জল ল'তে বমুনার আসি।)
(আমি) বনপোড়া হরিণীর মতে ইভি উতি চেয়ে বই।।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রীরামরুষ্ণ সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে। বলবামের পিতার সঙ্গে কথা।

বলরামের পিতার ভদ্রক প্রভৃতি উড়িষ্যার নানাম্বানে জমিদারি আছে ও তাঁহাদের বৃন্দাবন, পুরী, ভদ্রক প্রভৃতি নানাম্বানে দেবসেবা অতিথিশালা আছে। তিনি শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবনে ৮শ্যামহন্দরের কুঞ্জে তাঁহার সেবা লইয়া থাকিতেন।

বলরামের পিতা মহাশ্র পুরাতন বৈষ্ণব। অনেক বৈষ্ণব ভক্তরা শাক্ত, শৈব ও বেদান্তবাদীদের সঙ্গে সহামুভূতি করেন না; কেহ কেহ তাঁহাদের বিদ্বেষ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এরূপ সন্ধীর্ণ মত ভাল-বাদেন না। তিনি বলেন যে, ব্যাকুলতা থাকিলে সব পথ, সব মত দিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। অনেক বৈষ্ণব ভক্ত বাহিরে মালা গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি করেন কিন্তু ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুলতা নাই। তাই বুঝি ঠাকুর বলরামের পিতা মহাশম্বকে উপদেশ দিতেছেন।

[ পুর্বকেথা— শ্রীরামক্বফের বৈষ্ণাবীর ভেক গ্রহণ ও রামমন্ত্র গ্রহণ। ]

শীরামকৃষ্ণ ( মাফারের প্রতি )—ভাবলাম, কেন একঘেরে হব। আমিও বৃন্দাবনে বৈষ্ণব বৈরাগীর ভেক ল'রেছিলাম; তিন দিন ঐ ভাবে ছিলাম। আবার দক্ষিণেশ্বরে রাম মন্ত্র ল'রেছিলাম; দীর্ঘ ফোঁটা, গলায় হীরা: আবার ক'দিন পরে সব দূর কোরে দিলাম।

[ বলরামের পিতাকে শিক্ষা—'ঈশ্বর সন্ত্রণ নিশুর্ণ, সাকার আবার নিরাকার'। ]

"এক জনের একটা গামলা ছিল। লোকে তার কাছে কাপড় ছোপাতে আসত। গামলায় রং গোল। আছে; কিন্তু যার যে রং দরকার ঐ গামলাতে কাপড় ডোবাটেই সেই রং হয়ে যেত্। একজন তাই দেখে অবাক হয়ে রংওয়ালাকে বোলছে. এখন তুমি থে রংয়ে রঙেছ সেই রংটা আমায় দাও।"

ঠাকুর কি বলিভেছেন, সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁর কাছে আসিবে ও চৈতন্য লাভ করিবে ?" শীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন, "একটি গাছের উপর একটি বছরূপী ছিল। একজন লোক দেখে গেল সবুজ, বিতীয় ব্যক্তি দেখলে
কালো, তৃতীয় ব্যক্তি হল্দে; এইরূপ অনেক লোক ভিন্ন ভিন্ন রং দেখে
গেল। তারা পরস্পরকে বোল্ছে, না জানোয়ারটা সবুজ। কেউ
বোলছে লাল, কেউ বোলছে হলদে, আর ঝগড়া কোরছে। তখন
গাছতলায় একটা লোক বসেছিল তার কাছে সকলে গেল। সে বললে
আমি এই গাছতলায় রাতদিন থাকি, আমি জানি এইটা বহুরূপী।
ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। আবার কখন কখন কোন রং থাকে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে ঈশ্বর সগুণ, নানারূপ ধরেন ? আবার নিগুণ কোন বরং নাই, বাক্য মনের অতীত ? আর তিনি ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ দব পথ দিয়াই ঈশ্বরের মাধুর্য্য রস পান করেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বলরামের পিতার প্রতি )—বই **আর পোড়ো না** : তবে ভক্তিশান্ত্র পোড়ো, যেমন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

রাধাকৃষ্ণ-লীলার অর্থ। রস ও রসিক। The one thing needful.]

"কণাটা এই, তাঁকে ভালবাদা, তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন করা। তিনি রস, ভক্ত রসিক, সেই রস পান করে। তিনি পদা, ভক্ত অলি। ভক্ত পদাের মধু পান করে।"

"ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তথন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক; ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি! তিনি নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করবার জন্য তৃটি হয়েছেন, তাই রাধাক্রম্ঞ লীলা। বিল্যামের পিতাকে শিক্ষা—তার্থাদি কর্ম, গলায় মালা, ভেক আচার কতদিন ?

"তীর্থ, গলায় মালা, আচার এ সব প্রথম প্রথম করতে হয়। বস্তু লাভ হলে, ভগবান দর্শন হলে, বাহিরের আড়ম্বর ক্রমে কমে যায়। তথন তাঁর নামটী নিয়ে পাকা আর স্মরণ মনন।"\*

- · "খোল টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু যোলটী টাকা যখন একত্র ক'রলে তখন আহুর অত কাঁড়ি দেখায় না। তাদের বদলে যখন
  - বস্তু আবার্ত্তরের জ্ঞাৎ, ওল্প কার্য্যন বিভাতে। গীতা ৩, ১৭।
    পরে এক্ষণি বিজ্ঞাতে সমকৈনির্মেরলম্।
    ভালবুল্ডেন কিং প্রয়োজনং প্রাপ্তে মলয়মারুতে।।

একটী মোহর করলে তথন কত কম হোমে গেল। আবার সেটী বদলে যদি একটু হীরা কর তাহলে লোকে টেরই পায় না।"\*

গলায় মালা আচার প্রভৃতি না থাকলে বৈশ্ববেরা নিন্দা করেন।
তাই কি ঠাকুর বলিতেছেন যে ঈশ্বর দর্শনের পর মালা ভেক এ সবের
আঁটি তত থাকে না ? বস্তুলাভ হলে বাহিরের কর্ম্ম কমে যায়।

শীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতার প্রতি)—কর্ত্তাভজারা বলে প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। প্রবর্ত্তক ফোঁটা কাটে, গলায় মালা রাখে, আর আচারী। সাধক—তাদের অত বাহিরের আড়ম্বর থাকে না, যেমন বাউল। সিদ্ধ—যার ঠিক বিখাস যে ঈশর আছেন। নিদ্ধের সিদ্ধ যেমন চৈতন্য দেব। ঈশরকে দর্শন কোরেছেন আর সর্ববদা কথা বার্ত্তা আলাপ। সিদ্ধের সিদ্ধকেই ওরা সাঁই বলে। সাঁইরের পর আর নাই।

[ বলরামের পিতাকে শিক্ষা— সাত্তিক সাধনা, সব ধর্মের সমন্বর ও গোঁড়ামী ত্যাগ করা। ]

"সাধক নানা রকম। সাথিক সাধনা গোপনে; সাধক সাধন ভজন গোপন করে; দেখলে প্রাকৃত লোকের মত বোধ হয়; মশারীর ভিতর ধ্যান করে।"

"রাজ্ঞদিক দাধক বাহিরের আড়ম্বর রাখে, গলায় জপের মালা, ভেক, গেরুয়া, গরদের কাপড়, সোনার দানা দেওয়া জপের মালা। যেমন দাইন বোর্ড মেরে বসা।"

বৈষ্ণৰ জ্জনের বেদান্ত মডের অথবা শাক্ত মডের উপর তত শ্রদ্ধা নাই। বলরামের পিতা মহাশয়কে ঐরপ সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিতে ঠাকুর উদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বলরামের পিতা প্রভৃতির প্রতি )—যে ধর্মই হোক, যে মতই হোক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে; তাই কোন ধর্ম্ম, কোন মতকে অশ্রদ্ধা বা ঘুনা করতে নাই! বেদে তাঁকেই বোলছে সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম; ভাগবভাদি পুরাণে তাঁকেই বোলছে সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ; তল্লে ব'লছে সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ! সেই এক সচ্চিদানন্দ।

<sup>\*</sup> A merchantman sold all, wound up his business, and bought a pearl of great price—Bible.

"বৈষ্ণবদের নানা থাক থাক আছে। বেদে তাঁকে ব্রহ্ম বলে; একদল বৈষ্ণবেরা তাঁকে বলে আলেক নিরঞ্জম। আলেক অর্থাৎ যাকে কান্য করা যায় না, ইন্দ্রিয়ের দার; দেখা যায় না। তারা বলে, রাধা আর কৃষ্ণ আলেকের দুটী ফুট।

"বেদান্ত মতে অবতার নাই বেদান্তবাদীর। বলে রাম, রুষ্ণ,

"এক বই ত তুই নাই ; যে য়া বলে, যদি আন্তরিক ঈশরকে ডাকে, ' তাঁর ক'ছে নিশ্চয় পাঁহুছিবে। ব্যাকুলতা থাকলেই হ'ল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভার হইয়া ভক্তদের এই দকল কথা বলিতে-ছিলেন। এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন ও বলিতেছেন, 'তুমি বলরামের বাপ ?'

[ বলরামের পিতাকে শিক্ষা—"ব্যাকুল হও"।]

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন; বলরামের বৃদ্ধ পিত। নিঃশব্দে হরিনামের মালা জপ করিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ (মান্টার প্রভৃতির প্রতি)—আচ্ছা, এরা এত জপ করে, এত তীর্থ করেছে, তবু এ রকম কেন ? যেন আঠার মাসে এক বংসর!

"হরিশকে বল্লুম, কাশী যাওয়া কি দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে। ব্যাকুলতা থাকলে, এইখানেই কাশী।"

"এত তীর্থ এত জপ করে, হয় না কেন? ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি দেখা দেন।"

"যাত্রার গোড়ার অনেক খচমচ খচমচ করে; তখন ঐক্তিষ্ণকে দেখা যার না। তারপর নারদ ঋষি ধখন ব্যাকুল হয়ে রন্দাবনে এসে বাঁণা বাজাতে বাজাতে ডাকে আর বলে, 'প্রাণ তে গোবিন্দ মম জীবন।" তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে শামনে আসেন, আর বলেন, 'ধবলী রও! ধবলী রও'।"

# পঞ্চন ভাগ-একাদশ খণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিনেশ্বরে কোজাগর লক্ষ্মী পূর্ণিমা ১৮৮৩। বিখাল, বলরামের পিতা, বেণীপাল, মাফার, মণি মল্লিক, ঈশান, কিশোরী (গুপু) প্রভৃতি সঙ্গে।

আজ মঙ্গলবার, ১৬ই অক্টোবর ১৮৮৩, ৩০শে আখিন। বলগামের পিতা মহাশয় ও অন্যান্য ভক্ত উপস্থিত আছেন। বলরামের পিতা পরম বৈষ্ণব, হাতে হরি নামের মালা, সর্ববদা জপ করেন।

গোঁড়া বৈষ্ণবেরা অন্য সম্প্রাদায়ের লোকদের ততো পছন্দ করেন না! বলরামের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার ঐ সকল বৈষ্ণবের ন্যায় ভাব নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাদের উদার ভাব তার। সব দেবতাকে মানে—কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম ইত্যাদি।

ৰলরামের পিতা--হাঁ, যেমন এক স্বামী ভিন্ন পোষাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু নিষ্ঠা ভক্তি একটা আছে। গোপীরা যথন মথুরায় গিয়াছিল তথন পাগড়ী-বাঁধা কৃষ্ণকে দেখে ঘোমটা দিল, আর বল্লে, ইনি আবার কে। আমাদের পীতধড়া মোহনচুড়া পরা শ্রীকৃষ্ণ কোথায়।

"হমুমানেরও নিষ্ঠা ভক্তি। দাপর যুগে দারিকায় যখন আসেন কৃষ্ণ ক্রিণীকে বলিলেন, হমুমান রামরূপ না দেখলে সম্ভষ্ট হবে না। ভাই রামরূপ ধরে বসলেন।"

[ ঐারামক্রফের অন্তুত অবস্থা—নিত্য লীলাযোগ। ]

শ্রীরামকৃদ্য—কে জ্বানে বাপু, আমার এই রকম অবস্থা। আমি কেবল নিত্য থেকে লীলায় নেমে আসি, আবার লীলা থেকে নিত্যে যাই।

"নিত্যে পহঁছানর নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বড় কঠিন। একেবারে বিষয় বৃদ্ধি না গেলে হয় না। হিমালয়ের ঘরে যখন ভগবতী জন্মগ্রহণ কল্লেন, তখন পিতাকে নানারূপে দর্শন দিলেন।\* হিমালয় বল্লেন,মা আমি ব্রহ্মদর্শন করতে ইচ্ছা করি। তখন ভগবতী ব'লছেন, পিডা

<sup>ে</sup> দেবী ভাগবত, সপ্তম স্বস্ধা, ১১, ৩৫ ৩৬ অধ্যায়।

দক্ষিণেশ্বরে রাখাল,বলরামের পিতা,বেণীপাল,মান্টার প্রভৃতি দঙ্গে। ৯৭ যদি তা ইচ্ছা করেন তাহলে আপনার সাধুসঙ্গ ক'রতে হবে। সংসার থেকে তফাৎ হয়ে নির্জ্জনে মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ক'রবেন।

"সেই এক থেকেই অনেক হয়েছে—নিত্য থেকেই লীল।। এক অবস্থায় 'অনেক' চলে যায়, আবার 'এক' ও চলে যায়—কেন না এক থাকলেই তুই। তিনি যে উপমারহিত—উপমা দিয়ে বুঝাবার যে। নাই! অন্ধকার ও আলোর মধ্যে। আমরা যে আলো দেখি সে আলো নয়—এ জড় আলো নয়।\*"

"আবার যখন তিনি অবস্থা বদলে দেন—যখন লীলাতে মন নামিয়ে আনেন—তখন দেখি ঈশ্বরমায়া জীব জগৎ—তিনি দব হয়ে রয়েছেন। দে

### [ ঈশর কর্ত্তা। 'তুমি ও তোমার'। ]

"আবার কখনও তিনি দেখান তিনি এই সমস্ত জ্বীব জ্বগৎ করে-ছেন—বেমন বাবু আর তার বাগান।"

"তিনি কর্ত্তা আর তাঁরই এই সমস্ত জীব জগৎ, এইটীর নাম জ্ঞান। আর 'আমি কর্ত্তা', 'আমি গুরু' 'আমি বাবা' এরই নাম অজ্ঞান। আর আমার এই সমস্ত গৃহ পরিবার ধন, জন এরই নাম অজ্ঞান।"

বলরামের পিতা—আজে ই।।

শ্রীরামকৃষ্ণ—থতদিন না 'তুমি কর্তা' এইটা বোধ হয় ততদিন ফিরে ফিরে আসতে হবে—আবার জন্ম হবে। 'তুমি কর্তা' বোধ হলে আর পুনর্জন্ম হবে না।

"যতক্ষণ না তুঁত তুঁত করবে ততক্ষণ ছাড়বে না। গতায়াত পুনর্জনা হবেই—মুক্তি হবে না। আর 'আমার আমার' বল্লেই বা কি হবে। বাবুর সরকার বলে 'এটা আমাদের বাগান, আমাদের খাট, কেদারা। কিন্তু বাবু যখন ভাড়িয়ে দেন, তার নিজের আমকাঠের দিন্দুকটা নিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে না।

ক জং জাভোভবদি বিশতোম্ধম্—শেভ্যে হর, ৪:০ )

"আমি আর আমার" সত্যকে আবরণ করে রেখেছে—জানতে দেয় না।"

## [ অদৈত জ্ঞান ও চৈততা দর্শন। ]

"অবৈতজ্ঞান না হলে চৈত্তন্য দর্শন হয় না। চৈতত্তদর্শন হলে তবে নিত্যানন্দ। পরমহংস অবস্থায় এই নিত্যানন্দ।"

"বেদান্ত মতে অবতার নাই। সে মতে চৈতক্সদেব অদ্বৈতের একটা ফুট।"

"**টেতন্যদর্শনি কি**রূপ ? এক একবার চিনে দেশলাই জেলে অন্ধকার ঘরে যেমন হঠাৎ আলো।"

### [ অবতার বা 'মানুষ রতন' i]

"ভক্তিমতে অবতার! কর্ত্তাভজা মেয়ে আমার অবস্থা দেখে বলে গেল, "বাবা ভিতরে বস্তলাভ হয়েছে অত নেচো টেচো না, আঙ্গ্র ফল তুলোর উপর যতন করে রাখতে হয়। পেটে ছেলে হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে খাটতে দেয় না। ভগবান দর্শনের লক্ষণ, ক্রমে কর্ম্মত্যাগ হয়। এই মানুষের ভিতর মানুষে রতন আছে।"

"আমার খাওয়ার সময় সে বলতো, বাবা তুমি খাচ্চো, না কাউকে খাওয়াচ্চ ?"

"এই 'আমি' জ্ঞানই আবরণ করে রেখেছে। নরেন্দ্র বলেছিল, 'এ আমি যত যাবে তাঁর আমি তত আসবে'। কেদার বলে, কুস্তের ভিতরের মাটি যতথানি থাকবে ততথানি এদিকে জল কমবে।"

"কৃষ্ণ আৰ্চ্চ্<sub>ন</sub>কে বলেছিলেন, ভাই অফীসিদ্ধির একটা থাকলে আমায় পাবে না। একটু শক্তি হতে পারে। গুটিকা সিদ্ধি; ঝাড়ানো ফোঁকানো; ঔষধ দেওয়া ব্রহ্মচারী; তবে লোকের একটু উপকার হয়।" কেমন ?

"তাই মার কাছে আমি কেবল শুদ্ধান্তক্তি চেয়েছিলাম; সিদ্ধৃই চাই নাই।"

বলরামের পিতা, বেণীপাল, মাফার, মণি মল্লিক প্রভৃতিকে এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। বাহুশুণ্য চিত্রাপিতের স্থায় বদিয়া আছেন।

সমাধিভক্ষের পর <u>জী</u>রামকুফ গান গাইতেছেন—

### গান-

হলাম যার জন্য পাগল তারে কৈ পেলাম সই। এইবার শ্রীযুক্ত রামলালকে গান গাইতে বলিতেছেন। তিনি গাইতেছেন—প্রথমেই গোরান্ত সন্ম্যাস।

#### গান--

কি দেখিলাম যে কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরপ জ্যোতি: শ্রীগোরাঙ্গ মূরতি ত্নয়নে প্রেম বহে শতধারে !
গোর মন্তমাতক্ষের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু ধরাতে লুটায়ে নয়ন জলে ভাসেরে;
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মন্ত ভেদ করি, সিংহ রবে রে,
আবায় দত্তে তুল লয়ে কুতাঞ্জলি হয়ে দাক্ত মৃক্তি য়াচেন ঘারে দারে।
চৈতত্যদেবের এই 'পাগল' প্রেমোন্মাদ অবস্থা বর্ণনার পর, ঠাকুরের
ইপ্লিতে রামলাল আবার গোপীদের উন্মাদ অবস্থা গাইতেছেন—

#### গান-

ধোরোনা ধোরানো রপচক্র, রপ কি চক্রে চলে ; বে চক্রের চক্রী হরি যার চক্রে জগৎ চলে ।

#### গান-

নবনীরদ বর্ণ কি:েস গণ্য শ্রামটাদ ক্রপ হেরে। করেতে বাঁশী অধরে হাসি ক্রপে ভূবন আলো করে।

## - দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিভক্তি হইলে আর জাতিবিচার থাকে না। শ্রীযুক্ত মণি ল্লিককে বলিতেছেন, তুমি তুলসী দাসের সেই কথাটী বল তো।

মণি মল্লিক—চাতক, তৃঞ্চান্ন ছাতি ফেটে যায়—গঙ্গা, যমুনা, সর্যু মার কত নদী ও তড়াগ রয়েছে, কিন্তু কোন জল খাবে না! কেবল বাতিনক্ষত্রে বৃষ্টির জ্লের জন্ম হাঁ করে থাকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্থাৎ তাঁর পাদপলে ভক্তিই দার আর দব মিখ্যা।

[ Problem of the untouchables ক্ৰুপুখ জাতি গৱিনামে শুদ্ধ ]

মণি মল্লিক—আর একটি তুলসীদাসের কথা—অপ্ট ধাতু পরশ-থণি ছোঁয়ালে সোণা হয়ে থায়। তেমনি সব জ্বাতি—চামার, চণ্ডাল থাস্ত হরিনাম করলে শুদ্ধ হয়। আবার 'বিনা হর্নাম চার জ্বাত সমার'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে চামড়া ছুতে নাই, দেই চামড়া পাট করার পর গারুর ঘরে লয়ে যাওয়া যায়! "ঈশ্বের নামে মানুষ পবিক্র হন। তাই নাম কীর্ত্তন অভ্যাস করতে হয়। আমি যতু মল্লিকের মাকে বলেছিলাম, যথন মৃত্যু আসকর তখন সেই সংসার চিন্তাই আসবে। পরিবার ছেলে মেয়ের চিন্তা will উইল করবার চিন্তা—এই সব আসবে; ভগবানের চিন্তা আসবে না। উপায় তাঁর নাম জপ, নাম কীর্ত্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যু সময় তাঁরই নাম মুখে আসিবে। বিড়াল ধরতে পাখীর ক্যা ক্যা বৃশিই আসবে, তখন আরে 'রাম রাম' 'হরে কুফ' বন্ধবে না।'

"মৃত্যু সময়ের জন্ম প্রস্তুত হওয়া ভাল। শেষ বমুসে নির্চ্জনে গিয়া কেবল ঈশ্বর চিন্তা ও তাঁহার নাম করা। হাতী নেয়ে যদি আস্তাবলে যায় তাহলে আর ধুলো কাদ। মাখতে পারে না।"

বলরামের বাবা, মণি মল্লিক, বেণীপাল এঁদের বয়স হয়েছে; ডাই কি ঠাকুর, বিশেষ তাঁহাদের মঙ্গলের জন্ম, এই সকল উপদেশ দিতেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ—নির্জ্জনে তাঁর চিন্তা ও নাম করতে বলছি কেন ?
সংসারে রাতদিন থাকলে অশান্তি। দেখনা এক হাত জমির জন্য
ভায়ে ভায়ে খুনোখুনি। শিখরা Sikhs বলে, জমি, জরু আর টাকা
এই তিনটির জন্য যত গোলমাল, অশান্তি।

[রামচক্র সংসার ও যোগবাশিষ্ঠ। 'মজার কুটি'।]

"তোমরা সংসারে আছ তা ভয় কি ? রাম যখন সংসার ত্যাগ করবার কথা বললেন, দশরথ চিন্তিত হয়ে বলিপ্টের শরণাগত হলেন। বলিপ্ট রামকে বললেন, রাম তুমি কেন সংসার ত্যাগ করবে ? আমার সঙ্গে বিচার করো, ঈশর ছাড়া কি সংসার ? কি ত্যাগ করবে, কি বা গ্রহণ করবে! তিনি ছাড়া কিছুই নাই। তিনি ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ' রূপে প্রতীয়মান হচেন।"

বলরামের পিতা--বড় কঠিন!

শ্রীরামকৃষ্ণ-শাধনের সময় এই সংসার 'ধোকার টাটী'; আবার জ্ঞানলাভ হবার পর, তাঁকে দর্শনের পর, এই সংসার 'মজার কুটী'।

[ অবতার পুরুষে ঈশরদর্শন। অবতার চৈতন্যদেব।] "বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে বিশাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বৃহুদূর। কেবল বিশাস। দক্ষিণেখরে মণি মল্লিক, ঈশান, কিশোরী গুপ্ত প্রভৃতি সঙ্গে! ১০১

"কৃষ্ণ কিশোরের কি বিশাস। বৃন্দাবনে কূপ থেকে নীচ জাতি জাল তুলে দিলে, তাকে বল্লে, তুই বল শিব। দে শিবনাম করার পর অমনি জল থেলে। সে বলতো ঈশ্বরের নাম করেছে আবার কড়ি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত।" এ কি!

"রোগাদি অব্য তুল্দী দিচ্চে কৃষ্ণ কিশোর দেখে অবাক।"

"সাধু দর্শনের কথায় হলধারী বলেছিল কি আর দেখতে যাবো— 'পঞ্চ ভূতের খোল।' কৃষ্ণকিশোর রাগ করে বললে, এমন কথা হলধারী বলেছে। সাধুর চিগায় দেহ জানে না।"

"কালীবাড়ীর ঘাটে আমাদের বলেছিল, তোমরা বলো—রাম। রাম! বলতে বলতে যেন আমার দিন কাটে।"

"আমি কৃষ্ণ কিশোরের বাড়ী যাই যেতাম আমাকে দেখে নৃত্য।" "রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ৰলেছিলেন, ভাই যেখানে দেখবে উদ্মিতা ভক্তি সেইখানে জানৰে আমি আছি।"

"যেমন চৈতন্যদেব। প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়। চৈতন্যদেব অবতার—ঈশ্বর অবতীর্ণ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাইতেছেন—

ভাৰ হবে বৈ কি রে, ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের ! ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায় ! (ফুকুরি ফুকুরি কান্দে।)

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বলরামের পিতা, মণি মল্লিক, বেণী পাল প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর কাঁশারী পাড়ার হরি সভার ভক্তেরা আসিয়াছেন।
তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন।
নৃত্যের পর ভাবাবিষ্ট। বলছেন, আমি থানিকটা আপনি বাবো।
কিশোরী ভাবাবস্থায় পদসেবা করিতে বাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ
কারতে স্পর্শ করিতে দিলেন না।

### ১০২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। [৫ম ভাগ, ১৮৮৩, অক্টোবর ১৬।

সন্ধ্যার পর ঈশান আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন— ভাবাবিষ্ট। কিছুক্ষণ পরে ঈশানের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঈশানের ইচ্ছা, গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — তোমার যা মনোগত তাই কোরো। মনে আর সংশন্ত নাইতো ?

### [ কলিতে নিগমের পথ নয় ; আগমের পথ।]

ন্ধান—আমি এক রকম প্রায়শ্চিত্তের মত সক্ষপ্ত করেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ—এ পথে (আগমের পথে) কি তা হয় না। যিনিই

ব্ৰহ্ম তিনিই শক্তি কালী। 'আমি কালীব্ৰহ্ম জেনে মৰ্ম্ম ধৰ্মাধৰ্ম দব ছেড়েছি'।

ঈশান—চণ্ডীর স্তবে আছে, ব্রহ্মই আন্যাশক্তি। ব্রহ্মশক্তি অভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-এইটী মুখে বল্লে হয় না, ধারণা যখন হবে তখন ঠিক হবে।

"সাধনার পর চিত্তশুদ্ধি হলে ঠিক বোধ হবে তিনিই কর্তা; তিনিই মন-প্রাণ-বৃদ্ধি রূপা। আমরা কেবল মন্ত্র স্বরূপ। 'পক্ষে বদ্ধ করো করী, পঙ্গুকে লজাও গিরি।"

"তাঁকে দর্শন হলে সব সংশয় মিটে যায়। তথন অসুকুল হাওয়া বয়। অসুকুল হাওয়া বইলে মাঝী যেমন পাল তুলে দিয়ে হালটি ধরে বসে থাকে আর তামাক খায়, সেইরূপ ভক্ত নিশ্চিম্ভ হয়।"

কশান চলিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের সহিত একান্তে কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, নরেন্দ্র, রাখাল, অধর, হাজরা এদের তোমার কিরূপ বোধ হয়, সরল কিনা। আর আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়। মান্টার বলিতেছেন, 'আপনি সরল আধার গভীর — আপনাকে বুঝা বড় কঠিন।' শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন।

# প্রথম ভাগা-ভালেশ খণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ।

## তদক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামরুষ্ণ ভক্তসঙ্গে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ববদাই সমাধিস্থ; কেবল রাখালাদি ভক্তদের শিক্ষার জন্ম তাঁহাদের লইয়া ব্যস্ত—কিসে চৈতন্ম হয়।

তঁহার ঘরের পশ্চিমের বারাণ্ডায় সকাল বেলা বসিয়া আছেন।
আজ ৪ঠা পৌষ মঙ্গলবার,অগ্রহায়ণ চতুর্থী,১৮ই ডিসেন্থর ১৮৮৩ খৃঃঅঃ
৮দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্তি ও বৈরাগ্যের কথায় তিনি তাহার প্রশংসা
করিতেছেন! রাধালাদি ছোকরা ভক্তদের দেখিয়া বলিতেছেন, তিনি
ভাল লোক; কিন্তু যারা সংসারে না ঢুকিয়া ছেলেবেলা থেকে শুকদেবাদির
মত অহর্নিশি ঈর্থরের চিন্তা করে, কৌমার বৈরাগ্যবান, তারা ধন্য!

"সংসারী লোকদের একটা না একটা কামনা বাসনা থাকে। এদিকে ভক্তিও বেশ দেখা যায়। সেজবাবু কি একটা মোকদ্দমায় পড়েছিল—মা কালীর কাছে,আমায় বলছে, বাবা অর্ঘটি মাকে দাও ডো —আমি উদার মনে দিলাম! কিন্তু কেমন বিশাস যে আমি দিলেই হবে!"

"রতির মার এদিকে কত ভক্তি! প্রায় এদে ক'ত দেবা। রতির মা বৈষ্ণবী। কিছুদিন পরে যেই দেখলে আমি মা কালীর প্রসাদ খাই—অমনি আর এলে। না! এক ঘেরে! লোককে দেখলে প্রথম প্রথম চেনা যায় না।"

শীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর পূর্ববিদিকের দরোজার নিকট বসিয়া আছেন। শীতকাল, গায়ে moleskinএর র্যাপার। ইঠাৎ সূর্য্যদর্শন ও সমাধিস্থ। নিমেষ শূন্য। বাহুশূন্য।

এই কি গান্ধত্রী মন্ত্রের সার্থকতা—'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্থ ধীমহি'।

ত্ত আনেককণ পরে সমাধি ভক্ত হইল। রাখাল হাজরা, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিয়া আছেন। শীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি )—সমাধি, ভাব, প্রেমের বটে! ও দেশে (শ্যামবাজারে) নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে কীর্ত্তন হচ্ছিল —শীকৃষ্ণ ও গোপীগণ দর্শন করে সমাধিস্থ হলাম! বোধ হ'ল আমার লিক শরীর (সুক্ষম শরীর) শীকৃষ্ণের পায় পায় বেড়াচ্চে!

"জোড়াসাঁকো হরি সভায় ঐরপ কীর্ত্তনের সময় সমাধি হয়ে বাহুশুনা! সে দিন দেহ ত্যাগের সম্ভাবনা ছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ স্নান করিতে গেলেন। স্নানানন্তর ঐ গোপী প্রেমেরই কথা বলিতেচেন।

(মণি প্রভৃতির প্রতি) - গোপীদের ঐ টানটুকু নিতে হয় ! "এই সব গান গাইবে —

#### গান-

সথি (স বন কতদূর। ( যেখানে আমার শ্রামস্থন্দর )
( আর চলিতে যে নারি। )

গান-

ঘরে যাবই যে না পো। যে ঘরে ক্ষ নামটি করা দার। (সঙ্গিনিরা)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জীরামক্ষ রাখালের জন্য তিনিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, 'তুমি ডাব চিনির দাম দিবে।'

বৈকালে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল, মণি প্রভৃতির দক্ষে ঠন্ঠনের ভিসিদ্ধেশরী মন্দির অভিমুখে গাড়ী করিয়া আসিতেছেন। পথে সিমুলিয়া বাজার, সেখানে ডাব চিনি কেনা হইল।

মন্দিরে আসিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, একটা ডাব কেটে চিনি দিয়ে মার কাছে দাও।

যথন মন্দিরে আসিয়া পঁছছিলেন, তখন পূজানিরা বন্ধু লইয়া আ কালীর সন্মুখে তাস খেলিতেছিলেন। ঠাকুর দেখিয়া দেখিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, দেখেছ, এ সব স্থানে তাস খেলা! এখানে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়।

এইবার শ্রীরামক্ষণ যত্ন মল্লিকের বাটীতে আদিয়াছেন। ভাঁখার সঙ্গে আনেকগুলি বার্বু আদিয়াছেন। দিক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্ষের সহিত মণির কথোপকথন। ১০৫

যতু বলিতেছেন, 'এসো' 'এসো'। পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর, শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—তুমি অতো ভাঁড়, মোসাহেব, রাখো কেন ?

যত্ন ( সহাস্তে )—তুমি উদ্ধার ক'রবে কলে। ( সকলের হাস্য )।
শ্রীরামকৃষ্ণ—মোসাহেবরা মনে করে বাবু তাদের টাকা ঢেলে দেবে।
কিন্তু বাবুর কাছে আদায় করা বড় কঠিন। একটা শৃগাল একটা
বলদকে দেখে তার সঙ্গ আর ছাড়ে না। সে চরে বেড়ায়, ওটাও সঙ্গে
সঙ্গে। শৃগালটা মনে করেছে ওর অগুর কোষ ঝুলছে সেইটে কখনো
না কখনো পড়ে যাবে আর আমি খাবো। বলদটা কখনো ঘুমোয়
সেও কাছে শুয়ে ঘুমোয়; আর যখন উঠে চরে বেড়ায় সেও সঙ্গে সঙ্গে
থাকে! কভদিন এইরূপে যায়, কি্ন্তু কোষটা প'ড়লো না; তখন সে
নিরাশ হয়ে চলে গেল ( সকলের হাস্য )। মোসাহেবদের এইরূপই
অবস্থা।

যত্ন ও তাঁহার মাতাঠাকুরানী জ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের জলদেবা করাইলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বুধবার ১৯শে ডিসেম্বর :৮৮৩ খৃ: অঃ বেলা ৯টা হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মণির কথা ৮লিতেছে। (চতুর্থ ভাগ, ৭ম খণ্ডে বিবৃত) পঞ্চবটীমূলে।

মণি ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—জ্ঞান ভক্তি তুইই কি হয় ন। ?
শ্রীরামকৃষ্ণ —থুব উঁচু ঘরের হয়। ঈশ্বরকোটির হয় যেমন
চৈতন্যদেবের। জীবকোটীদের আলাদা কথা।

় "আলো (জ্যোতিঃ) পাঁচ প্রকার। দীপ আলোক, অন্যান্য অগ্নির আলো, চাক্ত আলো, সৌর আলোও চাক্ত সোর একাধারে। ভক্তি চন্দ্র; জ্ঞানসূর্য্য। "কথনো কথনো আকাশে সূর্য্য অস্ত যেতে না যেতে চন্দ্রোদয় দেখা যায়। অবতারাদির ভক্তি-চন্দ্র জ্ঞান-সূর্য্য একাধারে দেখা যায়।"

"মনে করলেই কি সকলের জ্ঞান ভক্তি একাধারে তুই হয় ? **আধার** বিশেষ। কোন বাঁশের ফুটো বেশী, কোন বাঁশের খুব সরু ফুটো। ঈশ্বর বস্তু ধারণা কি সকল আধারে হয়। একসের ঘটীতে কি তু সের তুধ ধরে।"

মণি—কেন, তাঁর কুপায় ? তিনি কুপা করলে তো ছুঁচের ভিতর উঠ যেতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু কুপা কি অমনি হয় ? ভিখারী যদি পয়সা চায় দেওয়া যায়। কিন্তু একবারে যদি রেলভাড়া চেয়ে বসে!

মণি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। শ্রীরামকৃষ্ণও চুপ করিয়া আছেন। হঠাৎ বলিতেছেন, হাঁ বটে; কারু কারু আধারে তাঁর কুপা হলে হয়ও পারে; তুইই হতে পারে।

প্রণাম পুর্ববক মণি বেলতলার দিকে যাইতেছেন।

বেলতলা হইতে ফিরিতে তুপ্রহর হইয়া গিয়াছে। দেরী দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বেলতলার দিকে আসিতেছেন। মণি সতরঞ্চ আসন, জলের ঘটী, লইয়া ফিরিতেছেন, পঞ্চবটীর কাছে ঠাকুরের সহিত দেখা হইল। তিনি অমনি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আমি যাচ্ছিলাম তোমার খুঁজতে। ভাবলাম এতো বেলা, বুঝি পাঁচিল ভিঙ্গিয়ে পালালো। তোমার চোথ তথন যা দেখছিলাম—ভাবলাম বুঝি নারাণ শাস্ত্রীর মত পালালো। তারপর আবার ভাবলাম, না সে পালাবে না; সে অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করে।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### শ্রীরামরুষ্ণ মণি প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে।

আবার রাত্রে শ্রীয়ামকৃষ্ণ মণির দহিত কথা কহিতেছেন। রাধাল লাটু, হরিশ প্রভৃতি আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আচ্ছা, কেহ কেহ কৃষ্ণলীলার আধ্যাত্ম ব্যাখ্যা করে; তুমি কি বলো ?

মণি—নানামত; তা হলেই বা। ভীন্মদেবের কথা আপনি বলেছেন—শরশযায় দেহত্যাগের দময় বলেছিলেন, কেন কাঁদছি? যন্ত্রণার জন্ম নয়। যখন ভাবছি, যে সাক্ষাৎ নারায়ণ অর্জ্জ্বনের সার্থি হয়েছিলেন অথচ পাগুবদের এতে। বিপদ, তখন তাঁর লীলা কিছুই বুঝতে পারলাম না, তাই কাঁদছি।

"আবার হতুমানের কথা আপনি বলেছিলেন, হতুমান বলতেন, 'আমি বার তিথি নক্ষত্র ওসব জানি না, আমি কেবল এক রাম চিস্তা করি!'

"আপনি তো বলেছেন, ছুটা জিনিস বইতো আর কিছু নাই ব্রহ্ম আর শক্তি। আর বলেছেন জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) হলে ঐ গুইটি এক বোধ হয়; যে একের জুই নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-ইা বটে; চীজ নেবে তা কাঁটাবন দিয়েই হউক আর ভাল রাস্তঃ দিয়ে চলে গিয়েই হউক।

"নানা মত বটে। আঙটা বোলতো, মতের জন্ম সাধুদেবা হোলো না। এক জায়গায় ভাণারা হচ্ছিল। অনেক সাধু সম্প্রদায়; সবাই বলে আমাদের সেবা আগে, তার পর অন্য সম্প্রদায়। কিছুই মীমাংসা হোলো না; শেষে সকলে চলে গেল। আর বেশ্যাদের খাওয়ানো হোলো।"

• মণি—ভোতাপুরী থুব লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাজরা বলে অমনি ( সামান্য )। না বাবু, কথায় কাজ নাই—সবাই বলে আমার ঘড়ী ঠিক চলছে!

"ভাথো, নারাণ শাস্ত্রীর থুব কিন্তু বৈরাগ্য হয়েছিল। অত বড় পণ্ডিত—স্ত্রী ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। মন থেকে একেবারে ১০৮ শ্রীশ্রীরাসকৃষ্ণকথামৃত। [ ৫ম ভাগ, ১৮৮৩, ডিসেম্বর ২০। কামিনী কাঞ্চন ভ্যাগ করলে তবে হোগ হয়! কারু কারু থোগীর লক্ষণ দেখা যায়।"

"তোমায় ষট চক্রের বিষয় কিছু বলে দিতে হবে। যোগীরা ষট চক্র ভেদ করে তাঁর ক্লপায় তাঁকে দর্শন করে। যট চক্র শুনেছ ?"

মণি—বেদান্তমতে সপ্তভূমি।

শ্রীরামকৃষ্ণ –বেদান্ত নয়; বেদ মৃত। ষট্চক্র কি রকম জানো ?
সূক্ষ্মদেহের ভিতর সব পদ্ম আছে—যোগীর। দেখতে পায়। যেমন
মোমের গাছের ফলপাতা।

মণি—আজে হাঁ; যোগীরা দেখতে পায়। একটা বইয়ে আছে. একরকম কাঁচ আছে (magnifier), তার ভিতর দিয়ে দেখলে খুব ছোট জিনিস বড় দেখায়। সেইরূপ যোগের দ্বারা ঐ সব সূক্ষা পদ্ধ দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর ঘরে থাকিন্ডে বলিয়াছেন। মণি ঐ ঘরে রাত্রিবাস করিতেছেন।

প্রত্যুষে ঐ ঘরে একাকী গান গাইতেছেন-

গান-

গৌর হে আমি সাধন-ভজ্পন-হীন পরশে পবিত্র কোরো আমি দীনহীন ॥ চরণ পাবে৷ পাবো বলে হে, (চরণ তো আর পেলাম না, গৌর!) আমার আলায় আলায় গেল দিন!

হঠাৎ জ্ঞানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন জ্রীরামক্বঞ্চ দগুরুমান। 'পরশে পবিত্র কোরো আমি দীনহীন।' এই কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু, অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে।

া আবার একটা গান হইতেছে—

গান-

আমি গেক্ষা বসন অন্তেও পরিব শন্মের কুঞ্জল পরি।

আমি যোগিনীয় বেশে যাব সেই দেশে, বেখানে নিঠুর হয়ি॥ বি∥রামকুফ্যের সঙ্গে রাখাল বেড়াইতেছেন। পরদিন শুক্রবার, ২১ ডিসেম্বর, সকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ একাকী বেলতলায় মণির সঙ্গে অনেক কথা কহিতেছেন। সাধনের নানা গৃহ্য কখা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা। আর কথনো কখনো মনই গুরু হয়, এ সব কথা বলিতেছেন।

আহারের পর পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন—মনোহর পীতাম্বরধারী! পঞ্চবটীতে ছুতিন জন বাবাজী বৈষ্ণব আসিয়াছেন—একজন বাউল। তিনি বৈষ্ণবকে বলছেন, তোর ডোর কৌপীনের স্বরূপ বল দেখি।

অপরাক্তে নানকপন্থী সাধু আসিয়াছেন। হরিশ, রাধালও আছেন। সাধু নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে সাকারও চিন্তা করিতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুকে বলিওেছেন ডুব দাও; উপর উপর ভাসলে রত্ন পাওয়া যায় না। আর ঈশর নিরাকারও বটেন আবার সাকার। সাকার চিন্তা করলে শীঘ্র ভক্তি হয়। তথন আবার নিরাকার চিন্তা। যেমন পত্র পড়ে নিষে সে পত্র ফেলে দেয়। তারপর লেখা অনুসারে কাজ করে।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে। বলরামের পিতা প্রভৃতি।

আজ শনিবার ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৮৩ খৃঃ অ:। এখন বেলা নয়টা ২ইবে। বলরামের পিতা আসিয়াছেন। রাখাল, হারশ, মাষ্টার, লাটু এখানে বাস করিতেছেন। শ্যামপুকুরের দেবেন্দ্র ঘোষ আসিয়াছেন। শীরামকৃষ্ণ দক্ষিণ-পূর্বব বরান্দায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—ভক্তি কিসে হয় ?

শীরামকৃষ্ণ ( বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )—এগিরে পড়। সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। সব দেউড়ি পার হয়ে গেলে তবে ত রাজাকে দেখবে।

"আমি চানকে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠার সময় থারিক বাবুকে বলেছিলাম, (১৮৭৪-৭৫) বড়দীঘিতে বড় মাছ আছে গভীর জলে। চার ফেল, সেই চারের গন্ধে ঐ বড় মাছ আসবে। এক একবার যাই দেবে। প্রেম ভক্তিরূপে চার।"

## [ ঐীশ্রীরামরুষ্ণ ও অবতার তত্ত্ব। ]

"ঈশর নরলীলা করেন। মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, চৈতক্যদেব।"

"আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম যে, মাসুষের ভিতর তিনি বেশী প্রকাশ। মাঠের আলোর ভিতর ছোট ছোট গর্ত্ত থাকে; তাহাদের বলে ঘুটী। ঘুটীর ভিতর মাচ, কাঁকড়া জমে থাকে। মাচ, কাঁকড়া খুঁজতে গেলে ঐ ঘুটীর ভিতর খুঁজতে হয়; ঈশ্বকে খুঁজতে হলে অবতারের ভিতর খুঁজতে হয়।"

"ঐ চৌদ্দপোয়া মানুষের ভিতরে জগৎমাতা প্রকাশ হন। গানে আছে—

### গান--

খ্যাম। মাকি কল করেছে।

চৌদ্দপোয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে। আপনি থাকি কলের ভিতরি কল ঘুরার ধ'রে কলভূরি,

কল বলে যে আপনি ঘুরি জানে না কে ঘোরাতেছে।

"কিন্তু ঈশ্বকে জানতে হলে, অবতারকে চিনতে গেলে. দাধনের প্রয়োজন। দীঘিতে বড় মাছ আছে চার ফেলতে হয়। দুধেতে মাধন আছে মন্থন করতে হয়। সরিষার ভিতর তেল আছে সরিষাকে পিষ্তে হয়। মেতীতে হাত রাঙ্গা হয়, মেতী বাটতে হয়।"

## [ নিরাকার সাধনা ও শ্রীরামক্রম্ব। ]

ভক্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আচ্ছা, তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃন্য-দাঁড়াও, আগে কলকাতায় যাও তবে ত জানবে, কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এসিয়াটিক সোসাইটী, কোথায় বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক।

"থরদা বামুনপাড়া যেতে হলে আগে ত খড়দায় পৌছুতে হবে।"
"নিরাকার সাধন হবে না কেন; তবে বড় কঠিন। কামিনীকাঞ্চন ভাগে না হলে হয় না। বাহিরে তাগে আবার ভিতরে ভাগে। বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না।"

"সাকার সাধনা সোজা। তবে **তেমন সোজা ন**য়।

"নিরাকার দাধনা, জ্ঞানধোগের সাধনা, ভক্তদের কাছে বলতে নাই। অনেক কফে একটু ভক্তি হচ্ছে, সব স্বপ্নবৎ বললে ভক্তির হানি হয়।"

"কবীর দাস নিকারবাদী। শিব কালী কৃষ্ণ এদের মান্ত না। কবীর বলত কালী চাল কলা খান ; কৃষ্ণ গোপীদের হাততালিতে বানর নাচ নাচতেন ( , লের হাস্ত )।"

"নিরাকা াধক হয়ত আগে দশভূজ। দশনি কর্লে; তার পর চতুভূজি। ত পর বিভূজ গোগাল; শেযে অথও জ্যোতিঃ দশনি ক'রে তাইতে লীন।"

''দতাত্রেয়, জড়ভরত ব্রহ্ম দর্শ নের পর আর ফেরে নাই; এইরূপ আছে।"

"এক মতে আছে শুকদেব সেই ব্রহ্ম সমুদ্রের একটা বিন্দু মাত্র আস্বাদ করেছিলেন। সমুদ্রের হিল্লোল কর্লোল দর্শন শ্রবণ করে-ছিলেন; কিন্তু সমুদ্রে ডুব দেন নাই।"

"একজন ব্রহ্মচারী বলেছিল, কেদারের ওদিকে গেলে শরীর থাকে না। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পর আর শরীর থাকে না। একুশ দিনে মৃত্যু!"

"প্রাচীরের ওপারে অনন্ত মাঠ। চারজন বন্ধু প্রাচীরের ওপারে কি আছে দেখতে চেফা করলে। এক একজন প্রাচীরের উপরে উঠে, ঐ মাঠ দর্শন করে হা হা করে হেদে অপর পারে পড়ে যেতে লাগল। তিনজন কোন খপর দিলে না। একজন শুধু খপর দিলে। তার ব্রহ্মজ্ঞানের পরও শরীর রইল, লোক শিক্ষার জন্ম। যেমন অবতার আদির।"

''হিমালয়ের ঘরে পার্বিতী জন্মগ্রহণ করলেন; আর পিতাকে তাঁর নানান্ রূপ দেখাতে লাগলেন। 'হিমালয় বললেন, মা এসব রূপ ত দেখলাম। কিন্তু তোমার একটা ত্রহ্মস্বরূপ আছে—সেইটা একবার দেখাও। পার্বিতী বললেন, বাবা তুমি যদি ত্রহ্মজ্ঞান চাও, তা হ'লে মংসার ত্যাগ করে সাধুসঙ্গ করতে হবে।"

# ্ শ্রীরামকুষ্ণ ও ভক্তিযোগ।

শীরামক্ষ্ণ—এ যা বললুম সব বিচারের কথা। ব্রহ্ম সন্ত্য জগৎ
মিথ্যা এই বিচার। সব স্থাবৎ! বড় কঠিন পথ! এ পথে তাঁর
লীলা স্থাবৎ, মিথ্যা হয়ে যায়। আবার 'আমি'টাও উড়ে যায়। এ
পথে অবতারও মানে না। বড় কঠিন। এ সব বিচারের কথা
ভক্তদের বেশী শুনতে নাই।

"তাই ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে ভক্তির উপদেশ দেন—শরণাগত হ'তে বলেন। ভক্তি থেকে তাঁর কুপায় সব হয়—জ্ঞান, বিজ্ঞান সব হয়। "তিনি লীলা করছেন—তিনি ভক্তের অধীন।"

'কোন কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্রামা বাধা আছে!'

"কথনো ঈশ্বর চুম্বক হন, ভক্ত ছুঁচ হয়। আবার কখনো ডক্ত চুম্বক হয়, তিনি ছুঁচ হন। ভক্ত তাঁকে টেনে লয়—তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন।"

"এক মতে আছে যশোদাদি গোপীগণ পূর্বজন্মে নিরাকারবাদী ছিলেন। তাঁদের তাতে তৃপ্তি হয় নাই। বৃন্দাবন-লীলায় তাই আকৃষ্ণকে লয়ে আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ একদিন বললেন, তোমাদের নিত্যধাম দর্শন করাবো, এসো যমুনায় স্নান কর্তে যাই। তাঁরা যাই ডুব দিয়েছেন—একেবারে গোলক দর্শন। আবার তারপর অথও জ্যোতিঃ দর্শন। যশোদা তথন বললেন, কৃষ্ণরে ও সব আর দেখতে চাই না—এখন তোব সেই মানুষরূপ দেখবো। তোকে কোলে করবো, খাওয়াবো।"

"তাই অবতারে তিনি বেশী প্রকাশ। অবতারের শরীর থাকতে থাকতে তাঁর পূজা সেবা করতে হয়।"

'সে যে কোটার ভিতর চোর-কুটারী

ভোর হলে সে লুকাবে রে।'

"অবতারকে সকলে চিন্তে পারে না। পেহ ধারণ করলে রোগ শোক, কুধা, তৃষ্ণা সক্ষ আছে, মনে হয় আমাদেরই মত। রাম সীভার শোকে কেঁদেছিলেন—

'পঞ্চতের ফাঁদে, ব্রহা পড়ে কাঁদে।'

"পুরাণে আছে, হিরণাক বধের পর বরাহ অবতার নাকি ছানা-পোনা নিয়ে ছিলেন—তাহাদের মাই দিচ্ছিলেন (সকলের হাস্ম); স্বধামে যাবার নামটা নাই। শেষে শিব এসে ত্রিশূল দিয়ে শরীর নাশ কর্লে, তিনি হি হি করে হেসে স্বধামে গেলেন।"

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীনামরুষ্ণ, ভবনাথ, রাখাল, মণি, লাটু প্রভৃতি সঙ্গে।

বৈকালে ভবনাথ আসিয়াছেন। ঘরে রাথাল, মাফার, হরিশ গ্রভৃতি আছেন। শনিবার, ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮৩।

শ্রীরামক্বফ ( ভবনাথের প্রতি )— অবতারের উপর ভালবাসা এলেই হোলো। আহা গোপীদের কি ভালাবাসা!

এই বলিয়া গান গাহিতেছেন—গোপীদের ভাবে।

গান-

শ্রাম তুমি পরাণের পরাণ।

গান-

बद्ध यावह (व ना (श) ( मिक्रिनोया )

গান--

সেদিন আমি হয়াবে দাঁড়ায়ে (বঁধু যথন বিপিন যাও, বিপিন যাও)

[ वैधु हेळ्। इस, हेळ्डा इस ताथान इत्स (छामात वाधा माथास वह ! ]

. "রাসমধ্যে যখন একিয় অন্তর্হিত হলেন, গোপীরা একবারে উন্মাদিনী! বৃক্ষ দেখে বলে, তুমি বুঝি তপস্বা, একিয়াকে নিশ্চয় দেখেছ! তা না হলে নিশ্চল, সমাধিস্থ হয়ে রয়েছ কেন ? তৃণাচছাদিত পৃথিবী দেখে বলে, হে পৃথিবী তুমি নিশ্চিত তাঁকে দর্শন করেছ; না কলে তুমি রামাঞ্জিত হয়ে রয়েছ কেন ? অবশ্য তুমি তাব স্পশ তুখ

১১৪ ঐ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। [ ৫ম ভাগ, ১৮৮৩ ডিদেম্বর ২৬।
সম্ভোগ করেছ! আবার মাধবীকে দেখে বলে, 'ও মাধবী, আমায়
মাধব দে!' গোপীদের প্রেমোন্মাদ!

"যখন অকুর এলেন, ঐকৃষ্ণ বলরাম মথুরা যাবার জ্বন্য তাঁর রপে উঠলেন, তখন গোপীরা রথের চাকা ধরে রইলেন, যেতে দেবেন না। এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান গাইতেছেন—

#### গান --

ধোঝো না ধোঝো না রখ কে, রথ কি চকে চলে যে চক্রের চক্রি হরি, যার চক্রে জগৎ চলে!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'রথ কি চক্রে চলে' এ কথাগুলি আমার বড় লাগে! যে চক্রে ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে!' 'রথীর আজ্ঞা লয়ে সার্থি চালায়!"

# প্রধান ভাগে ত্রেদিশ প্রও। প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রীযুক্ত রামচন্দ্রের বাগানে প্রীরামক্রফ ভক্তসঙ্গে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ রামচন্দ্রের নৃতন বাগান দেখিতে যাইতেছেন। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ, বুধবার।

রাম ঠাকুরকে সাক্ষাৎ অবতার জ্ঞানে পূজা করেন। দক্ষিণেখরে প্রায় মাঝে মাঝে আসেন ও ঠাকুরকে দশনি ও পূজা করিয়া ধান। স্থরেক্রের বাগানের কাছে তিনি নূতন বাগান করিয়াছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতে যাইতেছেন।

গাড়ীতে মণিলাল মল্লিক, মান্টার ও আরও ছু' একটী ভক্ত আছেন। মণিলাল মল্লিক ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত। ব্রাহ্ম ভক্তেরা অবতার মানেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলালের প্রতি)— তাঁকে ধ্যান কর্তে হলৈ, প্রথমে উপাধিশৃশ্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করা উচিত। পিনি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে। ১১৫ নিরূপাধি, বাক্যমনের অতীত। কিন্তু এ ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কমিন।

"তিনি মানুষে অবতীর্ণ হন, তখন ধ্যানের খুব স্থবিধা। মানুষের ভিতর নারায়ণ। দেহটী আবরণ, যেন লগনের ভিতর আলো জলছে। অথবা সার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিষ দেখছি।"

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাগানে পোঁছিয়া রাম ও ভক্তগণের : সঙ্গে প্রথমে তুলসী-কানন দর্শন করিতে ঠাকুর যাইতেছেন।

তুলসীকানন দেখিয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "বা: বেশ যায়গা, এখানে বেশ ঈশ্বচিন্তা হয়!"

ঠাকুর এইবার সরোবরের দক্ষিণের ঘরে আদিয়া বদিলেন। রামচন্দ্র থালায় করিয়া বেদানা, কমলানেবু ও কিঞ্চিৎ মিস্টান্ন আনিয়া ঠাকুরের কাছে দিলেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতে করিতে ফলাদি খাইতেছেন

কিয়ৎকণ পরে সমস্ত বাগান পরিক্রমা করিতেছেন।

এইবার নিকটবর্ত্তী স্থরেন্দ্রের বাগানে যাইতেছেন। পদত্রজে থানিকটা গিয়া গাড়ীতে উঠিবেন। গাড়ী করিয়া স্থরেন্দ্রের বাড়ীতে যাইবেন।

পদব্রজে যখন ভক্তসঙ্গে ঘাইতেছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে পার্শের বাগানে গাছতলায় একটি সাধু একাকী খাটিয়ায় বসিয়া আছেন! দেখিয়াই তিনি সাধুর কাছে উপস্থিত হইয়া ও আনন্দে তাঁহার সহিত হিন্দিতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সাধুর প্রতি ) - আপনি কোন সম্প্রদায়ের—গিরি বা পুরী কোনো উপাধি আছে ?

্ সাধু—লোকে আমায় পরমহংস বলে।

শীরামকৃষ্ণ—বেশ, বেশ। শিবোহহং এ বেশ। তবে একটী কথা আছে। এই স্বষ্টি, স্থিতি প্রলয় রাত দিন হচ্ছে—তাঁর শক্তিতে। এই আগতাশক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয়না। বেমন জলকে ছেড়ে তরঙ্গ হয়না। বাত্তকে ছেড়ে বাজনা হয়না।

১১৬ ঐশীরামকৃষ্ণকথামুত। [ ৫মভাগ, ১৮৮৩, ডিসেম্বর ২৬।

'যতক্ষণ তিনি এই লীলার মধ্যে রেখেছেন, ততক্ষণ ছুটো ব'লে বোধ হয়। শক্তি বললেই ব্রহ্ম আছেন। যেমন রাত বোধ থাকলেই দিন বোধ আছে। জ্ঞান বোধ থাকলেই অজ্ঞান বোধ আছে।

"আর একটী অবস্থায় তিনি দেখান যে ব্রহ্ম, জ্ঞান অ্বজ্ঞানের পার, মুখে কিছু বলা যায় না। যো হাায় সো হাায়।"

এরপ কিছু সদালাপ ইইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ীর দিকে যাইতেছেন। সাধুটীও সঙ্গে তাঁকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অনেকদিনের পরিচিত বন্ধু, সাধুর বাহুর ভিতর বাছ দিয়া গাড়ীর অভিমুখে যাইতেছেন।

সাধু তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়। নিজ স্থানে চলিয়া আসিলেন।
এইবার সুরেন্দ্রের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন।
ভক্তসঙ্গে আসন গ্রহণ করিয়া প্রথমেই সাধুর কথা কহিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ--- সাধুটী বেশ। (রামের প্রতি) তুমি যখন যাবে সাধুটীকে দক্ষিণেশরের বাগানে লয়ে যেও।

''সাধুটী বেশ। একটা গানে আছে—সহজ না হ'লে সহজকে চেনা যায় না।

"নিরাকারবাদী—তা বেশ। তিনি নিরাকার সাকার হ,য়ে আছেন, আরও কত কি । যাঁরই নিড্য, তাঁরই লীলা। সেই বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনি নানারূপ ধরে অবতীর্ণ হয়ে কাজ করছেন। সেই ওঁ হইতে 'ওঁ শিব' 'ওঁ কালী' 'ওঁ কৃষ্ণ' হয়েছেন। নিমন্ত্রণে কর্তা একটা ছোট ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন—তার কত আদর, কেননা সে অমুকের দৌহিত্র কি পৌত্র।"

স্থরেন্দ্রের বাগানেও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে ভক্তসঙ্গে যাইতেছেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ পোষ শুক্লা চতুর্থী, ২রা জানুয়ারী, ১৮৮৪। ২৯শে পোষ. বুধবার, ১২৯০।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে বাস করিতেছেন। আজ কাল রাখাল, লাটু, হরিশ, রামলাল, মাফার দক্ষিণেশ্বে বাস করিতেছেন।

বেলা ৩টা বাজিয়াছে, মণি বেলতলা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকৈ দর্শন করিতে তাঁর ঘরের অভিমুখে আসিতেছেন। তিনি একটি তাল্লিক ভক্ত সঙ্গে পশ্চিমের বারাণ্ডায় উপবিষ্ট আছেন।

মণি • আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে কাছে বসিতে বলিলেন। বুঝি,তান্ত্রিক ভক্তের সহিত কথা কহিতে কহিতে তাঁহাকেও উপদেশ দিবেন। শ্রীযুক্ত মহিম চক্রবর্ত্তী তান্ত্রিক ভক্তেটিকে ঠাকুরকে দশ্রন করিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভক্তটি গেরুয়া বসন পরিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( তান্ত্রিক ভক্তের প্রতি )—এ সব তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গ, কপালি পাত্রে স্থা পান করা; ঐ স্থাকে কারণ-বারি বলে, কেমন ?

তান্ত্ৰিক—ুআজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ত্রগার পাত্র; না ?

তান্ত্রিক—তিনতোলা প্রমাণ। শব সাধ্দের জন্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার স্থরা ছুঁ'বার যো নেই।

তান্ত্রিক—আপনার সহজানন্দ; সে আনন্দ হলে কিছুই চাই না!

শ্রীরামকৃষ্ণ — আবার দেখো, আমার জপ তপও ভাল লাগে না। তবে সর্ববদা স্মর্ণ মনন আছে। আছো ষড়চক্র, ওটা কি ?

তান্ত্রিক—আচ্ছা, ও সব নানাতীর্থের ন্যায়। এক এক চক্রে শিবশক্তিঃ চক্ষে দেখা যায় না; কাটলে বেরোয় না। পল্লের মৃণাল শিবলিক্ষ; পল্লকর্ণিক।য় আতাশক্তি যোনিরূপে।

মণি নিঃশব্দে সমস্ত শুনিতেছেন। তাঁর দিকে তাকইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তান্ত্রিক ভক্তকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (তান্তিকের প্রতি)—আচ্ছা, বীজ্ঞমন্ত্র না পেলে কি বিদ্ধ হয় ?

তান্ত্রিক—হয় ; বিশ্বাদে—গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির দিকে ফিরিয়া ও তাঁহাকে উঙ্গিত করিয়া) ক

তান্ত্রিক ভক্ত চলিয়া গেলে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। রাখাল, মণি প্রভৃতি ভক্তেরা কাছে আছেন। অপরাহ্ন।

শীরামকৃষ্ণ (জয়গোপালের প্রতি)—কারুকে, কোন মতকে বিদ্বেষ করতে নাই। নিরাকার-বাদী সাকার বাদী সকলেই তাঁর দিকে বাচ্ছে; জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সকলেই তাঁকে খুঁজছে, জ্ঞান পথের লোক তাঁকে বলে ব্রহ্ম, যোগীরা বলে আত্মা, প্রমাত্মা। ভক্তেরা বলে ভগবান; আবার আছে যে, নিত্য ঠাকুর, নিত্য দাস।

জয়গোপাল-সব পথই সত্য কেমন করে জানব' ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটা পথ দিয়ে ঠিক যেতে পারলে তাঁর কাছে পৌছান যায়। তথন সব পথের খবর স্থানতে পারে। যেমন একবার কোন উপায়ে ছাদে উঠতে পারলে, কাঠের সিড়ি দিয়াও নামা যায়; একটা বাশ দিয়াও নামা যায়; একটা দড়ি দিয়াও নামা যায়।

"তাঁর কুপা হলে, ভক্ত সব জানতে পারে। তাঁকে একবার লাভ হলে সব জানতে পারবে। একবার যো নসা করে বড় বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, আলাপ করতে হয়—তথন বাবুই বলে দেবে তাঁর ক'ধানা বাগান, পুকুর, কোম্পানীর কাগজ।"

[ ঈশর দর্শনের উপায়।]

জয়গোপাল-কি করে তার কুপা হয় ?

শীরামকৃষ্ণ—তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন সর্ববদা করতে হয়, বিষয়চিন্তা যত পারো ত্যাগ করতে হয়। তুমি চায করবার জন্য ক্লেতে অনেক ক্ষেত্ত জল আনবছো, কিন্তু ঘোগ (আলে গর্ত্ত) দিয়ে সব বেরিয়ে যাচেত্র। নালা কেটে জল আনা রুধা, পগুশ্রম হ'লো।

"চিত্তুদ্দি হলে, বিষয়াসক্তি চলে গেলে, ব্যাকুলতা আসবে; তোমার প্রার্থনা ঈশবের কাছে পঁত্ছিবে। Telegraphএর তারের ভিতর অন্ম জিনিষ মিশাল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের থবর পঁত্ছিবে না।"

"আমি ব্যাকুল হয়ে একলা একলা কাঁদতাম; কোথায় নারায়ণ এই বলে কাঁদতাম। কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেতাম—মহাবায়ুতে লীন।"

''বোগ কিসে হয় ? টেলিগ্রাফের তারে অন্য জিনিষ বা ফুটো না থাকলে হয় ! একবারে বিষয়াসক্তি ত্যাগ'।

"কোন কামনা বাসনা রাখতে নাই। কামনা বাসনা থাকলে সকামভক্তি বলে। নিজাম ভক্তিকে বলে অহেতুকী ভক্তি'। তুমি ভালবাসো আর নাই বাসো, তবু ভোমাকে ভালবাসি। এর নাম

"কথাটা এই, ত কৈ ভালবাসা। খুব ভালবাসা হলে দশনি হয়। সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, বিষয়ীর বিষ্দ্রের উপর টান—এই তিন টান যদি একত্র হয় তাহলে ঈশ্বর দশনি হয়।"

জয়গোপাল বিষয়ী লোক; তাই কি জীৱামকৃষ্ণ তাঁহারই উপযোগী

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ শুক্রবার, ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৮৪ খৃঃ অন্দে, বেলা ৪ টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটিতে বসিয়া আছেন। সহাস্থবদন। সঙ্গে মণি, ধ্রিপদ প্রভৃতি। তআনন্দ চাটু্ধ্যের কথা হরিপদের সহিত হইতেছে, ও ঘোষপাড়ার সাধন ভজনের কথা।

• শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমে নিজের ঘরে আদিয়া বদিয়াছেন। মনি, হরিপদ, বাধানাদি ভক্তগন্ও থাকেন। মনি বেলতলায় অনেক সময় থাকেন।

## ১২• শ্রীপ্রামকৃষ্ণকথামৃত । [ ৫ম ভাগ, ১৮৮৪, জানুয়ারী ৪।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মনির প্রতি)—বিচার আর কোরো না। ওতে শেষে হানি হয়। তাঁকে ডাকবার সময় একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। স্থিভাব, দাসীভাব, সন্তানভাব বা বীরভাব।

"আমার সন্তানভাব। এভাব দেখলে মায়াদেবী পথ ছেড়ে দেন— লজ্জায়।

"বীরভাব বড় কঠিন। শাক্ত ও বৈষ্ণব বাউলদের আছে। ওভাবে ঠিক থাক। বড় শক্ত। আবার আছে—শান্ত, দাস্থ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব। মধুরভাবে সব আছে—শান্ত, দাস্থা, সথ্য ও বাৎসল্য।"

মণির প্রতি—তোমার কোনটা ভাল লাগে ?

মণি--- সব ভাবই ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সব ভাব সিদ্ধ অবস্থায় ভাল লাগে। সে অবস্থায় কানগন্ধ থাকবে না। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে চণ্ডীদাস ও রজকিনীর কথা—তাদের ভালবাসা কামগন্ধ বিবর্জিত।

"এ অবস্থায় প্রকৃতিভাব। আপনাকে পুরুষ বলে বোধ থাকে না। রূপ গোস্বামী মীরাবাঈ জ্রীলোক বলে তার সহিত দেখা করতে চান নাই। মীরাবাঈ ব'লে পাঠালেন 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ; বৃদ্দাবনে সকলেই সেই পুরুষের দাসী; গোস্বামীর পুরুষ অভিমান করা কি ঠিক হয়েছে ?"

সন্ধ্যার পর মণি আবার শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে বসিয়া আছেন। সংবাদ আসিয়াছে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের অস্থুথ বাড়িয়াছে। তাঁহারই কথা প্রসঙ্গে বাক্ষা সমাজের কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—হ্যাগা; ওদের ওখানে কি কেবল লেকচার দেওয়া ? না ধ্যানও আছে। ওরা বুঝি বলে উপাসনা।

"কেশব আগে থৃষ্টান ধর্মা, খৃষ্টানি মত খুব চিন্তা করেছিলেন— সেই সময় ও তার আগে দেবেন্দ্র ঠাকুরের ওখানে ছিলেন।"

মণি—কেশব বাবু প্রথম প্রথম যদি এখানে আসতেন তা' হলে সমাক্ত সংস্কার নিয়ে বাস্ত ২তেন না। জাতিভেদ উঠানো, বিধবা বিবাহ, অগুজাতে বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক কর্মালয়ে অতে ব্যস্ত হতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশব এখন কালী মানেন-চিন্মরী কালী-আত্যাশক্তি। আর মা মা বলে তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন করেন।

"আচ্ছা, ত্রাহ্মসমাজ ঐ রকম কি একটা পরে দাঁডাবে ?"

মণি—এ দেশের মাটী তেমন নয়। ঠিক যা তা একবার হবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, সনাতনধর্মা, ঋষির। যা বলেছেন, তাই থেকে গাবে। তবে আক্ষাসমাজ ও ঐ রকম সম্প্রদায়ও একটু একটু থাক্বে। সবই ঈশবের ইচ্ছায় হচ্চে যাচেচ।

বৈকালে কলিকাতা হইতে কতকগুলি ভক্ত আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক গান ঠাকুরকে শুনাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি গানে আছে 'মা তুমি আমাদের লাল চুদী মুখে দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছ; আমরা চুদী ফেলে যখন তোমার জন্ম চীৎকার করে কাঁদবো তখন ভূমি আমাদের কাছে নিশ্চয় দৌড়ে আসবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)— তারা কেমন লাল চুদীর গান

মণি—আজ্ঞা, আপনি কেশব দেনকে এ লাল চুদীর কথা

শীরামকৃষ্ণ—হাঁ; আর চিদাকাশের কথা—আরো দব অনেক কথা হোতো; আর আনন্দ হোতো। গান, নৃত্য হোতো।

# প্রথম ভাগ-চভুদ্দশ **শশু**। প্রথম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণেশ্বরে মণিলাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

আজ রবিবার, ৯ই মার্চচ, ২৭শে ফাস্কুন,১৮৮৪ খৃষ্টাবন। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশর মন্দিরে অনেকগুলি ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন; মণিলাল ম্লিক, সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ, বলরাম, মাষ্টার, ভবনাথ, রাখাল, লাটু, অধর, মহিমার্চরণ, হরিশ, কিশোরী (গুপ্ত), শিবচন্দ্র প্রভৃতি। এখনও গিরীশ, কালী, সুবোধ প্রভৃতি আসিয়া জুটেন নাই। শরৎ ১২২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। [ ৫ম ভাগ, ১৮৮৪, মার্চ্চ ৯।
শশী ইহারা সবে তু' একবার দেখিয়াছেন। পূর্ণ, ছোট নরেন প্রভৃতিও
তাঁহাকে এখনও দেখেন নাই।

শ্রীরামক্ষের হাতে বাড়বাঁধা। রেলের ধারে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়াছে—তথন ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। সবে হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সর্ববদাই হাতের যন্ত্রণা।

কিন্তু এই অবস্থাতেই প্রায় সমাধিস্থ থাকেন ৩ ভক্তদের গভীর তত্ত্বকথা বলেন।

একদিন যন্ত্রণায় কাঁদিতেছেন, এমন সময় সমাধিস্থ হইলেন।
সমাধির পর প্রকৃতিস্থ হইয়া মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তগণকে বলিতেছেন
বাবু সচ্চিদানন্দ লাভ না হ'লে কিছুই হ'ল না। ব্যাকুলতা না
হ'লে হবে না। আমি কেঁদে কেঁদে ভাকতাম আর বলতাম ওহে
দীননাথ, আমি ভক্তন সাধনহীন, আমায় দেখা দিতে হবে।

সেইদিন রাত্রে আবার মহিমাচ্রণ, অধর, মান্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমাচরণের প্রতি )—এক রকম আছে **অহেতু**কী ভক্তি. এইটা যদি সাধতে পার।

আবার অধরকে বলিতেছেন—এই হাতটাতে একটু হাত বুলাইয়া দিতে পার ?

আজ ৯ই মান্ত ১৮৮৪ খুঃ অঃ। মণিলাল মল্লিক ও ভবনাথ Exhibition এর কথা বলিভেছেন—১৮৮৩-৮৪ খুঃ অঃ, Asiatic Museum এর কাছে হইয়াছিল। তাঁহারা বলিভেছেন—কত রাজারা বহুমূল্য জিনিষ , সব পাঠাইয়াছেন, সোনার খাট ইভ্যাদি;—একটা দেখবার জিনিষ।

## [ এরামকৃষ্ণ ও ধন, ঐশ্বর্য্য ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি সহাস্থে)—হাঁ, গেলে একটা ংবশ লাভ হয়। ঐ সব সোনার জিনিষ, রাজারাজড়ার জিনিষ দেখে সব ছা। হইরা যায়। সেটাও অনেক লাভ। হাদে, কলকাতায় বখন আমি আসতাম, লাট সাহেবের বাড়ী আমাকে দেখাত—মামা, ঐ দেখ, লাট সাহেবের বাড়ী, বড় বড় থাম। মা দেখিরে দিলেন, কতকণ্ডিলি মাটির ইট উচু করে সাজান।

"ভগবান ও তাঁর ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যা ত্র'দিনের জন্ম ; ভগবানই সত্য। বাজীকর আর তার বাজী। বাজী দেখে সব অবাক, কিন্তু সব মিধ্যা: বাজীকরই সভ্য ! বাবু **আ**র তার বাগান। বাগান দেখে, বাগানের মালিক বাবকে সন্ধান করিতে হয়।"

মণি মল্লিক ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—আবার কভ বড় ইলেক্ট্রিক লাইট দিয়েছে। তথন আমাদের মনে হয় তিনি কত বড়, যিনি रेलक्षिक लारेषे करत्राहन!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলালের প্রতি)—আবারী এক মতে আছে. তিনি এই সৰ হ'ষে রয়েছেন : আবার যে বলছে সেও তিনি। ঈশ্বর মায়া, জীব, জগৎ।

মিউজিয়মের কথা পড়িল।

্রীরামকৃষ্ণ ও দাধুদঙ্গ। যোগীর ছবি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আমি একবার মিউজিয়মে গিছলুম: তা দেখালে ইট. পাথর হ'য়ে গেছে, জ্ঞানোয়ার পাথর হ'য়ে গিয়েছে। দেখলে সঙ্গের গুণ কি ! তেমনি সর্ববদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।

মণি মল্লিক ( সহাস্যে )—আপনি ওখানে একবার গেলে আমাদের ১০।১৫ বৎসর উপদেশ চলত।

শ্রীরামক্ষ ( সহাস্থে )—কি উপমার জন্য ?

বলরাম—না : এখানে ওখানে গেলে হাত সারবে না !

শ্রীরামক্ষ্ণ-আমার ইচ্ছা যে তু'থান। ছবি যদি পাই। একটা ছবি, যোগী ধূনি স্কেলে বসে আছে ; আর একটি ছবি, যোগী গাঁজার কলকে মুথ দিয়া টানছে আর সেটা দপ করে জলে উঠেছে।

"এ সব ছবিতে বেশ উদ্দীপন হয়। যেমন সোলার আতা দেখলে শত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।"

"তবে যোগের বিদ্ন—কামিনীকাঞ্চন। এই মন শুদ্ধ হ'লে যোগ হয়় মনের বাদ কপালে (আজ্ঞা-চক্রে); কিন্তু দৃষ্টি লিঙ্গ, গুছ, नीं ভিতে— अर्थां कांबिनी कांकरन । माधन कंत्ररल के मरनंत्र छर्क দন্তি হয়।"

"কি সাধন করলে মনের উর্দ্ধনৃত্তি হয় 🏞 সর্ববদা সাধুসঙ্গ করলে সব জানতে পারা যায়।"

"ঋষিরা সর্ববদা হয় নির্জ্জনে, নয় সাধুসঙ্গে থাকতেন—তাই তাঁরা অনায়াসে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরেতে মন যেগে করেছিলেন —নিন্দা ভয় কিছু নাই।"

"ত্যাগ করতে হ'লে ঈশ্বরের কাছে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। যা মিথ্যা নলে বোধ হবে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ।"

"ঋষিদের এই পুরুষকার ছিল। এই পুরুষকারের দারা ঋষিরা ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন।"

"কচ্ছপ যদি হাত পা ভিতরে সাঁধ ক'রে দেয়, চারখানা করে কাটলেও হাত পা বার করবে না।

"সংসারী লোক কপট হয়—সরল হয় না। মুথে বলে ঈশ্বরে ভালবাসি কিন্তু বিষয়ে কত টান কামিনী কাঞ্চনে যত ভালবাসা তাব অতি অল্ল অংশও ঈশ্বরের দিকে দেয় না। অগচ মুথে বলে ঈশ্বরকে ভালবাসি।"

(মণি মল্লিকের প্রতি)—কপটতা ছাড়ো।"

মণিলাল-মানুষ সহস্কে না ঈশ্বর সম্বন্ধে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ-সব রকম। মানুষ সম্বন্ধেও বটে, আর ঈশ্ব সম্বন্ধেও বটে: কপটতা করতে নাই।

"ভবনাথ কেমন সরল। বিবাহ করে এদে আমায় বল্ছে, জীর উপর আমার এত স্নেহ হ'চেচ কেন ? আহা। সে ভারি সরল।"

"তা স্ত্রীর উপর ভালবাসা হ'বে না ? এটী জগৎমাতার ভুবন মোহিনী মারা। স্ত্রীকে বোধ হয় পৃথিবীতে অমন আপনার লোক আর হ'বে না—আপনার লোক, জীবনে মরনে, ইহকালে পরকালে।"

"এই স্ত্রী নিয়ে মানুষ কি না হুংখ ভোগ করছে, তবু মনে করে থে এমন আত্মীয় আর কেউ নাই। কি ছুরবস্থা। কুড়ি টাকা মাইনে— তিনটে ছেলে হ'য়েছে—তাদের ভাল করে খাওয়াবার শক্তি নেই বাড়ীর ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, মেয়ামত করবার পয়দা নাই—ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না—ছেলের পৈতে দিতে পারে না—এর কার্ছে আট আনা ওর কাছে চার আনা ডিক্ষে করে।"

"বিছার্রপিনী স্ত্রী যথার্থ সহধর্মিনী। স্বামীকে ঈশরের পথে যেতে বিশেষ সহায়তা করে। তু'একটি ছেলের পর তু'জনে ভাই ভূগিনীর মত থাকে। তুজনেই ঈশরের ভক্ত—দাস ও দাসী। তাদের সংসার, বিদ্যার সংসার। ঈশরকে ও ভক্তদের লয়ে সর্ববদা আনন্দ। তারা জানে ঈশরই একমাত্র আপনার লোক—অনস্ত কালের আপনার। স্থথে তুংথে তাঁকে ভুলে না—যেমন পাণ্ডবেরা।"

[ সংসারী ভক্ত ও ত্যাগী ভক্ত ]

"সংসারীদের ঈশ্বরাসুরাগ ক্ষণিক—-যেমন তপ্ত থোলায় জল পড়েছে
— জ্যাক করে উঠলো— তারপরেই শুকিয়ে গেল।"

"সংসারী লোকদের ভোগের দিকে মন রয়েছে—তাই জন্ম দে অমুরাগ সে ব্যাকুলতা হয় না।"

"একাদশী তিন প্রকার। প্রথম—নির্ভ্জলা একাদশী, জল পর্যান্ত খাবে না। তেমনি ফকির পূর্ণত্যামী, একবারে সব ভোগ ত্যাগ। দিতীয়—ত্বধ সন্দেশ খায়—ভক্ত যেমন গৃহে সামান্ত ভোগ রেখে দিয়েছে। তৃতীয়—লুচি ছকা খেয়ে একাদশী—পেট ভরে খাচে; হ'ল তু'খানা কুটি তুধে ভিজ্ছে, পরে খাবে।"

"লোকে, সাধন ভজন করে, কিন্তু মন কামিনীকাঞ্চনে, মন ভোগের দিকে, তাই সাধন ভজন ঠিক হয় না ।"

"হাজরা এখানে অনেক জপ তপ কর্ত, কিন্তু বাড়ীতে স্ত্রী ছেলে পুলে, জমি এসব ছিল, কাজে কাজেই জপ তপও করে, ভিতরে ভিতরে দালালিও করে। এ সব লোকের কথার ঠিক থাকে না। এই বলে মাছ খাব না. আবার খায়।"

"টাকার জন্ম লোকে কিনা ক'র্তে পারে। ব্রাহ্মণকে, সাধুকে মোট বহাতে পারে।"

· "সন্দেশ পচে যেত, তবু এসব লোককে দিতে পারতুম না। অশ্য লোকের হেগো ঘটীর জল নিতে পার্তুম, এসব লোকের ঘটী ছুঁতুম না।"

"হাজরা টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকত—ডেকে লম্ব। লম্বা কথা শোনাত, আবার তাদের বোল্ড, রাধাল টাখাল যা সব দেখছ—ওরা জপ তপ করতে পাবে না – হো হো কবে বেড়ায়। "আমি জ্বানি যে যদি কেউ পর্ববৈতের গুহায় বাদ করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাদ করে, নানা কঠোর করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষয়ে মন—কামিনীকাঞ্চনে মন—দে লোককে আমি ৰলি ধিক; আর যার কামিনীকাঞ্চনে মন নাই—খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধহা "

(মণি মল্লিককে দেখাইয়া)— এর বাড়ীতে সাধুর ছবি নাই। সাধু-দের ছবি রাখলে ঈশবের উদ্দীপন হয়।

মণিলাল—আছে, নন্দিনীর \* ঘরে ভক্ত মেমের ছবি আছে।
মেম ভজনা ( Prayer ) ক'রছে। আর একখানা ছবি আছে—
বিশাস পাহাড় ধরে একজন আছে, নীচে অতলম্পর্শ সমুদ্র, বিশাস
ছেড়ে দিলে একবারে অতল জলে পড়ে যাবে।

"আর একটী ছবি আছে—কয়টী বালিকা বর আসবে বলে প্রদীপে তেল ভরে জেগে বলে আছে। যে ঘূমিয়ে পড়েছে, দে দেখতে পাবে না। ঈশ্বকে বর বলে বর্ণনা করেছে।" (Parable of the Ten Virgins.)

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—এটা বেশ।

মণিলাল—আরো ছবি আছে—বিশ্ব দের বৃক্ষ। আর পাপ পুণ্যের ছবি (Sin and virtue.)

শীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি)—বেশ সব ছবি; তুই দেখতে যাস্।
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন, "এক একবার ভাবি—তখন
ওসব ভাল লাগে না। প্রথমে একবার পাপ পাপ কর্তে হয়, কিনে
পাপ থেকে মুক্তি হয়, কিন্তু তাঁর কৃপায় একবার ভালবাসা যদি
আসে, একবার রাগ ভক্তি যদি আসে তাহ'লে পাপ পুণ্য সব ভুল
হ'য়ে য়ায়। তখন আইনের সঙ্গে, শাস্তের সঙ্গে তফাৎ হ'য়ে য়ায়।
অমুতাপ কর্তে হ'বে, প্রায়শ্চিত কর্তে হ'বে, এ সব ভাবনা আর
থাকে না।

"বেষন বাঁকা নদী দিয়ে, অনেক কষ্টে এবং অনেককণ পরে গন্তব্য স্থানে যাচছ। কিন্তু যদি বত্যে হয় তাহ'লে সোজা পথ দিয়ে অল্লকণের মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌছান যায়। তখন ড্যাঙ্গাতেই এক বাঁশ জল।

"প্রথম অবস্থায় অনেক ঘুরতে হয়, অনেক কট করতে হয়।

मिनी—मिन पश्चिरकत्र विश्वा कला, प्रकृत्वत्र छक्तः ।

"রাগভক্তি এলে খুব সোজ।। যেমন মাঠের উপর ধান কাটার পর যেদিক দিয়ে যাও। আগে আলের উপর দিয়ে ঘূরে ঘূরে যেতে হ'ত এখন বেদিক • দিয়ে যাও। যদি কিছু খড় খাকে—জুতা পায়ে দিয়ে চলে গেলে আর কোন কফ নাই। বিবেক, বৈরাগ্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস এসব থাকলে আর কোন কফ্ট নাই <sub>।</sub>"

[এীরামক্বফ ও ধ্যানযোগ। শিবষোগ, বিফু্যোগ। নিরাকার ধ্যান ও সাকার ধ্যান] মণিলাল ( এীরামক্ষের প্রতি )—আচ্ছা, ধ্যানের কি নিরম ? কোথায় ধ্যান করতে হয় ?

জীরামকৃষ্ণ—হৃদয় ভঙ্কাপেট। জায়গা। হৃদয়ে ধ্যান হতে পারে, অথবা সহস্রারে, এগুলি আইনের ধ্যান—শান্তে আছে। তবে ভোমার ষেখানে অভিকৃচি ধ্যান করতে পার। সবস্থানই ত ব্রহ্মময়; কোথায় তিনি নাই গ

"যখন বলির কাছে তিন পায় নারায়ণ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ঢেকে কেললেন, তথন কি কোন স্থান বাকী ছিল ? গঙ্গাতীরওইযেমন পবিত্র, আবার যেখানে খারাপ মাটী আছে সেও তেমনি পবিত্র। আবার আছে এ সমস্ত তাঁরই বিরাটমূর্ত্তি।"

"নিরাকার থ্যান ও সাকার থ্যান। নিরাকার খ্যান বড় कठिन। तम शांति या किं कू तम्बेह अन्ह—नीन ट्रा यात : किवन य-স্বরূপ চিন্তা। সেই স্বরূপ চিন্তা করে শিব [নাচেন। 'আমি কি', 'আমি কি'. এই বলে নাচেন।"

"একে বলে শিব্যোগ। ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়। 'নেতি', 'নেতি' করে জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা।"

"আর এক আছে বিমূযোগ। নাসাগ্রে দৃষ্টি; অর্দ্ধেক অগতে, অর্দ্ধেক অন্তরে। সাকার ধ্যানে এইরূপ হয়।"

"শিব কখন কখন দাকার চিন্ত। করে নাচেন।—'রাম' 'রাম' বলে নাচেন।"

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মণিলাল মল্লিক পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী। ভবনাথ, রাখাল, মান্টার মাঝে মাঝে ব্রাহ্মদমাজে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ওঁকারের ব্যাখ্যা ও ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শনের পর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

### [ অনাহত ধানি ও পরমপদ। ]

শীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—শব্দ ব্রহ্মা, ঋষি মুনিরা ওই শব্দ লাভের জন্য তপস্থা ক'রতেন। সিদ্ধ হ'লে শুন্তে পায়, নাভি থেকে ঐ শব্দ আপনি উঠছে—অনাহত শব্দ।

"একমতে, শুধু শব্দ শুন্লে কি হ'বে ? দূর থেকে শব্দ-কল্লোল শোনা যায়। সেই শব্দ কল্লোল ধ'রে গেলে সমুদ্রে পৌছান যায়। যে কালে কল্লোল আছে সে কালে সমুদ্রও আছে। অনাহত ধ্বনি ধ'রে ধ'রে গেলে তার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁর কাছে পৌছান যায়। তাকেই প্রম পদ \* বলেছে। 'আমি' থাকতে ওরপ দর্শন হয় না। যেখানে 'আমিও' নাই 'তুমি'ও নাই; একও নাই, অনেকও নাই; সেইখানেই এই দর্শন।"

### [জীবাত্মার ও পরমাত্মার যোগ সমাধি।]

"মনে কর সূর্য্য আর দশটী জলপূর্ণ ঘট রয়েছে, প্রত্যেক ঘটে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচছে। প্রথমে দেখা যাচছে একটী সূর্য্য ও দশটী প্রতিবিদ্ধ সূর্য্য। যদি ৯টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া যায়, তাহলে বাকী থাকে একটি সূর্য্য ও একটী প্রতিবিদ্ধ সূর্য্য। এক একটী ঘট যেন এক একটি জীব। প্রতিবিদ্ধ সূর্য্য ধরে ধরে মত্য সূর্য্যের কাছে যাওয়া যায়। জীবাজা থেকে পরমাজায় পোঁছান যায়। জীব (জীবাজা) যদি সাধন ভঙ্গন করে তাহলে পরমালা দর্শন করতে পারে। শেষের ঘটটী ভেঙ্গে দিলে কি আছে মুখে বলা যায় না।"

"জীব প্রথমে অজ্ঞান হ'য়ে থাকে। ঈশ্বর বোধ নাই, নানা জিনিষ বোধ— অনেক জিনিষ বোধ। যখন জ্ঞান হয় তখন তার বোধ হয় যে ঈশ্বর সর্বভিত্তে আছেন। যেমন পায়ে কাঁটা ফুটেছে, আর একটি কাঁটা জোগাড় করে এনে ঐ কাঁটাটি তোলা। অর্থাৎ জ্ঞান কাঁটা ঘারা অজ্ঞান কাঁটা তুলে ফেলা।"

<sup>&#</sup>x27;यव नारमा विजीवरा ।' "उपिरकः अत्रयः अपः जमा अभावि ऋत्रः।"

"আবার বিজ্ঞান হ'লে, তুই কাঁটাই ফেলে দেওয়া—অজ্ঞান কাঁটা এবং জ্ঞান কাঁটা। তথন ঈশ্বের সঙ্গে নিশিদিন কথা, আলাপ হচ্চে —শুধু দর্শন নয়।"

"বে দ্বংর কথা কেবল শুনেছে সে অজ্যান; যে দুধ দেখেছে তার জ্যান হ'য়েছে। যে দুধ খেয়ে জফ্যপুষ্ট হ'য়েছে তার বিজ্ঞান হ'য়েছে।"

এইবার ভক্তদের বুঝি নিজের অবস্থা বুঝাইয়া দিতেছেন। বিজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া বুঝি নিজের অবস্থা বলিতেছেন।

[ শ্রীরামকুফের অবস্থা—শ্রীমুখ কথিত। ঈশ্বর দর্শনের পর অবস্থা ]

শীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—জ্ঞানী সাধু আর বিজ্ঞানী সাধু প্রভেদ আছে। জ্ঞানী সাধুর বস্বার ভঙ্গি আলাদা। গোঁপে চাড়া দিয়ে বসে।কেউ এলে বলে, 'কেমন বাবু, ভোমার কিছু জিজ্ঞাদা আছে ?'

'যে ঈশরকে সর্বদা দর্শন কর্ছে,তার সঙ্গে কথা কচ্চে (বিজ্ঞানী), তার স্বভাব আলাদা; কথনও জড়বৎ, কথনও পিশাচবৎ, কথনও বালকবৎ, কথনও উন্মাদবৎ।"

"কথনও সমাধিস্থ হ'য়ে বাহ্য শূন্য হয় -- জড়বৎ হ'য়ে যায়।"

"ব্রহ্মময় দেখে তাই পিশাচবৎ; শুচি অশুচি বোধ থাকে না। ংয় ত বাছে করতে করতে কুল থাচেছ, বালকের মত। স্বপ্নদোষের পর অশুদ্ধি বোধ করে না—শুক্রে শরীর হ'য়েছে এই ভেবে।

"বিষ্ঠা মূত্র জ্ঞান নাই; সব ব্রহ্মময়। ভাত ও ডাল অনেক দিন রাখলে বিষ্ঠার মতন হয়ে যায়।"

"আবার উন্মাদবৎ; তার রকম সকম দেখে লোকে মনে করে। পাগল।"

' আবার কখনও বালকবং; কোন পাশ নাই, লড্জা, ঘ্লা, সঙ্গোচ প্রভৃতি!"

'ঈশ্বর দশ নের পর এই অবন্থ। বেমন চুম্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাল যাচেছ, জাহাজের জ্রু, পেরেক আল্গা হ'য়ে খুলে যায়। দুশব দশনের পর কাম ক্রোধাদি আর থাকে না।"

"মা কালীর মন্দিরে যথন বাজ পড়েছিল, তখন দেখেছিলাম, জুর মুখ উড়ে গেছে।" "যিনি ঈশর দশনি ক'রেছেন, তাঁর ঘারা আর ছেলেমেয়ে জন্ম দেওয়া, স্মন্তির কাজ হয় না। ধান পুঁতলে গাছ হয়, কিন্তু ধান সিদ্ধ করে পুঁতলে গাছ হয় না।

"যিনি ঈশর দর্শন করেছেন, তাঁর 'আমি'টা নামমাত্র থাকে; সে 'আমি'র দারা কোন অন্যায় কাজ হয় না। নাম মাত্র থাকে- যেমন নারিকেলের বেল্লোর দাগ। বেল্লো ঝরে গেছে—এখন কেবল দাগ মাত্র।"

ি ঈশ্বর দশনের পর 'আমি'। শ্রীবামরুষ্ণ ও ৮কেশব সেন।

শীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)— আমি কেশব সেনকে বল্লাম, 'আমি' ত্যাগ করো—আমি কর্ত্তা— আমি লোককে শিক্ষা দিছি। কেশব বললে, ''মহাশার, তাহ'লে দল টল থাকে না।" আমি বললাম, 'বজ্জাৎ আমি' ত্যাগ কর।"

"ঈশবের দাস আমি', 'ঈশবের ভক্ত আমি' ত্যাগ কর্তে হবে না। 'বজ্জাৎ আমি' আছে ব'লে 'ঈশবের আমি' থাকে না।"

''ভাঁড়ারি একজন থাক্লে বাড়ীর কর্তা ভাঁড়ারের ভার লয় না।" [জ্রীগামরুফ, মানুষলীলা ও অবভারতত্ব ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )—দ্যাখে, এই হাতে লাগার দরুল আমার স্বভাব উল্টে থাচছে। এখন মানুষের ভিতর ঈশবের বেশী প্রকাশ দেখিয়ে দিচছে। যেন বল্ছে—আমি মানুষের ভিতর রইচি, তুমি মানুষ নিয়ে আনন্দ কর।

"তিনি শুদ্ধ ভক্তের ভিতর বেশী প্রকাশ—তাই নরেন্দ্র, রাখাল এদের জন্ম এত ব্যাকুল হই।"

"জলাশয়ের কিনারায় ছোট ছোট গত্ত থাকে, সেইখানে মাছ, কাঁকডা এসে জমে. তেমনি মাসুষের ভিতর ঈশবের প্রকাশ বেশী।"

'এমন আছে যে শাল্ঞাম হ'তেও বড় মানুষ। নরনারায়ণ।

"প্রতিমাতে তাঁর আবিভাব হয় আর মামুষে হবে না <u>গু</u>"

"তিনি নরশীলা কর্বার জন্ম মাসুষের ভিতর অবতীর্ণ হন, যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্মদেব। অবতারকে চিন্তা কর্লেই তাঁর চিন্তা করা হয়।"

ব্রাক্ষভক্ত ভগবান দাস আসিয়াছেন।

শীরামকৃষ্ণ ( ভগবান দাদের প্রতি )—ঋযিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, অনন্তকাল আছে ও থাক্বে। এই সনাতন ধর্মের ভিতর নিরাকার সাকার সব রকম পূজা আছে; জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ সব আছে। অস্থান্থ যে সব ধর্মে, আধুনিক ধর্ম ; কিছুদিন থাক্বে আবার যাবে।

# পঞ্চম ভাগ-পঞ্চদশ খণ্ড। প্রথম পরিক্ষেদ।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্বম্ব। ৺ফলহারিণী পূজা ও বিদ্যাস্থন্দরের যাত্রা।

ি দক্ষিণেখরে শ্রীরামকৃষ্ণ, রাখাল ( স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) অধর, হরি, ( স্বামী তুরীয়ানন্দ ) প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।]

ঠাকুর শীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ব-পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন; বেলা ১১টা হইয়াছে। রাখাল, মান্টার প্রভৃতি ভক্তেরা সেই ঘরে উপস্থিত আছেন। গত রাত্রে ৺ফলহারিণী কালীপূজা হইয়া গিয়াছে; সেই উৎসব উপলক্ষে নাটমন্দিরে শেষ রাত্রি হইতে যাত্রা হইয়াছে—বিছা- ফ্লেরের যাত্রা। শীরামকৃষ্ণ সকালে মন্দিরে মাকে দর্শন করিতে গিয়া একটু যাত্রাও ও নিয়াছেন। যাত্রাওয়ালারা স্নানান্তে ঠাকুর শীরাম-কৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

আৰু শনিবার ১২ই জৈচি, ২৪শে মে ১৮৮৪ খৃঃ অঃ, অমাবস্থা। যে গৌরবর্ণ ছোকরাটি বিত্যা সাজিয়াছিলেন, তিনি স্থন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত আনন্দে অনেক ঈশ্বীয় কথা কহিতেছেন। ভক্তগণ আগ্রহের সহিত সমস্ত শুনিতেছেন;

শীরামকৃষ্ণ (বিভা অভিনেতার প্রতি)—তোমার অভিনয়টি বেশ হয়েছে। ষদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে, কি একটা কোন বিভাতে ভাল হয়, সে যদি চেফা করে,শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ করতে পারে।
[ যাত্রাওয়ালাকে ও চানকের সিপাইদিগকে শিক্ষা—অভ্যাস বোগ;

'মৃত্যু স্মরণ কর।' ]

"আর তোমরা যেমন অনেক অভ্যাস করে গাইতে, বাজাতে বা

নাচতে শিখ, দেইরূপ ঈশ্বেতে মনের যোগ অভ্যাস করতে হয়; পূজা জ্প ধ্যান এ সৰ নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়।"\*

"তোমার কি বিবাহ হয়েছে ? ছেলে পুলে ?"

বিভা--আজে, একটা কন্যা গত; আরো একটা সন্তান হয়েছে।
শীরামকৃষ্ণ--এর মধ্যে হোলো, গেল! ভোমার এই কম বয়স।
বলে--'সাঁজ সকালে ভাতার ম'লো কাঁদ্ব কত রাও'! (সকলের হাস্য।)

"সংসারে স্থাত দেখছ। ষেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া। খেলে হয় অম-শূল।"

"যাত্রাওয়ালার কাঞ্চ কর্ছ, তা বেশ। কিন্তু বড় ষন্ত্রণ। এখন কম বয়স, তাই গোলগাল চেহারা। তার পর সব তুবড়ে যাবে! যাত্রাওয়ালারা প্রায় ঐ রকমই হয়। গাল-তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা। (সকলের হাস্য।)"

"আমি কেন বিভাস্থন্দর শুনলাম? দেখলাম—ভাল, মান, গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নারায়ণই এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করছেন।"

বিছা—আজে, কাম আর কামনা তফাৎ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ-কাম যেন গাছের মূল, কামনা যেন ডালপালা।

"এই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ছয় রিপু একেবারে ত যাবে না; তাই ঈশবের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশবের ভক্তি-কামনা করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ অর্থাৎ মন্ততা করতে হয়, অহঙ্কার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশবের দাস, ঈশবের সন্তান,এই বলে মন্ততা, অহঙ্কার করতে হয়।"

"সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না।"

[ভোগান্তে যোগ! ভ্রাতৃম্বেহ ও সংসার।]

"কামিনী কাঞ্নে মনের বাজে খরচ হয়। এই দেখ না, ছেলেমেয়ে হয়েছে, যাত্রা করা হচেছ—এই দব নানা কাজে ঈশ্বরৈতে মনের থোগ হয় না।"

<sup>🔹</sup> অভ্যাদদোলেন ও তা মাণিচ্ছাপ্ত মুধন । খন—গীতা, ১২ ১।

"ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জালা। শ্রীমন্তাগবতে আছে—অবধূত চিলকে চবিবৃশ গুরুর মধ্যে একজন করেছিল। চিলের মুখে মাছ ছিল, তাই হাজার কাক তাকে ঘিরে কেলে; যে দিকে চিল মাছ মুখে যায় সেই দিকে কাকগুলো পেছনে পেছনে কা কা করতে করতে যায়। যখন চিলের মুখ থেকে মাছটা আপনি হঠাৎ পড়ে গেল, তখন যত কাক মাছের দিকে গেল, চিলের দিকে আর গেল না।"\*

"মাছ অর্থাৎ ভোগের বস্তু। কাকগুলো ভাবনা চিন্তা। যেখানে ভোগ সেখানেই ভাবনা চিন্তা; ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি।

"আবার দেখ, অর্থ-ই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে হিস্তে নিয়ে গোল হয়। কুকুররা গা ঢাটাচাটি করছে, পরস্পার বেশ ভাব। কিন্তু গৃহস্থ যদি ভাত চুটীফেলে দেয় তাহলে পরস্পার কামড়াকামড়ি করবে।"

"মাঝে মাঝে এখানে আসবে। (মান্টার প্রভৃতিকে দেখাইয়া) এঁরা আসেন। রবিবার কিম্বা অন্ত ছুটিতে আসেন।"

বিত্যা—আমাদের রবিবার তিন মাস। শ্রাবণ, ভাদ্র, আর পৌষ, —বর্ধা আর ধান কাটবার সময়। আজ্ঞা, আপনার কাছে আসব সে ত আমাদের ভাগ্য।

"দক্ষিশেরর আসবার সময় তুজনের কথা শুনেছিলাম—আপনার আর জ্ঞানার্গবের।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাইয়েদের সঙ্গে মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে শুনতে সব ভাল। ষাত্রাতে দেখ নাই ? চারজন গান গাইছে কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন স্থুর ধরে যাত্রা ভেঙ্গে যায়।

বিত্যা—জালের নীচে অনেক পাখী পড়েছে, যদি একসঙ্গে চেষ্টা করে একদিকে জালটা নিয়ে যায় তাহলে অনেকটা রক্ষা হয়। কিন্তু নানাদিকে যদি নানান পাখী উড়িবার চেষ্টা করে তাহলে হয় না।

পামিবং ক্ররং জলুব লিনেহয়ে নিগামিবাঃ।
 ভদামিবং পরিভাজ্য স স্বংসমবিদ্ধৃত।
 শ্রীমন্তাগবত, ১১, ১, ২।

''যাত্রাতেও দেখা যায় মাথায় কলসী রেখেছে অথচ নাচছে।''

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংসার করবে, অথচ মাথার কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশবের দিকে মন ঠিক রাখবে।

"আমি চানকে পণ্টনের দিপাইদিগকে বলেছিলাম, তোমরা সংসারের কাজ করবে, কিন্তু কালরূপ (মৃত্যুরূপ) ঢেঁকী হাতে পড়বে, এটা হুঁদ রেখো।"

"ও দেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকী দিয়ে চিড়ে কাঁড়ে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকী টেপে, আর একজন নেড়ে চেড়ে দেয়। সে হুঁস রাখে যাতে ঢেঁকীর মুষলটা হাতের উপর না পড়ে। এদিকে ছেলেকে মাই দেয়, আর এক হাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে লয়। আবার খদেরের সঙ্গে কথা কচেছ, 'তোমার এত বাকী পাওনা আছে দিয়ে যেয়ো।'

"ঈশবৈতে মন রেখে তেমনি সংসারে নানা কাজ করতে পার। কিন্তু অভ্যাস চাই; আর হুঁসিয়ার হওয়া চাই; তবে তুদিক রাঝা হয়।"

## [ আত্মদর্শন বা ঈশ্বর দর্শনের উপায়— সাধুসঙ্গ ; NOT SCIENCE.]

বিভা—আজ্ঞা, আত্মা যে দেহ থেকে পৃথক তার প্রমাণ কি ?

শীরামকৃষ্ণ—প্রমাণ ? ঈশরকে দেখা যায়; তপস্তা করলে তাঁর কৃপায় ঈশর দর্শন হয়। ৠিধরা আজার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। সারেন্স্এ (science) ঈশরত জানা যায় না, তাতে কেবল এটার সঙ্গে ওটা মিশালে এই হয়; আর ওটার সঙ্গে এটা মিশালে এই হয়; এই সব ইন্দ্রিগ্রাহ্য জিনিষের খবর পাওয়া যায়।

"তাই এ বুদ্ধির দারা এ সব বুঝা ষায় না; সাধুসঙ্গ করতে হয়। বৈছের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে নাড়ী টেপা শেখা যায়।"

বিত্যা—আজ্ঞা, এইবার বুঝেছি!

শীরামকৃষ্ণ — তপাস্থা চাই, তবে বস্তু লাভ হবে। শান্তের শ্লোক মুখস্থ করলেও কিছু হবে না। 'সিদ্ধি সিদ্ধি' মুখে বললে নেশা হয় না। সিদ্ধি খেতে হয়।

"ঈশ্বর দর্শনের কথা লোককে বোঝান যায় না। পাঁচ বৎসরের বালককে সামী স্ত্রীগ মিলনের আনন্দের কথা বোঝান যায় না।" **দক্ষিণেশর।** ফলহারিণী পূজা ও বিদ্যাস্থন্দরের যাত্রা। ১৩৫

বিদ্যা (শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতি)—আজ্ঞা, **আম্মুদর্শন** কি উপায়ে হতে পারে ?

[ রাখালের প্রতি শ্রীরামক্ষের গোপাল ভাব। ]

এই সময়ে রাখাল ঘরের মধ্যে আহার করিতে বদিতেছেন। কিন্তু আনেকে ঘরে আছেন বলিয়া ইতন্তত: করিতেছেন। ঠাকুর আজকাল রাখালকে গোপালের ভাবে পালন করিতেছেন; ঠিক যেমন মা যশোদার বাৎদল্য ভাব!

শীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)—খা না রে: এরা না হয় উঠে দাঁড়াক্। (একজন ভক্তপ্রতি) রাখালের জন্ম বরফ রাখো। (রাখালের প্রতি) বন্ত্গলি তুই আবার যাবি ? রোদ্রে যাস নি।

রাখাল আহার করিতে বসিলেন। ঠাকুর আবার বিদ্যা-অভিনেতা যাত্রাওয়ালা ছোকরাটীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যার প্রতি)—তোমরা সকলে ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পেলে না কেন ? এখানে খেলেই হ'তো।

বিদ্যা—আজ্ঞা, সবাইয়ের মত ত সমান নয়, তাই আলাদা বানাবাডা হচ্ছে। সকলে অতিথিশালায় থেতে চায় না।

রাথাল খাইতে বনিয়াছেন। ঠাকুর শুক্ত দক্ষে বারান্দায় বনিয়া মাবার কথা কহিতেছেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেন।

## [ যাত্রাওয়ালা ও সংসারে সাধনা। ঈশ্বর দর্শনের ( আত্মদর্শনের ) উপায়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যা অভিনেতার প্রতি)—আত্মদর্শনের উপায় ব্যাক লতা। কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে পাবার চেফা। যখন অনেক পিত্ত জমে তখন ন্যাবা লাগে; সকল জিনিষ হলদে দেখায়। হলদে ছাড়া কোন রং দেখা যায় না।

"তোমাদের যানোওয়ালাদের ভিতর ধারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের প্রকৃতি ভাব হয়ে ধায়। মেয়েকে চিন্তা করে মেয়ের মত হাব

ভাব সব হয়। সেইরূপ ঈশবকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁরই সতা পেয়ে যায়।"

"মনকে যে রংএ ছোবাবে দেই রং হয়ে যায়! মন ধোপা-ঘরের কাপড।"

বিদ্যা-তবে একবার ধোপাবাডী দিতে হবে।

শ্রীরামক্ষ্ণ-হা, আগে চিত্তপ্তদ্ধি: তারপর মনকে যদি ঈশ্বর চিন্তাতে ফেলে রাখ তবে সেই রংই হবে। আবার যদি সংসার করা, যাত্রাওয়ালার কাজ করা—এতে ফেলে রাখো, তাহলে সেই রকমই হয়ে যাবে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরি ( তুরিয়ানন্দ ) নারাণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই কলিকাতা হইতে হরি, নারায়ণ, নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ ভট্যা প্রণাম করিলেন। নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের Presidency Collegeএর সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ৰাডীতে বনিবনাও না হওয়াতে শ্যামপুকুরে আলাদা বাসা করিয়। স্ত্রী পল লইয়া আছেন। লোকটি ভারী সরল। এক্ষণে বয়স ২৯।৩০ চ্চাবে। শেষ জীবনে তিনি এলাহাবাদে বাস করিয়াছিলেন। ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁর শ্রীর ত্যাগ হইয়াছিল।

তিনি ধানের সময় ঘণ্টা-নিনাদ প্রভৃতি অনেক রকম শুনিতে ও দেখিতে পাইতেন। ভূটান, উত্তর পশ্চিমে ও নানা স্থানে অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসিতেন।

ছরি (স্বামী তুরীয়ানন্দ) তথন তাঁর বাগবাজারের বাড়ীতে ভাইদের সঙ্গে থাকিতেন। General Assemblyতে প্রবেশিকা পর্যান্ত পড়িয়া আপাততঃ বাড়ীতে ঈশ্বর-চিন্তা শাস্ত্র-পাঠ ও যোগান্ড্যাস করিতেন। মাঝে মাঝে শ্রীরামকুষ্ণকে দক্ষিণেখরে আসিয়া দর্শন ক্রিভেন, ঠাকুর বাগবাজারে বলরামের বাটি গমন ক্রিলে তাঁহাকে কখনও কখনও ডাকাইয়া পাঠাইতেন।

[বৌদ্ধর্মের কথা। ব্রহ্ম বোধ-স্বরূপ। ঠাকুরকে ভোভাপুরীর শিক্ষা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )—বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি. তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ত্রহ্ম অচল, অটল, নিজ্ঞিয় বোধ-স্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয় তথন ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়: তথন মাকুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।

"গ্রাঙট। বলত, মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধ-স্বরূপে।"

"যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ ব্ৰহ্ম-জ্ঞান হয় না! ব্ৰহ্ম জ্ঞান राल, जिन्देतरक पर्भन राल, जार खरा निष्कत वाम खारा : जा ना राल অহংকে বশ করা যায় না। নিজের ছায়াকে ধরা শক্ত : তবে সূর্য্য মাথার উপর এলে ছায়া আধ হাতের মধ্যে থাকে !

[ वत्म्याभाषाहरक मिक्का- केश्वत प्रमंत : खेशात जाश्रतक । ] ভক্ত-স্থার দর্শন কিরূপ ?

শ্রীরামকুষ্ণ--Theatre এ অভিনয় দেখ নাই ? লোক সব পরস্পর कथा काइ, अमन ममन्न भन्ना छित्रं शिन ; उथन मकालन ममन्य मनहा অভিনয়ে যায় ; আর বাহ্ন দৃষ্টি থাকে না—এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া।

"আবার পর্দ্ধা পড়ে গেলে বাহিরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা পড়ে গেলে আবার মানুষ বহিমুখি হয়।"

( নরেক্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি )—তুমি অনেক ভ্রমণ করেছ, সাধুদের কিছু গল্প কর।"

বন্দ্যোপাধ্যায় ভূটানে তুইজন যোগী দেখেছিলেন, তাঁহারা আধ্দের নিমের রস খান : এই সব গল্প করিতেছেন। আবার নর্ম্মদাতীরে সাধুর আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেই আশ্রমের সাধু থেন্টেলুন-পরা বাঙ্গালী বাবুকে দেখে বলেছিলেন 'ইস্কা পেট মে ছুরি হাায়'।

জীরামকৃষ্ণ—দেখ, সাধুদের ছবি ঘরে রাখতে হয়; •ভাহলে সর্ববদ। ঈশবের উদ্দীপন হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায়— আপনার ছবি ঘরে রেখেছি ; আর পাহাড়ে দাধুর ছবি, হাতে গাঁজার কলকেতে আগুন দেওয়া হচ্চে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ; সাধুদের ছবি দেখলে উদ্দীপন হয়। শোলার

আতা দেখলে যেমন সত্যকার আঙার উদ্দীপন হয়; যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে লোকের যেমন ভোগের উদ্দীপন হয়।

"তাই ভোমাদের বলি সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার<sub>।</sub>"

(বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি)—সংসারের জ্বালা ত দেবছ। ভোগ নিতে গেলেই জ্বালা। চিলের মুখে যতক্ষণ মাছ ছিল, ততক্ষণ ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এমে তাকে জ্বালাতন করেছিল।

"সাধুদকে শান্তি হয়; জলে কুন্তীর অনেকক্ষণ থাকে; এক এক বার জলে ভাসে, নিখাস লবার জন্য। তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে!"

িযাত্রাওয়ালা ও ঈশার 'ব লভক'। সকাম প্রার্থনার বিপদ। ]

যাত্রাওয়ালা— আজ্ঞা, আপনি ভোগের কথা বল্লেন, তা ঠিক।
ঈশ্বরের কাছে ভোগের কামনা করলে শেষকালে বিপদে পড়তে হয়।
মনে কত রকম কামনা বাস্না উঠছে, সব কামনাতে ত মঙ্গল হয় না।
ঈশ্বর কল্পতরুক, তাঁর কাছে যা কামনা করে চাইবে তা এসে পড়বে।
এখন মনে যদি উঠে 'ইনি কল্পতরুক, আচ্ছা দেখি বাঘ যদি আসে'।
বাঘকে মনে করতে বাঘ এসে পড়ল; আর লোকটাকে খেয়ে কেল্লে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঐ বোধ, যে বাঘ আসে।

"আর কি বলব, ঐদিকে মন রেখো, ঈশ্বরকে ভুলো না—সরল ভাবে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দিবেন।"

"আর একটা কথা,— যাত্রা শেষে কিছু হরিনাম করে উঠো। তাহলে যারা গায় এবং যারা শুনে সকলে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে নিজ নিজ স্থানে যাবে।"

যাত্রাওয়ালারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।
[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহহাশ্রমের ভক্ত-বধুগণের প্রতি উপদেশ। ]

তুটী ভক্তদের পরিবারেরা আদিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আদিয়াছেন, এই জন্য উপবাস করিয়া আছেন। তুই জা অবগুঠনবতী, তুই ভায়ের বধু। বয়স ২২।২৩এর মধ্যে, তুইজনেই ছেলেদের মা।

শীরামকৃষ্ণ (বধৃদিগের প্রতি)—দেশ, তোমরা শিবপূজ্া কোরো। কি করে পূজা কর্তে হয় 'নিত্যকর্ম্ম' বলে বই আছে, সেই বই পড়ে দেখে লবে। ঠাকুর পূজা করতে হলে ঠাকুরের কাজ আনেককণ ধরে করতে পারবে। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঠাকুরের জলখাবার সাজান, এই সকল করতে হলে ঐ দিকেই মন থাকবে। হীন বুদ্ধি, রাগ, হিংসা, এ সব চলে যাবে। ছুই জায়ে যখন কথাবার্ত্তা কইবে, তখন ঠাকুরদেরই কথাবার্ত্তা কইবে।

[Sree Ramakrishna and the value of Image worship]

"কোন রকম করে ঈশ্বরেতে মনের ধোগ করা। একবারও যেন তাঁকে ভোলা না হয়; যেনন তেলের ধারা, তার ভিতর ফাঁক নাই! একটা ইটকে বা পাথরকে ঈশ্বর ধলে যদি ভক্তি ভাবে পূজা কর, তাতেও তাঁর কুপায় ঈশ্বর দর্শন হতে পারে!"

"আগে যা বল্লুম শিব পূজা—এই দব পূজা করতে হয়। তার পর পাকা হয়ে গেলে বেশীদিন পূজ; করতে হয় না। তখন দর্ববদাই মনের যোগ হয়ে থাকে; দর্ববদাই স্মরণ মনন থাকে।"

বড় বধু ( শ্রীরামক্ষ্ণের প্রতি )—আমাদের কি একটু কিছু বলে দিবেন ?

শীরামকৃষ্ণ (সম্মেহে)—আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্মের পাপ তাপ নিতে হয়। মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছেন। এখন তোমরা-শিব পূজা যা বলে দিলাম তাই কোরো। মাঝে মাঝে আসবে—পরে ঈশুরের ইচ্ছায় যা হয় হবে। স্নান্যাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা করবে।

"বাড়ীতে হরিনাম করতে আমি যে বলেছিলাম, তা কি ংচ্ছে ?" বধু ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—আজে, গ্রা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা উপবাদ কো'রে এদেছ কেন? খেয়ে আদতে হয়।

" মেরেরা আমার মার এক একটি রূপ \* কি না; তাই তাদের কট আমি দেখতে পারি না; জগন্মাতার এক একটী রূপ। খেরে আসবে, আনন্দে থাকবে।"

এই বলিয়া শ্রীযুক্ত রামলাল্পকে বধূদের বসাইয়া জল খাওয়াইতে আদেশ করিলেন। ফলহারিনী পূজার প্রসাদ, লুচি, নানাবিধ ফল, গাদ ভরিয়া চিনির পানা, ও মিফারাদি তাহারা পাইলেন।

<sup>\*</sup> স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ স্বলা জ্বংত্ম— শ্রীদেবীমাহাত্মাম্। চণ্ডী ১১, ৬।

ঠাকুর বলিলেন "তোমরা কিছু খেলে এখন আমার মনটা শীতল হলো; আমি মেয়েদের উপবাসী দেখিতে পারি না।"

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## ভক্ত-সঙ্গে গুহুকথা। শ্রীযুক্ত কেশব সেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের সিঁড়িতে বসিয়া আছেন। বেলা অপরাফ ৫টা হইয়াছে; কাছে অধর, ডাক্তার নিতাই, মাফার প্রভৃতি তু একটি ভক্ত বসিয়া আছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)— দেখ, আমার স্বভাব বদ্ধে যাছে।

এইবার কি গুহু কথা বলিবেন বলিয়া সিঁড়ির এক ধাপ নামিয়া ভক্তদের কাছে বসিলেন। আবার কি বলিতেছেন—

[ God's highest Manifestation is man.

The Mystery of Divine Incarnation, |

"ভক্ত ভোমরা, তোমাদের বলতে কি; আজকাল ঈশ্রের চিন্ময় রূপে দর্শন হয় না। এখন সাকার নররূপে এইটে বলে দিচছে। আমার স্বভাব ঈশ্রের রূপ দর্শন স্পর্শন-আলিঙ্গন করা। এখন বলে দিচ্ছে. 'তুমি দেহ ধারণ করেছ, সাকার নররূপ লয়ে আনন্দ কর।"

"তিনি ত সকল ভূতেই আছেন; তবে মানুষের ভিতর বেশীপ্রকাশ।"

"মানুষ কি কম গা ? ঈশর চিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অহ্য জীব জন্ত পারে না।"

"অশ্য জীব জন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে, তিনি আছেন ; কিন্তু মাতুষে বেশী প্রকাশ।"

"অগ্নি তত্ত্ব সর্ববভূতে আছে, সব জিনিষে আছে ; কিন্তু কান্তে বেশী প্রকাশ।"

"রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ভাই, দেখ হাতী এত বড় জানোয়ারী কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না।" "আবার অবতারে বেশী প্রকাশ। রাম লক্ষাণকে বলেছিলেন, ভাই যে মানুষে দেখবে উজ্মিতা ভক্তি; ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়, সেইখানেই আমি আছি।"

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন। [Influence of Sri Ramakrishna on Sj. Keshab Chandra Sen.]

শীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, কেশব দেন খুব আসত। এখানে এসে অনেক বদলে গেল। ইদানিং খুব লোক হয়েছিল। এখানে অনেকবার এসেছিল দলবল নিয়ে। আবার একলা একলা আসবার ইচ্ছা ছিল।

কেশবের আগে তেমন সাধুসঙ্গ হয় নাই।

"কলুটোলার বাড়ীতে দেখা হোলো; হৃদে সঙ্গে ছিল। কেশব সেন যে ঘরে ছিল, দেই ঘরে আমাদের বসালে। টেবিলে কি লিখছিল, আনেকক্ষণ পরে কলম ছেড়ে কেদারা থেকে নেমে বস্ল; তা আমাদের নমস্কার টমস্কার করা নাই!"

'এখানে মাঝে মাঝে আস্ত। আমি একদিন ভাবাবস্থাতে বল্লাম, সাধুর সম্মুখে পা তুলতে নাই। ওতে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম, তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলে।"

[ আহল সমাজে হরিনাম ও মার নাম। ভক্ত হাদয়ে ঈশার দশন। ]

"আর কেশবকে বল্লাম, 'ভোমরা হরিনাম কোরো, কলিতে তাঁর নাম গুল কীর্ত্তন করতে হয়।' তখন ওরা খোল করতাল নিয়ে হরিনাম ধরলে।\*"

"হরিনামে বিশাস আমার আরও হলো কেন ? এই ঠাকুরবাড়ীতে সাধুরা মাঝে মাঝে আসে; একটী মূলতানের সাধু এসেছিল, গঙ্গাসাগরের লোকের জন্ম অপেক্ষা করছিল। ( সাইতরেকে দেখাইয়া ) এদের বয়সের সাধু। সেই বলেছিল, "উপায় নারদীয় ভক্তি।"

• শ্রীযুক্ত কেশব সেন খোল করতালি ল'মে কমেক বৎসর ধরিয়া ব্রহ্ষনাম ুকরিতেছিলেন। শ্রীরামক্রফের সৃহিত ১৮৭৫ সালে দেখা ইইবার পর হইতে-বিশেষ ভাবে **ছরিনাম ও মামের নাম** খোল করতালি লইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। [ কেশবকে উপদেশ — কামিনী কাঞ্চন আসচুপঙী, সাধ্যক ফুলের গন্ধ।
মাঝে মাঝে নিৰ্জ্জনে সাধন। ী

"কেশব একদিন এসেছিল; রাত দশটা পর্যান্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ কেউ বল্লে, আজ থেকে যাব; সব বটতলায় (পঞ্চবটীতে) বসে! কেশব বল্লে, না কাজ আছে, যেতে হবে।?'

"তথন আমি হেদে বল্লাম, আঁস চুপড়ীর গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না ? একজন মেছুনী মালীর বাড়ীতে অতিথি হয়েছিল; মাছ বিক্রিকরে আস্ছে; চুপড়ী হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেক রাত পর্যান্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; বাড়ীর গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বল্লে, কি গো ছট্ফট্ করছিস্ কেন ? সে বল্লে, কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে খুম হচ্ছে না; আমার আঁস-চুপড়ীটা আনিয়ে দিতে পার? তা হলে বোধ হয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁসচুপড়ী আনাতে, জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেথে, ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল।"

"গল্ল শুনে কেশবের দলের লোকেরা হো হো •করে হাসতে লাগল।"

"ক্রশব সন্ধ্যার পর ঘাটে উপাসনা কললে। উপাসনার পর আমি কেশবকে বল্লুম, দেখ ভগবানই একরপে ভাগবত হয়েছেন, তাই বেদ, পুরাণ তন্ত্র এ সব পূজা করতে হয়। আবার একরপে তিনি ভক্ত হয়েছেন, ভক্তের হৃদেয় তার বৈঠকখানা; বৈঠক খানায় গেলে যেমন বাবুকে অনায়াসে দেখা যায়। তাই ভক্তের পুজাতে ভগবানের পূজা হয়।

"কেশব আর তার দলের লোকগুলি এই কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনলে। পূর্ণিমা, চারিদিকে চাঁদের আলোক। গলাকূলে, সিঁড়ির চাতালে সকলে বদে আছে। আমি বল্লাম, সকলে বল, 'ভাগবত ভক্ত ভগবান।'

"তথন স্কলে এক স্থারে বল্লে, 'ভাগবত ভক্ত ভগবান'। আবার বল্লাম, বল, 'ব্রহ্মাই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্মা'। তারা আবার এক সারে বল্লে 'ব্রহ্মাই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্মা'। তাদের বললাম, যাকে তোমরা ব্রহ্মা বল, তাকেই আমি মা বলি; মা বড় মধুর নাম।"

"যখন আবার তাদের বল্লাম, আবার বল 'গুরুরুঞ্চ বৈষ্ণব'। তথন কেশ্ব বললে, মহাশয় অত দুর নয়! তা হলে সকলে আমাদের গোঁডা বৈষ্ণৰ মনে করবে।"

"কেশবকে মাঝে মাঝে বলতাম তোমরা যাঁচে ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি শক্তি, আত্মাশক্তি বলি। যখন বাক্য মনের অতীত, নিগুৰ নিজ্ঞিয়, তথন বেদে তাঁকে ব্ৰহ্ম বলেছে। যখন দেখি যে তিনি স্প্তি-ম্বিতি প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে শক্তি, **আ**খ্যাশক্তি এই সব বলি।"

"কেশবকে বললাম, সংসারে হওয়া বড কঠিন—বে ঘরে আচার . আর তেঁতুল আর জলের জালা, দেই ঘরেই বিকারী রোগী কেমন করে ভাল হয়: তাই মাঝে মাঝে দাধন ভজন করবার জন্ম নির্জ্জনে চলে যেতে হয়। গুঁডি মোটা হলে হাতী বেঁধে দেওয়া যায় কিন্তু চারা গাছ ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। তাই কেশব লেকচারে বল্লে. তোমরা পাকা হয়ে সংসারে থাক।"

ি অধর, মাষ্টার, নিতাই প্রভৃতিকে উপদেশ, 'এগিয়ে পড়'। ]

" ( ভক্তদের প্রতি )—দেখ কেশব এত পণ্ডিত, ইংরাজিতে Lecture (লেকচার) দিত, কত লোকে তাকে মানত, স্বয়ং Queen Victoria তার দঙ্গে বদে কথা কয়েছে! সে কিন্ত এখানে যখন আসত, শুধু গায়ে; সাধুদর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়. তাই ফল হাতে করে আসত। একেবারে অভিমানশৃ**ন্য**়

"( অধরের প্রতি )—দেখ, তুমি এত বিদ্বান আবার ডেপুটী, তবু ত্মি থাঁদি ফাঁদির বশ। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পরেও আরও ভাল ভাল জিনিষ আছে: রূপার খনি, তার পর সোনার খনি, তার-পর হীরা মাণিক। কাঠরে বনের কাঠ কাটছিল, তাই এক্ষচারী তাকে বললে, "এগিয়ে পড<sup>'</sup>।"

শিবের মন্দির হইতে অবভরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে অধর, মাফার প্রভৃতি ভক্তেরা। এমন সময় বিষ্ণুঘরের সেবক পূজারী শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে সাসিয়া খবর দিলেন শ্রীশ্রীমার পরিচারিকার কলেরা হইয়াছে।

রাম চাটুয়ো ( শ্রীরামকুফের প্রতি )—আমি ও দশটার সময় বল্লুম, আপনারা শুনলেন না।

শ্রীরামক্রম্ভ--আমি কি করবো।

রাম চাটুয্যে—আপনি কি করবেন ? রাখাল, বলরাম এরা সব ছিল, ওরা কেউ কিছু কল্লে না।

মান্টায়—কিশোরী (গুপ্ত) ঔষধ আনতে গেছে আলমবান্ধারে।
শ্রীরামকৃষ্ণ—কি, একলা ? কোথা থেকে আনবে ?
মান্টার—আর কেহ সঙ্গে নাই। আল্মবান্ধার থেকে আনবে।
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মান্টারের প্রতি )—যারা রোগীকে দেখছে তাদের
বলে দাও বাড়লে কি করতে হবে; কমলেই বা কি খাবে।

মাষ্টার—বে আজা।

ভক্তবধ্গণ এইবারে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আবার বললেন, শিবপুজা যেমন বল্লাম ঐরপ করবে। আর থেয়ে দেয়ে এসো, তা না হলে আমার কষ্ট হয়। স্নান্যাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা কোরো।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শীরামকৃষ্ণ এইবার পশ্চিমের গোল বারাগুায় আনিয়া বসিয়াছেন। বল্বেসাপাধ্যায়. হরি, মাফার প্রভৃতি কাছে বিদয়া আছেন। বল্বো-পাধ্যায়ের সংসারের কফ ঠাকুর সব জানেন।

[ বন্দ্যোকে শিক্ষা। ভার্য্যা সংসারের কারণ। শরণাগত হও ]

শীরামর্ফ-'দেখ, এক কপিকে বাস্তে' যত কন্ট। বিবাহ করে, ছেলে পুলে হয়েছে, তাই চাকরী করতে হয়। সাধু কপি লয়ে ব্যস্ত ; সংসারী ব্যস্ত ভার্ঘা লয়ে। আবার বাড়ীর সঙ্গে বনিবনাও নাই, তাই—আলাদা বাসা করতে হয়েছে। (সহাস্তে) চৈতক্সদেব নিতাইকে বলেছিলেন, "শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।"

মাস্টার (স্বগতঃ)—ঠাকুর বুঝি অবিভার সংসারের কথা ব'লছেন। অবিভার সংসারেই বুঝি 'সংসারী জীব' থাকে।

( মাষ্টারকে দেখাইয়া,—সহাস্থে ) ইনিও আলাদা বাসা করে আছেন । 'তুমি কে, না আমি বিদেশিনী'; আর তুমি কে, না 'আমি বিরহিনী'। (সকলের হাস্থা) বেশ মিল হবে।

"তবে তাঁর **শ্রণাগত** হলে আর ভয় নাই। তিনিই রক্ষা ক'রবেন।"

হরি প্রভৃতি—আচ্ছা, অনেকের তাঁকে লাভ করতে অত দেরী হয় কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি জানো, ভোগ আর কর্ম্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। বৈছা বলে, দিন কাটুক-ভার পর সামান্ত ঔষধে উপকার হবে।

'নারদ রামকে বল্লেন, 'রাম! তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে, রাবণ-বধ কেমন করে হবে ? তুমি যে সেই জন্য অবতীর্ণ হয়েছ !' রাম বল্লেন, নারদ! সময় হউক, রাবণের কর্ম্ম-ক্ষয় হোক্, তবে তার বধের উছোগ হবে।\*

(The problem of Evil and Hari (Turiyananda ). ঠাকুবের বিজ্ঞানীর অবস্থা।)

হরি—আচ্ছা, সংসারে এত ত্রঃখ কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সংসার তাঁর লীলা : খেলার মত। এই লীলায় স্থু হুঃখ, পাপ পুণ্য, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাল মনদ, সব আছে। হুঃখ পাপ এ সব গেলে লীলা চলে না।

"চোর চোর খেলায় বুড়ীকে ছুঁতে হয়। খেলার গোড়াতেই বুড়ী ছুঁলে বুড়ী সম্ভট্ট হয় না। ঈশবের (বুড়ীর) ইচ্ছাযে খেলাটা খানিকক্ষণ চলে। তারপর---

> 'ঘুড়ীর লক্ষের হুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা. হাত-চাপড়ী!

"অর্থাৎ ঈশর দর্শন করে তুই একজন মুক্ত হয়ে যায়, অনেক তপস্থার পর, তাঁর কুপায়। তথন মা আনন্দে হাত তালি দেন, 'ভো! কাটা '!' এই বলে।

অধ্যাত্মরামায়ণ' অযোধ্যাকাও।

হরি—থেলায় যে আমাদের প্রাণ যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—তুমি কে, বল দেখি। ঈশরই সব হয়ে রয়েছেন—মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।প

"সাপ হয়ে খাই, আবার রোজা হয়ে ঝাড়ি!' তিনি বিছা অবিছা তুই-ই হয়ে রয়েছেন। অবিছা মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন; বিছা মায়ায় ও গুরু রূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন।

"অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন তিনিই আছেন, তিনিই কর্ত্তা; স্থান্টি, স্থিতি, সংহার করছেন। বিজ্ঞানী দেখেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।

''মহাভাব, প্রেম হলে দেখে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই! ''ভাবের কাছে ভক্তি ফিকে; ভাব পাকালে মহাভাব, প্রেম।

"( বন্দোপাধ্যায়ের প্রতি )—ধ্যানের সময় ঘণ্টাশব্দ এখনও কি শোনো ?"

বন্দ্যো—রোজ ঐ শব্দ শোনা! আবার রূপদর্শন! একবার মন ধরলে কি আর বিরাম হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—হাঁ, কাঠে একবার আগুন ধরলে আর নেবে না। (ভক্তদের প্রতি )—ইনি বিশ্বাসের কথা অনেক জানেন।

বন্দ্যো—আমার বিশাসটা বড় বেশী।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কিছু বল না।

বন্দ্যো—একজনকে গুরু গাড়োল মন্ত্র দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, 'গাড়োলই তোর ইষ্ট।' গাড়োল মন্ত্র জপ করে সে সিদ্ধ হোলো।

"ঘেস্থড়ে রাম নাম করে গঙ্গা পার হয়ে গিছল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার বাড়ীর মেয়েদের বলরামের মেয়েদের সঙ্গে এনো। বলরাম কে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বলরাম কে জানো না ? বোসপাড়ায় বাড়ী।

<sup>†</sup> স্বং স্ত্রী স্বং পুমানসি, স্বং কুমার উঠি বা কুমারী।
স্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্সি স্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোম্থাঃ॥
—শেশুভাশভর উপনিষ্ধ । ৪, ৩।

সরলকে দেখিলে জ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বিভারে হ'য়েন। বন্দ্যো-পাধ্যায় থুব সরল; নিরঞ্জনকেও সরল বলে খুব ভালবাসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—তোমায় নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলছি কেন ? সে সরল সত্য কি না, এইটা দেখবে বলে।

# প্রধান ভাগ—স্থেত্র খণ্ড । প্রথম পরিচ্ছেদ।

## দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্বফের জন্মমহোৎসব

## नद्रत्रत्यापि ভক্তসঙ্গে कौर्डनानस्म ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উত্তরপূর্বর লম্বা বারাণ্ডায় গোপীগোষ্ট,ও স্থবল মিলন কীর্ত্তন শুনিতেছেন। নরোত্তম কীর্ত্তন করিতেছেন। আজ রবিবার ২২এ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ খ্রঃ অঃ,১২ই ফান্তুন ১২৯১, শুক্রাষ্টমী! ভক্তেরা তাঁহার জন্মমহোৎসব করিতেছেন। গত সোমবার ফান্তুন শুক্রা দিতীয়া তাঁহার জন্মতিথি গিয়াছে। নরেন্দ্র, রাথাল, বাবুরাম, ভবনাথ, স্থরেন্দ্র' গিরীন্দ্র, বিনোদ, হাজরা রামলাল, রাম, নৃত্যগোপাল, মণিমল্লিক, পিরীন্দ্র, সিতির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে। কীর্ত্তন প্রাতঃকাল হইতেই ইইতেছে, এখন বেলা ৮টা হইবে। মান্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ইন্ধিত করিয়া কাছে বসিতে বলিলেন।

কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে আসিতে দেরী হইতেছে। কোন রাধাল বলিতেছে, মা যশোদা আসিতে দিতেছেন না। বলাই রোক করিয়া বলিতেছে, আমি শিক্ষা বাজিয়ে কানাইকে আনিব। বলায়ের অগাধ প্রেম।

কীর্ত্তনীয়া সাবার গাহিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতেছেন। গগেপীরা, রাখালেরা, বংশীরব শুনিতেছে, তাহাদের নানা ভাব উদয় হইতেছে।

ঠাকুর বসিয়া ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তন শুনিতেছেন। হঠাৎ নরেন্দ্রের দিকে তাঁহার দৃষ্ট্রিপাত হইল। নরেন্দ্র কাছেই বসিয়াছিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। নরেন্দ্রের জানু এক পা দিয়া স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হুইয়া আবার বসিলেন। নরেন্দ্র সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। কীর্ত্তন চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে আন্তে আন্তে বলিলেন-ঘরে ক্ষীর আছে নরেন্দ্রকে দিগে যা!

ঠাকুর কি নরেন্দ্রের ভিতর সাক্ষাৎ নায়ায়ণ দর্শন করিতেছিলেন। কীর্ত্তনাস্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে আদর করিয়া মিঠাই খাওয়াইতেছেন।

গিরিশের বিশাস, যে ঈশর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ ইইয়াছেন। গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনার সব কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার কাছে চং করতেন ।

শীরামকৃষ্ণ—হাঁ শীকৃষ্ণ যে অবতার। নরলীলায় ঐরপ হয়। এদিকে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করেছিলেন, আর নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন, পিঁডে বয়ে নিয়ে যেতে কফ হচ্ছে!

গিরীশ-বুঝেছি; আপনাকে এখন বুঝ্ছি!

[ জন্মোৎসবে নববস্ত্র পরিধান, ভক্তগণকর্তৃক সেবা ও সমাধি।]

ঠাকুর ছোট থাটটিতে বসিয়া আছেন। বেলা ১১টা হইবে । রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরকে নব বস্ত্র পরাইবেন। ঠাকুর বলিতেছেন— 'না' 'না'। একজন ইংরাজী পড়া লোককে দেখাইয়া বলিতেছেন, উনি কি বল্বেন! ভক্তেরা অনেক জিদ্ করাতে ঠাকুর বলিলেন— 'তোমরা বলছ, পরি।'

ভক্তেরা ঐ ঘরেতেই ঠাকুরের অন্নাদি আহারের আয়ে\জন করিভেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাইতে বলিভেছেন। নরেন্দ্র গাইভেছেন—

#### গান-

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'রে গিরিগুহাবাসী॥
অনুস্ত আঁধার কোলে, মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে,
চিরশান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি।
মহাকাল রপ ধরি, আঁধার বসন পরি
সমাধি মন্দিরে মা কে তুমি গো একা বসি;
অভয় পদ কমলে প্রেমের বিজলী জলে
চিগ্রয় মুখমগুলে শোভে অট অট হাসি॥

নরেন্দ্র যাই গাইলেন, 'সমাধিমন্দিরে মা কে তুমি গো একা বিসি!' অমনি ঠাকুর বাহুশ্ভ, সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে সমাধিভক্ষের পর ভক্তেরা ঠাকুরকে আহারের জন্ত আসনে বসাইলেন। এখনও ভাবের আবেশ রহিয়াছে। ভাত থাইতেছেন কিন্তু তুই হাতে। ভবনাথকে বলিতেছেন, 'তুই দে থাইয়ে।' ভাবের আবেশ রহিয়াছে, তাই নিজে থাইতে পারিতেছেন না। ভবনাথ তাঁহাকে থাওয়াইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর সামান্য আহার করিলেন। আহারান্তে রাম বলিতেছেন, 'নৃত্যগোপাল পাতে খাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-পাতে ? পাতে কেন ?

রাম—তা আর আপনি ৰল্ছেন! আপনার পাতে থাবে না ?

নৃত্যগোপালকে ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে তু'এক গ্রাস—
খাওয়াইয়া দিলেন।

কোন্নগরের ভক্তগণ নৌকা করিয়া এইবার আদিয়াছেন। তাঁহারা কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। কীর্ত্তনান্তে তাঁহারা জলযোগ করিতে বাহিরে গেলেন। নারোতান কীর্ত্তনীয়া ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন। ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতিকে বলিতেছেন, "এদের যেন ডোঙ্গা-ঠেলা গান। এমন গান হবে যে সকলে নাচ্বে!" এইসব গান গাইতে হয়—

नरम छेन्यम छेन्यम करत्र,

গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

( নরোত্তমের প্রতি )—"ওর সঙ্গে এইটা বল্তে হয়।

## ১৫০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। [৫ম ভাগ, ১৮৮৫, ফেব্রুয়ারী ২২।

যাদের হরি বল্তে নম্বন ঝরে, তারা, তারা ছভাই এসেছে রে।
যারা মার ধেয়ে প্রেম বাঁচে, তারা, তারা ছভাই এসেছে রে।
যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাদায়, তারা, তারা ছভাই এসেছে রে॥
যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়, তারা, তারা ছভাই এসেছে রে।
যারা আচণ্ডালে কোল দেয়, তারা, তারা ছভাই এসেছে বে॥

#### আর এটাও গাইতে হয়—

গৌর নিতাই তোমরা হুভাই, পরম দয়াল হে প্রভূ।
আমি তাই শুনে এস্ছে হে নাথ,
তোমরা নাকি,আচণ্ডালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল্তে বল হরিবোল।

## িদ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। জন্মোৎসবে ভক্তসম্ভাষণে।

এইবার ভক্তেরা প্রসাদ পাইতেছেন। চিঁড়ে মিফীয়াদি অনেক প্রকার প্রসাদ তাঁহারা পাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। ঠাকুর মাফীরকে বলিতেছেন, 'মুথ্য্যেদের বল নাই ? স্থ্রেন্দ্রকে বল, বাউলদের খেতে বল্তে।'

শ্রীযুক্ত বিপিন সরকার আসিয়াছেন। ভক্তেরা বলিলেন, 'এঁর নাম বিপিন সরকার।' ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও বিনীতভাবে বলি-লেন, 'এঁকে আসন দাও। আর পান দাও।' ভাঁহাকে বলিতেছেন, 'আপনার সঙ্গে কথা কইতে পেলাম না; অনেক ভিড়!'

গিরীন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর বাবুরামকে বলিলেন, 'এঁকে একখানা আসন দাও।' নৃত্যগোপাল মাটিতে বসিয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'ওকেও একখানা আসন দাও।'

সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ আসিয়াছেন। ঠাকুর সহাস্থে রাথালকে ইন্ধিত করিতেছেন, 'হাতটা দেখিয়ে নে।'

শ্রীযুক্ত রামলালকে বলিতেছেন, গিরীশ ঘোষের সঙ্গে ভাব কর তা হলে থিয়েটার দেখুতে পাবি। (হাস্ত)

নরেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরের বারাগুায় অনেকক্ষণ গল্প করিতেছিলেন। নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়ীতে বড়ই কফ্ট হইয়াছে। এইবার নরেন্দ্র ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন।

#### पिक्तापायत । ज्ञापापायत पिराम नात्रक्ताक नाना छेशापाया । ১৫১

[ নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের নানা উপদেশ।]

শীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি )—তুই কি হাজরার কাছে বসে-ছিলি ? তুই বিদেশিনী, সে বিরহিনী ! হাজরারও দেড়হাজার টাকার দরকার। (হাস্থা)

"হাজরা বলে, 'নরেন্দ্রের যোলআন। সত্তগ হয়েছে, একটু লাল্চে রজঃগুণ আছে! আমার বিশুদ্ধ সত্ত সতের আনা। (সকলের হস্ত )।

"আমি যথন বলি, 'তুমি কেবল বিচার কর, তাই শুক্ষ', সে বলে, 'আমি সৌর স্থা পান করি, তাই শুক্ষ।'

''আমি যখন শুদ্ধা ভক্তির কথা বলি, যখন বলি শুদ্ধ ভক্ত টাকা কড়ি ঐশ্বর্য্য কিছু চায় না; তখন সে বলে, 'তাঁর কুপাবন্যা এলে নদীত' উপচে যাবে, আবার খাল ডোবাও জলে পূর্ণ হবে। শুদ্ধা ভক্তিও হয়, আবার ষড়ৈশ্বর্য্যও হয়। টাকা কড়িও হয়।"

ঠাকুরের ঘরের মেজেতে নরেন্দ্রাদি অনেক ভক্ত বসিয়া আছেন; গিরীশও আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )—আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি: আর আমি ওর অনুগত।

গিরীশ—আপনি কারই বা অনুগত নন্!

[ নরেক্রের অথতের ঘর। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—ওর মদ্দের ভাব (পুরুষভাব) আর আমার মেদিভাব (প্রকৃতিভাব)। নরেন্দ্রের উঁচ্ঘর, অথণ্ডের ঘর।

গিরীশ বাহিরে তামাক খাইতে গেলেন।

নরেক্স ( শ্রীরামক্ষের প্রতি )—গিরীশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল, খুব বড় লোক ( মাষ্টারের প্রতি ) আপনার কথা হচ্ছিল।

শ্রীরামকুষ্ণ-কি কথা ?

নরেক্স—আপনি লেখাপড়া জানেন না, আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা হচ্ছিল। (হাস্থ)

[ শ্রীরামক্ষণ ও নরেন্দ্র। পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র।] মণিষল্লিক ( ঠাকুরের প্রতি )—আপনি না পড়ে পণ্ডিত। শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রাদির প্রতি )—সত্য বল্ছি, আমি বেদাস্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু ছুঃখ হয় না। আমি জ্ঞানি, বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জ্ঞগৎ মিথ্যা। আবার গীতার সার কি ? গীতা দশবার বল্লে যা হয়; ত্যাগী ত্যাগী!

"শাস্ত্রের সার গুরুমুখে জেনে নিতে হয়। তারপর সাধন ভজন।
একজন চিঠি লিখেছিল। চিঠিখানি পড়া হয় নাই, হারিয়ে গেল।
তখন সকলে মিলে খুঁজতে লাগল। যখন চিঠিখানা পাওয়া গেল,
পড়ে দেখলে, 'পাঁচসের সন্দেশ পাঠাবে আর একখানা কাপড় পাঠাবে।'
তখন চিঠিটা ফ্রেলে দিলে, আর পাঁচসের সন্দেশ, আর একখানা
কাপড়ের যোগাড় কর্তে লাগল। তেমনি শাস্ত্রের সার জেনে নিয়ে
আর বই পডিবার কি দরকার? এখন সাধন ভজন।\*

এইবার গিরীশ ঘরে আসিয়াছেন।

শ্রীর মকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )—হাঁা গা, আমার কথা সব তোমরা কি কচ্ছিলে ? আমি খাই দাই থাকি।

গিরীশ—আপনার কথা আর কি বল্বো। আপনি কি সাধু ? শ্রীরামকৃষ্ণ —সাধু টাধু নয়। আমার সত্যই তো সাধু বোধ নাই।

গিরিশ-ফচ্কিমিতেও আপনাকে পাল্লুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি লালপেড়ে কাপড় পরে জয়গোপাল সেনের বাগানে গিছলাম। কেশব সেন সেখানে ছিল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বল্লে, আজ বড় যে রং, লালপেড়ের বাহার। আমি বল্লুম, কেশবের মন ভুলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।

এইবার আবার নরেন্দ্রের গান হইবে । শ্রীরামকৃষ্ণ মান্টারকে তানপুরাটি পাড়িয়া দিতে বলিবেন। নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁধিতেছেন, ঠাকুর ও সকলে অধৈর্য্য হইয়াছেন।

বিনোদ বলিভেছেন, বাঁধা আজ হবে, গান আর, একদিন হবে (সকলের হাস্থ)

 শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপুরাটা ভেক্সে ফেলি। কি টং টং—আবার 'তানা নানা নেরে মুম্' হবে।

ভবনাথ—যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্তি হয়।
নবেন্দ্র ( বাঁধিতে বাঁধিতে )—সে না বুঝলেই হয়।
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—ঐ। আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।
[নরেন্দ্রের গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ। অস্তমুর্থ ও বহিমুর্থ
স্থির জল ও তরঙ্গ।]

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া শুনিতে-ছেন। নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তরা মেজেতে বসিয়া শুনিতেছেন।

#### গান-

- ১। অন্তরে জাগিছে ওমা অন্তর্যামিনী, কোলে করে আছে মোরে দিবস যামিনী।
- ২। গান---গাওরে আনন্দময়ীর নাম।

ওরে আমার একতন্ত্রী প্রাণের আরাম।

। নিবিড় আঁধারে ্মা তোর চমকে অরুপরাশি।
 তাই ঘোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাদী॥

ঠাকুর° ভাবাবিষ্ট হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রের কাছে বসিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ--- গান গাইব ? থুথু । ( নৃত্যগোপালের প্রতি ) তুই কি বলিস ? উদ্দীপনের জন্ম শুনতে হয়; তারপর কি হলো আর কি গেল।

"আগুন জেলে দিলে; সে ত বেশ! তারপর চুপ। বেশ তো, আমিও তো চুপ করে আছি, তুইও চুপ করে থাক।"

"আনন্দরসে মগ্ন হওয়া নিয়ে কণা।"

"গান গাইব ? আচছা, গাইলেও হয়। জল স্থির থাক্লেও জল আর হেল্লে তুল্লেও জল।"

[ নরেদ্রকে শিক্ষা—"জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও ?" ]

নরেন্দ্র কাছে বসিয়া আছেন। তাঁর বাড়ীতে কফী, সেই জন্ম তিনি সর্ববদা চিন্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার সাধারণ ত্রান্স সমাজে ১৫৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। [৫ম ভাগ, ১৮৮৫, ফেব্রুয়ারী ২২। যাতায়াত ছিল। এখনও সর্ববদা জ্ঞান বিচার করেন, বেদাস্থাদি গ্রন্থ পড়িবার খুব-ইচ্ছা, এক্ষনে বয়স ২৩ বৎসর হইবে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থ্যে, নরেন্দ্রের প্রতি)। তুই ত 'খ' (আকাশবং); তবে যদি টেক্সো ( tax অর্থাৎ বাড়ীর ভাবনা ) না থাক্ত। (সকালের হাস্থা)

"কৃষ্ণকিশোর বল্তো, 'আমি খ'। একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে দেখি, সে চিন্তিত হয়ে বসে আছে; বেশী কথা কচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে গা, এমন করে বসে রয়েছে কেন ? সে বল্লে 'টেক্সোওয়ালা এসেছিল; সে বলে গেছে, টাকা যদি না দাও তাহলে ঘটি বাটি সব নিলাম করে নিয়ে যাব; তাই আমার ভাবনা হয়েছে। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—সে কি গো, তুমি ত 'থ' আকাশবং। যাক্ শালারা ঘটী বাটী নিয়ে যাক্, তোমার কি ?"

"তাই তোকে বল্ছি, তুই ত 'খ'—এত ভাবছিস্ কেন? কি জানিস্ এমনি আছে, শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জ্জুনকে বলছেন, অফসিদ্ধির একটি থাকলে কিছু শক্তি হতে পারে, কিন্তু আমায় পাবে না ? সিদ্ধাইএর দ্বারা বেশ শক্তি, বল, টাকা, এই সব হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ হয় না।"

"আর একটি কথা! জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। আনেকে বলে অমুক বড় জ্ঞানী; বস্তুতঃ তা নয়। বশিষ্ঠ এত বড় জ্ঞানী, পুত্রশোকে অন্থির হয়েছিল; তখন লক্ষণ বল্লেন, "রাম, একি আশ্চর্য্য!। ইনিও এত শোকার্ত্ত!" রাম বল্লেন,—"ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অক্ষনার বোধও আছে; যার আলো বোধ আছে, তার অক্ষনার বোধও আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে; যার স্থ্রখ বোধ আছে, তার চঃখ বোধও আছে। ভাই, তুমি চুইএর পরে যাও, স্থ্রখ চুঃথের পরে যাও, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও। তাই তোকে বল্ছি, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও।"

# তৃতিয় পরিচ্ছেদ।

# গ্রীরামক্লফ্ষ ভক্তসঙ্গে। সুরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ। গৃহস্থ ও দানধর্ম। মনোযোগ ও কর্দ্মযোগ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ছোট খাটটীতে আসিয়া বসিয়াছেন! ভক্তেরা এখনও মেজেতে বসিয়া আছেন। স্থরেন্দ্র তাহার কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহার দিকে সম্নেহে দৃষ্টিপাত করিতেছেন ও কথাচ্ছলে তাঁহাকে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( স্থরেন্দ্রের প্রতি )—মাঝে মাঝে এসো। গ্রাংটা বল্তো, ঘটা রোজ মাজ্তে হয়; তা না হলে কলঙ্ক পড়্বে। সাধুসঙ্গ সর্ববদাই দরকার।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ; তোমাদের পক্ষে তা নয়। তোমরা মাঝে মাঝে নির্জ্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাক্বে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে।

"বীর ভক্ত না হলে ছু দিক রাখ্তে পারে না; জনক রাজা সাধন ভজনের পর সিদ্ধ হয়ে সংসারে ছিল। সে ছথানা তলোয়ার ঘুরাতো; জ্ঞান আর কর্মা।" এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

এই সংসার মজার কুঠি।
আমি খাই দাই আর মজা লুটি॥
জনক রাজা মহাতেজা, তার বা কিসে ছিল ত্রুটী,
সে যে এদিক ওদিক হদিক রেখে খেরেছিল

গ্রেধের বাটী।

"তোমাদের পক্ষে, চৈতন্মদেব যা বলেছিলেন, জীবে দয়া, ভক্তসেবা আর নাম সংকীর্ত্তন।"

"তোমায় বলছি কেন? তোমার হৌস-এর (House, সদাগরের বাড়ীর) কাজ; আর অনেক কাজ করতে হয়! তাই বল্ছি।

"তুমি আফিসে মিণ্যা কথা কও, তবে তোমার জিনিষ খাই কেন তোমার যে দান ধ্যান আছে; তোমার যা আয় তার চেয়ে বেশী দান কর: বার হাত কাঁকুড়েয় তের হাত বিচি!"

"কুপণের জিনিষ খাই না। তাদের ধন এই কয় রকমে উড়ে যায়:—১ম মামলা মোকদ্দমায়; ২য় চোর ডাকাতে; ৩য়, ডাক্তার খরচে; ৪র্থ, আবার বদ ছেলেরা সেই সব টাকা উড়িয়ে দেয়; এই সব। "তুমি যে দান ধ্যান কর, খুব ভাল। যাদের টাকা আছে তাদের দান করা উচিত। কুপণের ধন উড়ে যায়; দাতার ধন রক্ষা হয়, সৎকাজে যায়। ও দেশে চাষারা খানা কেটে ক্ষেতে জল আনে। কখনও কখনও জলের এত তোড় হয় যে ক্ষেতের আল ভেঙ্গে যায়, আর জল বেরিয়ে যায় ও ফসল ন্ষ্ট হয়। তাই চাষারা আলের মাঝে মাঝে ছেঁদা করে রাখে; তাকে যোগ বলে। জল যোগ দিয়ে একটু একটু বেরিয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল ভাঙ্গে না। আর ক্ষেতের উপর পলি পড়ে। সেই পলিতে ক্ষেত উর্বরা হয়; আর থুব ফসল হয়। যে দান ধ্যান করে, সে অনেক ফল লাভ করে; চতুবর্গি ফল।"

ভক্তেরা সকলে ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে এই দান-ধর্ম্ম কথা একমনে শুনিতেছেন।

স্থরেন্দ্র—আমার ধ্যান ভাল হয় না। মাঝে মাঝে মা মা বলি; আর শোবার সময় মা মা বল্তে বল্তে ঘূমিয়ে পড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তা হলেই হল। স্মরণ মনন ও আছে।

"মনোযোগ ও কর্দ্মযোগ। পূজা, তীর্থ, জীবসেবা ইত্যাদি গুরু উপদেশে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। জনকাদি যা কন্ম করতেন তার নামও কর্মযোগ। যোগীরা যে স্মরণ মনন করেন তার নাম মনোযোগ।

"আবার ভাবি কালীঘরে গিয়ে, মা মনও ত তুমি! তাই শুক মন, শুক বুকি, শুক আত্মা একই জিনিষ।"

সন্ধ্যা আগত প্রায়, ভক্তেরা অনেকেই ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতেছেন।

ঠাকুর পশ্চিমের বারাণ্ডায় গিয়াছেন; ভবনাথ ও মাফার সঙ্গে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি)—তুই এত দেরীতে দেরীতে আসিস কেন ?

ভবনাথ ( সহাস্থ্যে )—আজে, পনর দিন অস্তর দেখা করি; সে দিন আপনি নিজে রাস্তায় দেখা দিলেন, তাই আর আসি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দে কিরে ? শুধু দর্শনে কি হয় ? স্পর্শনি, আলাপ এ সবও চাই।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## জন্মোৎসব রাত্রে গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে।

সন্ধ্যা হইল। ক্রমে ঠাকুরদের আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে। আজ ফাল্লনের শুক্লাফমী; ৬, ৭ দিন পরে পূর্ণিমার দোল মহোৎসব হইবে।

সন্ধ্যা হইল; ঠাকুরবাড়ীর মন্দির-শীর্ষ, প্রাঙ্গন, উত্থানভূমি, বৃক্ষশীর্য—চন্দ্রালোকে মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। গঙ্গা এক্ষণে উত্তরবাহিনী, জ্যোৎস্নাময়ী, মন্দিরের গা দিয়া যেন আনন্দে উত্তরমুখ হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের ছোট খাটটীতে বসিয়া নিঃশব্দে জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন।

উৎসবাস্তে এখনও চু'একটি ভক্ত রহিয়াছেন। নরেন্দ্র আগেই চলিয়া গিয়াছেন।

আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর আবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ-পূর্বের লম্বা বারাণ্ডায় পাদচারণ করিতেছেন। মাষ্টারও সেইখানে দণ্ডয়মান আছেন ও ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'আহা, নরেন্দ্রের কি গান!'

[ তন্ত্রে মহাকালীর ধ্যান। গভীর মানে। ]

মাষ্টার—আজ্ঞা' 'নিবিড় আঁধারে' ঐ গানটি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ; ও গানের খুব গভীর মানে। আমার মনটা এখনও যেন টেনে রেখেছে!

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আঁধারে ধ্যান, এইটা তন্ত্রের মত। তথন সূর্য্যের আলো কোথায় ?

শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ আসিয়া দাঁড়াইলেন; ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

#### মা কি আমার কালো রে!

- কালকপ দিগম্বরী হৃদ্পদ্ম করে আলো রে।

ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গিরীশের গায় হাত দিয়া গান গাহিতেছেন—

#### গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়—

কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়।

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়

সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।

দয়া ত্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়।

মদনেরই যাগযক্ত ত্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥

#### গান--

## এবার আমি ভাল ভেবেছি

ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিথেছি।
যে দেশে রজনী নাই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি,
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।
ত্রপুরে মিশায়ে তাল সেই তালের এক গীক্ত শিথেছি,
তাপ্রিম তাপ্রিম বাজছে সে তাল নিমিরে ওস্তাদ করেছি।
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি,
যোগ নিজা তোরে দিয়ে মা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।
প্রাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেথেছি,
আমি কালী ব্রন্ধ জেনে মর্ম্ম ধর্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।

গিরীশকে দেখিতে দেখিতে যেন ঠাকুরের ভাবোল্লাস আরও বাড়িতেছে। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার গাইতেছেন—

## অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি

আমি আর কি বমের ভয় রেখেছি।
কালীনাম কল্লতক হৃদয়ে রোপণ করেছি,
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীহুর্গানাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে স্কুল যে জন তার ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি।
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশির শিথায় বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে হুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি।

ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া আবার গাহিতেছেন—

'আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীহ্নগানাম কিনে এনেছি। ( গিরাশাদি ভক্তের প্রতি )—

'ভাবেতে ভরল **তমু হ**রল গেঞান'।

"সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান। তত্ত্ত্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান এ সব চাই। "ভক্তিই সার। সকাম ভক্তিও আছে; আবার নিষ্কাম ভক্তি. শুদ্ধা ভক্তি, অহেতৃকী ভক্তি এও আছে। কেশ্ব সেন ওরা অহেতৃকী ভক্তি জান্ত না: কোন কামনা নাই, কেবল ঈশরের পাদপদ্মে ভক্তি।"

[ শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার। পরমহংস অবস্থা।]

''আবার আছে, **উজিতা ভক্তি**। ভক্তি যেন উথলে পডছে। ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়,। ষেমন চৈতন্তদেবের। রাম বললেন লক্ষ্মণেকে, ভাই যেখানে দেখবে উজিতা ভক্তি, সেইখানে জানবে আমি স্বয়ং বর্ত্তমাণ।"

ঠাকুর কি ইন্সিত করিতেছেন, নিজের অবস্থা? ঠাকুর কি চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতার ? জীবকে ভক্তি শিখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গিরীশ--আপনার কুপা হলেই সব হয়। আমি কি ছিলাম কি হয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ —ওগো, তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল, তখন কবিরাজ বল্লে, এই পাতাটী মরিচ দিয়ে বেটে খেও। তারপর রোগ ভাল হল। তা মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হল, না আপনি ভাল, কে বলুবে ?

''লক্ষাণ লবকুশকে বল্লেন, তোরা ছেলেমাতুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হয়ে গেল। लवकून वाल, ठीकूत भव जानि, भव छानि : शायांनी एव मानव रल সে মুনিবাক্য ছিল; গোতমমুনি বলেছিলেন, যে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন; তাঁর পাদম্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে না মুনিবাক্যে, কে বলবে বল।"

> শ্রদ্ধালুরত্যুজি তভক্তিলক্ষণো যন্তত্ত দুখোহহমহনিশংহদি॥ অধ্যাত্মরামায়ণ, রামগীতা।

"সবই ঈশর ইচছায় হচেছ। এখানে যদি তোমার চৈততা হয়,

১৬০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত; [ ৫ম ভাগ, ১৮৮৫, ফেব্রুয়ারী ২৫। আমাকে জানবে হেতুমাত্র। চাঁদামামা সকলের মামা। ঈশ্বর ইচ্ছায় সব হচ্ছে।"

গিরীশ (সহাস্থে)। ঈশবের ইচ্ছায় তো ? আমিও ত তাই বল্ছি (সকলের হাস্থা)।

শীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—সরল হলে শীঘ্র সম্পর লাভ হয়। ক্য় জনের জ্ঞান হয় না, ১ম,—যার বাঁকা মূন, সরল নয়; ২য়,—যার শুচ্বাই; ৩য়,—যারা সংশ্রাত্মা।

ঠাকুর নিত্যগোপালের ভাবাবস্থার প্রশংসা করিতেছেন।

এখনও তিন চার জন ভক্ত ঐ দক্ষিণ পূর্বব লম্বা বারাগুায় ঠাকুরের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন ও সমস্ত শুনিতেছেন। পরমহংসের অবস্থা ঠাকুর বর্ণনা করিতেছেন। বলিতেছেন, পরমহংসের সর্ববদা এই বোধ—ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। হাঁসেরই শক্তি আছে ছুধকে জল থেকে তফাৎ করা। ছুধে জলে যদি মিশিয়ে থাকে, তাদের জিহ্বাতে এক রকম টক্ রস আছে সেই রসের হারা ছুধ আলাদা জল আলাদা হয়ে যায়। পরমহংসের মুখেও সেই টক্ রস আছে, প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তি থাক্লেই নিত্য অনিত্য বিবেক হয়। ঈশ্বরের অমুভূতি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## গিরীশ-মন্দিরে জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়-কথা-প্রসঙ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশ ঘোষের বস্ত্পাড়ার বাটীতে ভক্তসঞ্চে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। বেলা ৩টা বাজিয়াছে। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। আজ বুধবার ১২ই ফাব্লুন, শুক্লা একাদশী—২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ খুঃ অঃ। গত রবিবার দক্ষিণেশর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম–মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। আজ ঠাকুর গিরীশের বাড়া হইয়া ফার থিয়েটারে ব্যকেতুর অভিনয় দর্শন করিতে যাইবেন।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পূর্বেবই আসিয়াছেন। কাজ সারিয়া আসিতে মাষ্টারের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। তিনি আসিয়াই দেখিলেন, ঠাকুর উৎসাহের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের সমন্বয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )—জাগ্রত, স্বপ্ন, স্তবৃপ্তি, জীবের এই তিন অবস্থা।

''যারা জ্ঞান বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উডিয়ে দেয়। তারা বলে যে ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার: স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহের পার; সত্ত্, রজঃ, তম তিন গুণের পার: সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে প্রতিবিদ্ধ পড়েছে; প্রতিবিদ্ধ কিছু বস্তু নয়; ব্রাহ্মাই বস্তু আর সব অবস্তা #

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরও বলে, দেহাত্ম-বুদ্ধি থাকলেই চুটো দেখায়। প্রতিবিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। ঐ বুদ্ধি চলে গেলে, সোহহং 'আমিই সেই ব্ৰহ্ম' এই অনুভৃতি হয়।"

একজন ভক্ত-তা হলে কি আমরা সব বিচার করবো ? [গৃই পথ ও গিরিশ। বিচার ও ভক্তি। জ্ঞনযোগ ও ভক্তিযোগ। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিচার পথও আছে: বেদান্তবাদীদের পথ। আর একটি পথ ুআছে ভক্তিপথ। ভক্ত যদি ব্যাকুল হয়ে কাঁদে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম, সে তাও পায়। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

''চুই পথ দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ভক্তি নিয়ে থাকে লোক-শিক্ষার জন্ম: যেমন অবতারাদি।"

''দেহাত্ম-বুদ্ধি, 'আমি-বুদ্ধি, কিন্তু সহজে যায় না; তাঁর কুপায় नमाथिय राल याय-निर्वितकन्न नमाथि, जड़ नमाथि।

''সমাধির পর অবতারাদির 'আমি আবার ফিরে আসে—বিছার আমি, ভক্তের আমি। এই বিছার আমি' দিয়ে লোকশিক্ষা হয়। শঙ্করাচার্য্য 'বিছার আমি' রেখেছিল।

''চৈতগ্যদেব এই 'আমি' দিয়ে ভক্তি আস্বাদন করতেন, ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন: ঈশ্বরীয় কথা কইতেন: নাম সংকীর্ত্তন করতেন।

''আমি তো সহজে যায় না. তাই ভক্ত জাগ্রত স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা উড়িয়ে দেয় না। ভক্ত সব অবস্থাই লয়; সহ, রজঃ তম তিন গুণও

<sup>\*</sup> মাঞ্ক্য-উপনিষৎ

লয়; ভক্ত দেখে তিনিই চতুর্বিবংশতি তত্ব হয়ে রয়েছেন, জীব-জ্ঞগৎ হয়ে রয়েছেন; আবার দেখে সাকার চিম্ময়রূপে তিনি দর্শন দেন।

'ভক্তি বিভামায়া আশ্রয় করে থাকে। সাধু-সঙ্গ, তীর্থ, জ্ঞান, 'ভক্ত বৈরাগ্য এই সব আশ্রয় করে থাকে। সে বলে যদি আমি সহজে চলে না যায়, তবে থাক্ শালা দোস' হয়ে, 'ভক্ত হয়ে।

ভত্তের ও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। 'স্বপ্নবং' বলে না, তবে বলে তিনিই এই সব হয়েছেন; মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ।

"তবে পাকা ভক্তি হলে এইরপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমলে 
থাবা লাগে; তখন দেখে যে সবই হোলদে। শ্রীমতী শ্রামকে ভেবে
ভেবে সমস্ত শ্রামময় দেখলে; আর নিজেকেও শ্রাম বোধ হল। পারার
হ্রদে সীসে অনেক দিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরে পোকা
ভেবে ভেবে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়; নড়েনা; শেষে কুমুরে
পোকাই হয়ে থায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশৃশ্য হয়ে যায়।
আবার দেখে 'তিনিই আমি', 'আমিই তিনি'।

''আরশুলা যথন কুমুরে পোকা হয়ে যায়, তথন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।

[নানা ভাবে পূজা ও গিরীশ। 'আমার মাতৃভাব'।]

"যতক্ষণ আমিটা তিনি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ একটি ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয়—শাস্ত, দাস্ত, বাৎসল্য—এই সব। "আমি দাসী ভাবে এক বৎসর ছিলাম—ব্রহ্মময়ীর দাসী মেয়েদের কাপড় ওড়না এই সব পরতাম; আবার নথ পরতাম! মেয়ের ভাবে থাকলে কাম জয় হয়।

"সেই আতাশক্তির পূজা করতে হয়; তাঁকে প্রসন্ধ করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন। তাই আমার মাতৃভাব।

''মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথাও আছে; কিন্তু সে ভাল নয়; পতন হয়। **ভোগ রাখলেই ভ**য়।

"মাতৃভাব যেন নিজ্জলা একাদশী; কোন ভোগের গন্ধ নাই। আর আছে ফল মূল খেয়ে একাদশী; আর লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী। আমর নিজ্জ্বলা একাদশী; আমি মাতৃভাবে যোড়শীর পূজা করে-ছিলাম। দেখলাম স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি।

"এই মাতৃভাব—সাধনের শেষ কথা—'তুমি মা, আমি তোমার ছেলে' এই শেষ কথা।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। গৃহস্থের নিয়ম ও গিরীশ ]

সন্ন্যাসীর নিজ্জলা একাদশী: সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে, তা হলেই ভয়। কামিনী কাঞ্চন ভোগ। যেমন থুথু ফেলে আবার থুথু খাওয়া। টাকা কড়ি, মান, সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয়স্থ-এই সব ভোগ। সন্ন্যাসীর ভক্ত গ্রীলোকের সঙ্গে বসা বা আলাপ করাও ভাল নয়—নিজেরও ক্ষতি আর অগ্য লোকেরও ক্ষতি। অন্য লোকের শিক্ষা হয় না, লোক-শিক্ষা হয় না। সম্যাসীর দেহধারণ লোক শিক্ষার জন্য।

"মেয়েদের সঙ্গে বসা কি বেশীক্ষণ আলাপ, তাকেও রমণ বলছে। রমণ আট প্রকার। মেয়েদের কথা শুনছি: শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে: ও এক রকম রমণ। মেয়েদের কথা বলছি (কীর্ত্তনম) ও একরকম রমন; মেয়েদের সঙ্গে নিজ্জনে চুপি চুপি কথা কচিছ; ও এক রকম। মেয়েদের কোন জিনিস<sup>'</sup> কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে: ও একরকম। স্পর্শ করা এক রকম। তাই গুরুপত্নী যুবতী হলে পাদস্পর্শ করতে নাই। সন্ন্যাদীদের এই সব নিয়ম।

সংসারীদের আলাদা কথা: ছু' একটা ছেলে হলে ভাই ভগ্নীর মত থাকবে; তাদের অত্য সাত রকম রমণে তত দোষ নাই।

"গৃহস্থের ঋণ আছে। দেব ঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ; আবার মাগঋণও আছে, একটি চুটি ছেলে হওয়া, আর সতী হলে প্রতিপালন করা।

"সংসারীরা বৃঝতে পারে না, কে ভাল স্ত্রী, কে মন্দ স্ত্রী; কে বিছাশক্তি, কে অবিছাশক্তি। যে ভাল ন্ত্রী বিছাশক্তি, তার কাম ক্রোধ এ সব কম; যুম কম; স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। যে বিভাশক্তি তার স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লঙ্কা এই সব থাকে। সে সকলেরই সেবা - করে বাৎসল্য ভাবে ; আর স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয় তার সাহায্য করে। বেশী খরচ করে না, পাছে স্বামীর বেশী খাট্তে হয়, পাছে ঈশ্বর চিন্তার অবসর না হয়।

"আবার পুরুষ মেয়ের অন্য অন্য লক্ষণ আছে। খারাপ লক্ষণ টেরা, চোক কোট্র, ঊন পাঁজর, বিড়াল চোখ, বাছুরে গাল।"

গিরীশ—আমাদের উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভ**ক্তিই সার**। আবার ভক্তির সন্ত, ভক্তির রঙ্গঃ ভক্তির তম, আছে।

"ভক্তির সত্ত্ব দীন হীন ভাব; ভক্তির তমঃ যেন ডাকাত পড়া ভাব আমি তাঁর নাম করছি আমার আবার পাপ কি ? তুমি আমার আপ-নার মা, দেখা দিতেই হবে।

গিরীশ ( সহাস্তে )—ভক্তির তমঃ আপনিই তে। শেখান।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—তাঁকে দর্শন করিবার কিন্তু লক্ষণ আছে। সমাধি হয়। সমাধি পাঁচ প্রকার; ১ম, পিঁপড়ার গতি মহাবায়ু উঠে পিঁপড়ের মত। ২য়, মীনের গতি, তীর্ঘ্যক গতি; ৪র্থ, পাধীর গতি; পাধী যেমন এ ডাল থেকে ও ডালে যায়; ৫মকপিবৎ, বানরের গতি; মহাবায়ু যেমন লাফ দিয়ে মাথায় উঠে গেল, আর সমাধি হল।

"আবার তু রকম আছে; ১ম, স্থিত-সমাধি; একেবারে বাহ্যশূন্য; আনেকক্ষণ, হয়ত অনেক দিন, রইল। ২য় উন্মাদ সমাধি; ২ঠাৎ মনটা চার দিক থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ করে দেওয়!।

[ जेग्रना-मगांशि ७ गांहोत । ]

( মাস্টারের প্রতি )—তুমি ওটা বুঝেছ ? মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ। গিরীশ—তাঁকে কি সাধন করে পাওয়া যায় ? .

শ্রীরামকৃষ্ণ—নানা রকমে তাঁকে লোকে লাভ করেছে। কেউ আনেক তপস্থা সাধন ভজন করে; সাধন সিদ্ধ। কেউ জন্মাবধি সিদ্ধ; যেমন নারদ, স্থকদেবাদি; এদের বলে নিত্য-সিদ্ধ। আবার আছে হঠাৎ সিদ্ধ; হঠাৎ লাভ করেছে! যেমন হঠাৎ কোন আশাছিল না, কেউ নন্দ বস্থর মত বিষয় পেয়ে গেছে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গিরীশের শান্ত ভাব, কলিতে শুদ্রের ভক্তি ও মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ—আর আছে স্বপ্ন-সিদ্ধ আর কৃপা-সিদ্ধ। এই বলিয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাহিতেছেন।

#### গান-

খ্যামাধন কি সবাই পায়,
অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়॥
ইক্রাদি সম্পদ স্থথ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,
সদানন্দ স্থে ভাসে খ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীক্র ম্ণীক্র ইক্র যে চরণ ধ্যানে না পায়,
নিপ্ত লৈ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। গিরীশ প্রভৃতি ভক্তেরা সমূখে আছেন। কিছু দিন পূর্বেব ফার থিয়েটারে গিরীশ অনেক কথা বলিয়াছিলেন, এখন শাস্তভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—তোমার এ ভাব বেশ ভাল; শান্তভাব। মাকে তাই বলেছিলাম, মা ওকে শান্ত করে দাও, যা তা আমায় না বলে।

গিরীশ ( মাফারের প্রতি )—আমার জিভ কে যেন চেপে ধরেছে ; আমায় কথা দিচ্ছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ, অন্তমুখ। বাহিরের ব্যক্তি, বস্তু ক্রেমে ক্রমে সব যেন ভুলে থাচ্ছেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনকে নাবা-চছেন। ভক্তদের আবার দেখিতেছেন। (মাফীর দৃষ্টে) এরা সব সেখানে (দক্ষিণেশরে) ধার;—তা ধার তো ধার; মা সব জানে।

প্রেতিবেশী ছোকরার প্রতি )—কি গো! তোমার কি বোধ হয় ? মাম্যুষের কি কর্ত্তব্য ?

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে ঈর্থর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য ? ( নারায়ণের প্রতি ) তুই পাস করবিনি ? 'ওরে পাশমুক্ত শিব, পাশবদ্ধ জীব।

ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায় আছেন। কাছে গ্রাস করা জল ছিল, পান করিলেন। তিনি আপনা আপনি বলিতেছেন, কই, ভাবে তো জল খেয়ে ফেললুম!

#### [এরামকৃষ্ণ ও এীযুক্ত অতুল। ব্যক্লতা]

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর গিরীশের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলের সহিত কথা কহিতেছেন। অতুল ভক্তসঙ্গে সম্মুখেই বসিয়া আছেন। একজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন। অতুল High court এর উকিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অভুলের প্রতি)—আপনাদের এই বলা, আপনারা ছুই করবে, সংসারও করবে, ভক্তি যাতে হয় তাও করবে।

ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী—ব্রাহ্মণ না হলে কি সিদ্ধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন ? কলিতে শৃদ্রের ভক্তির কথা আছে। শবরী, রুইদাস, গুহক চণ্ডাল, এ সব আছে।

নারায়ন ( সহাস্থে ) ব্রাহ্মণ, শৃদ্র, সব এক। ব্রাহ্মণ—এক জন্মে কি হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর দয়া হলে কি না হয়। হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে আলো আনলে কি একটু একটু করে অন্ধকার চলে ধায় ? একেবারে আলো হয় !

(অতুলের প্রতি) তীত্র বৈরাগ্য চাই—যেন থাপ-থোলা তরোয়াল। সে বৈরাগ্য হলে, আত্মীয় কালসাপ মনে হয় গৃহ পাতকুয়া মনে হয়।

''আর আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। **আন্তরিক** ডাক তিনি শুনবৈনই শুনবেন।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর যাহা বলিলেন, এক মনে শুনিয়া সেই সকল চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( অতুলের প্রতি )—কেন ? অমন আঁট বুঝি হয়, না—ব্যাকুলতা ?

অতুল-মন কৈ থাকে ?

শীরামকৃষ্ণ—অভ্যাসযোগ! রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। এক দিনে হয় না; রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।

"কেবল রাত দিন বিষয় কর্মা করলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে ? যতু মল্লিক আগে আগে ঈশ্রীয় কথা বেশ শুনত, নিজেও বেশ বলত; আজকাল আর তত বলে না, রাতদিন মোসাহেব নিয়ে বসে থাকে, কেবল বিষয়ের কথা!"

[ সন্ধ্যা সমাগমে ঠাকুরের প্রার্থনা। তেজচন্দ্র।]

সন্ধ্যা হইল; ঘরে বাতি জ্বালা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নাম করিতেছেন, গান গাহিতেছেন ও প্রার্থনা করিতেছেন।

"বলিতেছেন, 'হরিবোল' 'হরিবোল' 'হরিবোল'; আবার 'রাম' 'রাম' আবার 'নিত্যলীলাময়ী'। ওমা, উপায় বল মা! 'শরণাগত' শরণাগত, শরণাগত।

গিরীশকে ব্যস্ত দেখিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তেজচন্দ্রকে বলিতেছেন, তুই একটু কাছে এসে বোস।

তেজচন্দ্র কাছে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মান্টারকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বল্লিতেছেন, আমায় যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—ও কি ৰল্ছে ? মাষ্টার—বাড়ীতে যেতে হবে, তাই বলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি ওদের অত টানি কেন ? ওরা নির্ম্মল আধার— বিষয় বুদ্ধি ঢোকেনি। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে উপদেশ ধারণা করতে পারে না। নূতন হাঁড়িতে তুধ রাখা যায়, দই পাতা হাঁড়িতে তুধ রাখলে তুধ নফ্ট হয়।

"যে বাটীতে রস্থন গুলেছে, সে বাটি হাজার ধোও, রস্থনের গন্ধ যায় না।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

#### শ্রীরামক্বঞ্চ ষ্টার থিয়েটারে,—বৃষকেতু অভিনয়-দর্শনে, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যক্তে অভিনয় দর্শন করিবেন। বিডন ট্রীটে যেখানে পরে মনোমোহন থিয়েটার, পূর্বের সেই মঞ্চে ফ্টার-থিয়েটার অভিনয় হইত। থিয়েটারে আসিয়া বক্সে দক্ষিণাম্ম হইয়া বসিয়াছেন। মাফ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা কাছেই বসিয়াছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাফারের প্রতি )—নরেন্দ্র এসেছে ? মাফার—আজ্ঞে হাঁ।

অভিনয় হইতেছে। কর্ণ ও পদ্মাবতী করাত হুই দিকে হুইজন ধরিয়া ব্যকেতুকে বলিদান করিলেন। পদ্মাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে নাংস রন্ধন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি আনন্দ করিতে করিতে কর্ণকে বলিতেছেন, এইবার এস, আমরা একসঙ্গে বসে রামা মাংস খাই। অভিনয়ে কর্ণ বলিতেছেন, তা আমি পারব না; পুত্রেরে মাংস খেতে পারব না।

একজন ভক্ত সহামুভূতি-ব্যঞ্জক অক্ষুট আর্ত্তনাদ করিলেন। ঠাকুরও সেই সঙ্গে হুঃখ প্রকাশ করিলেন।

অভিনয় সমাপ্ত হইলে ঠাকুর রঙ্গমঞ্চের বিশ্রাম ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরীশ নম্বেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন আমি এসেছি।

[ Concert বা সানাইয়ের শব্দে ভাবাবিষ্ট । ]

ঠাকুর উপবেশন করিয়াছেন। এখনও ঐক্যতান বাত্যের (কনসার্ট) শব্দ শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এই বাজনা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। সেখানে (দক্ষিণেশরে) সানাই বাজত, আমি ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতাম; একজন সাধু আমার অবস্থা দেখে বলত, এসব ব্রক্ষপ্রানের লক্ষণ। [ গিরীশ ও 'আমি আমার' । ]

কনসার্ট পামিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কৃহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )—এ কি তোমার থিয়েটার, না তোমাদের ?

গিরীশ—আজ্ঞা, আমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**আমাদের** কথাটীই ভাল; **আমার** বলা ভাল নয়। কেউ কেউ বলে আমি নিজে এসেছি; এ সব হীনবুদ্ধি অহঙ্কেরে লোকে বলে।

[ শ্রীরামক্বফ নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে।]

নরেক্র—সবই থিয়েটার।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ হাঁ ঠিক। তবে কোথাও বিছার খেলা, কোথাও অবিছার খেলা।

নরেন্দ্র—সবই বিভার।

শীরামকৃষ্ণ—হাঁ হাঁ; তবে উটা ব্রহ্ম জ্ঞানে হয়। ভক্তি ভক্তের পক্ষে হুইই আছে; বিভা মায়া, অবিভা মায়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই একটু গান গা।
নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

চিদানন্দ সিন্ধ্নীরে প্রেমানন্দ লহরী।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।
বিবিধ বিলাস রঙ্গ প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
ভূবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধরি।
( হ্রি হরি ব'লে )

মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল, দেশ, কাল, ব্যবধান, ভেদাভেদ ঘুচিল ( আশা পুরিল রে,— আমার সকল সাধ মিটে গেল) এথন আনন্দে মাতিয়া হু বাহু তুলিয়া বল রে মন হরি হরি।

নরেন্দ্র যথন গাইতেছেন, মহাযোগে সব একাকার হইল, তথন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, এটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়; তুই যা বলছিলি সবই বিছা।

নরেন্দ্র যথন গাইতেছেন, 'আনন্দে মাতিয়া তুবাহু তুলিয়া বলরে মন হরি হরি', তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, ঐটী তুবার করে বলু। গান হইয়া গেলে আবার ভক্ত সঙ্গে কথা হইতেছে।

গিরীশ—দেবেন্দ্রবাবু আসেন নাই; তিনি অভিমান করে বলেন, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নাই; কলায়ের পোর। আমর। এসে কি কর্ব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিশ্মিত হইয়া)—কই, আগে ত উনি ওরকম কর্তেন না ?

ঠাকুর জল সেবা করিতেছেন, নরেন্দ্রকেও খাইতে দিলেন্।

যতীন দেব ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—'নরেন্দ্র খাও' 'নরেন্দ্র খাও' বলছেন, আমরা শালারা ভেসে এসেছি!

যতীনকে ঠাকুর থুব ভালবাসেন। তিনি দক্ষিণেখরে গিয়া মাঝে মাঝে দর্শন করেন; কথন কখন রাত্রেও সেথানে গিয়া থাকেন। তিনি শোভাবাজারের রাজাদের বাড়ীর ছেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্থে)—ওরে (যতীন) তোর কথাই বল্ছে।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে যতীনের থুঁতি ধরে আদর করিতে করিতে বলিলেন, 'সেখানে যাস্, গিয়ে খাস্!' অর্থাৎ 'দক্ষিণেশ্বরে যাস্।' ঠাকুর আবার বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় শুনিবেন; বক্সে গিয়া বসিলেন। ঝির কথাবার্ত্তা শুনে হাসিতে লাগিলেন।

[ গিরীশের অবতারবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ? ]

ক্ষানিকক্ষণ শুনিয়া অশুমনস্ক হইলেন। মাফীরের সহিত আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ যা বল্ছে ( অর্থাৎ অবতার ) তা কি সত্য ?

মান্টার—আজ্ঞা ঠিক কথা; না হলে সবার মনে লাগ্ছে কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ-দেখ, এখন একটা অবস্থা আস্ছে; আগেকার অবস্থা উল্টে গেছে। ধাতুর দ্রবা ছুঁতে পার্ছি না।

মাষ্টার অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই যে নৃতন অবস্থা, এর একটী খুব গুহু মানে আছে।

ঠাকুর ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অবতার বুঝি মায়ার ঐশ্বর্যা কিছুই ভোগ করেন না, তাই কি ঠাকুর এই সব কথা বলিতেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, আমার অবস্থা কিছ বদলাচেছ দেখছ 🤋

মান্টার—আজ্ঞা, কই ? শ্রীরামকৃষ্ণ-কার্য্যে ?

মাষ্টার-এখন কাজ বাড়ছে--যত লোক জান্তে পারছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ---দেখুছ! আগে যা বলতুম এখন ফল্ছে ?

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলছেন, ''আচ্ছা, পল্টুর ভাল ধ্যান হয় না কেন ?

িগিরীশ কি রম্মন—গোলা বাটি? The Lords message of hope for so-called 'Sinners' 1

এইবার ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর যাইবার উদ্মোগ হইতেছে !

ঠাকুর কোন ভক্তের কাছে গিরীশের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'রম্মুন গোলা বাটি হাজার ধােও রম্থনের গন্ধ কি একেবারে যায় ?' গিরীশও তাই মনে মনে অভিমান করিয়াছেন: যাইবার সময় গিরীশ ঠাকুরকে কিছু নিবেদন করিতেছেন।

গিরীশ ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—রস্থনের গন্ধ কি যাবে 🕈 শ্রীরামকুষ্ণ-নথাবে।

গিরীশ—তবে বল্লেন 'যাবে' ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অত আগুন জললে গন্ধ ফন্ধ পালিয়ে যায়। রম্বনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না, নৃতন হাঁড়ী হয়ে যায়।

''যে বলে আমার হবে না, তার হয় না। মুক্ত অভিমানী মুক্তই হয়, আর বন্ধ-অভিমানী বন্ধই হয়! যে জোর করে বলে আমি মুক্ত হয়েছি সে মুক্তই হয়। যে রাত দিন আমি বদ্ধ আমি বন্ধ বলে, সে বন্ধই হয়ে যায়!

# অন্তাদশ খণ্ড ৷ প্রথম পরিচ্ছেদ।

त्योनावनची श्रीतायक्रक अ याशापर्यन।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আজ মঙ্গলবার ১১ই আগষ্ট, ১৮৮৫ খুঃ: গতকল্য সোমবার অমাবস্থা গিয়াছে।

শীরামক্বফের অস্থবের সঞ্চার হইরাছে; তিনি কি জানিতে পারিয়াছেন যে, শীঘ্র তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন ? জগন্মাতার ক্রোড়ে আবার গিয়া বসিবেন ? তাই কি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন ? তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শীশ্রীমা কাঁদিতেছেন; রাখাল ও লাটু কাঁদিতেছেন; বাগবাজ্ঞারের ব্রাহ্মণীও এই সময় আসিয়াছিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়া থাকিবেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, 'না'।

নারাণ আসিয়াছেন, বেলা ৩টার সময়, ঠাকুর নারাণকে বলিতে ছেন, 'মা তোর ভাল করবে।'

নারাণ আনন্দে ভক্তদের সংবাদ দিলেন, 'ঠাকুর এইবার কথা কহিয়াছেন।' রাখালাদি ভক্তদের বুক থেকে যেন একখানি পাথর নামিয়া গেল। তাঁহারা সকলে ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাধালাদি ভক্তদের প্রতি)—'মা' দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যে, সবই মায়া! তিনিই সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার ঐশর্য্য।

আর একটি দেখলুম ভক্তদের কার কতটা হয়েছে। নারাণাদি ভক্ত—আচ্ছা, কার কতদূর হয়েছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এদের সব দেখ্লাম—নিত্যগোপাল, রাখাল, নারাণ, পূর্ণ, মহিমা চক্রবর্তী প্রভৃতি।

## দিতীয় পরিচ্ছেদ।

#### শ্রীরামকৃষ্ণ, গিরাশ, শশধর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

ঠাকুরের অস্ত্রথ সংবাদ কলিকাতার ভক্তেরা জানিতে পারিলেন। আলুজিভে অস্ত্রথ হইয়াছে সকলে বলিতেছেন।

রবিবার ১৬ই আগ**ষ্ট অনেক ভক্ত তাঁ**হাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন—গিরীশ, রাম, নিত্যগোপাল, মহিমা চক্রবর্ত্তী, কিশোরী (গুপ্ত), পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি প্রস্তৃতি।

ঠাকুর পূর্বের তায় আনন্দময়, ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—রোগের কথা মাকে বল্তে পারি না। বল্তে লক্ষাহয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, গিরীশ, শশধর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে। ১৭৩

গিরীশ—আমার নারায়ণ ভাল করবেন।

রাম—ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—হাঁ, ঐ আশীর্ববাদ কর। (সকলের হাস্থা)।

গিরীশ নূতন নূতন আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, 'তোমার অনেক গোলের ভিতর থাক্তে হয়, অনেক কাজ; তুমি আর তিন বার এস।' এইবার শশধরের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ শশধর পণ্ডিতকে উপদেশ। ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি)—তুমি আদ্যাশক্তির কথা কিছুবল।

শশধর--আমি কি জানি।

শীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—একজনকে একটা লোক খুব ভক্তি করে। সেই ভক্তকে তামাক সাজার আগুন আনতে বল্লে; তা সে বল্লে, আমি কি আপনার আগুন আন্বার যোগ্য ? আর আগুন আন্লেও না! (সকলের ছাস্থা)।

শশধর—আজ্ঞা, তিনিই নিমিত্ত কারণ, তিনিই উপাদান কারণ। তিনিই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন; যেমন মাকড়সা, নিজে জাল তৈয়ার করলে (নিমিত্ত কারণ); আর সেই জাল নিজের ভিতর থেকে বার করলে (উপাদান কারণ)।

শীরামকৃষ্ণ—আর আছে যিনিই পুরুষ প্রকৃতি, যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিজ্ঞিয়, স্থি স্থিতি প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি; আর যখন ঐ সব কাজ করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। কিন্তু যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি হয়ে রয়েছেন। জল স্থির থাক্লেও জল; আর হেল্লে তুল্লেও জল। সাপ এঁকে বেঁকে চল্লেও সাপ; আবার চুপ করে কুগুলি পাকিয়ে থাক্লেও সাপ।

ি শ্রীরামক্বন্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের কথায় সমাধিস্থ। ভোগ ও কর্মা।]

"ব্ৰহ্ম কি তা মুখে বলা ধায় না, মুখ বন্ধ হয়ে ধায়। নিতাই আমার মাতা হাতী! নিতাই আমার মাতা হাতী! এই কথা বল্তে বলতে শেষে আর কিছুই বলতে পারে না; কেবল বলে 'হাতী'! আবার হাতী হাতী বলতে বলতে 'হা'। শেষে তাও বলতে পারে না ; বাহুশূন্য।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ।

সমাধি ভঙ্গের পর কিয়ৎকাল পরে বলিতেছেন,—'ক্ষর' 'অক্ষরের' পারে কি আছে মুখে বলা যায় না।

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার বলিতেছেন; যতক্ষণ কিছু ভোগ বাকি থাকে, কি কর্মা বাকি থাকে, ততক্ষণ সমাধি হয় না।\*

(শশধরের প্রতি)—"এখন ঈশ্বর তোমায় কর্ম্ম করাচ্ছেন, লেক্চার দেওয়া ইত্যাদি; এখন তোমায় ঐ সব করতে হবে।

"কর্ম্মটুকু শেষ হয়ে গেলে আর না। গৃহিণী বাড়ীর কাজ কর্মা সব সেরে নাইতে গেলে, ডাকাডাকি কর্লেও আর ফেরে না।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার রাখাল। ভক্ত সঙ্গে নৃত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। রবিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ খৃঃ, ৫ই আন্দিন; শুক্লা একাদশী। নবগোপাল, হিন্দুকুলের শিক্ষক হরলাল, রাখাল, লাটু প্রভৃতি; কীর্ত্তনীয়া গোস্বামী; অনেকেই উপস্থিত।

বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া মান্টার আসিয়া উপস্থিত : ডাক্তারকে ঠাকুরের অস্ত্রখ দেখাইবেন।

ডাক্তারটি ঠাকুরের গলায় কি অস্থ হইয়াছে দেখিতেছেন। তিনি দোহারা লোক; আঙ্গুলগুলি মোটামোটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে, ডাক্তারের প্রতি)—যারা এমন এমন করে (অর্থাৎ কুন্তি করে) তাদের মত তোমার আঙ্গুল। মহেন্দ্র সরকার দেখেছিল কিন্তু জিভ্ এমন জ্বোরে চেপেছিল যে ভারি যন্ত্রণা হয়েছিল; যেমন গরুর জিভ্ চেপে ধরেছে।

ভোগৈর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপছতচেত্রাম্।
 ব্যবসায়ায়িকা বৃদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ গাতা, ২, ৪৪।

অহস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার রাখাল। ভক্ত সঙ্গে নৃত্য। ১৭৫ ডাক্তার রাখাল—আজ্ঞা, আমি দেখ্ছি আপনার কিছু লাগবেনা।

ডাক্তার ব্যবস্থা করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন।
[শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ কেন ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আচ্ছা, লোকে বলে, ইনি যদি এত—(এত সাধু)—তবে রোগ হয় কেন ?

তারক—ভগবান দাস বাবাজী অনেক দিন রোগে শয্যাগত হয়ে-ছিলেন।

শীরামকৃষ্ণ—মধু ডাক্তার, ষাট বছর বয়সে রাঁড়ের জন্ম তার বাসায় ভাত নিয়ে যাবে; এদিকে নিজের কোন রোগ নাই।

গোস্বামী—আজ্ঞা, আপনার ধে অস্ত্রখ সে পরের জন্ম; যারা আপনার কাছে আসে তাদের অপরাধ আপনার নিতে হয়, সেই সকল অপরাধ, পাপ লওয়াতে আপনার অস্ত্রখ হয়।

একজন ভক্ত—আপনি যদি মাকে বলেন মা এই রোগটা সারিয়ে দাও, তা'হলে শীঘ্র সেরে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রোগ সারাবার কথা বল্তে পারি ন।; আবার ইদানীং সেব্য-সেবক ভাব কম পড়ে যাচ্ছে। একবার বলি মা তরবারির খাপটা একটু মেরামত করে দাও'; কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম পড়ে যাচ্ছে; আজকাল 'আমি টা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখ্ছি তিনিই এই খোলাটার ভিতরে রয়েছেন।

কীর্ত্তনের জন্ম গোস্বামীকে আনা হইয়াছে। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কীর্ত্তন কি হবে ? শ্রীরামকৃষ্ণ অস্কুস্থ, কীর্ত্তন হইলে মত্ততা আসিবে; এই ভয় সকলে করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "হোক একটু। আমার নাকি ভাব হয়, তাই ভয় হয়। ভাব হলে গলায় ঐ খানটা গিয়ে লাগে।"

কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না; দাড়াইয়া পড়িলেন ও ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার রাধাল সমস্ত দেখিলেন; তাঁহার ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; তিনি ও মাফীর গাত্রোত্থান করিলেন, কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উভয়ে প্রণাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ( সম্লেছে মান্টারের প্রতি )—তুমি কি থেয়েছ ?
[ মাষ্টারের প্রতি আত্মজানের উপদেশ—'দেহটা থোলামান্ত্র'।]

রহপাতিবার ২৪শে সেপ্টেম্বর পূর্ণিমার দিন রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরে ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন। গলার অস্থ্রথর জন্ম কাতর হইয়াছেন। মাফ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রতি)—এক একবার ভাবি, দেহটা খোল মাত্র ; সেই অথণ্ড (সচিদানন্দ) বই আর কিছু নাই।

"ভাবাবেশ হলে গলার অস্থ্যটা একপাশে পড়ে থাকে। এখন ঐ ভাবটা একটু একটু হচ্ছে, আর হাসি পাচ্ছে।"

বিজর ভগিনী ও ছোট দিদিমা ঠাকুরের অস্থ্য শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা প্রণাম করিয়া ঘরের একপাশে বসিলেন। বিজর দিদিমাকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "ইনি কে ?—িযিনি বিজকে মনুষ করেছেন? আচ্ছা, বিজ এমন এমন ( একতারা ) কিনেচ কেন?

মাষ্টার।—আজ্ঞা, তাতে ছুইতার আছে।

শ্রারামকৃষ্ণ। একে ওর বাবা বিরুদ্ধ; সববাই কি বল্বে ? ওর পক্ষে গোপনে ( ঈশ্বরকে ) ডাকাই ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে দেয়ালে টাঙ্গান গৌর নিতাইয়ের ছবি একখানা বেশী ছিল; গৌর নিতাই সাঙ্গোপাঞ্গ লইয়া নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন করছেন এই ছবি।

রামলাল—( শ্রারামকৃষ্ণের প্রতি)। তা হলে, ছবিধানি এঁকেই (মাফারকে) দিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ---আচ্ছা; তা বেশ।

#### [ শ্রীরামকৃষ্ণ ও হরিশের সেবা ]

ঠাকুর কয়েকদিন প্রতাপের ঔষধ খাইতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণ আই ঢাই করিতেছে। হরিশ সেবা করেন, ঐ ঘরেই ছিলেন; রাধালও আছেন; শ্রাথুক্তরামলাল বাহিরের বারাণ্ডায় শুইয়া আছেন। ঠাকুর পরে বলিলেন প্রাণ আই ঢাই করাতে হরিশকে জড়াতে, ইচ্ছা হোল; মধ্যম নারায়ন তেল দেওয়াতে ভাল হলাম; তথন আবার নাচতে লাগলাম।

শ্রাশ্রামকৃষ্ণ-কথামৃত, পঞ্চম ভাগ সমাপ্ত।

# প্রিরাসকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ।)

[ Vivekananda in America and in Europe ]

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

্রথযাত্রার পরদিন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ. আযাঢ়—সংক্রান্তি। শিশ্রীভগনান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে সকালবেলা ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। নরেক্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) মহত্ব-কথা বলিতেছেন—

[ নবেন্দের মহন্ব 'A prince among men' ]

"নরেক্সর খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সন্তা। এত ভক্ত আস্ছে, ওর মত একটিও নাই।"

"এক একবার ব'সে ব'সে আমি খতাই। তা দেখি, অন্ত পদ্ম কারুর দশদল, কারুর যোড়শদল, কারুর শতদল; কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।"

''অত্যেরা কলসী, ঘটী, এ সব হ'তে পারে; নরেন্দ্র জালা।"

"ডোবা পুন্ধরিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। থেমন হালদার পুকুর।"

"মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাসাচকু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ,—পোনা, কাঠী-বাটা এই সব।"

"থুব আধার,—অনেক জিনিষ ধরে । বড় ফুটোওলা বাঁশ।"

"নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও, আসক্তি, ইন্দ্রিয়স্থের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধর্লে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়,—মাদী পায়রা চুপ ক'রে থাকে।"

[ আগে ঈশারলাভ। আদেশ হ'লে লোক শিকা!]

তিন বৎসর পূর্বের (১৮৮২ খৃঃ আঃ) নরেন্দ্র ৪' একটি প্রাক্ষাবন্ধু সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আদিয়াছিলেন। রাত্রিতে এখানেই ছিলেন। প্রত্যুষ হইলে ঠাকুর বলিলেন, "যাও পঞ্চবটীতে ধ্যান কর গিয়ে।" কিরৎক্ষণ পরে ঠাকুর গিয়া দেখেন, তিনি বন্ধুসঙ্গে পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন. "দেখ, ঈশরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য: ব্যাকুল হয়ে নির্জ্জনে গোপনে তাঁর ধ্যান চিন্তা করিতে হয় ও কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করিতে হয়. 'ঠাকুর আমাকে দেখা দাও'।" ব্রাহ্মসমাজের ও অক্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের লোকহিতকর কর্মা যথা স্ত্রীশিক্ষা স্কল স্থাপন, বক্ততা (lecture) দেওয়া সম্বন্ধে বলিলেন, "আগে ঈশ্বন্দর্শন কর। নিরাকার সাকার দুই দর্শন। বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনিই আবার ভক্তের জন্ম রূপ ধারন ক'রে দর্শন দেন আর কথা কন। দর্শনের পর তাঁর আদেশ লয়ে লোকহিতকর কর্ম্ম করতে হয়। একটা গানে আছে—মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই, পোদো কেবল শাঁক বাজাচ্ছে, যেন আরতি হচ্ছে: একজন তাই তাকে ধিকার দিয়ে বলছে-

> মন্দিরে তোর নাহিক মাধব ৷ ( ওরে ) পোদো, শাঁক ফুঁকে ভুই করলি গোল। তায় চামচিকে এগার জনা. দিবাদিশি দিচ্ছে হানা--

"যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ ক'রতে চাও, তা হ'লে শুধু ভেঁ। ভেঁ। করে শাঁক ফুঁক্লে কি হবে। আগে চিত্তদ্ধি কর: মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাক্লে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়।"

"আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন ভোল, তার পর অভ্য কায়। আগে মাধৰ প্ৰতিষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হয় বক্তভা ( lecture ) দিও।" "কেউ ডুবদিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-

বৈরাগ্য নাই, তুই চরটে কথা শিখেই অমনি লেক্চার।"

"লোকশিকা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তা হ'লে লোকশিকা দিতে পারে।"

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের রথষাত্রার দিন কলিকাতায় ঠাকুর জ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পণ্ডিত শশধরের দেখা হয়। নরেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতকে বলিলেন, "তুমি লোকের মঙ্গলের জন্ম বক্তৃতা" (lecture) ক'রছ: তা বেশ। কিন্তু বাবা, ভগবানের আদেশ

ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা হয় না। ঐ তুদিন লোক তোমার লেক্চার. শুন্বে, তারপায় ভুলে যাবে। হালদার পুকুরের পাড়ে লোক বাহে ক'রত; লোক গালাগালি দিত, কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। অবশেষে সরকার যথন একটা নোটাশ (Notice) মেরে দিলে, তখন ডা' বন্ধ হ'ল। তাই ঈশ্বের আদেশ না হ'লে লোকশিক্ষা হয় না।"

তাই নরেন্দ্র গুরুদেবের কথা শিরোধার্য্য করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে গোপনে অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া এই লোকশিক্ষাত্রত অবলম্বন করিয়া ছুরাহ প্রচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কাশীপুরে যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত হইয়া আছেন (১৮৮৬ খ্রী: অঃ), এক দিন একটি কাগজে লিখিয়াছিলেন—"নরেক্র শিক্ষে দিবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজীদের নিকট আমেরিকা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন! তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি বীরামকৃষ্ণের দাস; তাঁহারই দৃত হইয়া তাঁহার মঙ্গলবার্তা তিনি সমগ্র জগৎকে বলিয়াছেন।

"It was your generous appreciation of Him whose message to India and to the whole world, I, the most unworthy of his servants, had the privilege to bear; it was your innate spiritual instinct which saw in him and his message the fist murmurs of that tidal wave of spirituality which is destined at no distant future to break upon India in all its irresistible powers" etc; Reply to the Madras Address.

মাদ্রাজে তৃতীয় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আমি সারগর্ভ যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্তই পরমহংসদেবের, অসার যদি কিছু বলিয়া থাকি, দে সব আমার—

'Let me conclude by saying that if in my life 'I have told one word of truth it was his and his alone; and if I had told you many things which

were not true, correct and beneficial to the human race, it was all mine and on me is the responsibility." Third Lecture, Madras.

কলিকাতায় ভ্রাধাকান্ত দেবের বাডীতে যখন তাঁহার অভার্থনা হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামক্লফদেবের শক্তি আজ জগদব্যাপী! হে ভারতবাদিগণ, তোমরা তাঁহাকে চিন্তা কর, তাহা হুটলে সকল বিষয়ে মহত লাভ করিবে। তিনি বলিলেন—

"If this nation wants to rise it will have to come enthusiastically round his name. It does not matter who preaches Ramkrishna, whether, I or you or anybody. But him I place before you and it is for you to judge, and for the good of our race, for the good of our nation, to judge now what you shall do with this great ideal of life. \*

\* Within ten years of his passing away this power has encircled the globe. Judge him not through me, I am only a weak instrument. His character was so great that I or any of his disciples, if we spent hundreds of lives, could do no justice to a millionth part of what he really was."

গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে স্বামী বিবেকানন্দ একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। ধ্যা গুরুভক্তি।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ নরেন্দ্র কর্তৃক ঐীএীরামরুষ্ণের প্রচার কার্য্য।]

আজ আমরা একটু আলোচনা করিব, পরমহংসদেবের সেই বিশ্বজনীন সনাতন হিন্দুধর্ম স্বামীজী কিরূপ প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

#### নরেন্দ্র ও প্রীরামকুষ্ণের প্রচারকার্য্য

#### ১। ঈশ্বর-দর্শন।

#### (REALISATION OF GOD.)

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম কথা—ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে। কতকশুলি মত মুখস্থ বা শ্লোক মুখস্থ করার নাম ধর্মা নহে। এই ঈশ্বরদর্শন হয়, হদি ভক্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকে, এই জন্মেই হউক
অথবা জন্মান্তরেই হউক। এক দিনের তাঁহার কথাবার্তা আমাদের
মনে পড়ে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে কথা হইতেছিল।

পরমহংসদেরের কাশীপুরের ৺মহিমাচরণ চক্রবর্তীকে বলিভেছিলেন— (রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণ ও অক্যান্য ভক্তদের প্রতি)—শান্ত্র কত পড়বে ? শুধু বিচার করলে কি হবে ? আগে তাঁকে লাভ করবার চেফী কর। বই পড়ে কি জান্বে ? যতক্ষণ না হাটে পৌছান যায়, ততক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌছিলে আর এক রকম, তখন স্পষ্ট স্পেষ্ট দেখতে পাবে, শুন্তে পাবে, 'আলু লও' 'পয়সা দাও।'

"বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁহাকে দর্শনের পর শাস্ত্র, science সব খড়কুটো বোধ হয়।"

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক'থানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এ সব আগে জান্বার জন্ম অত ব্যস্ত কেন ? কিন্তু যো-সো ক'রে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাকা থেয়েই হউক আর বেড়া ডিলিয়েই হউক, তথন ইচ্ছা হয় ত তিনিই ব'লে দিবেন, তাঁর ক'থানা বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর দারবান্ সব সেলাম ক'রবে। (সকলের হাস্য)।"

একজন ভক্ত-এখন বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাই কর্ম চাই। সাধন চাই। ঈশর আছেন ব'লে ব'সে থাকলে হবে ন!। তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে 'ডাকো, প্রার্থনা করো—'দেখা দাও' ব'লে। ব্যাকুল হয়ে কাঁলে। কামিনীকাঞ্চনের জন্ম পাগল হয়ে বেড়াতে পার, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোক বলুক যে, ঈশরের জন্ম অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিনকতক না হয় সব ত্যাগ ত'রে তাঁকে একলা ডাকো! শুধু 'ভিনি আছেন' ব'লে ব'সে থাকলে কি হবে ? হাল্দার পুকুরে বড় মাছ আছে, পুকুরের পাড়ে শুধু ব'সে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায় ? চার কর, চার ফেল। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আস্বে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়ত মাছের খানিকটা একবার দেখা গেল, মাছটা ধপাঙ্গ ক'রে উঠলো। যখন দেখা গেল, আরও আনন্দ।\*

ঠিক্ এই কথা স্বামীজীও চিকাগোর ধর্মসমিতিসমক্ষে বলিলেন— অর্থাৎ ধ:শ্মর উদ্দেশ্যে ঈশ্বকে লাভ করা, দর্শন করা—

"The Hindu does not want to live upon words and theories. He must see God and that alone can destroy all doubts. So the best proof a Hindu sage gives about the soul, about god, is I have seen the soul; I have seen God.' \*\* The whole struggle in their system is a constant struggle to become perfect, to become divine, to reach God and see God; and their reaching God, seeing God, becoming perfect even 'as the Father in Heaven is perfect' constitutes the religion of the Hindus"—Lecture of Hinduism (Chicago Parliament of Religions.)

আমেরিকায় অনেক স্থানে স্বামীন্দ্রী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সকল স্থানেই এই কথা। Hartford নামক স্থানে বলিয়াছিলেন—

"The next idea that I want to bring to you is that religion does not consist in doctrines or dogmas.

\* \* \*The end of all religions is the realisation of God in the soul. Ideas and methods may differ, but that is the central point. That is the realisation of God, something behind this world of sense - this

<sup>\*</sup> যীওপৃষ্ট তাঁহার শিষ্টদের বলিতেন—Blessed are the pare in spirit, for they shall see God.

#### নরেন্দ্র ও শ্রীরামক্ষরের প্রচার কার্য্য

world of eternal eating and drinking and talking nonsence—this world of shadows and selfishness. There is that beyond all books, beyond all creeds, beyond the vanities of this world—and that is the realisation of God within yourself. A man may believe in all the churches in the world, he may carry on his head all the sacred books ever written; he may baptise himself in all the rivers of the earth; still if he has no perception of God I would class him with the rankest atheist."

সামীজী তাঁহার 'রাজ্যোগ' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন ষে, আজকাল লোক বিশ্বাস করে না যে, ঈশ্বরদর্শন হয়; লোকে বলে, হাঁ, ঋষিরা অথবা খৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আলদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজকাল আর তাহা হয় না। স্বামীজী বলেন, অবশ্য হয়—মনের যোগ (concentration) অভ্যাস কর, অবশ্য হদয় মধ্যে তাঁহাকে পাইবে—

"The teachers all saw God, they all saw their own souls and what they saw they preached. Only there is this difference that in most of these religions especially in modern times a peculiar claim is put before us and that claim is that these experiences are impossible at the present day; they were only possible with a few men, who were the first founders of the religions that subsequently bore their names, at the present time these experiences have become obsolete and therefore we have now to take religion on belief. This I entirely deny. Uniformity is the rigorous law of nature; what once happened can happen always." Raj-yoya: Introductory.

সামীজী New York নামক নগরে ৯ই জানুয়ারী, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বজনীন ধর্মা কাহাকে বলে (Ideal of a Universal Religion), এই বিষয়ে একটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন— অর্থাৎ যে ধর্মো জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী বা কর্মী সকলেই মিলিত হইতে পারে। বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার সময় ঈশর দর্শন যে সব ধর্মোর উদ্দেশ্য, এই কথা বলিলেন;— জ্ঞান, কর্মা, ভক্তি এগুলি নানা পথ, নানা উপায়—কিন্তু গন্তব্যস্থান একই অর্থাৎ ঈশরের সাক্ষাৎকার। স্বামীজী বলিলেন—

"Then again all these various yogas (work or worship, psychic control or philosophy) have to be carried out into practice; theories will not do. We have to meditate upon it, realise it until it becomes our whole life. Religion is realisation, nor talk nor doctrine nor theories, however beautiful they may be. It is being and becoming, not hearing or acknowledging; it is not an intellectual assent. By intellectual assent we can come to a hundred sorts of foolish things and change them next day, but this being and becoming is what is Religion."

মান্ত্রাজ্ঞীদের নিকট তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ কথা।—হিন্দুধর্মের বিশেষত ঈশ্বরদর্শন— বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য, ঈশবদর্শন—

"The one idea which distinguishes the Hindu religion from every other in the world, the one idea to express which the sages almost exhaust the vocabulary of the Sanskrit language is that man must realise God. \*\* Thus to realise God, the Brahman as the Dvaitas (dualistas) say, or to become Brahman as the Advaitas say is the aim and end of the whole teachings of the Vedas." Reply to Madras Address.

্ষামী, ২৯শে অক্টোবর, (১৮৯৬ খৃটাব্দে) লগুন নগরে বক্তু ভা করেন :—বিষয়, ঈশ্বরদর্শন (Realisation)। এই বক্তৃতায় কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়া নচিকেতার কথা উল্লেখ করিলেন। নচিকেতা ঈশ্বরকে দেখিতে চান, ব্রহ্মজ্ঞান চান। ধর্ম্মরাজ যম বলিলেন, বাপু যদি ঈশ্বরকে জানিতে চাও, দেখিতে চাও, তাহা হইলে ভোগ আসক্তি ভ্যাগ করিতে হইবে, ভোগ থাকিলে যোগ হয় না, অবস্তু ভালবাসিলে বস্তুলাভ হয় না। স্বামী বলিতে লাগিলেন, আমরা বলিতে গেলে সকলেই নান্তিক, কতকগুলি বাক্যের আড়ম্বর লইয়া ধর্ম ধর্ম বলিতেছি। যদি একবার ঈশ্বরদর্শন হয়, তাহা হুইলেই প্রকৃত বিশ্বাস আসিবে।

'We are all atheists and yet we try to fight the man who tries to confess it. We are all in the dark; religion is to us a mere nothing, mere intellectual assent, mere talk—this man talks well and that man evil. Religion will begin when that actual realisation in our souls begins. That will be the dawn of religion \* \* Then will real faith begin."

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রীরামকুষ্ণ, নরেন্দ্র ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়। ( Harmony of all Religions. )

নরেন্দ ও অহাত কৃতবিত যুবকগণ, ঠাকুর শ্রীরামক্ষের সকল ধর্ম্মের উপর শ্রাদ্ধা ও ভালবাস। দেখিয়া বিস্ময়াপন্ধ হইরাছিলেন। সকল ধর্মে সভ্য আছে, এ কথা পরমহংসদেব মুক্তকঠে বলিতেন। কিন্তু তিনি আরও বলিতেন, সকল ধর্মাই সভ্য—অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম্ম দিয়া ক্রীব্যুর কাছে পৌছান ঘাইতে পারে। একদিন, ২৭শে অক্টোব্যু

(:৮৮২ খুফাব্দে) কেশবচন্দ্র সেন কোজাগর লক্ষীপূভার দি দক্ষিণেখরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দ্বীমারে করিয়া দেখিতে গিয়াছিলে ও তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া কলিকাভায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পং জাহাজের উপরে অনেক বিষয়ে কথা হয়। ঠিক এই দকল কথা ১৩ই আগষ্ট অর্থাৎ ক্ষেক মাস পূর্বের হইয়াছিল। এই সর্বেধর্মসময় কথা আমাদের diary হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

ছিলেন। উৎসবাক্তে দক্ষিণের বারান্দার বসিয়া বেলা এ।৪টার সম্ কথাবার্ত্তা হইতেছে।

শীরামকুষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—মত পথ। সকল ধর্মাই সভ্য যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়া যাওয়া যায়। ধর্ম্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মা আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।

"नहीं मन नाना पिक् पिरा आरम, किन्नु मन नहीं ममूरा शिरा পডে। সেখানে সব এক।"

"ছাদে নানা উপায়ে উঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি বাঁকা সিঁ ড়ি, আর শুধু একটা দড়ি দিয়াও উঠা বায়। তবে উঠবাৰ সময় একটা ধ'রে উঠতে হয়— তু তিন রকম সিঁড়িতে পা দিলে উঠ যায় না। তবে ছাদে উঠবার পর সব রকম সিঁড়ি দিয়ে নামা যায় উঠা যায়।"

"তাই প্রথমে একটা ধর্ম আশ্রেম করতে হয়। ঈশ্বরলাভ হ'লে সেই ব্যক্তি সব ধর্মপথ দিয়ে আনাগোনা করতে পারে; যখন হিন্দুদের ভিতর থাকে, তখন সকলে মনে করে হিন্দু, যখন মুসলমানদের সংগ মেশে, তথন সকলে মনে করে মুসলমান, আবার যখন খৃষ্টানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে ভাবে ইনি বুঝি খৃষ্টান।"

"সব ধর্মের লোকের। এক জনকেই ভাক্ছে। কেউ বল্ছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ আলা, কেউ একা। নাম আলাদা কিন্ত একই বস্তা"

"এकটা পুকুরে চার ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাছে ভারা বলছে क्या। আর এক ঘাটে মুসলমান, ভারা বলছে পানি। আর এক ঘাটে খুষ্টান, ভা'রা বলছে "water"। আবার একঘাটে কতকগুলা লোক বলছে 'aqua'। (সকলের হাস্ম)। বস্তু এক—

স্বল, নাম আলাদা। তবে ঝগড়া করবার কি দরকার ? সকলেই
এক ঈর্মারকে ডাকছে ও সকলেই তাঁর কাছে যাবে।"

একজন ভক্ত ( জীরামকুষ্ণের প্রতি )--- যদি ভাষা ধর্মে ভ্রম খাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা ভ্রম কোন্ধর্মে নাই ? সকলেই বলে, আমার ঘড়ী ঠিক যাচেছ। কিন্তু কোন ঘড়ীই একেবারে ঠিক যায় না। সব ঘড়ীকেই মাঝে মাঝে সূর্য্যের সঙ্গে মিলাতে হয়।

"ভূল কোন্ ধর্মে নাই ? আর যদিই ভূল থাকে, যদি আন্তরিক হয়, যদি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকে, তা হ'লে তিনি শুনবেনই শুনবেন।"

"মনে কর, এক বাপের আনেকগুলি ছেলে—ছোট বড়। সকলেই 'বাবা' বলতে পারে না। কেউ বলে 'বাবা', কেউ 'বা', কেউ বা কেবল 'পা'। যারা 'বাবা' বলতে পার্লে না, তা'দের উপর বাপ রাগ কর্বে না কি ? (সকলের হাস্ত)। না, বাপ সকলকেই সমান ভালবাসবে।\*"

"লোক মনে করে, আমার ধর্ম ঠিক; আমি ঈশ্বর কি বস্তু ব্ঝেছি, ওরা বুঝতে পারে নাই। আমি ঠিক তাঁকে ডাক্ছি ওরা ঠিক্ ডাক্তে পারে না; অতএব ঈশ্বর আমাকেই কুপা করেন, ওদের করেন না। এ সব লোক জানে না যে, ঈশ্বর স্কলের বাপ মা, আন্তরিক হ'লে তিনি স্কলকে দয়া করেন।"

কি প্রেমের ধর্ম। এ কথা তিনি তো বার বার বলিলেন, কিন্তু ক্যম্বন ধারণা করিতে পারিল ? শ্রীযুত কেশব সেন কতকটা পারিয়াছিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ জগতের সম্মুখে এই প্রেমের ধর্মা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইরা প্রচার করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মতুষার বৃদ্ধি (dogmatism) করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। 'আমার ধর্ম সত্য ও তোমার মিখ্যা' এটির নাম 'মতুয়ার বৃদ্ধি'—এইটি যত অনর্থের মূল। স্বামী এই অনর্থের কথা

<sup>\*</sup> ठिक वहे कथा वक्षानि हेश्ताकी श्रष्ट चार्छ-Maxmuller's Hibbert Lectures. त्याक्रम्बद्ध वहे छेनमा निम्ना व्याहेशास्त्र "(व, योहाता (क्यापनी भूका करतन, डाहासम्बद्धना कता छेहिछ नरह।

চিকাগো ধর্ম্মসমিতিসমক্ষে বলিলেন। বলিলেন, থ্রীফ্টান, মুসলমান ইত্যাদি অনেকেই ধর্ম্মের নামে কত রক্তারক্তি, কাটাকাটি, মারামারি করিয়াছেন।

"Sectarianism, bigotry and its horrible descendant fanaticism, have possessed long this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair." Lecture on Hinduism. (Chicago Parliament of Religions)

স্বামী অপর এক বক্তৃতায় 'সকল ধর্ম্ম সত্য' এ কথা বিজ্ঞানশান্তের প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে চেফা করিলেন,—

"If any one here hopes that this unity will come by the triumph of any one of these religions and the destruction of the others, to him I say, Brother, yours is an impossible hope. Do I wish that the Christian would become Hindu? God forbid. Do-I wish that the Hindu or Buddhist would become Christian? God forbid."

"The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No, it becomes a plant, it assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant substance and grows a plant."

"Similar is the case with religion. The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist nor the Hindu or the Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the others and yet preserve its own law of growth."

আমেরিকায় স্থামী Brooklyn Ethical Society নামক সভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অধ্যাপক Dr. Lewis Janes সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেথানেও প্রথম কথা, সর্ববিধর্মসময়য়। সামী বলিলেন, একজনের ধর্ম সত্য, আর সকলের ধর্ম মিথ্যা, এরূপ হইতে পারে না। কেবল আমার ধর্ম্ম সত্য বলা একটা ব্যাধিবিশেষ বলিতে হইবে। সকলের পাঁচটি আঙ্গুল, আর এক জনের যদি ছয়টি হয়, বলিতে হইবে যে, ইহা তাহার একটি রোগবিশেষ।

"Truth has always been universal. If I alone were to have six fingers on my hand while all of you have only five, you would not think that my hand was the true intent of nature, but rather that it was abnormal and diseased. Just so with religion. If one creed alone were to be true and all the others untrue, you would have again to say that, that religion is diseased. If one religion is true, all the others must be true. Thus the Hindu religion is your property as well as mine." Lecture at Brooklyn.

স্বামী চিকাগো ধর্ম-মহাসভা সম্মুখে যে দিন প্রথম বক্তৃতা করিতে দগুরমান হরেন, যে বক্তৃতা শুনিয়া প্রায় ছয় সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তকঠে আসন ত্যাগ করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, \* সেই বক্তৃতামধ্যে এই সমন্বর্যান্তা ছিল। স্বামী বলিয়াছিলেন,—

\* 'When Vivekanda addressed the audience as sisters and brothers of America, there arose a peal of applause that lasted for several minutes" Dr. Barrow's Report. "But eloquent as were many of the brief speeches, no one expressed so well the spirit of the Parliament of Religions and its limitations as the Hindu monk. \* \* \* He is an orator by divine right." New York Critique, 1893.

"I am proud to belong to a religion which taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all Religions as true. I belong to a religion into whose sacred language the Sanskrit, the world 'exclusion' is untranslatable."

# চতুর্থ পরিচেছ্দ।

প্রীর।মরুষ্ণ, নরেন্দ্র, কর্মাঘোগ ও স্বদেশহিতৈষণা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা বলিতেন, 'আমি ও আমার' এইটা অজ্ঞান, 'তুমি ও তোমার' এইটা জ্ঞান। একদিন শ্রীস্থরেশ মিত্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছিল, রবিবার, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্ষসমাজের ক্ষেকজন ভক্তও আদিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতাপচক্র মজুমদার ও অক্যান্থ ভক্তেদের বলিলেন,—"দেখ, 'আমি ও আমার' এইটির নাম অজ্ঞান। কালীবাড়ী রাসমণি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে ঈশ্বর করেছেন। প্রাক্ষসমাজ অমুক ক'রে গেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে ঈশ্বর করেছেন। প্রাক্ষসমাজ অমুক ক'রে গেছেন, এই কথাই লোকে বলে। এ কথা আর কেউ বলে না, ঈশ্বর ইচ্ছায় এটা হয়েছে। 'আমি করেছি' এটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়, এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার নয়, সমাজ আমার নয়, সব তোমারই জিনিষ, এ জ্রী-পুত্র-পরিবার এসব কিছুই আমার নয়, সব তোমারই জিনিষ, জ্রানীর এ সব কথা।

"আমার জিনিষ, আমার জিনিষ ব'লে সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। তথু ব্রাক্ষসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। তথু দেশের . লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোককে ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়। মা্যাতে মামুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান্ থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বলাভ হয়। শুকদেব নাবদ এঁবা দয়া বেখেছিলেন।"

ঠাকুরের কথা—শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাদা, এর নাম মায়া। দব দেশের লোককে ভালবাদা, দব ধর্মের লোকদের ভালবাদা। এটি দয়া থেকে হয়—ভক্তি থেকে হয়। তবে স্বামী বিবেকানন্দ অত স্বদেশের জন্ম ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন ?

স্বামী চিকাগো ধর্ম মহাসভার এক দিন বলিরাছিলেন, আমার গরীব স্বদেশবাসীদের জন্ম এখানে অর্থ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, ভারী কঠিন,—খ্য্টধর্মাবলম্বীদের নিকট যাহারা খ্য্টান নয়, ভাহাদের জন্ম টাকার যোগাড় করা কঠিন।

"The crying evil in the East is not religion—they have religion enough; but it is bread that these suffering millions of burning India cry out for with parched throats." \* \* \*

"I came here to ask aid for my improverished people and fully realised how difficult it was to get help for heathens from Chiristians in a Christian land."—Speech before the Parliament of Religions. (Chirago Tribune.)

ষামীর একজন প্রধান শিশ্য। সিফীর নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) বলেন যে, স্থামী যথন চিকাগো নগরে বাদ করেন, তথন ভারতবাদীদের কাহারও সহিত দেখা হইলে তিনি অতিশয় যত্ন করিত্রন, তা তিনি যে জাতিই হউন—হিন্দু হউন বা মুদলমান বা পার্শী বা ষাহাই হউন। তিনি নিজে কোন ভাগ্যবানের বাটীতে অতিথিরপে থাকিতেন। সেইথানেই নিজের দেশের লোককে লইয়া যাইতেন। গৃহস্বামীরাও তাঁহাদের খুব যত্ন করিতেন; আর তাঁহারা বেশ জানিতেন ত্ব, তাঁহাদের যত্ন যদি না করেন, তাহা হইলে স্থামীজী নিশ্চয়ই তাঁহাদের গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন;—

"At Chicago any Indian man attending the great world Bazar, rich or poor, high or low, Hindu, Mahomedan, Parsi, what not, might at any moment be brought by him to his hosts for hospitality and entertainment and they well knew that any failure of kindness on their part to the least of these would immediately have lost them his presence."

দেশের লোকের কিরাপে দারিত্য-দুঃখ বিমোচন হয়, ভাহাদের কিলে সংশিকা হয়, কিলে তাহাদের ধর্মসঞ্য হয়, এই জন্ম স্বামী সর্বাদা ভাবিতেন। কিন্তু তিনি দেশের লোকের জন্ম যেরূপ হুঃখিত ছিলেন, আফ্রিকাবাদী নিগ্রোর জন্যও দেইরূপ চু:খিত থাকিতেন। শ্রীমতী নিবেদিতা বলেন, স্বামী যখন দক্ষিণ United States (colored man) মনে করিয়া গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্ত যখন তাঁহারা শুনিলেন, ইনি তাহা নহেন, ইনি হিন্দু সন্ন্যাসী ও বিখ্যাত স্বামী বিৰেকানন্দ, তখন তাঁহারাই অতি সমাদরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "সামী, যধন আমরা ভোমাকে বলিলাম, "তুমি কি আফ্রিকাবাদী ?" তথন তুমি কিছ না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে কেন ?"

স্বামী বলিলেন, "কেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রো কি আমার ভাই নয় ?" অর্থাৎ স্বদেশবাসী কি জগৎছাড়া ? নিগ্রোকেও বেমন ভালবাসা, স্বদেশবাসীকেও সেইরূপ ভালবাসা; তবে তাহাদের সঙ্গে সর্ববদাই থাকা, তাই তাহাদের দেবা আগে। ইহারই নাম অনাসক্ত হুট্রা সেবা। ইহারই নাম কর্মাযোগ। সকলেই কর্ম করে, কিন্তু কর্ণ্মধে: প বড় কঠিন। সব ভাগ ক'রে অনেক দিন ধরিয়া নির্জ্জনে ভগ্ৰানের খ্যান চিন্তা না ক্রিলে এরূপ স্বদেশের উপকার করা যায় না। 'আমার দেশ' বলিয়া নয়, তাহা হইলে ত মায়া হইল; 'তোমার ( ঈশ্রের ) এর।', তাই এদের সেবা করিব। তোমার আদেশ, তাই দেশের সেবা করিব ; 'তোমারই এ কায' আমি তোমার দাস, তাই এই ব্রত পালন করিতেছি, দিদ্ধি হউক, অসিদ্ধি হউক, দে তুমি জ্বান; স্বামার নামের জন্য নয়, এতে তোমার মহিম। প্রকাশ হইবে।

🟝 রামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, কর্ম্মযোগ ও স্বদেশহিতৈষণা : হিমালয়। ১৭

ষথার্থ স্থদেশহিতৈষিতা ( ideal patriotism ) কাহাকে বলে, লোকশিক্ষার জন্ম তাই এই দুরহে ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাদের গৃহ-পরিজ্ঞন আছে. কখনও ভগবানের জ্ঞা যাহারা ব্যাকুল হয় নাই, যাহারা 'ত্যাগ' এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্থা করে, যাহাদের মন সর্বদা কামিনীকাঞ্চন ও এই পৃথিবীর মানসম্ভ্রমের দিকে, যাহারা লখর দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য শুনিয়া অবাক হয়, তাহারা স্বদেশহিতৈষি-তার এই মহান উচ্চ আদর্শ কিরূপে গ্রহণ করিবে ? স্বামী স্বদেশের হত্য কাঁদিতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্ববদা এটিও মনে রাখিতেন যে এই অনিতা সংসারে ঈশ্বই বস্ত আর সব অবস্তা। সামী বিলাত হইতে ফিরিবার পর হিমাচল দুর্শন করিতে আলমে।ডায় গিয়াছিলেন। আলমোড়াবাসীরা ভাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধে পূজা করিতে লাগিলেন। সামী, নাগাধিরাজ দেবতালা হিমগিরীর অত্যুক্ত শুঙ্গাবলী ্রদর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। বলিলেন, আজ এই পৰিত্ৰ উত্তরাখণ্ডে দেই পৰিত্ৰ তপোভূমি দেখিতেছি, যেখানে ঋষিগণ সর্বত্যাগ করিয়া, এই সংসারের কোলাহল হইতে প্রস্থান করিয়া নিশিদিন ঈশ্বচিন্তা করিতেন। তাঁহাদেরই শ্রীমুথ হইতে বেদমন্ত্র বিনিগ্র হইয়াছিল। হায়। কবে আমার সে দিন হইবে? আমার কতকগুলি কাজ করিবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু এই পবিত্র ভূমিতে অনেকদিন পরে আবার আসিখার পর সকল বাসনা এককালে অন্তর্হিত হইতেছে। ইচ্ছা হয়, বিরলে বসিয়া শেষ কয়দিন হরিপাদ-প্লিচিন্তায় গভীর সমাধিমধ্যে নিমগ্র হইয়া কাটাইয়া ঘাই!

"It is the hope of my life to end my days somewhere within this Father of Mountains, where Rishis lived—where Philosophy was born." Speech at Almora.

হিমালয় দেখিলে আর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয় না—মনে এক চিন্তার উদয় হয়—কর্মানম্যাদ।

'As peak after peak of this Father of Mountains began to appear before my sight, all those propensities to work, that ferment that had been

going on in my brain for years seemed to quiet down and mind reverted to that one eternal theme which the Himalayas always teach us, the one theme which is reverberating in the very atmosphere of the place, the one theme that I hear in the rushing whirlpools of its rivers—Renunciation."

এই কর্ম্ম-সন্ন্যাদ, এই ত্যাগ, করিতে পারিলে মানুষ অভয় হয়— আর দকল বস্তুই ভয়াবহ।

> "সর্বাং বস্ত ভয়ান্বিতং ভূবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।" Everything in this life is fraught with fear. It is renunciation that makes one fearless,"

"এখানে আসিলে আর সাম্প্রাণায়িক ভাব থাকে না, ধর্ম লইয়া ঝগড়া-বিবাদ কোথায় পলাইয়া যায়। কেবল একটি মহান্ সত্যের ধারণা হয়—ঈশ্বরদর্শনই সতা, আর যাহা কিছু জলের ফেনার স্থায়— ভগবানের পুজাই একমাত্র জীবনে প্রয়োজন, আর সকলই মিথা।"

"ঈশ্বরই বস্ত, আর সব অবস্ত। অথবা মধুকর পলের উপর বসিতে পাইলে আর ভন্ ভন্ করে না!"

'Strong souls will be attracted to this Father of Mountains in time to come, when all this fight between sects and all those differences in dogmas will not be remembered any more, and quarrel between your religion and my religion will have vanished altogether, when mankind will understand that there is but one Eternal Religion and that is the perception of the Divine within and the rest is mere froth! Such ardent souls will come here, knowing that the world is but Vanity, knowing that everything is useless except the worship of the Lord and the Lord alone."—Speech at Almora.

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, অদৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া বেখানে

ইচ্ছা যাও। স্বামী বিবেকানন অদৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। সন্নাদীর গৃহ, ধন, পরিজন, আজীয়, কুট্ম, স্বদেশ, বিদেশ আবার কি ? যাজ্ঞবল্কঃ মৈত্রেয়ীকে বলিলেন. ঈশ্বরকে না জানলে এ সব ধন, বিভা কি হবে ? হে মৈত্রেয়ী, আগে তাঁকে জান, তারপর অন্য কথা। স্বামী এইটি জগৎকে দেখাইলেন। তিনি যেন বলিলেন, হে জগদবাসিগণ, আগে বিষয় ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ভগবানের আরাধনা কর, তাহার পর যাহা ইচ্ছা কর. কিছতেই দোষ নাই : স্বদেশের সেবা কর, ইচ্ছা হয় কুটুম্ব পালন কর, কিছুতেই দোষ নাই: কেন না, তুমি যখন বুঝিতেছ যে সর্ববভূতে তিনি আছেন-তিনি ছাড়া কিছুই নাই- সংসার, স্বদেশ তিনি ছাড়া নহে। ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখিবে তিনিই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়া-ছেন। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, রাম, তুমি যে সংসার ত্যাগ করিবে বলিতেছ, আমার সঙ্গে বিচার কর: যদি ঈশ্বর এ সংসার ছাড়া হন, তবে ত্যাগ করিও। \* রামচন্দ্র আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাই চুপ করিয়া মহিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন. ছ্রীর ব্যবহার জানিয়া ছুরী হাতে কর। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ কর্ম্মযোগী কাহাকে বলে, দেখাইলেন। দেশের কি উপকার করিবে १ স্বামী জানিতেন যে দেশের দরিদ্রদের ধন দিয়া সাহায। করা অপেকা অনেক মহৎ কাৰ্য্য আছে। ঈশ্ববকে জানাইয়া দেওয়া প্ৰধান কাৰ্য্য! তৎপরে বিভাদান : তাহার পরে জীবনদান : তাহার পরে অন্নবস্ত্রদান। সংসার গ্রঃখমষ। এই ত্রঃখ তুমি কয়দিনের জন্ম ঘুচাইবে 🤊 ঠাকুর শীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণদাস পালকে 🕆 জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, জীবনের উদ্দেশ্য কি ?" কৃষ্ণদান বলিলেন, "আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের তুঃখ দুর করা।" ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ভোমার ওরূপ রাঁড়ীপুতা 🖇 বুদ্ধি কেন ? জগতের ছঃখনাশ তুমি

<sup>\*</sup> ষোগৰাশিষ্ঠ।

<sup>†</sup> আহিঞাদাস পাল দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর জীরামক্ষণকে দর্শন ুক্রিয়াছিলেন।

<sup>§</sup> রাড়ীপূতী বৃদ্ধি—বিধবার চেলের বৃদ্ধি, হীন বৃদ্ধি; কেন না, সে ছেলে অনেক নীচ উপায়ে মাহুষ হয়; পরের ভোষামোদ করিয়া, ইডাাদি।

ক'রবে ? জ্বগৎ কি এডটুকু ? বর্ধাকালে গঙ্গায় কাঁকডা হয় জান ? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের পতি যিনি তিনি সকলের থবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা—এই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁরপর যা হয় কোরো।" স্বামীও এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন,-

"Spiritual knowledge is the only thing that can recove our miseries for ever; any other knowledge satisfies wants only for a time. \* \* \* He who gives spiritual knowledge is the greatest benefactor of mankind. \* \* \* Next to spiritual help ( বৰ্ষজ্ঞান) comes intellectual help ( বিভাগান )—the gift of secular knowledge. This is far higher than the giving of food and clothes; the next gift is the gift of life and the fourth, the gift of food." Karmayoya (New York); My Plan of Campaign (Madras.)

ঈশ্রদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য: আর এ দেশের ঐ এক কথা। আগে ঐ কথা, তাহার পর অত্য কথা। 'রাজনীতি' (Politics) প্রথম হইতে বলিলে চলিবে না। আগে অন্যমন হইয়া ভগবানের ধ্যান-চিন্তা কর, হাদয়মধ্যে তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন কর। তাঁহাকে লাভ করিয়া তখন 'স্বদেশে'র মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে: কেন না, তখন মন অনাসক্ত: 'আমার দেশ' বলিয়া সেবা নহে--সর্বভৃতে ভগবান আছেন বলিয়া তাঁহার সেবা। তথন স্বদেশ বিদেশ ভেদবুদ্ধি থাকিবে না। তথন কিসে জীবের মন্তল্যাধন হয়, ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিডেন, "দাবাব'ড়ে যারা খেলে, তারা ঠি হ চাল বুঝতে তত পারে না; যারা উদাসীন, কেবল ব'লে খেলা দেখে. তারা উপর চাল বেশ ব'লে দিতে পারে।" কেন না, উদাসীনের নিজের কোন দরকার নাই, রাগদ্বেষবিমুক্ত উদাসীন আনাসক্ত জীবমুক্ত মহাপুরুষ নির্জ্জনে অনেক দিন সাধন করিয়া যাহা লাভ করিরা বসিয়া আছেন, তাহার কাছে আর কিছুই ভাল লাগে না:---

> যং লকা চামরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যশ্মিন স্থিতো ন দ্বংখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥

হিন্দুর রাজনীতি, সমাজনীতি, তাই সমস্তই ধর্মাশান্ত্র। মমু, যাজ্ঞবল্ক্যা, পরাশার ইত্যাদি মহাপুরুষ এই সকল ধর্মাশান্ত্রের প্রণেতা। তাঁহাদের কিছুরই প্রয়োজন নাই। তথাপি ভগবান কর্তৃক প্রত্যাদিফ হইয়া গৃহস্থের জন্ম তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা উদাসীন হইয়া দাবাব'ড়ের চাল বলিয়া দিতেছেন, তাই দেশকালপাত্রবিশেষে তাঁহাদের কথায় একটি ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

সামী বিবেকানন্দও কর্ম্যোগী। অনাসক্ত হইয়া পরোপকারব্রতরূপ জীবসেবারূপ কর্ম করিয়াছেন। তাই কর্মীদের সম্বন্ধে তাঁহার এত ফুল্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া এই দেশের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, যেমন পূর্বতন মহাপুরুষগণ জীবের মঙ্গলার্থে বরাবর করিয়া গিয়াছেন। এই নিদ্ধাম ধর্ম পালনার্থ যেন আমরাও তাঁহার পদামুসরণ করিতে পারি। কিন্তু এটি কি কঠিন ব্যাপার। প্রথমে হরিপাদপদ্দলাভ করিতে হইবে। তজ্জ্য বিবেকানন্দের তায় ত্যাগ ও তপত্যা করিতে হইবে। তব্ এই অধিকার হইতে পারে।

ধন্য ত্যাগী মহাপুরুষ ! তুমি যথার্থ ই গুরুদেবের পদামুদরণ করিয়াছ । গুরুদেবের মহামন্ত্র—আগে ঈর্ধরলাভ, তাহার পর অন্য কথা, তুমিই দাধন করিয়াছ ! তুমিই বুঝিয়াছিলে, ভগবানকে ছাড়িয়া দিলে 'অতিবাদী' হইলে, এ সংসার যথার্থ ই স্থপ্পবৎ, ভেল্কিবাজি; তাই সর্বব্যাগ করিয়া তাঁহার সাধন আগে করিয়াছিলে। যথন দেখিলে সর্বব্যস্তর প্রাণ তিনি, যথন দেখিলে, তিনি ছাড়া কিছুই নাই, তথন আবার এই সংসারে মনোনিবেশ করিলে; তথন হে মহাযোগিন্! সর্বকৃত্তস্থণ সেই হরির সেবার জন্য আবার কর্মাক্ষেত্রে অবতরণ করিলে; তথন তোমার গভীর অপার প্রেমের অধিকারী সকলেই হইল—হিন্দু, মুসলমান, গ্রীফান, বিদেশী, স্বদেশবাসী, ধনী, দরিদ্র, নর, নারী সকলকেই তুমি প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছ ! তীত্র বৈরাগ্য- বশতঃ যে গর্ভধারিণী মাতৃদেবীকেও ত্যাগ করিয়া, চক্ষুর জলে ভাসাইয়া, গৈরিকবন্ত্র ধারণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তথন সেই মা'কে আবার দর্শন দিলে ও বাৎসল্য স্বীকার করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্চা পূর্ণ করিলে ! তুমি নারদাদি, জনকাদির স্থায়, লোকশিক্ষার জন্ত কর্মা করিয়াছিলে!

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## গ্রীরামরুফ, নরেন্দ্র, কেশব সেন ও সাকার পূজা।

ঈশ্ব সাকার না নিরাকার ?

একদিন ৺কেশবচন্দ্র সেন শিশ্যবৃন্দ লইয়া দক্ষিণেশর কালীবাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কেশবের সঙ্গে নিরাকার সক্ষমে অনেক কথা ২ইত। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিতেন 'আমি মাটার বা পাথরের কালী মনে করি না। **চিয়ায়ী কালী** যিনি ব্রক্ষা তিনিই কালী। যখন নিজ্জিয়, তখন, 'ব্রক্ষা'; যখন স্থান্থিতি-প্রলম্ম করেন, তখন কালী, অর্থাৎ যিনি কালের সঙ্গে রম্ব করেন। কাল অর্থাৎ ব্রক্ষা। তাঁহাদের নিম্নলিখিত কথাবার্ত্ত। একদিন হইতেছিল—

শ্রীরামক্ষ (কেশবের প্রতি)—কি রকম জান ? যেন সচিচদানদ্দ-সমুদ্র, কুল-কিনারা নাই। ভক্তি হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়; স্থানে স্থানে যেন জল বরফ আকারে জমাট বাধে: অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কথন কথন সাকাররপ হয়ে দেখা দেন। আবার রক্ষা-জ্ঞান-সূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায়—অর্থাৎ 'ব্রেক্ষা সভ্য জগৎ মিখ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপটুপ সব উড়ে যায়। তখন কি তিনি, মুখে বলা যায় না—মন বুদ্ধি অহংতর দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

"ষে লোক একটা ঠিক জানে, সে আর একটাও জান্তে পারে। যে নিরাকার জান্তে পারে, সে সাকারও জান্তে পারে। সে পাড়াতেই গেলে না—কোনটা শ্যামপুকুর, কোন্টা তেলিপাড়া, জানবে কেমন ক'রে!"

সকলে নিরাকার পূজার অধিকারী নয়, তাই সাকার পূজার বিশেষ প্রয়োজন, এ কথাও প্রমহংসদেব বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন—

"এক মার পাঁচ ছেলে। মা মাছের নানা রকম আয়োজন করেছেন, যার যা' পেটে সয়। কারু জন্ম মাছের পোলাও করেছেন। যার পেটের অস্থ্য, তার জন্ম মাছের ঝোল করেছেন। যেটা যার পেটে সয়।" এ দেশে সাকার পূজা হয়। খৃষ্টান মিংনারীরা আমেরিকা ও ইউরোপে এদেশবাসীদিগকে অসভ্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসীরা পুতুল পূজা করেন—ও তাঁহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই দাকার পূজার অর্থ আমেরিকায় প্রথমেই বুঝাইলেন; বলিলেন, ভারতবর্ষে পুতুল পূজা হয় না।

"At the very outset I may tell you there is no polytheism in India. In every temple, if one stands by and listens, he will find the worshippers applying all the attributes of God to these images." Lecture on Hinduism.

ঈশ্বরকে ভার্বিতে গেলেই সাকার চিন্তা বই আর কিছু আসিতে পারে না, এ কথা মনোবিজ্ঞান ( Psychology ) সাহায্যে স্বামী বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—

"Why does a Christian go to Church? Why is the Cross holy? Why is the face turned towards the sky in prayers? Why are there so many images in the Catholic Church? Why are there so many images in the minds of Protestants when they pray? My brethren, we can no more think about anything without a material image than we can live without breathing. Omnipresence to almost the whole world means nothing. Has God superficial area? If not, then when we repeat the word we think of the extended earth; that is all."

Lecture on Hinduism (Chicago).

স্বামীজী আরও বলিলেন, "অধিকারিভেদে সাকার পূজা ও নিরাকার পূজা। সাকার পূজা কুসংস্কার নহে—মিথ্যা নহে, নিম্ন স্থানীয় সত্য। "If a man can realise his divine nature most easily with the help of an image, would it be right to call it a sin? Nor even when he has passed that stage, should he call it an error? To the Hindu, man is not travelling from error to thruth but from lower to higher truth."

স্বামীজী বলিলেন, সকলের পক্ষে এক নিয়ম হইতে পারে না। ঈশ্বর এক; কিন্তু তিনি নানা ভক্তের নিকট নানা ভাবে প্রকাশ হইতেছেন। হিন্দু এইটি বুঝেন।

"Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Other religions laydown certain fixed dogmas and try to force society to adopt them: they place before society one kind of coat which must fit Jack and John and Henry, all alike. If it does not fit John or Henry, he must go without a coat to cover his body. The Hindus have discovered that the Absolute can be realised, thought of or stated, only through the Relative."

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীংশমরুষ্ণ, ত্রাহ্ম সমাজ, নংক্র ও পাপবাদ। (THE DOCTRINE OF SIN.)

সামীজীর গুরুদেব ভগবান্ এরামকৃষ্ণ বলিতেন, ঈশ্বরের নাম লইলে ও আন্তরিক তাঁহার চিন্তা করিলে পাপ পলাইয়া যায়। থেমন তুলর পাহাড় অগ্রিস্পর্শে একক্ষণে পুড়িয়া যায়; অথবা যেমন বৃক্ষে পাখা অনেক বিদ্যাছে, হাততালি দিলে সব উড়িয়া যায়। একদিন কেশব বাবুর সহিত কথা হইতেছিল—

শীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)—মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মৃক্ত! আমি মৃক্ত পুরুষ,—সংসারেই থাকি, আর অরণ্যেই থাকি—আমার বন্ধন কি? আমি ঈশবের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়,—বিষ নাই, বিষ নাই, জোর ক'রে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনই 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি বৃদ্ধ নই' 'আমি মুক্ত' এই কথাটি রোক ক'রে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

"খৃষ্টানদের একখানা বই (Bible) এক জন দিলে। আমি প'ড়ে শুনাতে বল্লাম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ!"

"তোমাদের ব্রহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'! যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, দে শেষে বদ্ধই হয়ে যায়! যে রাত দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী'. এই করে, দে তাই হয়ে যায়!'

"ঈশবের নামে এমন বিশাস হওয়া চাই—কি! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে। আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি ? কৃষ্ণ কিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিয়েছিল। একদিন ভ্রমণ কর্তে কর্তে তার জল তৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে, 'ওরে, তুই আমায় এক ঘটী জল দিতে পারিস ? তুই কি জাত ?' সে বল্লে, 'ঠাকুর মশাই, আমি হীন জাত—মুচি'। কৃষ্ণ কিশোর বল্লে, 'তুই বল, শিব, আার জল তুলে দে।"

"ভগবানের নাম কর্লে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেব্ল 'পাপ' আবার 'নরক' এ সব কথা কেন ? একবার বল যে, অন্থায় কর্মি যা করেছি, তা আর কর্বো না। আর তাঁহার নামে বিখাস কর।"

স্বামীজীও খৃষ্টানদের এই পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, পাপী কে। ভোমরা অমৃতের অধিকারী, Sons of Immortal Bliss, ভোমাদের ধর্ম বাজকেরা রাত্রিদিন নরকাগ্রির কথা বলেন, সে কথা শুনিও না।

"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth! Sinners? It is a sin to call a man so. Come up, Oh lions! and shake off the delusion

that you are sheep! You are souls immortal, spirits free and blessed-and eternal, ye are not bodies; matter is your servant, not you the servant of matter." Lecture on Hinduism (Chicago.)

আমেরিকার হার্টফোর্ড নামক স্থানে স্বামী বক্ততা করিবার জগ্য নিম্নিত হইয়াছিলেন। এখানকার American Consul, Patterson তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও সভাপতির কার্য্য করিয়া-हिल्लन। आभी व्यापात श्रक्तीनामत्र भाभवाम मन्द्रस्त विल्लन, यम ঘর অন্ধকার হয়, তা হ'লে 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' করিলে কি হইবে ? আলো জালো, তবে ত হবে---

"Shall we advise men to kneel down and cry -O miserable sinner that I am! No, rather let us remind them of their divine nature. \* \* room is dark, do you go about striking your breast and crying, 'It is dark!' No, the only way to get into light is to strike a light and then the darkness goes.—The only way to realise the Light above you is to strike the spiritual light within you and the darkness of impurity and sin will flee away. Think of your higher Self, not of your lower."

স্বামী পরমহংসদেবের কাছে একটি গল্প \* শুনিয়াছিলেন, সেই গল্লটি বলিলেন—"একটা বাঘিনী একটা ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। পূর্ণগর্ভা, তাই লাফ দিতে গিয়ে ছানা হয়ে গেল বাঘিনীর মৃত্যু হ'ল। ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হ'তে লাগ্ল আর তাদের সঙ্গে ঘাস খেতে লাগ্ল ও 'ভ্যা—আা,' ড্যা—আা, ক'র্তে লাগ্ল। কিছুদিন পরে সে ছানাটি বেশ বড় হ'ল। একদিন ছাগলের পালে আর একটি বাঘ পডল। সে দেখে অবাক যে, একট বাঘ ঘাস খাচেছ, আর ভ্যা—ভ্যা কর্ছে, আবার তাকে দেখে ছাগলেং মত পালাচেছ। তখন তাকে ধ'রে জলের কাছে নিয়ে গেল ও বঙ্গে

এই আঝাষিকাটি সাংখাদর্শনে আছে। আঝায়িকা প্রকরণ।

'তুইও বাঘ, তুই ঘাদ খাজিদ কেন, আর ভ্যা—ভ্যা করছিদ কেন— দেও আমি কেমন মাংস খাচিত। তুইও খা: এ দেখ জলে তোর মুখ দেখা যাচেচ, আমার মত।' বাঘটা সব দেখলে, মাংসেরও আস্বাদ পেলে।"

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামরুষ্ণ, বিজয়, কেশব, নরেন্দ্র ও 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ'—সন্ন্যু স ( Renunciation. )

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোসামী দক্ষিণেশরে কালী-বাডীতে কথাবার্তা কহিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে লোকশিকা দেওয়া যায় না। দেখনা, কেশব সেন এটি পারলে না ব'লে, কি হ'লো শেষটা! তুমি নিজে ঐখর্গ্যের ভিতর, কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থেকে যদি বল, 'সংসার অনিত্য, উণ্ণরই বস্তু,' অনেকে তোমার কথা শুনবে না। আপনার কাছে গুড়ের নাগরী রয়েছে, পরকে বলছো, গুড় খেও না! তাই ভেবে চিন্তে চৈতত্যদেব সংসার ত্যাগ করলেন। তানা হ'লে জীবের উদ্ধার হয় না।

বিজয়---আজ্ঞা হাঁ, চৈওতাদেব বলেছিলেন, কফ যাবে ব'লে পিপ্লল-খণ্ড তৈয়ের করলাম\*—কিন্ত উল্টা উৎপত্তি হ'ল, কফ বেডে গেল: নবদ্বীপের অনেক লোক ব্যঙ্গ করতে লাগলো ও বল্লে, নিমাই পণ্ডিজ বেশ আছে হে ; স্থন্দরী স্ত্রী, প্রতিষ্ঠা, অর্থের অভাব নেই, বেশ আছে।

শ্ৰীরামক্ষ্ণ-কেশব যদি ত্যাগী হোতো অনেক কাষ হোতো। ছাগলের গায়ে ক্ষত থাকলে আর ঠাকুরসেবা হয় না। বলি দেওয়া হয় না। ত্যাগী না হ'লে লোকশিক্ষার অধিকারী হয় না। গৃহস্থ হ'লে ক'জন তার কথা শুন্বে ?

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাই তাঁহার ঈশরবিষয়ে লোকশিক্ষা দিবার অধিকার। বিবেকানন্দ বেদান্তে ও ইংরাজী ভাষা

<sup>\*</sup> পিপুল্থত — অর্থাৎ ন্ব্রাপে হরিনাম প্রচার ।

ও দর্শনাদিতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য, তিনি অসাধারণ বাগ্যী, সেই কি তাঁহার মাহাত্মা ? ইহার উত্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দিবেন। দক্ষিণেশরের কালীবাড়ীতে ভক্তদের সম্বোধন করিয়া পরমহংসদেব ১৮৮২ খৃষ্টাকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন-

"এই ছেলেটিকে\* দেখ্ছো, এখানে একরকম। তুরন্ত ছেলে, বাবার কাছে যথন বদে, যেন জুজুটি: আবার চাঁদনীতে যখন খেলে. তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিভ্যদিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈত্ত হয়, আর ভগবানের দিকে চ'লে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিকার জন্ম। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।"

"বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচ আকাশে দে পাখী থাকে। সেই আকাশেই সে ডিম পাডে। ডিম পাডলেই ডিমটা পড়্তে থাকে। ডিম পড়্তে পড়্তে ফুটে ধায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোক ফোটে' আর ডানা বেরোয়। চোথ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে প'ড়ে যাচেচ, আর শরীর মাটীতে লাগলে একবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী मा'त नित्क, छेम नित्क, हों। हो। हो हिन प्राप्त पात्र हैं हुट छेटी योग ।"

বিবেকানন্দ এই 'হোমাপাখী'—তাঁর জীবনের এক লক্ষ্য মার কাছে চোঁচা দৌড় দিয়ে উঠে যাওয়া— গায়ে মাটী না ঠেক্তে ঠেক্তে অর্থাৎ সংসার স্পর্শ না করতে করতে, ভগবানের পথে অগ্রাসর হওয়া।

শীরামকৃষ্ণ— ⊌বিভাসাগরকে বলিয়াছিলেন, "পাণ্ডিডা" শুধু পাণ্ডিত্যে, কি হবে ? শকুনিও অনেক উচুতে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাডের দিকে.—কোথায় পচা মড়া। পণ্ডিত অনেক শ্লোক কড়বু

<sup>\*</sup> স্বামী বিবেকানন তথন General Assembly কলেৰে পডেন।. वयुत्र हत्व १२।२०। छाँहात वाफ़ी एथन कलात्सत काह्य तिमृतियात्र। नाम अविधानाथ प्रक. शहरकार्दित बहीर्ग। वानाकत्र नाम नात्रसः। कालक পাৰিয়া বি, এ পাশ ক্রিমাছিলেন। তথ্ন Hastic সাহেব প্রধান অধাপক ছিলেন। একণে उाँহার ভাই ভগীরা আছেন। সামীর জন্মিন-সোমবার পৌষ সংক্রান্তি, ১২৬৯ দাল, প্রাতে ৬৩১।৩৩ দমর, প্র্য্যোদয়ের ७ मिणिटे श्रार्क , वक्षम ०२ वश्मव ( माम २४ मिन इहेवाहिन।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু পণ্ডিত নহেন, তিনি সাধু মহাপুরুষ। শুধু পাণ্ডিজ্যের জন্ম ইংরাজ ও আমেরিকাবাদিগণ ভূত্যের ন্যায়, তাঁহার দেবা করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ইনি আর একজাতীয় লোক। সম্মান, টাকা, ইন্দ্রিয়স্থ্প, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লইয়া লোক রহিয়াছে; ইহাঁর কিন্তু এক লক্ষ্য, সম্বর্গাভ।

কটো বোধ হয়।"

সন্ন্যাসীর গীতিতে তিনিই বলিয়াছেন, নন্ন্যাসী কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিবে।

"Truth never comes where lust
and fame and greed
Of gain reside. No man who
thinks of woman

As his wife can ever perfect be. Nor he who owns however little,

nor he-

Whom anger chains—can ever pass through May's gates.

So give these up, Sannyasin bold, Say "tat sat Om!" Song of the Sannyasin.

আমেরিকায় তাঁহার প্রলোভন কম হয় নাই। একে জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা; তাহাতে সর্ববদাই পরমাস্থন্দরী উচ্চবংশীয়া স্থশিকিতা মহিলাগণ আদিয়া আলাপ ও সেবা করিতেন। তাঁহার এত মোহিনী শক্তি যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেন। একজন অতি ধনাঢােয় কন্যা (heiress) সত্য সত্য একদিন আদিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমী! আমার সর্ববস্থ ও আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিলাম।" স্বামী ততুত্তরে বলিলেন, "ভড়ে। আমি সয়্যাসী, আমার বিবাহ করিতে নাই। সকল জীলোক আমার মাতৃসরূপা।"

ধন্য বীর! তুমি গুরুদেবের উপযুক্ত শিষ্য। তোমার গাত্র যথাওই পৃথিবীর মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই; তোমার গাত্রে কামিনীকাঞ্চনের দাগ্টি পর্যান্ত লাগে নাই। তুমি প্রলোভনের রাজ্য হইতে পলায়ন কর নাই। তাহার মধ্যে থাকিয়া, শ্রীনগরে বাদ করিয়া, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইয়াছ। তুমি সামান্য জীবের ন্যায় দিন কাটাইতে ঢাও নাই। তুমি দেবভাবের জ্লন্ত দৃষ্টান্ত রাথিয়া এ মর্ভ্যধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছ।

## অষ্টম পরিচেছদ।

### গ্রীরামক্লফ্ট কর্ম্মযোগ, নরেন্দ্র ও দরিজনারায়ণ সেবা। (নিষ্কাম কর্ম্ম)।

পরমহংসদেব বলিতেন, কর্মা সকলেরই করতে হয়। জ্ঞান ভক্তি ও কর্মা এ তিনটি ঈশ্বের কাছে পৌছিবার পথ। গীতায় আছে,— সাধু, গৃহস্থ প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য গুরুর উপদেশ অনুসারে অনাসক্ত হ'য়ে কর্মা করিবে। 'আমি কর্ত্তা', এটি অজ্ঞান, ধন-জন কার্য্যকলাপ আমার, এটিও অজ্ঞান। গীতায় আছে, আপনাকে অকর্ত্তা জ্ঞোনার, এটিও অজ্ঞান। গীতায় আছে, আপনাকে অকর্ত্তা জ্ঞোনার, কর্মা কল সমর্পণ ক'রে কায় করতে হয়। গীতায় আরও আছে যে, সিদ্ধিলাভের পরও প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কেহ, কেহ, যেমন জনকাদি, কর্ম্ম করেন। গীতায় যে আছে কর্মাধার, সে এই। ঠাকুর শীরামকৃষ্ণও এ কথা বলিতেন।

তাই কর্মযোগ বড় কঠিন। অনেকদিন নির্জ্জনে ঈশ্বরের সাধনা না করলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা যায় না। সাধনার অবস্থায় গুরুর উপদেশ সর্ববদা প্রয়োজন। তখন কাঁচা অবস্থা, তাই কোন দিক্ থেকে আসক্তি এসে পড়ে জান্তে পারা যায় না। মনে করছি, আমি অনাসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পন ক'রে জীবসেবা দানাদি কার্য্য করছি। কিন্তু বাস্তবিক আমি হয় তো লোকমান্য হবার জন্য করছি, নিজেই বুমতে পারছি না। যে ব্যক্তি গৃহস্থ, যার গৃহ, পরিজন, আত্মীয়কুটুম, আমার বলবার আছে, তাকে দেখে নিন্ধাম কর্ম্ম ও অনাসক্তি, পদার্থে স্বার্থত্যাগ, এ সকল শিক্ষা করা বড় কঠিন।

কিন্তু দৰ্বত্যাগী কামিনীকাঞ্ৰত্যাগী সিদ্ধ মহাপুৰুষ যদি নিন্ধাম কর্ম ক'রে দেখান, তা হ'লে লোক সহজে উহা বুঝিতে পারে ও তাঁহার পদাসুসরণ করে।

সামী বিবেকানন কামিনীকাঞ্চনত্যাণী। তিনি নির্জ্জনে গুরুর উপদেশে অনেকদিন সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্মাযোগের অধিকারী। তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই ঋষিদের মত অথবা তাঁহার গুরুদেব প্রমহংসদেবের মত, কেবল জ্ঞান ভক্তি লইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁথার জীবন কেবল ত্যাগের দ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় নাই ৷ সংসারীরা যে সকল বস্ত গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া তাহাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, নারদ, শুকদেব ও জনকাদির ন্যায় স্বামীজী লোক সংগ্রহার্থ তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। ভিনি অর্থ ও মান, এ সকলকে সন্ন্যাসীর ন্যায় কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করিভেন বটে, অর্থাৎ নিজে ভোগ করিতেন না : কিন্তু তাহাদিগকে জীবসেবার্থে কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা উপদেশ দিয়া ও নিজে কায করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। যে অর্থ বিলাত ও আমেরিকার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে মমস্ত অর্থ জীবের মজলকল্পে ব্যয় করিয়াছেন। স্থানে স্থানে, যথা কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড়ে, আলমোড়ার নিকটস্থ মায়াবতীতে, কাশীধামে ও মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। তুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে নানা হানে—দিনাজপুর, বৈছনাথ, কিষেনগড়, দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে—সেবা করিয়াছেন। তুর্ভিক্ষের সময় পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক-বালিকাগণকে অনাথাশ্রম করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন! রাজ পুতানার অন্তর্গত কিষেনগড় নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়া-ছিলেন। মুরশিদাবাদের নিকট (ভাবদা) দারগাছী গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম চলিতেছে। হরিদারনিকটস্থ কন্মলে পীড়িত সাধুদিগের জন্য স্বামী দেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্লেগের সময় প্লেগব্যাধি-আক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক অর্থবায় করিয়া সেবা-শুশ্রুষা করাইয়াছেন। দরিদ্র কাঙ্গালের জন্য একাকী বসিয়া কাঁদিতেন! আর বন্ধু:দর ু সমকে বলিতেন, "হায়। এদের এত কন্ট, ঈশ্বরকে চিন্তা করবার খবসর পর্যান্ত নাই।"

গুরুপদিষ্ট কর্মা, নিত্যকর্মা, ছাডা অন্য কর্মা তো বন্ধনের কারণ। তিনি সন্ন্যাসী ! তাঁহার কর্ম্মের কি প্রয়োজন গ

> "Who sows must reap" they say and "cause must bring The sure effect." Good good; bad bad; and none Escape the law. But whoso wears a form Must wear the chain." Too-true: but far beyond Both name and form is Atman, ever free, Know thou art that, Sannyasin bold! say "Om tat sat, Om."

> > Sony of the Sannyasin.

কেবল লোক শিক্ষার জন্ম ঈশ্বর তাঁহাবে এই সকল কর্মা করাইলেন। এখন সাধ বা সংসারী সকলে চিনিবে যে, যদি তাহারাও কিছদিন নির্জ্জনে গুরুর উপদেশে ঈশবের সাধনা করিয়া ভক্তি লাভ করে, তাহারাও স্বামীজীর ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারিবে, যথার্থ অনাসক্ত হইয়া দানাদি সংকার্য্য করিতে পারিবে। স্বামীজীর গুরুদেব ঠাবুর শ্রীরামকফ বলিতেন, "হাতে তেল মেথে কাঁঠাল ভাললে আঠা লাগবে না।" অর্থাৎ নির্জ্জনে দাধনের পর ভক্তিলাভ করিয়া প্রত্যাদিট হইয়া লোক শিক্ষার্থ পৃথিবীর কার্য্যে হাত দিলে, ঈশরের কুপায় যথার্থ নির্লিপ্তভাবে কাষ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করিলে, নির্জ্ঞনে সাধন কাহাকে বলে ও লোকশিকার্থ কর্ম কাহাকে বলে, তাহার অভাস পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দের এ সকল কর্ম্ম লোকশিকার্থ। কর্মণের হি সংসিদ্ধিমান্তি। জনকালয়ঃ। লোকদংগ্ৰহমেবাপি সংপশ্ৰম্ কৰ্ত্ত্মইসি॥

এই গীতোক্ত কর্ম্মবোগ অতিশয় কঠিন! জনকাদি কর্মের দ্বারা দিন্ধিলাভ করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, জনক তাহার পূর্বের নির্জ্জনে বনে অনেক কঠোর তপস্থা করিয়াছিলেন। তাই সাধুরা জ্ঞান ও ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া সংসার কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈর্বর-সাধন করেন। তবে স্বামী বিবেকানন্দের স্থায় উত্তম অধিকারী বীরপুরুষ কেবল এই কর্ম্মবোগের অধিকারী। চগবানকে অনুভব করিতেছেন, অবচ লোক শিক্ষার জন্ম প্রত্যাদিষ্ট চইয়া সংসারে কর্ম্ম করিছেনে, এরূপ মহাপুরুষ প্রিবীতে কয়্ষটী ? দিখর প্রেমে মাতোয়ারা, কামিনীকাঞ্চনের দাগ একটিও লাগে নাই, অথচ জীবের সেবার জন্ম ব্যুস্ত ইইয়া বেড়াইতেছেন, এরূপ স্বাচার্য্য কয়িট দেখা যায় ?

স্বামীজী লগুনে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই নবেম্বর বেদান্তের কর্মবোগ ব্যাখ্যায় গীতার কথা বলিলেন—

"Curiously enough the scene is laid on the battle-field where Krishna teaches the philosophy to Aryuna; and the doctrine which stands out luminously in every page of the Gita is intense activity, but in the midst of that, eternal calmness. And this idea is called the secret of work to attain which is the goal of the Vedanta,"

Practical Vedanta, (London.)

বক্তায় স্বামীজী কর্মের মধ্যে সন্ম্যাসীর ভাবের ('clamness in the midst of activity') কথা বলিয়াছেন। স্বামী 'রাগদ্বেষ-বিধজ্জিত' হইয়া কর্ম করিতে চেফা করিতেন। তিনি যে এরূপ কর্ম করিতে পারিতেন, সে কেবল তার তপদ্যার গুলে, তার ঈশ্রামুভূতির বলে। সিদ্ধপুরুষ অথবা ঐক্ষের তায় অবতারপুরুষ না হইলে এই স্থিবতা (calmness) হয় না।

## নবম পরিচ্ছেদ।

## ৮। স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা বা বামাচার সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামক্লফের ও স্বামাজীর উপদেশ।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ভবনাথ ও বাবুরাম প্রভৃতি উপত্তিত ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ ২৯শে সেপ্টেম্বর। ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী সম্বন্ধে নরেন্দ্র কথা তুলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, স্ত্রীলোক লইয়া তারা কিরূপ সাধনা করে?

ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিলেন, "তোর আর এ সব কথা শুনে কাজ নাই। কর্ত্তাভঙ্গা ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী আবার ভৈরব ভৈরবা এবা ঠিক ঠিক সাধনা করতে পারে না; পতন হয়। ও সব পথ নোংরা পথ, ভাল পথ নয়। শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল। কাশীতে আমায় ভৈরবীচক্রে নিয়ে গেল। একজন ক'রে ভৈরব, এক জন ক'রে ভৈরবী; আমায় আবার কারন পান কর্তে বল্লে। আমি বল্লাম, 'মা, আমি কারন ছুঁতে পারি না।' তারা খেতে লাগল। ভাবলাম, এইবার বুঝি জপ ধ্যান কর্বে। তা নয়, মদ খেয়ে নাচতে আরম্ভ ক'রলে।"

নরেন্দ্রকে আবার বলিলেন, "কি জান, আমার ভাব মাতৃভাব—সন্তান ভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব, এতে কোন বিপদ নাই। স্ত্রী ভাব, বীর ভাব—বড় কঠিন, ঠিক রাথা যায় না, পতন হয়। তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বল্ছি,—শেষ এই বুঝেছি—তিনি পূর্ব, আমি তাঁর অংশ। তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস। আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি। আর ভক্তিই সার।"

আর একদিন ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, আমার সন্তান ভাব। অচলানক্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকত, পুব কারণ ক'র্ছ। আমি ফ্রীলোক লয়ে সাধন ভাল বল্তাম না, ডাই আমাকে ব'লেছিল, তুমি বীর ভাবের সাধন কেন মাণবে না ? তন্ত্রে আছে।—শিবের কলম মানবে না ? তিনি (শিব)
দন্তান ভাবও বলেছেন—আমার বীর ভাবও বলেছেন।

আমি বললাম, 'কে জানে বাপু আমার ও সব ভাল লাগে না— আমার সন্তান ভাব।'

"ও দেশে ভগী তেলীকে কর্ত্তান্তজার দলে দেখেছিলাম।—ঐ মেয়েমামুষ নিয়ে দাধন। আবার একটি পুরুষ না হ'লে মেয়েমামুষের দাধন জজন হবে না। সেই পুরুষটিকে বলে রাগারুষ্ণ। তিনবার জিজ্ঞাদা করে, তুই কৃষ্ণ পেয়েছিদ। দেই মেয়েমানুষটিও তিনবার বলে কৃষ্ণ পেয়েছি।"

আর একদিন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, ২৩শে মাচচ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাধাল, রাম প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন—"বৈষ্ণবচরণের কর্ত্তাভজার মত ছিল। আমি যখন ও দেশে শ্যামবাজারে ঘাই, তাদের বল্লাম, ণরূপ মত আমার নয়, আমার মাতৃভাব। দেখলাম যে, লম্বা লম্বা কথা কয়, আবার ব্যাভিচার করে। ওরা ঠাকুর পূজা প্রতিমা পূজা like করে না। জীবন্ত মানুষ চায়। ওরা অনেকে রাধাতন্তের মতে ৮লে; পৃথিবীতন্ত্ব, অগ্নিতন্ত্ব, জলভন্ত্ব, বায়ূতন্ত্ব, আকাশতন্ত—মল, মূত্র, রজ, বীজ এই সব তন্ত্ব। এ সাধন বড় নোংরা সাধন, যেমন পাই-থানার মধ্য দিয়া বাড়ীর ভিতর ঢোকা।

ঠাকুরের উপদেশ অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দও বামাচারের খুব নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে গুপ্তভাবে অনেকে এইরূপ সাধনা করেন, গাঁহারা বামাচারতন্ত্রের প্রমাণ দেখান। ও সকল তন্ত্র ত্যাগ করিয়া উপনিষদ, গীতাদি শাস্ত্র ছেলেদের পাঠ করিতে দেওরা উচিত।"

শোভাবাজার তরাধাকান্তদেবের ঠাকুরবাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে ফিরিবার পর বেদান্ত সম্বন্ধে একটা সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তাহাতে স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার নিন্দা করিয়া নিম্নলিখিত ক্থাগুলি বলিয়াছিলেন।

"Give up this filthy Vamachara that is killing your country. You have not seen the other parts of India. When I see how much the Vamachara

has entered our society I find it a most disgraceful place with all its boast of culture, These Vamachara sects are honey-combing our society in Bengal. Those who come out in the day-time and preach most loudly about achara, it is they who carry on the most horrible debauchery at night. and are backed by the most dreadful books. They are ordered by the books to do these things. You who are of Bengal know it. The Bengalee Sastras are the Vamachara Tantras. They are published by the cartload, and you poison the minds of your children with them instead of teaching them your Srutis. Fathers of Calcutta, do you not feel ashamed that such horrible stuff as these Vamachara Tantras, with translation too, should be put into the hands of your boys and girls, and their minds poisoned and that they should be brought up with the idea that these are the Sustrus of the Hindus? If you are ashamed, take them away from your children, and let them read the true Sastras, the Vedas, the Gita, the Upanisadas." Reply to Calcutta address at Shorabayar.

কাশীপুর বাগানে ঠাকুর জীরাম্ক্ষ্ণ যখন পীড়িত হইরা আছেন, (১৮৮৬ খ্ফাব্দে) নরেন্দ্রকে একদিন ডাকিফা বলিলেন, "বাবা, এখানে যেন কেহ কারণ পান না করে। ধর্ম্মের নাম ক'রে মছা পান করা ভাল নয়; আমি দেখেছি, যেখানে ওরূপ করেছে, সেখানে ভাল হয় নাই।"

# দশম পরিচ্ছেদ।

### ৯। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অবতারবাদ।

একদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামক্রফ বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিযা আছেন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ ৭ই মার্চ্চ, বেলা ৩টা ৪টা হুইবে।

ভক্তেরা পদসেবা করিতেছেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ একটু হাসিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, "এর ( অর্থাৎ পদসেবার ) অনেক মানে আছে।" খাবার নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, "এর ভিতর যদি কিছু থাকে ( পদসেবা কর্লে ) অজ্ঞান অবিছা একেবারে চলে যাবে।"

হঠাৎ দ্রীরামকৃষ্ণ গন্তীর হইলেন, যেন কি গুছ কথা বলিবেন।
ভক্তদের বলিতেছেন, "এখানে বাহিরের লোক কেউ নাই; তোমাদের
একটা গুছ কথা বল্ছি। সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে
শ্রিচদানন্দ বাহিরে এসে রূপ ধারণ ক'রে বল্লে, আমিই যুগে যুগে
অবতার। দেখলাম পূর্ণ আবিভাব; তবে সত্তণের ঐশ্ব্য।"

ভক্তেরা এই সকল কথা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন; কেহ কেহ গীতোক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাবাক্য স্মরণ করিতেছেন,—

> যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধ্যম্য তদাত্মানং স্কাম্যংম্। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃদ্ধতাম। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

খার একদিন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, লো সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী দিবণে নরেন্দ্রাদি ভক্তের সমাগম ইইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ ২০১টি বন্ধু সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গাড়ী করিয়া আদিয়া উপস্থিত। কাঁদিতে আদিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাগিলেন।

গিরী দ মাথা তুলিথা হাত জেভে করিয়া বলিতেছেন,—"তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা। বড় থেদ রইলো, তোমার সেবা কর্তে পেলুম না। দাও বর ভগবন, এক বৎসর তোমার সেবা ক'র্ব।" বার বার তাঁহাকে ঈশর বলিয়া স্তব করাতে ঠাকুর বলিতেছেন,—"ছি, ও কথা বল্তে নাই, ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা ভাব, তুমি ভাবতে পার। আপনার গুরু ত ভগবান, তা ব'লে ও সব কথা বলায় অপরাধ হয়।"

গিরীশ ঠাকুরকে আবার স্তব করিতেছেন,—"ভগবন্, পবিত্রতা আমায় দাও, যাতে কখনও একটু পাপচিস্তা না হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "তুমি পবিত্র ত আছ,—তোমার যে বিশাস ভক্তি।"

একদিন গোর্চার্চচ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দোল্যাত্রা দিবসে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ আদিয়াছেন। ঐদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে সম্যাদের উপদেশ দিতেছেন ও বলিতেছেন, "বাবা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে হবে না। ঈশ্বই একমাত্র সত্য, আর সব অনিত্য।" বলিতে বলিতে ভাবপূর্ণ ইইয়া উঠিলেন। সেই করুণাম্থা সম্মেহ দৃষ্টি। ভাবোন্মন্ত ইইয়া গান শ্বিলেন।

#### গান-

কথা বল্তে ভ্রাই, না বললেও ভরাই, মনে দল হয়, পাঙে ভোমা ধনে হাবাই—হারাই। আমরা জানি যে মন্ভোর, দিলাম ভোকে দেই মন্ভোর,

এখন মন তোর !

আমরা যে মন্ত্রে বিপদেতে তবি তর ই }

শ্রীরামক্ষণ্টের যেন ভয়, বুঝি নরেন্দ্র আর কাহার হইল, আমার বুঝি হ'ল না—ভয় পাছে নরেন্দ্র সংসারের হয়েন। 'আমরা জানি থে মন্ত্র, দিলাম তোরে সেই মন্ত্র' অর্থাৎ আমি তোকে জীবনের Highest Ideal স্বর্ব ভ্যাগ ক'রে ঈশরের শরণাগত হওয়া সেই মন্ত্র দিলাম। নরেন্দ্র অঞ্চপূর্ণ লোচনে চাহিয়া আছেন।

ঐদিনেই ঠাকুর নরেক্রকে বলিভেছেন,—''গিরিশ ঘোষ যা বলে ভোর সঙ্গে কি মিল্লো।" নরেক্র—আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন, ভার' অবতার ব'লে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বল্লম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস্?

কিছুদিন পারে নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের অবতার বিষয়ের কথা হইল। ঠাকুর বলিতেছেন,—-"আচ্ছা, কেউ কেউ যে আমাকে ঈশ্বরের থবতার বলে, তোর কি বোধ হয় ?"

নরেন্দ্র বল্লেন, "অত্যের মত শুনে আমি কিছু কর্ব না; আমি নিজে যখন বুঝব, নিজের যখন বিশাস হবে, তখনই বলব।"

কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর ধ্থন ক্যান্সার রোগে যন্ত্রণায় অন্তির গইয়াছেন, ভাতের তরল মন্ত পর্যান্ত গলাধঃকরন হইতেছে না, তথন একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের নিক্ত বিদিয়া ভাবিতেছেন, এই যন্ত্রণামধ্যে ফি বলেন যে, আমি সেই ঈশবের অবতার তা হলে বিশাস হয়। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বলিতেছেন,—"ব্যারাম বে কুষ্ণ, ইদানীং সেই রামকুফরুরেপে ভক্তের জন্ম অবতার হয়েছে।" নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। ঠাকুর স্থামে গমন করিলে পর নরেন্দ্র সন্ধ্যাসী হইয়া অনেক সাধনভঙ্কন তপ্স্যা করিলেন। তথন তাহার হৃত্যুমধ্যে অবতার সম্বন্ধে ঠাকুরের মহাবাক্য সকল যেন আরও প্রস্কৃত্তিত হইল। তিনি স্বদেশে বিশেদে এই তর আরও পরিকাররূপে বৃষাইতে লাগিলেন।

স্বামীজী যথন আমেরিকার ছিলেন, তখন নারদসূত্রাদি গ্রন্থ অব-লম্বন করিয়া ভক্তিযোগ নামক গ্রন্থ ইংরাজাতে প্রণয়ন করেন। গাহাতেও বলিতেছেন যে, অবতারগণ স্পার্শ করিয়া লোকের চৈত্ত্য সম্পাদন করেন। তাহাদের স্পার্শে যাঁহারা ত্রাচার, তাঁহারা পরম সাধু ংইয়া যায়েন। "অপি চেৎ স্কুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক ব্যবসিতো হি সঃ॥" ঈশ্রই অবতাররূপে আমাদের কাছে আইসেন। যদি ঈশ্রদর্শন করিতে আমরা চাই, তাহা হইশে মবতার পুরুষের মধ্যেই তাঁহাকে দর্শন করিব। তাঁহাদিগকে আমবা পূজা না করিয়া থাকিতে পারিব না।

"Higher and nobler than all ordinary ones, is another set of teachers, the Avataras of Ishvara, in the world. They can transmit spirituality with a touch, even with a mere wish. The lowest and the most degraded characters become in one second saints at their command. They are the Teachers of all teachers, the highest manifestations of God through man. We cannot see God except through them. We cannot help worshipping them; and indeed they are the only ones whom we are bound to worship. Bhakti-Yoya.

আবার বলিতেছেন,—যতক্ষণ আমাদের মনুয়াদেহ, ততক্ষণ আমর। ঈখরের যদি পূজা করি, তবে একমাত্র অবতার পুরুষেরই করিতে হইবে। হাজার লম্বা লম্বা কথা কও, ঈশ্বরেক মনুয়ারূপ ব্যতীত আর চিন্তাই হয় না। তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দারা ঈশবের স্বরূপ আবল-তাবল কি বলিতে চাও ? যাহা বলিবে, তাহার কিছুই মূল্য নাই। Mere froth!

As long as we are men we must worship Him in man and as man. Talk as you may, try as you may, you can not think of God except as a man. You may delive great intellectual discourses on God and on all things under the Sun, become great rationalists and prove to your satisfaction that all these accounts of the Avataras of God as man, are nonsense. But let us come for a moment to practical commonsense. What is there behind this kind of remarkable intellect? Zero; nothing; simply so much froth. When next you hear a man delivering a great intellectual lecture against this worship of the Avataras of God, get hold of him and ask him what his idea of God is, what he un derstands by "Omnipotence," "Omnipresence" and all similar terms, beyond the spelling of the word. He really means nothing by them; he cannot formulate as their meaning any idea unaffected by his own human nature; he is no better off in this matter than the man in the street. who has not read a single book. Bhakti Yoya.

স্বামী দ্বিতীয়বার আমেবিকায় গমন করিয়াছিলেন ১৮৯৯ শ্ব্রুটান্দে।
দেই সময়ে ১৯০০ থৃষ্টান্দে California প্রদেশে Los Angeles
নামক নগবে Christ the Messenger বিষয়ে একটি বক্তৃতা
দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় আবার অবতারতত্ব বিশদভাবে বুঝাইতে
চেন্টা করিয়াছিলেন। স্বামী বলিলেন, অবতারপুরুষেতেই (in the Son) ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। আমাদের ভিতরেও ঈশ্বর আছেন
বটে, কিন্তু অবতারপুরুষেই তিনি বেশী প্রকাশ। আলোর স্পন্দন
( vibration of light ) সর্বস্থানেই হইতেছে, কিন্তু বড় বড় দীপ
কালিলেই অন্ধকার দূর হয়।

"It has been said by the same Messenger (Christ): 'None hath seen God, but they have seen the Son'. And that is true. And where to see God but in the Son? It is true that you and I, the poorest of us, the meanest even, embody that God.—even reflect that God.

The vibration of light is everywhere, omnipresent; but we have to strike the light of the lamp there and then we human beings see that He is Omnipresent. The omnipresent God of the universe cannot be seen until He is reflected by these giant lamps of the earth; the prophets, the Man-Gods, the Incarnations, the Embodiments of God."

Christ the Messener.

সামী আবার বলিতেছেন—ঈশবের স্বরূপ তুমি যতদূর পার কল্পনা
 করিতে পার; কিন্তু দেখিবে, তোমার কল্পিত ঈশব, অবতারপুরুষ

অপেক্ষা অনেক নীচু। তবে এই মামুষ দেবতাগুলিকে পূজা করা কি অন্যায় ? তাঁহাদের পূজা করাতে কোন দোষ নাই। শুধু তাহা নহে, ঈশ্বকে পূজা করিতে হইলে অবতারকেই পূজা করিতে হইবে। তুমি যে মামুষ, তোমার মানুষরূপী ভগবানকে পূজা করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই।

"Take one of these Messengers of Light; compare his character with the highest Ideal of God you ever formed and you find that your God falls low and that that character rises. You cannot even form of God a higher ideal than what the actually embodied have practically realized, and laid before us as an example. Is it wrong, therefore to worship these as God? Is it a sin to fall at the feet of these man-Gods, and worship them as the only Divine Beings in the world? If they are really, actually, higher than all my conception of God, what harm that they should be worshipped? Not only is there no harm, but it is the only possible and positive way of worship.

Chirst, the Messenger.

অবতারের লক্ষণ ( Jesus Christ ).

অবতারপুরুষ কি বলিতে আইসেন ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, বাবা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না ক'র্লে হবে না, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। স্বামীজীও আমেরিকানদের বলিলেন—

"We see in the life of Christ the first watchward, "Not this life, but something higher!" No faith in this world and all its belongings'! it is evanesent: it goes!

"যাশু কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। তিনি জেনেছিলেন, আত্মা স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়। টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম, দেহস্থুখ, ইন্দ্রিয়স্থুখ অবতার- পুরুষ কিছুই চান না। তাঁহার পক্ষে 'আমি' 'আমার' কিছুই নাই। আমি কর্ত্তা, আমার গৃহ, পরিবার ইত্যাদি ভ্রম অজ্ঞান থেকে হয়।"

"We still have fondness for 'me' and 'mine." We want property, money, wealth. Woe unto us! Let us confess! And do not put to shame that great Teacher of Humanity! He (Jesus) had no family ties. Do you think that that man had any physical ideas in him? Do you think that this mass of Light, this God and Not-man, came down so low, as to be the brother of animals? And yet, they make him preach all sorts, even of low sexual things. He had none! He was a soul! Nothing but a soul, just working, as it were, in a body for the good of humanity; and that was all his relation to the body.Oh,not that! In the soul there is neither man nor woman, No, no! The disembodied soul has no relationship to the animal, no relationship to the body. The ideal may be high: away beyond us. Never mind: It is the Ideal. Let us confess it is so:—that we cannot approach it vet."

Christ, the Mesenger.

আমেরিকানদের আবার বলিতেছেন—অবতার পুরুষ আর কি বলেন ? আমাকে দেখিতেছ আর ঈর্শ্বকে দেখিতে পাইতেছ না ? তিনি আর আমি যে এক। তিনি যে হৃদয় মধ্যে শুদ্ধ মনের গোচর।

"Thou hast been me and not seen the Father"? I and my Father are one! The kingdom of Heaven is within you! If I am pure enough I will also find in the heart of my heart, 'I and my Father are one.' That was what Jesus of Nazareth said."

Christ the Messenger.

এই বক্তামধ্যে স্বামী অন্য স্থলে বলিতেছেন, অবতারপুরুষ ধর্মনংখ্যাপনের জন্য যুগে যুগে দেহ ধারণ করেন। যীসাস্ ক্রাইন্টের ন্যায় দেশকালভেদে তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহারা মনে করিলে আমাদের পাপ মার্চ্জনা ও মুক্তি দিতে (vicarious atonement) পারেন। আমরা যেন তাঁহাদের সর্ববদা পূজা করিতে পারি।

Let us, therefore, find God not only in Jesus of Narzareth, but in all the great ones that have preceded him, in all that came after him and all that are yet to come. Our worship is unhounded and free. They are all manifestations of the same Infinite God. They were all pure, unselfish; they struggled, and gave up their lives for us, poor human beings. They all and each of them bore Vicarious at one met for everyone of us and also for all that are to come hereafter, — Christ, the Messenger.

স্বামী বেদান্তচর্চ্চা করিতে বলিতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ চর্চার যাহা বিপদ, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন।—ঠাকুর যেদিন ঠন্ঠনিয়াতে শ্রীযুক্ত শশধর পণ্ডিতের সহিত আলাপ করেন, সেদিন নরেন্দ্রাদি অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন; ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে।

( জ্ঞানযোগ ও স্বামী বিবেকানন্দ। )

ঠাকুর বলিলেন,—"জ্ঞানযোগও এমুগে ভারী কঠিন। জীবের একে অরগত প্রাণ, তাতে আয় কম। আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে ব্রক্ষজ্ঞান হবে না। জ্ঞানী বলেন, আমি সেই ব্রক্ষ; আমি শরীর নই, আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম; মৃত্যু, স্থুখ, ছুঃখ এ সকলের পার। যদি রোগ, শোক, স্থু, ছুঃখ, এসব বোধ থাকে তুমি জ্ঞানী কেমন ক'রে হবে ? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে বাচ্ছে দর দর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগ্ছে,—অথচ বলছে কৈ, হাত ত কাটে নাই। আমার কি হয়েছে ?

"তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিষোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে । সহজে ঈশবের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অক্টান্য পথ দিয়াও ঈশবের কাছে বাওয়া খেতে পারে; কিন্তু এসব পথ কঠিন।"

ঠাকুর আরও বলিয়াছেন, "কর্মীদের যেটুকু কর্ম বাকী আছে, সেটুকু নিন্ধামভাবে করিবে। নিন্ধাম কর্মা দারা চিত্তগুদ্দি হ'লে ভক্তি আসবে; ভক্তি দারা ভগবান্ লাভ হয়।"

স্বামীও বলিলেন, "দেহবুদ্ধি থাকিতে সোহহং হয় না—অর্থাৎ সব বাসনা গেলে, সব ত্যাগ হ'লে তবে সমাধি হয়। সমাধি হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভক্তিযোগ সহজ ও মধুর (natural and sweet)."

"Jnana-yoga is grand; it is high philosophy; and almost every human being thinks curiously enough, that he can surely do everything required of him by philosophy; but it is really very difficult to live truly the life of a philosopher. We are often apt to run into great dangers in trying to guide our life by philosophy. This world may be said to be divided between persons of demoniacal nature.' who think care-taking of the body to be the be-all and end-all of existence, and persons of godly nature who realise that the body is simply a means to an end, an instrument intended for the culture of the soul. The devil can and indeed does quote the scriptures for his own purpose; and thus the way of knowledge often appears to offer justification to what the bad man does as much as offers inducements to what the good man does. This is the great danger in Jnana-yoga. But Bhakti-yoga is natural, sweet and gentle; the Bhakta does not take such high flights as Inan-Yogin, and therefore he is not apt to have such big falls. Bhakti-Yoga.

### ( এরামকুষ্ণ কি অবতার ? স্বামীজীর বিশ্বাস।)

ভারতের মহাপুরুষগণ (the sages of India) সম্বন্ধে সামীজী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে অবতার পুরুষদিগের কথা অনেক বলিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, রামানুজ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব সকলের কথাই বলিলেন। ধর্ম্মের গ্রানি হইয়া অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও পাপাচার বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই—গীতোক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐ কথা উদ্ধার করিয়। বুঝাইতে গাগিলেন—

"Whenever virtue subsides and irreligion prevails I create, myself. For the protection of the good and for the destruction of all immorality I am coming from time time" Suges of India.

আবার বলিলেন, গীতায় শ্রীক্ষা ধর্মাদমন্বয় করিয়াছেন,—•

In the Gita we alredy hear the distant sound of the conflicts of sects, and the Lord comes in the middle to harmonise them all; He the great Preacher of Harmony, the greatest Teacher of Harmony, Lord Krishna himself.

"শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন,—স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই পরম গতি লাভ করিবেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের ত কথাই নাই।"

"বুদ্দেব দরিজের ঠাকুর। সর্ববভূতস্থমাত্মানম্। ভগবান সর্বব-ভূতে আছেন এইটা তিনি কাজে দেখালেন। বুদ্দদেবের শিশুরা আত্মা জীবাত্মা এসব মানেন নাই—তাই শঙ্করাচার্য্য আবার বৈদিক ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন। তিনি বেদান্তের অবৈত মত, রামানুজের বিশিষ্টা বৈত মত বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার পর চৈতন্যদেব প্রেমভক্তি শিখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। শঙ্কর, রামানুজ জাতি বিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহা করিলেন না। তিনি বলিলেন, ভক্তের আবার জাতি কি ?"

এইবার সামীজী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কণা বলিতেছেন— শৃষ্করের বিচারশক্তি ও চৈতুন্যদেবের প্রেমভক্তি এইবার একাধারে মূর্ত্তিমতী হইল, আবার ঐক্তাহের সর্ববধর্ম্মসমন্বয় বার্ত্ত। শোনা গেল, আবার দীন-দরিদ্র পাপী তাপীর জন্য বুদ্ধাদেবের ন্যায় একজন ফ্রন্সন করিতেছেন, শোনা গেল; অবতারপুরুষগণ ন্যেন অসম্পূর্ণ ছিলেন। ঠাকুর ঐারামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়। তাঁহাদের পূর্ণ করিয়াছেন (fulfilment of all sages.)

"The one(Sankara) had a great head, the other (Chaitanya) a large heart, and the time was ripe for one to be born, the Embodiment of both this head, and heart: the time was ripe for one to be born who in one body would have the brilliant intellect of Sankara and the wonderfully expansive, infinite heart of Chaitanya; one who would see in every sect the spirit working, the same God; one who would see God in every being, one whose heart would weep for the poor, for the weak, for, the out-cast for the down trodden, for every one in this world, inside India or outside India; and at the same time whose grand brilliant intellect. would conceive of such noble thoughts as would harmonise all conflicting sects, not only in Indian but outside of India, and bring a marvellous har mony, the universal Religion of head and heart, into existence."

"Such a man was born, and I had the good fortune to sit at his feet for years. The time was ripe, it was necessary that such a man should be born, and he came; and the most wonderful part of it was, that his life's work was just near a city which was full of Western thought, a city which had run mad after these accidental ideas, a city which had become more Europeanised than any

other city in India. There he lived, without any book-learning whatsoever; this great intellect never learnt even to write his own name, but the most brilliant graduates of our University found in his an intellectual giant. He was a strange man, this Ramakrishna Paramhamsa. It is a long long story, and I have no time to tell anything about him to-night. Let me now only mention the great Sri Ramakrishna, the fulfilment of the Indian sage, the sage for the time, one whose teaching is just now at the present time most beneficial. And mark the Divine Power working behind the man. The son of a poor priest, born in an out-of-the-way village, unknown and unthought of, to-day is worshipped literally by thousands in Europe, America, and to-morrow will be worshipped by thousands more. Who knows the plans of the Lord! Now, my brothers, if you do not see the hand, the finger of Providence, it is because you are blind, born blind indeed!" Sages of India.

স্বামী আবার বলিতেছেন—যে বেদময় দেববাণী ঋষিরা দরস্বতী তীরে শুনিয়াছিলেন, যে বাণী গিরিরাজ হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে মহাযোগী তাপদদের কর্ণে একদা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, যে বাণী দর্ববগ্রাহী মহাবেগবতী নদীর আকারে শ্রীকৃষ্ণ, জীবুদ্ধা, জীবৈতন্য নাম ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিয়াছিল, আজ আবার সেই দেববাণী দকলে শুনিতেছি। এই ভগবছাণীর মহাস্পন্দন অল্পদিনের মধ্যে দমগ্র ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দর্বব স্থানে পৌছিবে—যতদূর বিস্তৃত মেদিনী। এই বাণী প্রতিদিন নবশক্তিতে শক্তিমতী হইতেছে। এই দেববাণী পূর্বব পূর্বব যুগে অনেকবার শুনা গিয়াছে, কিন্তু আজ্ব ধাহা আমরা শুনিতেছি, তাহা ঐ দমস্ত বাণীর দমন্তি (summation of them all.)

"Once more the wheel is turning up, once more vibrations have been set in motion from India which are destined at no distant day to reach the farthest limits of the earth. One voice has spoken, whose echoes are rolling on and gathering strength every day, a voice even mightier than those which have preceded it, for it is the summation of them all. Once more the voice, that spoke to the sages on the banks of the Saraswati, the voice whose echoes reverberated from peak to peak of the "Father of Mountains" and descended upon the plains through Krishna, Buddha and Chaitanya, in all-carrying floods, has spoken again. Once more the doors have opened. Enter ye into the realms of light, the gates have been opened wide once more."

Reply to Khetri address.

স্বামীজী আরও বলিলেন, আমি যদি একটিও ভাল কথা বলিয়া থাকি—আপনারা জানিবেন যে সমস্তই ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের। যদি কিছু কাঁচা কথা—প্রমাদপূর্ণ কথা—বলিয়া থাকি ভাষা জানিবেন সে আমার।

"Only let me say now, that if I have told you one word of Truth, it was his and his alone; and if I have told you many things which were not true, were not correct, which were not beneficial to the human race, they were all mine, and on me is the responsibility."

এইরপে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে নানা স্থানে অৰতারপুরুষ
'শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনবার্তা ঘোষণা করিলেন। যেখানে যেখানে
মঠস্থাপনা হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার নিত্য সেবাপ্জাদি হইতেছে।
শারতির সময় সামীজীর রচিত স্তব সকল স্থানেই বাল্লও সুরসংযোগে

গীত হয়। এই স্তবমধ্যে স্বামী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিগুণি সগুণ নিরঞ্জন জগদীখর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, হে ভবসাগরের কাণ্ডারি ! তুমি নররূপ ধারণ ক'রে আমাদের ভব বন্ধন খণ্ডন করিবার জন্ম যোগের সহায় হইয়া আসিয়াছ! তোমার কুপায় আমার সমাধি চইতেছে। তুমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াছ। হে ভক্তশবণ তোমার পাদপদ্মে আমায় অমুরাগ দাও। তোমার পাদপদ্ম আমার পরম সম্পদ। উহাকে পাইলে ভবসাগর গোষ্পদের স্থায় বোধ হয়।

### সামীজী রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-আরত্রিক। মিশ্র চৌতাল।

খণ্ডন ভব বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়। নিরঞ্জন নররূপধর নির্ভূণ গুণময়॥ মোচন অঘদূষণ জগভূষণ চিদ্ঘন কায়। জ্ঞানাঞ্জন বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়॥ ভাস্বর ভাবসাগর চির উন্মদ প্রেম প্রথার। ভক্তাৰ্জন যুগলচরণ তারণ ভব-পার॥ জু স্তিত যুগ-ঈশ্ব জগদীর্শ্ব যোগ সহায়। নিরোধন সমাহিত মন নির্থি তব কুপায়॥ ভঞ্জন তুঃখ-গঞ্জন করুণাঘন কর্মা কঠোর। প্রাণার্পণ জগত-ভারণ কন্তন কলি-ডোর॥ ৰঞ্চন কামকাঞ্চন অতি নিন্দিত ইক্রিয়রাগ। ত্যাগীশ্ব হে নরবর! দেহ পদে অনুরাগ !! নির্ভির গত সংশয় দুঢ়নিশ্চয়মানস্বান্। নিষ্কারণ ভকত-শরণ ত্যজি জাতি কুল মান॥ সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গে।ম্পদ বারি যথায়। প্রেমার্পণ সম দরশন জগজন তুঃখ যায়॥

### (यह ताम, (यह कुक हेनानीः त्मह तामकुक।

কাশীপুর উভানে স্বামীজী এই মহাবাক্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। এই মহাবাক্য স্মবণ করিয়া স্বামী বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর বেলুড় মঠে একটি স্তব রচনা করিয়াছিলেন। স্তবে বলিতেছেন,—িযিনি আচণ্ডাল দীন

দরিদ্রের বন্ধু জানকীবল্লভ, জ্ঞান ভক্তির অবতার শ্রীরামচন্দ্র! যিনি আবার এ কৃষ্ণরূপে কুরুক্ষেত্রে গীতারূপ গম্ভীর মধুর সিংহনাদ করিয়া-ছিলেন, তিনিই ইদানীং প্রথিত পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃফায়

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্ত্য প্রেমপ্রবাহঃ লোকাতীতোহপ্যহহ ন জহো লোককল্যণমার্গম। ত্রৈলোকেইপ্যপ্রতিসমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ ভক্ত্যাবৃতজ্ঞানবরবপুঃ সীত্যা যোহি রাম:॥

স্তব্ধীকরা প্রলয়কলিভম্বাহবোথং মহান্তং হিলা দূরং প্রকৃতিসহজামর্কভামিশ্রমিশ্রাম্। গীতাং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ্জ সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্তিদানীম্।।

আর একটা স্তোত্র বেণুড়মঠেও কাশী, মাজাজ, ঢাক। প্রভৃতি সকল মঠে আর্ডির সময় গীত হয়।

এই স্তোত্রে স্বামীজী বলিতেছেন—হে দীনবন্ধো, তুমি সপ্তণ আবার ত্রিগুণাতীত, তোমার পাদপদ্ম দিন রাত্রি ভজনা করিতেছি না, তাই তোমার আমি শরণাগত। আমি মুখে ভজন করিতেছি, জ্ঞানামু-শীলন করিতেছি, কিন্তু কিছুই ধারণা হইতেছে না তাই তোমার শরণাগত। তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিলে মৃত্যু জয় হয়, তাই আমি তোমার শরণাগত। হে দীনবন্ধো তুমি জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু, আমি তোমার শরণাগত। স্বনেব শরণং মম দীনবন্ধো!

> र्डे—होः स्रजः दमहत्मा खन्छि खान्छाः। ন--ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্ম। মো – হক্ষং বহুকুতং ন ভজে যতোইহং। তত্মাত্তমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ১॥ ভ—ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি। গ—চ্ছুম্ব্যলং সুবিপুলং গমনায় ভবং।

ব—ক্রে' ক্বন্ত স্থাদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তত্মান্তমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ২॥
তে — জস্তরন্তি তরসা দ্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ।
রা—গে কৃতে ঋতপথে দ্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম—র্ত্ত্যামূতং তব পদং মরণোর্মিনাশং ।
তত্মান্তমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ৩॥
কৃ—ত্যং করোতি কলুষং কৃহকান্তকারি।
ফা—ন্তং শিবং স্থাবিমলং তব নাম নাথ।
য—স্মাদহং ক্মারণো জগদেকগম্য।
তত্মান্তমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ৪॥

স্বামীজী আরতির পর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম শিখাইয়াছেন উহাতে ঠাকুরকে **অবতারশ্রেষ্ঠ** বলিয়াছেন। "স্থাপকায় চ ধর্মস্থ সর্ব্ধশ্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তেনমঃ॥

( 季 )

# শ্ৰীৰামক্ষ ও শ্ৰীযুক্ত বন্ধিম।

শ্রীযুক্ত অধরলাল সেনের বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামৃক্কফের ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমক্তের চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে কথোপথন। প্রথম প্রিডেছেদ 1

আজ ঠাকুর অধবের বাড়ীতে আসিয়াছেন; ২২শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি; শনিবার, ইংরাজী ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খুষ্টাব্দ। ঠাকুর পুয়ানক্ষত্রে আগমন করিয়াছেন।

অধর ভারি ভক্ত, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। বয়ংক্রম ২৯।৩০ বৎসর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন। অধরেরও কি ভক্তি! সমস্ত দিন আফিসের খাট্টনির পর, মুখেও হাতে একট জল দিয়াই প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার বাড়ী শোভাবাজার বেণেটোলা। সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাডীতে ঠাকুরের কাছে গাড়ী করিয়া যাইতেন। এইরূপ প্রত্যহ প্রায় তুই টাকা গাড়ী ভাড়া দিতেন। কেবল ঠাকুরকে দর্শন করিবেন, এই আনন্দ। তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিবেন, এমন স্তুবিধা প্রায় হইত না। পৌছিয়াই ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন: কশলপ্রশাদির পব তিনি মা কালীকে দর্শন করিতে যাইতেন। পরে মেজেতে মাতুর পাতা থাকিত, সেখানে বিশ্রাম করিতেন। ঠাকুর নিজেই তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিতেন। অধরের শরীর পরিশ্রমের জন্ম এত অবসঃ থাকিত যে, তিনি অল্পকণ-মধ্যে নিদ্রাভিত্ত হইতেন। রাত্রি ৯।১০ টার সময় তাঁহাকে উঠাইয়া দেওয়া গ্ইত। তিনিও উঠিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আবার গাড়ীতে উঠিতেন। তৎপরে বাডী ফিরিয়া যাইতেন।

অধর ঠাকুরকে প্রায়ই শোভাবাজারের বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। ঠাকুর আসিলে তথায় উৎসব পড়িয়া যাইত। ঠাকুর ও ভক্তদের লইয়া অধর খুব আনন্দ করিতেন ও নানারূপে তাহাদিগকে. পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতেন।

একদিন ঠাকুর তাহার বাড়ীতে গিয়াছেন। অধর বলিলেন, আপনি অনেকদিন এ বাড়ীতে আসেন নাই, ঘর মলিন হইয়াছিল; যেন কি এক রকম গন্ধ হয়েছিল; আজ দেখুন, ঘরের কেমন শোভা হয়েছে! আর কেমন একটি স্থগন্ধ হইয়াছে! আমি আজ ঈশ্বরকে ভারি ডেকেছিলাম। এমন কি, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। ঠাকুর বলিলেন, 'বল কি গো!' ও অধরের দিকে সম্নেহে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

আজও উৎসব হইবে। ঠাকুরও আনন্দময় ও ভক্তেরাও আনন্দে পরিপূর্ণ। কেন না যেখানে ঠাকুর উপস্থিত, সেখানে ঈশ্বরের কথা বৈ আর কোনও কথাও হইবে না। ভক্তেরা আসিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিবার জন্ম অনেকগুলি নূতন নূতন লোক আসিয়াছে। অধর নিজে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন ও বলিবেন, যথার্থ তিনি মহাপুরুষট্টুকি না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্তাবদনে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময় অধর কয়েকটী বন্ধু লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

অধর (বঙ্কিমকে দেখাইয়া, ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়, ইনি ভারি পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখিয়াছেন। আপনাকে দেখ্তে এসেছেন। ইহার নাম বঙ্কিমবাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থ্যে)—বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)-–আর মহাশয়! জুতোর চোটে (সকলের হাস্তা)। সাহেবের জুতোর ঢোটে বাকা।

#### [ विक्रिय अ ताक्षाकृष्णः वृश्लक्षरभव ब्राया ]

শ্রীরামকুঞ্জ—না গো, শ্রীকুঞ্ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃঞ্জপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ। কালো কেন জানো? আর চৌদ্দপো, অত ছোট কেন ; যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে, ততক্ষণ কালো দেখায়; যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে ক'রে তুল্লে আর কালো থাকে না, তখন খুব পরিষ্কার সাদা। সূর্য্য দূরে ব'লে খুব ছোট দেখায়; কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। ঈশ্বরের স্বরূপ ঠিক জান্তে পার্লে আর কালোও থাকেনা, ছোটও থাকে না। সে অনেক দূরের কথা সমাধিস্থ না হ'লে হয় না। যতক্ষণ আমি ভূমি আছে, ততক্ষণ তিনি নানারূপে প্রকাশ হন।

"শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তার শক্তি—আতাশক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগল মূর্ত্তির মানে কি ? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। তাদের ভেদ নাই। পুরুষ, প্রকৃতি না হ'লে থাক্তে পারে না; প্রকৃতিও পুরুষ না হ'লে থাকতে পারে না। একটি বল্লেই আর

একটি তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। আর অগ্নি ছাড়া দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। তাই যুগলমূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, ও শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌর বর্ণ বিহ্যুতের মত; শ্রীমতী নীলাম্বর পরেছেন। আর শ্রীমতী নীলকান্ত মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতীর পা'য়ে নৃপুর, তাই শ্রীকৃষ্ণ নৃপুর পরেছেন; অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে বাহিরে মিল।"

এই কথাগুলি সমস্ত সাঙ্গ গুইল, এমন সময়ে অধরের বঙ্কিমাদি বন্ধুগণ পরস্পর ইংরাজীতে আজে আজে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে, বিশ্ব্যাদির প্রতি ) — কি গো। আপনারা ইংরাজীতে কি কথাবার্তা করছো? ( সকলের হাস্তা )।

অধর—আজে, এই বিষয় একট্ কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থ্যে, সকলের প্রতি ) — একটা কথা মনে প'ড়ে আমার হাসি পাছে । শুনো একটা গল্প বলি । এক জন নাপিত কামাতে গিয়েছিল । একজন ভদ্রলোককে কামাছিল । এখন কামাতে কামাতে তার একট লেগেছিল । আর সেলোকটি (damn) ড্যাম্ বলে উঠেছিল । নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না । তখন সে ক্ষুর-টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম্ বল্লে, এর মানে কি, এখন বল । সে লোকটি বল্পে, আরে তুই কামা না, ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস্ । নাপিত সে ছাড়বার নয়, সে বল্তে লাগল, ড্যাম্ মানে যদি ভাল হয়, তা হ'লে আমি ড্যাম্ আমার বাপ ড্যাম্ আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্ । ( সকলের হাস্তা ) । আর ড্যাম্ মানে যদি খারাপ হয়, তা হ'লে তুমি ড্যাম্, তোমার বাবা ড্যাম্ তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্ । ( সকলের হাস্তা ) । আর শুধু ড্যাম্ নয় । ড্যাম্ ড্যাম্ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ড্যাম্ ড্যাম্ড্যাম্ড্যাম্ড্যাম্ড্যাম্ ড্যাম্

# षिणीय अजिएकम ।

### ঠাকুর জ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রচারকার্য্য।

সকলের হাস্ত থামিলে পর, বৈষ্কিম আবার কথা আরম্ভ করিলেন। বিষ্কিম—মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে ) —প্রচার ! ওগুলো অঞিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই ক'রবেন, যিনি চন্দ্রসূর্য্য সৃষ্টি ক'রে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা কি সামাগ্য
কথা ! তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে
হবে না কেন ! আদেশ হয় নি, তুমি বকে যাচছ; ঐ ছদিন লোকে
শুন্বে তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি! যৃতক্ষণ
তুমি বলবে, তৃতক্ষণ লোকে বলবে, আহা, ইনি বেশ বল্ছেন। তৃমি
থাম্বে, তার পর কোথায় কিছুই নাই!

"যতক্ষণ হুধের নীচে আগুনের জ্বাল রয়েছে, ততক্ষণ হুধটা কোঁশ ক'রে ফুলে উঠে। জ্বালও টেনে নিলে, আর হুধও যেমন তেমনি! কমে গেল।

"আর সাধন ক'রে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। তা না হ'লে প্রচার হয় না। 'আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' আপনারই শোবার যায়গা নাই, আবার ডাকে ওরে শঙ্করা আয়, আমার কাছে শুবি আয়।" (হাস্য)।

"ও দেশে হালদার পুকুরের পাড়ে রোজ বাহ্যে ক'রে যেতো, লোকে সকালে এসে দেখে গালাগালি দিত। লোক গালাগালি দেয়, তবু বাহ্যে আর বন্ধ হয় না। শেষে পাড়ার লোক দরখাস্ত ক'রে কোম্পানীকে জানালে। তাহারা একটা নোটীশ মেরে দিলে,—'এখানে বাহ্যে প্রস্রাব করিভনা, তা করিলে শাস্তি পাইবে।' তখন একেবারে সব বন্ধ। আর কোনও গোলযোগ নাই। কোম্পানীর হুকুম—সকলের মান্তে হবে।"

"তেমনি ঈশ্ব সাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন, তবেই প্রচার ছয় কোক শিক্ষা হয় জানা হ'লে কে কোমার কথা খন≀ব •" এই কথাগুলি সকলে গন্তীরভাবে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন ! [ শ্রীযুত বঙ্কিম ও পরকাল। ]

[Life after Death; argument from analogy.]
শীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)—আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত,
আর কত বই লিখেছ; আপনি কি বলো, মানুষের কর্ত্তব্য কি ? কি
সঙ্গে যাবে ? পরকাল তো আছে ?

বঙ্কিম-পরকাল। সে আবার কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না,
পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশর লাভ হয়, ততক্ষণ
সংসারে ফিরে আসতে হয়, কোন মতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ
পরকালও আছে। জ্ঞানলাভ হ'লে, ঈশরদর্শন হ'লে মুক্তি হয়ে য়য়—
আর আসতে হয় না। সিধোনো ধান পুতলে আর গাছ হয় না।
জ্ঞানাগ্রিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয় তাকে নিয়ে আর স্প্রের খেলা হয় না।
সে সংসার করতে পারে না, তার তো কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি নাই!
সিধোনো ধান ক্ষেতে পুতলে কি হবে ?

বঙ্কিম ( হাসিতে হাসিতে )—মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাষ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানী তা ব'লে আগাছা নয়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে অমৃত ফল লাভ করেছে—লাউ, কুমড়া ফল নয়! তার পুনজন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্য্যলোক বল, চন্দ্রলোক—কোনও জায়গায় তার আসতে হয় না।

"উপমা—একদেশী। তুমি ত পণ্ডিত, স্থায় পড় নাই? বাঘের মত ভয়ানক বল্লে যে বাঘের মত একটা ভয়ানক স্থাজ কি হাড়ী মূধ থাকবে তা নয়। (সকলের হাস্থা)।"

"আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। কেশব জিজ্ঞাসা ক'রলে—মহাশয়, পরকাল কি আছে ? আমি না এদিক না ওদিক বল্লাম ! বল্লাম. কুমোররা হাঁড়ী শুকোতে দেয়, তার ভিতর পাকা হাঁড়ীও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়ীও আছে। কখনও গরুটরু এলে হাঁড়ী মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ী ভেলে গেলে কুমোর সেগুলোকে ফেলে দেয় ! কিন্তু কাঁচা হাঁড়ী ভেলে গেলে সেগুলি কুমোর আবার ঘরে আনে: এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নুতন হাঁডী করে: ছাডে না । তাই কেশ্বকে বললম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে কুমোর ছাড়বে না : যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়. ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে; ছাড়বে না, অর্থাৎ ফিরে ফিরে এ সংসারে আসতে হবে, নিস্তার নাই। তাঁকে লাভ করলে তবে মুক্তি হয়, তবে কুমোর ছাড়ে, কেন না, তার দ্বারা মায়ার স্বষ্টির কোন কাষ আসে না। জ্ঞানী মায়াকে পার হয়ে গেছে। সে আর মায়ার সংসারে কি করবে ?

"তবে কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন মায়ার সংসারে লোক শিক্ষার জন্ম। লোক শিক্ষা দিবার জন্ম। জ্ঞানী বিভা মায়া আশ্রয় ক'রে থাকে। সে তাঁর কাজের জন্ম তিনিই রেখে দেন: যেমন শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)—আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কৰ্ত্তব্য কি গ

বৃদ্ধিম (হাসিতে হাসিতে)—আজে, তা যদি বলেন, তা হ'লে আহার, নিদ্রা ও মৈথন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া )—এঃ ! তুমি ত বড় ছঁগাচ্ড়া ! তুমি যা রাত দিন কর তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোক যা খায়, তার ঢেকুর উঠে। মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর উঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেকুর উঠে। কামিমীকাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছো, আর ঐ কথাই মুখ দিয়ে বেরুচেছ! কেবল বিষয় চিস্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মাতুষ কপট হয়। ঈশর চিন্তা করলে সরল হয়, ঈশর সাক্ষাৎকার হ'লে ও কথা কেউ বল্বে না।

[ ঐীযুক্ত বঙ্কিম। শুধু পাণ্ডিত্য ও কামিনী-কাঞ্চন। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বঙ্কিমের প্রতি )—শুধু পাণ্ডিত্য হ'লে কি হবে; यिन जैसेत्रिक्षा ना थारक ? यिन विरवक-देवत्रांगा ना थारक ? शांखिला কি হবে, যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে ?

"চিল, শকুনি থুব উচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর! পণ্ডিত অনেক বই শাস্ত্র পড়েছে, শোলোক ঝাড়্তে পারে, কি বই লিখেছে, কিন্তু মেয়ে মামুষে আসক্ত, টাকামান সার বস্তু মনে

করেছে; সে আবার পণ্ডিত কি ? ঈশরে মন না থাকলে পণ্ডিত কি ? "কেউ কেউ মনে ক'রে এরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করছে; পাগলা! এরা বেহেড হয়েছে। আমরা কেমন স্থায়না, কেমন স্থাভোগ ক'রছি; টাকা, মান, ইন্দ্রিয়স্থা। কাকও মনে করে, আমি বড় স্থায়না, কিন্তু সকালবেলা স্টঠেই পরের গু থেয়ে মরে! কাক দেখো,না, কত উডুর পুড়ুর করে, ভারি শ্রায়না!" (সকলে স্তর্জ)

"যারা কিন্তু ঈশর চিন্তা করে, বিষয়ে আসক্তি কামিনীকাঞ্চনে ভালবাসা চলে যাবার জন্ম রাত দিন প্রার্থনা ক'রে, যাদের বিষয় রস্তেতা লাগে, হরিপাদপদ্মের স্থধা বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাদের স্বভাব যেমন হাঁসের স্বভাব। হাঁসের স্থম্থ হুধেজলে দাও, জল ত্যাগ ক'রে হুধ থাবে। আর হাঁসের গতি দেখেছো? এক দিকে সোজা চ'লে যাবে। শুদ্ধভক্তের গতিও কেবল ঈশরের দিকে। সে আর কিছু চায় না; তার আর কিছু ভাল লাগে না। (বিশ্বমের প্রতি কোমল ভাবে) আপনি কিছু মনে করো না।"

বঙ্কিম—আজ্ঞা, মিষ্টি শুনৃতে আসিনি।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)—কামিনী কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা কর্তে দেয় না; তু একটি ছেলে হ'লে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই ভগ্নীর মতো থাক্তে হয়, আর তার সঙ্গে সর্ববদা ঈশবের কথা কইতে হয়। তা হ'লে তুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে, আর স্ত্রী ধর্ম্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশবের আনন্দ আস্থাদন করতে পারে না। ঈশবের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশুভাব যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী, শুন্বেনই শুন্বেন। যদি আন্তরিক হয়।

"আর—'কাঞ্চন'। আমি পঞ্চবটীর 🛪 তলায় গঙ্গার ধারে ব'সে

শঞ্বটী। রাসমণির কালীবাটীতে পঞ্বটীতলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ অনেক সাধনা তপস্থা করিয়াছিলেন। অতি নির্জ্জন স্থান। সহজেই ঈশ্বর উদ্দীপন হয়।

'টাকা মাটী' 'টাকা মাটী' 'মাটীই টাকা, টাকাই মাটী' ব'লে জলে ফেলে দিছ্লুম!

বৃদ্ধিয়—টাকা মাটী ! মহাশয় চারটা পয়সা থাকিলে গ্রীবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটী, তা হলে দয়া পরোপকার করা হবে না ?

### ্ শ্রীযুক্ত বঙ্কিম 'জগতের উপকার' ও কর্মযোগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বঙ্কিমের প্রতি )—দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো ? মানুষের এতো নপর চপর, কিন্তু ৰখন ঘুমোয়, তখন যদি কেউ দাঁডিয়ে মুখে মুতে দেয়, তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহঙ্কার, অভিমান, দর্প কোণায় याग्र १

"সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে হয়। তা আর গ্রহণ করতে পারে না। থুথু ফেলে থুথু আবার খেতে নাই। সমাসী যদি कांक़रक किছু (मञ्ज, रंग निर्द्ध (मञ्ज, मरन करत ना। मञ्जा जेन्यरतत, মানুষে আবার কি দয়া ক'রবে ? দানটান সবই রামের ইচ্ছা। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে বাহিরেও ত্যাগ করে। সে গুড় খায় না. তার কাছে গুড থাকাও ভাল নয়। কাছে গুড থেকে যদি সে বলে খেয়ো না, তা লোকে শুনবে না।"

"সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে: কেন না. মাগ ছেলে আছে। তাদের সঞ্চয় করা দরকার মাগছেলেদের খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না কেবল শঞ্ছী আউর দরবেশ, অর্থাৎ পাখী আর সন্ন্যাসী। কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সে মুথে ক'রে খাবার আনে। তারও তথন সঞ্চয় করতে হয়। তাই সংসারী লোকের টাকার দরকার। পরিবার ভরণপোষণ করতে হয়।"

"সংসারী লোক শুদ্ধভক্ত হ'লে অনাসক্ত হয়ে কর্মা করে। কর্ম্মের ফল-লাভ, লোকসান, স্থুখ, তুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পন করে। আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি প্রার্থনা করে, আর কিছুই চায় না। এরই নাম নিকাম কর্ম-অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা। সম্যাসীর সব কর্ম্ম নিজাম করতে হয়। তবে সম্মাসী সংসারীদের মত বিষয় কর্ম্ম করে না।"

"সংসারী ব্যক্তি নিক্ষামভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্ম, 'পরোপকারের' জন্ম নয়। সর্ববভূতে হরি আছেন ভাঁরই সেবা করা হয়! হরিসেবা হ'লে নিজেরই উপকার হ'লো, 'পরোপকার' নয়। এই সর্ববভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষের নয় জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা, যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে, তাদের কাছ থেকে উল্টে কোনও উপকার চায় না, এরপ ভাবে যদি সেবা করে, তা হ'লে তার যথার্থ নিক্ষাম কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম করা হয়। এইরপ নিক্ষাম কর্ম্ম ক'রলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্ম্মযোগ এই কর্ম্মযোগও সম্বরলাভের একটি পথ। কিন্তু বড় কঠিন, কলিয়ুগের পক্ষে নয়।"

"তাই বল্ছি, যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্মা করে, দয়া, দান করে, সে নিজেন্ধই মঙ্গল করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র, সূর্য্য, বাপ, মা, ফল, ফুল, শশু জীবের জন্ম করেছেন! বাপ-মার ভিতর যা স্মেহ দেখ, সে তাঁরই স্মেহ, জীবের রক্ষার জন্মই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া, দেখ, সে তাঁরই দয়া নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্ম দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোনও সূত্রে তাঁর কায ক'রবেন। তাঁর কায আট্কে থাকে না।"

"তাই জীবের কর্ত্তব্য কি ? আর কি, তাঁর শরণাগত হওয়া, আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেইজ্বন্থ ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।"

#### [ ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু ]

"শস্তু বলেছিল, আমার ইচ্ছা যে, খুব কতকগুলা ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল ক'রে দিই, তাহ'লে শরীবদের অনেক উপকার হয়। আমি বল্লুম, হাঁ, অনাসক্ত হয়ে যদি এ সব করো, তো মন্দ নয়। তবে ঈশরের উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। আবার অনেক কাজ জড়ালে কোন্ দিক থেকে আসক্তি এসে পড়ে, জান্তে দেয় না! মনে ক'র্ছি নিফামভাবে ক'র্ছি, কিন্তু হয় ত যশের ইচ্ছা হয়ে গেছে, নাম বার কর্বার ইচ্ছা হয়ে গেছে। আবার বেশী কর্ম্ম ক'রতে গেলে, কর্ম্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভলে যায়। আরো বল্লম, শস্ত। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুধে এসে সাক্ষাৎকার হন, তা' হলে তুমি তাঁকে চাইবে, না কতকগুলা ডিস্পেন্সারী বা হাসপাতাল চাইবে ? তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরির পানা পেলে আর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না।"

"ধারা হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারী করবে, আর এতেই আনন্দ করবে, তারাও ভাল লোক: কিন্তু থাক আলাদা। যে শুদ্ধ ভক্ত, সে লখর বই আর কিছু চায় না: বেশী কর্ম্মের ভিতর যদি সে পড়ে, সে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর, কুপা ক'রে আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও: তা না হ'লে যে মন তোমাতেই নিশিদিন লেগে থাক্বে, সেই মন বাজে খরচ হয়ে যাচেছ: সেই মনেতে বিষয় চিন্তা করা হচ্ছে। শুদ্ধ ভক্তির থাক্ একটি আলাদা থাক্। ঈশ্বর বস্তু আরু সব অবস্তু, এ বোধ না হ'লে শুদ্ধ ভক্তি হয় না। এ সংসার অনিত্য, চুদিনের জন্ম, আর এ সংসারের যিনি কর্ত্তা, তিনিই সত্যু, নিত্য : এ বোধ না হ'লে শুদ্ধ ভক্তি হয় না।

"জনকাদি প্রত্যাদিষ্ট হয়ে কর্দ্ম করেছেন।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### আগে বিজ্ঞা (Science) না আগে ঈশ্বর ?

শ্রীরামকুষ্ণ ( বঙ্কিমের প্রতি )—কেউ কেউ মনে করে, শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না! তারা মমে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স (Science) পড়তে হয় (সকলের হাস্ত)। তারা বলে, ঈশরের স্ষ্টি এ সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল ? আগে Science না আগে ঈশর গ

বঙ্কিম—হাঁ, আগে পাঁচটা জান্তে হয়, জগতের বিষয়। একটু এ দিক্কার জ্ঞান না হলে, ঈশ্বর জান্বো কেমন ক'রে? আগে পড়া-শুনা ক'রে জান্তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর, তার পর স্প্রি। তাঁকে লাভ কর্লে, দরকার হয় ত সবই জান্তে পারবে।

"যদি যতু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্তে পারো যো সো ক'রে, তা হ'লে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যতু মল্লিকের ক'খানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, ক'থানা বাগান, এও জানতে পারবে। যতু মল্লিকই ব'লে দেবে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ী চুক্তে গেলে দারোয়ানরা যদি না চুক্তে দেয়, তা হ'লে ক'খানা বাড়ী কত কোম্পানীর কাগজ, ক'খানা বাগান, এ সব ঠীক খবর কেমন ক'রে জানবে? তাঁকে জানলে সব জানা যায়, \* কিন্তু সামান্ত বিষয়্ম জানাবার আকাজ্ফা থাকে না। বেদেও এ কথা আছে। যতক্ষণ না লোকটিকে দেখা যায়; ততক্ষণ তার গুণের কথা কওয়া যায়; সে যেই সাম্নে আসে, তখন ও সব কথা বন্ধ হ'য়ে যায়। লোকে তাকে নিয়েই মন্ত হয়, তার সঙ্গেই আলাপ ক'রে বিভোর হয়, তখন আর অন্ত কথা থাকে না।"

ক''আগে ঈশরলাভ, তার পর স্থি বা অন্য কথা। বাল্মীকিকে রাম-মন্ত্র জপ করতে দেওয়া হলো, কিন্তু তাকে বলা হলো, 'মরা 'মরা' জপ করো। 'ম' মানে ঈশর আর 'রা' মানে জগং।। আগে ঈশর তার পর জগং' এককে জানলে সব জানা যায়। ১এর পর যদি পঞ্চাশটা শৃন্য থাকে. অনেক হয়ে যায়। ১কে পুছে ফেললে কিছুই থাকে না। ১কে নিয়েই অনেক। এক আগে, তার পর আনেক: আগে ঈশর § তার পর জীব জগং।

''তোমার দরকার ঈশরকে লাভ করা। তুমি অত জগৎ, স্ঞ্চি,

<sup>\*&</sup>quot;তত্মন্ বিজ্ঞাতে সর্কমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"
†[মামুষ জীবনের উদ্দেশু(End of life) ঈশ্বরলাভ ]।
§আগে ঈশ্বর—Seek ye first the kingdom of Heaven
and all other things shall be added unto you—Jesus.

Science, ফায়েন্স এ সব ক'রছো কেন? তোমার আম খাবার দরকার। বাগানে কত শ আম গাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোটি পাতা, এ সব খবরে তোমার কায কি ? তুই আম খেতে এসেছিস আম থেয়ে যা। এ সংসারে মানুষ এসেছে ভগবান লোভের জন্ম। সেটি ভুলে নানা বিষয়ে মন দেওয়া ভাল নয়। আম খেতে এসেছিস আম খেয়েই যা।"

বঙ্কিম--আম পাই কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রর্থনা কর আন্তরিক হ'লে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয় ত এমন কোনও সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন, ঘাতে স্থবিধা হয়ে গেল। কেউ হয় ত ব'লে দেয়, এমনি এমনি কর, তা হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

বঙ্কিম—কে ? গুরু! তিনি আপনি ভাল আমা খেয়ে, আমায় খারাপ আম দেন! (হাস্ত)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন গো! যার যা পেটে সয়। সকলে কি পলুয়া-কালিয়া খেলে হজম করতে পারে ? বাড়ীতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পলুয়া কালিয়া দেন না। যে তুর্ববল যার পেটের অন্তখ, তাকে মাছের ঝোল দেন: তা বলে কি মা সে ছেলেকে কম ভালবাসেন ?

[ ঈশ্বর লাভের উপায়,—ব্যকুলতা, বালকের বিশাস। ]

"গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু, তঁর কথা বিশাস করলে,—বালকের মত বিশ্বাস করলে— ঈশর লাভ হয়। বালকের কি বিশাস। মা বলেছে, ও ভোর দাদা হয় অমনি জেনেছ, ও আমার দাদা। এক্বারে পাঁচ সিকা পাঁছ আনা বিশ্বাস! তা সে ছেলে হয় ত বামুনের ছেলে, আর দাদা হয়ত ছতোর কামারের ছেলে। মা বলেছে, ও ঘরে জুজু। তো পাকা জেনে আছে, ও ঘরে জুজু। এই বালকের বিশ্বাস; গুরুবাক্যে এমন বিশ্বাস চাই। ভায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি, বিচার বুদ্ধি করলে, ঈশ্বকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর সরল হওয়া; কপট হ'লে ন।। সরলের কাছে তিনি থুব সহজ। কপট থেকে তিনি দুর।"

"কিন্তু বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না, আর বলে, 'না, আমি মা'র কাছে যাব', সেই রকম ঈশ্বরের জন্ম ব্যাকুলতা চাই। আহা! কি অবস্থা! বালক যেমন মা মা ক'রে পাগল হয়। কিছুতেই ভোলে না! যার সংসারে এ সব 'স্থুখ' ভোগ আলুনি লাগে, যার আর কিছু ভাল লাগে না—টাকা, মান, দেহের স্থুখ, ইন্দ্রিয়ের স্থুখ যার কিছুই ভাল লাগে না, সে-ই আন্তরিক মা মা ক'রে কাতর হয়। তারই জন্মে মা'র স্মাবার সব কাম ফেলে দেও আসতে হয়।"

"এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পে ই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিম্নেই কথা। তিনি তো অন্তর্গ্যামী, ভুল পথে গিয়ে পড়লেও দোয নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ভাল পথে তুলে লন।"

"আর, সব পথেই ভুল আছে,—সববাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু কারও ঘড়ি ঠিক যায় না। তা ব'লে কারু কায আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক ক'রে লওয়া যায়।"

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## [ শ্রীরামক্রফ কীর্তনানন্দে।]

ব্রাক্ষসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান করিতেছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্ত্তন একটু শুনিতে শুনিতে হঠাৎ দণ্ডায়মান ও ঈশরাবেশে বাহাশূন্য হইলেন। একবারে অন্তমুর্থ, সমাধিষ্ট। দাড়াইয়া সমাধিষ্ট। সকলেই বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। বিদ্ধিন ব্যস্ত হইয়া ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরের কাছে গিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ডিনি সমাধি কখনও দেখেন নাই।

কিয়ৎকণ পরে একট বাহু হইবার পর ঠাকুর প্রেমে উন্মন্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, যেন শ্রীগোরাক শ্রীবাসমন্দিরে ভক্ত সঙ্গে নাচিতেছেন। সে অভূত নৃত্য! বঙ্কিমাদি ইংরাজী পড়া লোকেরা দেখিয়া অবাক। কি আশ্চর্যা। এরই নাম কি প্রেমানন্দ ? ঈশ্বরকে ভালবেদে মানুষ কি এত মাতোয়ারা হয় ? এইরূপ কাণ্ডই কি নবদীপে শ্রীগোরাক্স করেছিলেন গ এই রকম করেই কি তিনি নবদীপে আর শ্রীঞ্চেত্রে প্রেমের হাট বসিয়েছিলেন ? এর ভিতর তো টং হ'তে পারে না। ইনি সর্বত্যাগী, এঁর টাকা, মান, নাম বেরুনো, किছ्रे मत्रकांत्र नारे। তবে এই कि জीवत्तत्र উদ্দেশ্য ? कार्ता मिरक मन ना मिरम केचेत्ररक **डाल**शामारे कि जीवरनत উদ্দেশ্য ? এখন উপায় কি ? ইনি বললেন, মা'র জন্য দিশেহার। হয়ে ব্যাকুল হওরা ব্যাকুলতা, ভালবাসাই উপায়, ভালবাসাই উদ্দেশ্য। ঠিক ভালবাসা এলেই দর্শন হয়।

ভক্তরা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ও দেই অন্তত দেবতুল ভ নৃত্য ও কীর্ত্তনানন্দ দেখিতে লাগিলেন। সকলেই দণ্ডায়মান—ঠাকুর শ্রীরামক্নফের চারিদিকে—আর একদুষ্টে তাঁকে দেখিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতেছেন। 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান' এই কথা উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন, জ্ঞানী-যোগী-ভক্ত সকলের চরণে প্রণাম।

আবার সকলে ঘেরিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

# यष्ठं शतिरम्हन ।

[ ঐাযুক্ত বঙ্কিম ও ভক্তিযোগ। ঈশ্বরপ্রেম।] বঙ্কিম ( ঠাকুরের প্রতি )—মহাশর, ভক্তি কেমন ক'রে হয় ? শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যাকুলতা। ছেলে যেমন মা'র জন্য, মাকে ন। **(एथरफ পেয়ে দিলেহার) হয়ে काँक्ति, मिट तकम चार्क्त है'या ने**स्थरतन জন্য কাঁদলে ঈশরকে লাভ করা পর্যান্ত ধার।

"অরুণোদয় হ'লে পূর্ব্বদিক লাল হয়, তখন বোঝা যায় য়ে, সূর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই। সেইরূপ যদি কারও ঈশরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় য়ে, এ ব্যক্তির ঈশ্বরলাভের আর বেশী দেরী নাই।"

"একজন গুরুকে বিজ্ঞাসা করেছিল, মহাশয়, ব'লে দিন, ঈশরকে কেমন ক'রে পাবো। গুরু বল্লে, এসে। আমি তোমায় দেখিয়ে দিছি । এই ব'লে তাকে সঙ্গে ক'রে একটা পুক্রের কাছে নিয়ে গেল। তুই জনেই জলে নামলো, এমন সময় হঠাৎ গুরু শিষ্যকে ধ'রে জলে চুবিয়ে ধরলে। খানিক পরে ছেড়ে দিবার পর শিষ্য মাধা তুলে দাঁড়ালো। গুরু জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিলো? শিষ্য বল্লে, প্রাণ ষায় বোধ হচ্ছিলা প্রাণ আটু-পাটু করছিল। তখন গুরু বল্লে; ঈশরের জন্য প্রাণ ঐরপ আটু-পাটু করবে, তখন জানবে যে, তাঁহার সাক্ষাৎকারের দেরী নাই।"

"তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে ? একটু ডুব দাও। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত পা ছুঁড়লে কি হবে ? ঠিক মাণিক ভারি হয়, জলে ভাসে না ; তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে ! ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।"

বঙ্কিম—মহাশন্ধ, কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে (সকলের হাস্থ) ডুবডে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে স্মরণ করলে দব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কাল পাশ কাটে। ডুব দিতে হ'বে, তা না হ'লে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শুন—

#### গান-

ভূব ভূব ভূব কপ-সাগবে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি বে প্রেমবছধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ গুঁজলে পাবি হাদরমাঝে কুলাবন।
দীপ্দীপ্জানের বাতি জলবে হাদে অফুক্লণ॥
ভ্যাং ভ্যাং ভ্যাং ভ্যালার ভিকে চালার আবার সে কোন্জন।
ক্বীর বলে শোন শোন শোন, ভাব গুকর এচিরণ॥

ঠাকুর তাঁহার সেই দেবতুল্লভি মধুর কণ্ঠে এই গান্টী গাইলেন। সভাশুদ্ধ লোক আকৃষ্ট হইয়া এক মনে এই গান শুনিতে লাগিলেন। পান সমাপ্ত হইলে আবার কথা আরম্ভ হইল।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ ( বঙ্কিমের প্রতি )—কেউ কেউ ডব দিতে চায় না। তারা বলে, ঈশর ঈশ্বর ক'রে বাড়াবাড়ি ক'রে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাবো ? যার। ঈশ্বের প্রেমে মত, তাদের তারা বলে, বেছেড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সবু লোকে এটি বোঝে না যে. সচিচদানন্দ অমৃতের সাগর।

"আমি নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে কর যে, এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস; তুই কোন্থানে ব'সে রস থাবি ? নরেন্দ্র বল্লে, আড়ায় (কিনারায়) ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি वल्लूम, क्व ? मोराथात शिरा पुरंत (थल कि लोच ? नरवन्त वरहा, তা হ'লে যে রসে জড়িয়ে ম'রে ধাব। তখন আমি বল্লুম, বাবা সচ্চিদানন্দ-রস তা নয়, এ রস অমৃতর্গ, এতে ডুবলে মানুষ মরে না, অমর হয়।"

"তাই বলছি ডুব দাও। কিছু ভয় নাই, ডুবলে অমর হয়। এইবার বঙ্কিম ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন—বিদায় গ্রহণ করিবেন বিক্তম-মহাশয়: যত আহাত্মক আমাকে ঠাওৱেছেন তত নয় একটি প্রার্থনা আছে—অমুগ্রহ ক'রে কুটিরে একবার পায়ের ধূলা— |

শ্রীরামকুষ্ণ—তা বেশ তো, ঈশরের ইচ্ছা।

বঙ্কিম---সেথানেও দেখবেন, ভক্ত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—কি গো! কি রকম সব ভক্ত সেখানে যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, ভাদের মত কি ( সকলের হাস্স )।

এবজন ভক্ত-মহাশয়, গোপাল, গোপাল, গলটি কি ?

শ্ৰীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )—তবে গল্পটি বলি শোন। এ জায়গায় একটা স্থাকরার দোকান আছে! তারা পরম বৈফাব, গলা মালা, তিলক সেবা প্রায় হাতে হরিনামের ঝলি আর মুখে সর্বাং। হরিনাম। সাধু বললেই হয়, তবে পেটের জন্য স্থাকরার কর্মা করা মাগ-ছেলেদের তো খাওয়াতে হবে। পরম বৈষ্ণব. এই কথা 🤫 অনেক খরিদ্ধার তাদেরই দোকানে আদে; কেন না, তারা জানে যে, এপের দোকানে সোণা-রূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্ধার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম করছে, আর বসে বসে কাজকর্ম করছে। ক্ষিদ্ধার যাই গিয়ে বসলো, একজন বলে উঠলো, "কেশব! কেশব! কেশব!" খানিকম্বণ পরে আর এক জন বলে উঠলো, "গোপাল। গোপাল!" আবার একটু কথাবার্তা হ'তে না হ'তেই আর এক জন বলে উঠলো—"হিন্ন হরি হরি!" গয়না গড়বার কথা যখন এক রকম ফুরিয়ে এলো, তখন আর এক জন বলে উঠলো—"হর হর হর।" কাযে কাযেই এত ভক্তি প্রেম দেখে তারা স্থাক্রাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো; জানে যে, এরা কখনও ঠকাবে না।

"কিন্তু কথা কি জান? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল ''কেশব কেশব," তার মানে এই, এরা সব কে ? অর্থাৎ যে খরিদ্দারেরা আসলো, এরা সব কে ? যে বল্লে, "গোপাল গোপাল" তার মানে এই, এরা দেখছি গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বর্ল্লে "হরি হরি," তার মানে এই যেকালে দেখছি গরুর পাল, সে স্থলে তবে 'হরি' অর্থাৎ হরণ করি। আরুর যে বললে, 'হর হর," তার মানে এই যেকালে গরুর পাল দেখছো, সেকালে সর্বস্ব হরণ কর। এই তারা পরমভক্ত সাধু! (সকলের হাস্য)।"

বিদ্ধম বিদায় গ্রহণ করিলেন । কিন্তু একাগ্র হয়ে কি ভাবিতে-ছিলেন। ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দেখেন, চাদর ফেলিয়া আসিয়াছেন। গায়ে শুধু জামা। একটি বাবু চাদরখানি কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া চাদর তাঁহার হস্তে দিলেন। বঙ্কিম কি ভাবিতে-ছিলেন ?

রাখাল আসিয়াছেন। তিনি শ্রীরক্ষাবনধামে বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। দেখান হইতে কিছুদিন ফিরিয়াছেন। ঠাকুর, তাঁহার কথা শরৎ ও দেবেল্রের কাছে বলিয়াছিলেন, ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা রাখালের সঙ্গে আলাপ করিতে উৎস্ক হইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলেন, এঁরই নাম রাখাল।

শ্বৎ ও শাতাল এঁবা আকাণ, অধ্য স্থৰ্বণিক। পাছে গৃহস্বামী খাইতে ডাকেন, তাই তাড়াতাড়ি পালাইয়া গেলেন। তাঁহারা নুতন আসিতেছেন: এখনও জানেন না, ঠাকুর অধরকে কত ভালবাসেন। ঠাকুর বলেন, ভক্ত একটা পৃথক জাতি। সকলেই এক জাতীয়।

অধর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তদের অতি বত্নপূর্বক আহ্বান করিয়া পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। ভোজনান্তে ভক্তগণ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর কথাগুলি স্মরণ করিতে করিতে, তাঁহার অদ্ভুত প্রেমের ছবি হৃদয়ে গ্রহণ পূর্ববক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অধরের বাটীতে শুভাগমনের দিনে এীযুক্ত বঙ্কিম রামকৃষ্ণকে তাঁহার বাটীতে ঘাইবার জন্য অমুরোধ করাতে কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত গিরীশ ও মান্টারকে তাঁহার সান্কীভাঙ্গার বাদায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। ঠাকুরকে আবার দর্শন করিতে আসিবার ইচ্ছা বঙ্কিম প্রকাশ করেন, কিন্ত কার্যাগতিকে আর আসা হয় নাই।

[ निकल्बद्धत अक्षविभूत्म तनवी क्रीधूत्रांभी शार्थ । ]

৬ই ডিদেম্বর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অধরের বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুভাগমন করিয়াছিলেন ও শ্রীযুক্ত বৃদ্ধিম বাবুর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রথম হইতে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই সব কথা বিব্বত হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ২৭এ ডিসেম্বর শনিবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীমূলে দক্ষিণেখনে ভক্ত দক্ষে ৰঙ্কিম প্রণীত দেবী চৌধুরাণীর কতক অংশ পাঠ শুনিয়াছিলেন ও গীতোক্ত নিক্ষাম ধর্মের বিষয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীমূলে চাতালের উপর অনেক ভক্তমঙ্গে বসিয়া ছিলেন। মাফারকৈ পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। কেদার, রাম, নিভাগোপাল, তারক, (শিবানন্দ) প্রসন্ন (ত্রিগুণাতীত), স্থারেন্দ্র প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ( শ্রীশ্রীরামক্বঞ্চকণামূত দ্বিতীয় ভাগ, দ্বাবিংশ খণ্ড।)

#### (智)

## কেশবের সহিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

১লা জানুয়ারী ১৮৮১, শনিবার ১৮ই পৌষ ১২৮৭।

ব্রাক্ষদমাজের মাঘোৎদব দম্মুথে। প্রতাপ, ত্রৈলোক্য, জয়গোপাল দেন প্রভৃতি অনেক ব্রাক্ষভক্ত লইয়া তকেশবচন্দ্র দেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দশন করিতে দক্ষিণেশরের মন্দিরে আদিয়াছেন। রাম, মন্মোহন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত।

ব্রাক্ষভক্তেরা অনেকেই কেশবের আদিবার আগে কালীবাড়ীতে আদিয়াছেন ও ঠাকুরের কাছে বদিয়া আছেন। সকলেই ব্যস্ত, কেবল দক্ষিণদিকে তাকাইতেছেন কখন কেশব আদিবেন, কখন কেশব জাহাজে করিয়া আদিয়া অবতরণ করিবেন। তাঁহার আদা পর্য্যন্ত ঘরে গোল-মাল হইতে লাগিল।

এইবার কেশব আদিয়াছেন। হাতে ছুইটি বেল ও ফুলের একটা তোড়া। কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া ঐ গুলি কাছে রাখিয়া দিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণান করিলেন। ঠাকুরও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতি শমস্কার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে হাসিতেছেন! আর কেশবের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি সহাস্তে)—কেশব তুমি আমায় চাও কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের বলছিলুম, এখন আমরা খচমচ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন।

(কেশবের শিশ্যদের প্রতি)—"ঐগো—তোমাদের গোবিন্দ এসেছেন। আমি এতক্ষণ খচমচ করছিলুম, জমবে কেন। (সকলের হাস্ত)।

"গোবিন্দের দর্শন সহজে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণযাত্রায় দেখ নাই, নারদ ব্যাকুল হয়ে যখন অজে বলেন—'প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন,' তখন রাখাল সজে কৃষ্ণ আদেন। পশ্চাতে স্থিগণ, গোপীগণ। ব্যাকুল না হলে ভগবানের দর্শন হয় না।

( কেশবের প্রতি)—"কেশব্ ু মি কিছু বল ; এরা সকলে তোমার কথা শুনতে চায়।"

কেশব (বিনীত ভাবে, সহাত্যে)—এখানে কথা কওয়া কামারের নিকট ছুঁচ বিক্রী করতে আসা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—তবে কি জান, ভক্তের স্বভাব গাঁজা-খোরের স্বভাব.। ভূমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে, আমিও একবার টানলাম। (সকলের হাস্ত)।

বেলা ৪টা বাজিয়াছে। কালীবাডির নহবতে বাজনা শুনা যাইতেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশব প্রভৃতির প্রতি—দেখলে কেমন স্থলর বাজনা, তবে কেবল একজন পোঁ। করতে, আর একজন নানা স্থরের লহরী তুলে কত রাগ রাগিণীর আলাপ করছে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পোঁ করব—কেন শুধু সোহং শোহং করব। আমি সাত ফোকরে নানা রাগ রাগিণী বাজাব। শুধু একা একা কেন করব ! শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, স্থা, মধুর স্বভাবে তাঁকে ডাকব-আনন্দ ক'রব, বিলাস ক'রব।

কেশব অবাক হইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছেন। আর বলিতে-ছেন জ্ঞান ও ভক্তির এরূপ আশ্চর্য্য, স্থন্দর, ব্যাখ্যা কখনও শুনি নাই।

কেশব (শ্রীরামক্ষের প্রতি)—আপনি কতদিন এরপ গোপনে থাকবেন-ক্রমে এথানে লোকারণ্য হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও তোমার কি কথা! আমি খাই দাই থাকি, তার নাম করি। লোক জড় করা করি আমি জানি না। কে জানে তোব গাঁইগুঁই, বীরভূমের বামুন মুই। হতুমান বলেছিলেন—আমি বার, তিথি, নক্ষত্র ওমব জানিনা, কেবল এক রামচিস্তা করি।

কেশব---আছো, আমি লোক জড় ক'রব। কিন্তু আপনার এখানে সকলের আসতে হবে।

জীরামকৃষ্ণ-স্থামি সকলের রেণুর রেণু। যিনি দয়া করে আসবেন, আসবেন।

কেশব—আপনি যা' বলুন, আপনার আসা বিফল হবে না।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে সন্ধীর্ত্তনের আয়োজন হইতেছে। অনেকগুলি ভক্ত যোগ দিয়াছেন। পঞ্চবটী হইতে সন্ধীর্ত্তনের দল দক্ষিণদিকে আদিতেছে। সদয় শিঙা বাজাইতেছেন। গোপীশাদ খোল বাজাইতেছেন আর তুইজন করতালি বাজাইতেছেন।

শীরামক্রম্ভ গান ধরিলেন-

#### গান-

হরিনাম নিসে রে জীব যদি স্থথে থাকবি।
স্থথে থাকবি বৈকুণ্ঠ যাবি, ওরে মোক্ষফল সদা পাবি॥
( হরিনাম গুণেরে )

যে নাম শিব জ্বপেন পঞ্চমুখে, আজ্ব সেই হরিনাম দিব তোকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। এইবার স্মাধিস্থ ংইলেন।

সমাধিভঙ্কের পর ঘরে উপবিষ্ট হইয়াছেন। কেশব প্রভৃতির দক্ষে কথা কহিতেছেন।

### সর্ব্বধর্ম সমন্বয় কথা।

"সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। যেমন তোমনা কেউ গাড়ী কেউ নৌকা, কেউ ভাহাজে করে, কেউ পদত্রজে এসেছ; যার যাতে স্থবিধা, আর যার যা প্রকৃতি দেই অনুসারে এসেছ। উদ্দেশ্য এক। কেউ আগে এসেছ, কেউ পরে এসেছ।"

#### ( ঈশ্বর দর্শনের উপায়, অহরার ত্যাগ। )

শীরামকৃষ্ণ (কেশব প্রভৃতির প্রতি)—উপাধি যতই যাবে, ততই তিনি কাছে হবেন। উঁচু ঢিপিতে বৃষ্টির জ্বল জমে না। থাল জমিতে জ্মে; তেমনি তাঁর কুপাবারি, যেথানে অহঙ্কার, সেথানে জমেনা। তাঁর কাছে দীনহীন ভাবই ভাল।

"থুৰ সাবধানে থাকতে হয়, এমন কি কাপড়চোপড়েও অহস্কার হয়। পিলে রোগী দেখিছি কালাপেড়ে কাপড় পরেছে, অমনি নিধু বাবুর টপ্পা গাইছে !"

"কেউ বুট পরেছে অমনি মুথে ইংরাজি কথা বেরুচ্ছে।"

"সামান্ত আধার হলে গেরুয়া পরলে অহঙ্কার হয়: একটু ত্রুটি হলে ক্ৰোধ, অভিমান হয়।"

ি ভোগান্ত, ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ। ]

"ব্যাকুল না হলে তাঁকে দেখা যায় না। এই ব্যাকুলতা ভোগান্ত না হলে হয় না। যারা কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে আছে, ভোগান্ত হয় নাই, তাদের ব্যাকুলতা আদে না।"

"ওদেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্তদিন আমার কাছে থাকত, চারপাঁচ-বছরের ছেলে। আমার সামনে এটা ওটা থেলা করত, একরকম ভুলে থাকত। यारे मन्त्रा। रय रय, अमिन वल-मा याव। आमि কত বলতুম – পায়রা দোব, এই দব কথা, দে ভূলত না, কেঁদে কেঁদে বলত—মা যাব! খেলা টেলা কিছুই ভাল লাগছে না। আমি তার অবন্থা দেখে কাঁদতুম।"

"এই বালকের মত ঈশরের জন্ম কারা। এই ব্যাকুলতা। আর খেলা, খাওয়া কিছুই ভাল লাগে না। ভোগান্তে এই ব্যাকুলতা ও তাঁর জন্য কায়া।"

সকলে অবাক হইয়া নি:শব্দে এই সকল কথা শুনিজেছেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, ফরাস আলো জালিয়া দিয়া গেল। কেশব প্রভৃতি ব্রাক্ষভক্তগণ সকলে জলযোগ করিয়া যাইবেন। খাবার আয়োজন হইতেছে।

কেশব ( সহাস্থে )—আজও কি মুড়ি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—হত্ত জানে।

পাতা পড়িল। প্রথমে মুড়ি, তার পর লুচি তার পর তরকারি। (সকলের থুব আনন্দ ও হাসি)। সব শেষ হইতে রাভ দশটা विषिया (शन।

ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে ব্রাহ্মভক্তগণের দঙ্গে আবার কথা কছিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে কেশব প্রভৃতির প্রতি )—ঈশ্বর লাভের পর সংসারে বেশ থাকা যায়। বুড়ী ছুঁয়ে তার পর থেলা কর না।

"লাভের পর ভক্ত নির্লিপ্ত হয়, যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর থেকেও গায়ে পাঁক লেগে থাকে না।"

প্রায় ১১টা বাজে, সকলে যাইবার জন্ম অধৈর্য্য। প্রতাপ বললেন, আজ রাত্রে এখানে থেকে গেলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বলিতেছেন, আজ এখানে থাক না। কেশব ( সহাস্থে )—কাঞ্চটাজ আছে ; যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন গো, তোমার আঁসচুবড়ির গন্ধ না হলে কি যুম হবে না। মেছুনি মালীর বাড়ীতে রাত্রে অতিথি হয়েছিল। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়াতে তার ঘুম আর হয় না। ( সকলের হাস্থা)। হুস্ খুস করছে, তাকে দেখে মালিনী এসে বললে—কেন গো— ঘুমচ্ছিস নি কেন গো! মেছুনি বললে, কি জানি মা, কেমন ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না, তুমি একবার আঁসচুবড়িটা আনিয়ে - দিতে পার ? তথন মেছুনি আঁসচুবড়িতে জল ছিটিয়ে সেই গন্ধ আন্তান করতে করতে গভীর নিস্রায় অভিভূত হল।" ( সকলের হাস্যা)।

বিদায়ের সময় কেশব ঠাকুরের চরণ স্পার্শ-করা একটা ফুলের তোড়া গ্রহণ করিলেন ও ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া 'বিধানের জ্বয় হউক' এই কথা ভক্তসঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মভক্ত জয়গোপাল সেনের গাড়ীতে কেশব উঠিলেন, কলি-কাতায় যাইবেন!

(引)

সূরেন্দ্রের বাড়ীতে শ্রীরামক্রফের শুভাগমন।
[ রাম, মনোমোহন, ত্রৈলোক্য ও মহেন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি সঙ্গে। ]

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে স্থরেন্দ্রের বাড়ীতে আদিরাছেন।
১৯৮১ খৃষ্টাব্দে আবাঢ় মাসের একদিন। সন্ধ্যা হয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বৈকালে শ্রীযুক্ত মনোমোহনেয় বাড়ীতে একটু বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

স্থাবেন্দ্রের বিতলের বৈঠকখানার ঘরে ভক্তেরা আসিয়াছেন। মহেন্দ্র গোস্বামী, ভোলানাথ পাল ইত্যাদি প্রতিবেশীগণ উপন্থিত আছেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের আসিবার কথা ছিল কিন্তু স্মাসিতে পারেন নাই। ত্রাহ্ম সমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সাম্যাল ও আরও কতকগুলি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়াছেন।

বৈঠকখানা ঘরে সতরঞ্জ ও চাদর পাতা হইয়াছে—ভার উপর একথানি স্থন্দর গালিচা ও তাকিয়া। ঠাকুরকে লইয়া গিয়া স্থরেন্দ্র ঐ গালিচার উপর বসিতে অসুরোধ করিলেন।

শ্রীরামকুষ্ণ বলিতেছেন, একি তোমার কথা। এই বলিয়া মহেন্দ্র গোস্বামীর পার্মে বসিলেন। যতু মল্লিকের বাগানে যখন পারায়ণ হয় শ্রীরামকুষ্ণ সর্ববদা যাইতেন। কয়মাস ধরিয়া পারায়ণ হইয়াছিল।

মহেন্দ্র গোস্বামী (ভক্তদের প্রতি)—আমি এঁর নিকট কয়েক মাপ প্রায় সর্ববদা থাকডাম। এমন মহৎ লোক আমি কখনও দেখি নাই। এঁর ভাব সকল সাধারণ ভাব নয়।

শ্রীরামকুষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)—ও সব তোমার কি কথা। আমি হীনের হীন, দীনের দীন: আমি তাঁর দাস:ফুদাস: মহান্।

"যিনি অথণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। দুর থেকে দেখলে দমুদ্র নীলবর্ণ দেখায়, কাছে যাও কোন রং নাই। যিনিই সগুণ, **जिनिहे निर्श्व**। याँत्रहे निष्ठा, **डाँत्रहे मौना।** 

"একিষ্ণ ত্রিভঙ্গ কেন ? রাধার প্রেমে।

"যিনিই ব্রহ্ম তিনিই কালী, আতাশক্তি, স্ঠি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী।

"মূল এক—তাঁর সমস্ত খেলা, লীল।।"

#### স্থির দর্শনের উপার।

"তাঁকে দর্শন করা যায়। শুদ্ধ মন. শুদ্ধ বুদ্ধিতে দর্শন করা যায়। काभिनीकाश्वान जामिक शाकरण मन मिलन द्या।

"মন নিয়ে কথা। মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে, সেই রং হবে। মনেতেই জ্ঞানী, মানেতেই অজ্ঞান। অমুক লোক খারাপ হয়ে গেছে, অর্থাৎ অমুক লোকের মনে খারাপ রঙ ধরেছে।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্ধ্যাল ও অক্যান্থ ব্যান্ধক্ত এইবার আদিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

স্থরেক্র মালা লইয়া ঠাকুরকে পরাইতে আসিলেন। তিনি মালা হাতে লইলেন—কিন্তু দূরে নিকেপ করিয়া একপাশে রাধিয়া দিলেন।

স্থ্যেক্ত অশ্রুপূর্ণ লোচনে পশ্চিমের বারাগুর গিয়া বদিলেন;—
সঙ্গেরাম ও মন্মোহন প্রভৃতি। স্থ্যেক্ত অভিমানে বলিতেছেন;—
আমার রাগ হয়েছে; রাড়্ দেশের বামুন এসব জিনিষের মর্যাদা কি
জানে। অনেক টাকা খরচ করে এই মালা; ক্রোধে বল্লাম সব মালা
আার, সকলের গলায় দাও। এখন বুঝতে পার্ছি আমার অপরাধ;
ভগবান্ পর্যার কেউ নয়; অহস্কারের কেউ নয়। আমি অহস্কারী,
আমার পূজা কেন লবেন। আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই।

বলিতে বলিতে অঞ্ধারা গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল ও বুক ভাদিয়া যাইতে লাগিল !

এদিকে ঘরের মধ্যে ত্রৈলোক্য গান গাহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। যে মালা ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই মালা তুলিয়া গলায় পরিলেন। এক হাতে মালা ধরিয়া, অপর হাতে দোলাতে দোলাতে গান ও নৃত্য করিতেছেন।

#### গান—

হৃদ্যু প্রশম্পি আমার---

আঁখর দিতেছেন-

( ভূষণ বাকি কি আছে রে ! ) ( জ্বগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি ! )

স্থরেক্ত আনন্দে বিভার—ঠাকুর গলায় সেই মালা পরিয়া নাচিতে-ছেন! মনে মনে বলিতেছেন, ভগবান্ দর্পহারী। কিন্তু কাঙ্গালের অকিঞ্চনের ধন।

শীরামকৃষ্ণ নিজে গান ধরিলেন-

#### গান-

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝুরে,
ভারা ভারা ছুভাই এসেছে রে।
( যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে )
( যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায় )
( যারা আচগুলে কোল দেয় )
( যারা ব্রজের কানাই বলাই )!

অনেকগুলি ভক্ত ঠাকুরের দঙ্গে নৃত্য করিতেছেন।
সকলে উপবিষ্ট হইলেন ও সদালাপ করিতেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ স্থরেন্দ্রকে বলিতেছেন, আমায় কিছু খাওয়াবে ন। ?
এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া অন্ত:পুরে গমন করিলেন। মেয়েরা
আসিয়া সকলে ভূমিষ্ট হইয়া অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।
আহারাস্তে একটু বিশ্রাম করিয়া দক্ষিণেশর যাত্রা করিলেন।

( 왕 )

# প্রীরাসকৃষ্ণ মনোসোহন মন্দিরে।

[কেশব সেন,রাম, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র মিত্র,ত্রৈলোক্য প্রভৃতি সঙ্গে।] প্রথম পরিচ্ছেদ্র।

শ্রীযুক্ত মনোমোহনের বাটী, ২৩নং সিমুলিয়া দ্বীট; স্থরেন্দ্রের বাটীর নিকট। আজ ৩রা ডিসেম্বর, শনিবার, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ, ১৯শে অগ্রহায়ণ ১২৮৮।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেলা আন্দাজ ৪টার সময় শুভাগমন করিয়াছেন। বাড়ীটী ছোট—দ্বিতল—ছোট উঠান। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে উপবিষ্ট। একতলা ঘর—গলির উপরেই ঘরটি।

ভবানীপুরের ঈশান মুখ্য্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। ঈশান। আপনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন কেন? শাস্ত্রে সংসার আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি ভাল কি মন্দ অত জানি না; তিনি যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি। ঈশান—স্বাই যদি সংসার ত্যাগ করে, তা হলে ঈশবের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।

শীরামকৃষ্ণ—সববাই ত্যাগ করবে কেন ? আর তাঁর কি ইচ্ছা বে, সকলেই শিয়াল কুকুরের মত কামিনী কাঞ্চনে মুখ জুব্ড়ে থাকে ? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয় ? কোন্টা তাঁর ইচ্ছা, কোন্টা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ ?

"তাঁর ইচ্ছা সংসার করা তুমি বলছ। যখন স্ত্রী-পুত্র মরে ওখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন ? যখন খেতে পাও না— দারিত্র—তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন ?

"তাঁর কি ইচ্ছা মায়াতে জানতে দেয় না। তাঁর মায়াতে অনিত্যকে নিত্য বোধ হয়, আবার নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। সংসার অনিত্য,—এই আছে এই নাই, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয়, এই ঠিক। তাঁর মায়াতেই আমি কর্ত্তা বোধ হয়; আর আমার এই সব স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভগিনী, বাপ-মা, বাড়ী-ঘর—এই সব আমার বোধ হয়।

"মায়াতে বিভা অবিভা তুই আছে। অবিভার সংসার ভুলিয়ে দেয়; আর বিভামায়া—জ্ঞান, ভক্তি, সাধুসঙ্গ—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়।"

'ভাঁর কুপায় যিনি মায়ার অতীত, ভাঁর পক্ষে দব সমান—বিছা অবিদ্যা দব দমান।"

"সংসার আশ্রম ভোগের আশ্রম। আর কামিনী কাঞ্চন ভোগ কি আর করবে ? সন্দেশ গলা থেকে নেমে গেলে টক কি মিষ্টি মনে থাকে না।"

"তবে সকলে কেন ত্যাগ কর্বে ? সময় না হলে কি ত্যাগ হয় ? ভোগান্ত হয়ে গেলে তবে ত্যাগের সময় হয়। জোর করে কেউ ত্যাগ ক'রতে পারে ?"

"এক রকম বৈরাগ্য আছে, তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য হীনবুদ্ধি লোকের ঐ বৈরাগ্য হয়। রাঁড়ীপুতি (বিধবার ছেলে), মা স্থতা কেটে খায়—ছেলের একটু কাজ ছিল, দে কাজে গেছে—তখন বৈরাগ্য হল, গেরুয়া পরলে, কাশা চলে গেল। আবার কিছুদিন পরে পত্র লিখছে—আমার একটি কর্ম্ম হইয়াছে, দশ টাকা মাহিনা। ওর ভিতর সোনার আংটী আর জামা-জোড়া কেনবার চেফা করছে। ভোগের ইচ্ছা যাবে কোথায় ?"

## দ্বিতীয় পারচ্ছেদ।

ব্রাহ্ম ভক্তগণ সঙ্গে কেশব আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাহ্মণে বসিয়া আছেন। কেশব আসিয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের বামদিকে কেশব বসিলেন আর দক্ষিণ দিকে রাম উপবিষ্ট।

কিয়ৎকাল ভাগবত পাঠ হইতে লাগিল।

পাঠান্তে ঠাকুর কথা কহিঙেছেন। প্রান্তণের চতুর্দ্ধিকে গৃহস্থ ভক্তগণ বসিয়া আছেন।

শীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সংসারের কর্ম বড় কঠিন; বন্ বন্ করে যুর্লে মাধা যুরে যেমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তবে খুঁটি ধরে যুর্লে আর ভয় নাই। কর্ম কর কিন্তু ঈশরকে ভুল না।

"ষদি বল, যেকালে এত কঠিন ? উপায় কি ?"

"উপায় অভ্যাদযোগ। ওদেশে ছুতরদের মেয়েরা দেখেছি, তারা একদিকে চিড়ে কুটছে, টেঁকি পড়বার ভয় আছে হাতে; আবার ছেলেকে মাই দিচ্ছে; আবার খরিদ্ধারদের দঙ্গে কখা কইছে; বল্ছে —তোমার যা পাওনা আছে দিয়ে যেও।"

"নষ্ট মেয়ে দংসারের সব কাজ করে, কিন্তু সর্ব্বদা উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে।"

"তবে এটুকু হবার জন্য একটু সাধন চাই। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। স্তক্তি লাভ করে কর্ম্ম করা ধায়। শুধু কাঁঠাল ভাঙ্গলে হাতে আটা লাগ বে—হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আর আটা লাগ বে না।"

এইবার প্রাঙ্গণে গান হইতেছে। ক্রমে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যও গান গাহিতেছেন।

#### গান-

**जर जर जाननन्मगरी वक्तकिनी।** 

ঠাকুর আনন্দে নাচিতেছেন। দক্ষে দক্ষে কেশবাদি ভক্তগণ নাচিতেছেন। শীতকাল, ঠাকুরের গায়ে ঘাম দেগা দিতেছে। কীর্ত্তনানন্দের পর সকলে উপবেশন করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু থাইতে চাহিলেন। ভিতর হইতে একটা থালা করিয়া মিফারাদি আসিল। কেশব ঐ থালাখানা ধরিয়া রহিলেন, ঠাকুর থাইতে লাগিলেন। কেশব জ্বলপাত্রও ঐরপ ধরিলেন; গামছা দিয়া মুথ মুছাইয়া দিলেন। তৎপরে ব্যক্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার সংসারে ধর্ম হয় কিনা আবার সেই কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদির প্রতি)—যারা সংসারে তাঁকে ডাকতে পারে, তারা বীর ভক্ত। মাধায় বিশ মন বোঝা, তবু ঈশরকে পাবার চেষ্টা করছে। এরি নাম বীরভক্ত।

"যদি বল এটা অতি কঠিন! কঠিন হলেও ভগবানের কুপায় কি না হয়। অসম্ভবও সম্ভব হয়। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সেকি একটু একটু করে আসবে•? একেবারে ঘর আলোকিত হবে।"

এই সকল আশার কথা শুনিয়া কেশবাদি গৃহস্থ ভক্তগণ আনন্দ করিতেছেন!

কেশব (রাজেন্দ্র মিত্রের প্রতি, সহাস্থে)—আপনার বাড়ীতে এরূপ একদিন হ'লে বেশ হয়।

রাজেন্দ্র—আচ্ছা তা'ত বেশ! রাম, তোমার উপর দব ভার। রাজেন্দ্র, রাম ও মনোমোহনের মেদোমশাই।

এইবার ঠাকুরকে উপরে অন্তপুরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। দেখানে তিনি সেবা করিবেন। মনমোহনের মাতাঠাকুরাণী শ্যামাস্থলরী সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিলেন। নানাবিধ মিফীয়াদি উপাদেয় খাত্যক্রয় দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন ও খাইতে খাইতে বলিতেছেন—আমার জন্ম এত করেছো। এক গ্রাস বরফ জ্বল্র কাছে ছিল।

কেশবাদি ভক্তগণ প্রাঙ্গণে বসিয়া খাইতেছেন। ঠাকুর নীচে আসিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের আনন্দের জন্ম লুচিমোণ্ডার গান গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন।

এইবার দক্ষিণেশরে যাত্রা করিবেন। কেশবাদি ভক্তগণ গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন ও পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

#### (3)

## শ্রীরামরুষ্ণ রাজেন্দ্রের বাচীতে রাম, মনোমোহন, কেশব সেন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে, ১৮৮১ খুপ্তাব্দ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

৶রাজেক্স মিত্রের বাটী ঠনঠনে বেচু চাটুয্যের গলি। মনমোহনের বাটীতে উৎসবের দিন শ্রীযুক্ত কেশব, রাজেন্দ্র বাবুকে বলিয়াছিলেন আপনার বাডীতে এইরূপ একদিন উৎসব হয়, বেশ হয়। রাজেন্দ্র আনন্দিত হইয়া তাহার উল্লোগ করিতেছেন।

আজ শনিবার ১০ই ডিসেম্বর ১৮৮১ খৃঃ, ২৬শে অগ্রহায়ণ ১২৮৮। আজ উৎসব হুইবে শ্বির হুইয়াছে। খুব আনন্দ--অনেক ভক্ত আসিবেন—কেশব প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণও আসিবেন।

এমন সময়ে ত্রাক্ষভক্ত ভাই অঘোরনাথের মৃত্যু সংবাদ উমানাথ রাজেন্দ্রকে জানাইলেন : অঘোরনাথ লক্ষ্ণে নগরে রাভ তুটার সময় শরীর ত্যাগ করিরাছেন, সেই রাত্রেই তার যোগে এই সংবাদ আসিরাছে, ৮ই ডিসেম্বর ২৪শে অগ্রহায়ণ। উমানাথ পর দিনেই ঐ সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন। কেশবাদি ব্রাক্ষভক্তগণ আশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন—শনিবারে তাঁহারা কেমন করিয়া আসিবেন, রাজেন্দ্র চিক্তিতে হুইলেন।

রাম, রাজেন্দ্রকে বলিতেছেন, আপনি কেন ভাবছেন ? কেশববাব নাই বা এলেন। ঠাকুর আসিতেছেন—আপনি কি জানেন না তিনি সর্ববদা সমাধিত্ব, ঈশরকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—যাঁর আনন্দে জগৎ আনন্দ আস্বাদন করছে।

রাম রাজেন্দ্র, রাজমোহন, মনমোহন কেশবের সঙ্গে দেখা করিলেন। কেশব বলিলেন, 'কই আমি এমন কথা বলি নাই যে আমি যাব না। পরমহংস মহাশয় আসবেন আর আমি যাবনা १— অবশ্য যাব: অশৌচ হয়েছে, তা আলাদা জায়গায় বসে খাব।

কেশব, রাজেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে শ্রীরামকুষ্ণের সমাধিচিত্র টাঙ্গান ছিল।

রাজেন্দ্র (কেশবের প্রতি)—পরমহংস মহাশয়কে অনেকে বলে চৈতশ্যের অবতার।

শ্রীরামকৃষ্ণ রাজেন্দ্রের বাড়ীতে রাম, মনমোহন প্রভৃতি সঙ্গে। ৮৩

কেশব ( সমাধিচিত্র দেখাইয়া ) —এরূপ সমাধি দেখা যায় না। যীশুখৃষ্ঠ. মহম্মদ, চৈতন্য এঁদের হ'ত।

বেলা ৩টার সময় মনমোহনের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন।
স্বোনে বিশ্রাম করিয়া একটু অলযোগ কিংলেন। স্থরেন্দ্র বলিতেছেন
—আপনি কল দেখ বেন বলেছিলেন—চলুন! তাঁহাকে গাড়ী করিয়া
স্বরেন্দ্র বেঙ্গল ফটোগ্রাফের ষ্টুডিওতে লইয়া গেলেন। Photographer দেখাইলেন কিরপে ছবি তোলা হয়। কাঁচের পিছনে
কালী (Silver nitrate) মাখান হয়, তার পর ছবি উঠে।

ঠাকুরের ছবি লওয়া হইতেছে—অমনি তিনি সমাধিস্থ হইলেন। এইবারে ঠাকুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে আসিয়াছেন। রাজেন্দ্র পুরাতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গোস্বামী বাটীর প্রাঙ্গণে ভাগবত পাঠ করিতেছেন।
অনেক ভক্তেরা উপস্থিত—কেশব এখনও আদিয়া পোঁছান নাই।
শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )—সংসারে হবে না কেন ? তবে বড় কঠিন। আজ বাগবাজারের পুল হ'য়ে এলাম। কত বন্ধনেই বেঁধেছে। একটা বন্ধন ছিঁড়লে পুলের কিছু হবে না, আরও অনেক শিকল দিয়ে বাঁধা আছে—তারা টেনে রাথবে। তেমনি সংসারীদের অনেক বন্ধন। ভগবানের কুপা ব্যতিরেকে সে বন্ধন যাবার উপায় নাই।

"তাঁকে দর্শন করলে আর ভয় নাই। তাঁর মায়ার ভিতর, বিভা অবিদ্যা চুই আছে ;—দর্শনের পর নিলিপ্ত হতে পারে। পরমহংস অবস্থায় ঠিক বোধ হয়। হুধে জলে আছে, হাঁসে ষেমন ছুধ নিয়ে জল ভাগে করে। হাঁস পারে কিন্তু শালিক পারে না।"

একজন ভক্ত—তবে সংসারীর উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুরুবাক্ত্যে বিশ্বাস তাঁর বাক্য অবলম্বন; তাঁর বাক্যরূপ খুঁটি ধরে ঘোরো, সংসারের কান্ধ করো।

ত্তক্রকে মানুষবুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরুর কুপায় ইউকে দর্শন হয়, তথন গুরু ইউতে লীন হয়ে ধান।

"সরল বিখাসে কিনা হয়। গুরুপুত্রের অন্ধ্রাশনে—শিয়ের। 'যে যেমন পারে, উৎসবের আয়োজন ক'রছে। একটী গরীব বিধবা সেও শিষ্য। তার একটা গরু আছে, সে একঘটা দুধ এনেছে। গুরু মনে করেছিলেন যে ত্রধ, দধির ভার ঐ মেষেটি লবে। বিরক্ত হয়ে সে যা এনেছিল ফেলে দিলে আর বললে—তুই জলে ডুবে মরডে পারিস নি ? মেয়েটী এই গুরুর আজ্ঞা মনে করে নদীর ধারে ডবডে গেল। তখন নারায়ণ দর্শন দিলেন: আর প্রসন্ন হয়ে বললেন-এই পাত্রটীতে দধি আছে, ষতই ঢালবে ততই বেরুবে, গুরু সম্ভুষ্ট হবেন। এবং সেই পাত্রটী দেওয়া হলে গুরু অবাক। আর সমস্ত বিবরণ শুনে নদীর ধারে এসে মেয়েটিকে বললেন—নারায়ণকে যদি আমাকে দর্শন না করাও তবে আমি এই জলেতে প্রাণত্যাগ ক'রবো। নারায়ণ पर्भन पिरमन किन्न श्वेक प्रथण (भाषन ना। भाषा **उ**थन वलान, প্রভু গুরুদেবকে যদি দর্শন না দেন, আর তাঁর শরীর যদি যায় ত আমিও শরীর ত্যাগ করব। তখন নারায়ণ একবার গুরুকে দেখা **पिट्ल**न।"

দেখ গুরুভক্তি থাকলে নিঞ্চেরও দর্শন হ'ল আবার গুরুদেবেবিও e'# |

"তাই বলি—যদ্যপি আমার গুরু গুঁড়িবাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিতাানন্দ রায়।"

"সকলেই গুরু হতে চায়, শিষ্য হতে বড় কেহ চায় না। কিন্তু দেখ, উঁচু জমিতে বৃষ্টির জল জমে না। নীচু জমিতে—থাল জমিতে **ভমে।**"

"গুরু যে নামটি দেবেন বিশ্বাস করে সে নামটি লয়ে সাধন ভবন করতে হয়।"

"বে শামুকের ভিতর মুক্তা তয়ের হয়, এমনি আছে, সেই শামুক স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্ম প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেই জল পড়লে একেবারে অতল জলে ডুবে চলে যায়, যতদিন না মৃক্তা হয়।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনেকগুলি প্রাক্ষন্তক্ত আসিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিভেছেন— "প্রাক্ষমভা না শোভা ? প্রাক্ষমমাজে নিয়মিত উপাসনা হয়, সে খুব ভাল ; কিন্তু ডুব দিতে হয়। শুধু উপাসনা, লেকচারে হয় না। তাঁকে প্রার্থনা করিতে হয় যাতে ভোগাসক্তি চলে গিয়ে তাঁর পাদপল্মে শুদ্ধাভক্তি হয়।"

"হাতির বাহিরের দাঁত আছে আবার ভিতরের দাঁতও আছে। বাহিরের দাঁতে শোভা, কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি ভিতরে কামিনীকাঞ্চন ভোগ করলে ভক্তির হানি হয়!"

"বাহিরে লেকচার ইত্যাদি দিলে কি হবে ? শকুনি উপরে উঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। হাওয়াই হুস করে প্রথমে আকাশে উঠে যায় কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায়।"

"ভোগাসক্তি ত্যাগ হলে শরীর ধা'বার সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়বে। তা' না হ'লে এই সংসারের জিনিষই সব মনে পড়বে—স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, মান সম্ভ্রম ইত্যাদি। পাখী অভ্যাস করে রাধাকৃষ্ণ বোল বলে। কিন্তু বেড়ালে ধরলে কাঁা কাঁা করে।"

"তাই সর্বাদা অভ্যাস করা দরকার। তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন, তাঁর ধ্যান, চিস্তা; আর প্রার্থনা—বেন ভোগাশক্তি যায় আর তোমার পাদপালে মন হয়।"

"এরপ সংসারী লোক, সংসারে দাসীর মত থাকে, দব কর্ম্ম কাজ করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে থাকে। অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর মন রেথে কর্মাগুলি করে। সংসার করতে গেলেই গায়ে পাঁক লাগে। ঠিক ভক্ত সংসারী পাঁকাল মাছের মত; পাঁকে থেকেও গা পাঁকশৃত্য।"

"ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তাঁকে মা বলে ডাকলে শীঘ্র ভক্তি হয়, ভালবাঁসা হয়।"

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন— গান—

> শ্রামাণদ আবাশেতে মন ঘৃড়িধানা উড়িতেছিল। কলুষের কুবাতাস থেছে গোপ্তা থেছে পড়ে গেল।

#### গান-

যশোন। নাচাতো গো মা বলে নীলমনি যে বেন লুকালি কোথা করালবদনি॥

ঠাকুর উঠিয়া নৃত্য করিতেছেন ও গান গাহিতেছেন। ভক্তেরাও উঠিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মুত্মুত্ত সমাধিস্থ হইতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে দেখিতেছেন আর চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন।

ডাক্তার তুকড়ি সমাধি কিরপে পরীক্ষা করিবার জন্য চক্ষে আঙ্গুলী দিতেছেন। তাহা দেখিয়া ভক্তেরা অভিশয় বিরক্ত হইলেন।

এ অন্তুত সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্যোর পর সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এমন সময় কেশব, আরও কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

রাজেন্দ্র (কেশবের প্রতি)—চমৎকার নৃত্যগীত হল। এই কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যকে আবার গান গাহিতে অমুরোধ করিলেন।

কেশব ( রাজেন্দ্রের প্রতি )-—যখন পরমহংস মশায় বসেছেন, তখন কোন মতে কীর্ত্তন জম্বে না।

গান হইতে লাগিল। ত্রৈলোক্য ও ব্রাহ্মভক্তেরা গাঁন গাহিতে লাগিলেন!

#### গান-

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল। হরি হরি হরি বলে ভবসিদ্ধু পারে চল॥ জলে হরি, ছলে হরি, চন্দ্রে হরি, সুর্ব্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এ ভূমগুল॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের খাওয়ার জন্য বিতলে উদ্যোগ হইতেছে। এখনও তিনি প্রাঙ্গনে বিসয়া কেশবের সহিত কথা কহিতেছেন। রাধা-বাজারে ফটোগ্রাফারদের ওথানে গিয়াছিলেন—সেই সব কথা;

শীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি সহাস্যে)—আজ বেশ কলে ছবি ভোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। কাঁচের পীঠে একটা কালী মাথিরে দেয়, ভবে ছবি থাকে। ভেমনি ইম্বীয় কথা শুধু শুনে যাচিছ, ভাতে কিছু হয় না, আবার তৎকণাৎ ভূলে যায়, যদি ভিতরে অমুরাগ ভব্তিরূপ কালী মাখান थार्क তবে দে कथार्श्वाम धावना द्या। नहिंद श्वाम जाव जुल यात्र।

এইবার ঠাকুর দ্বিতশায় আদিয়াছেন। •স্থল্পর কার্পেটের আদনে তাঁহাকে বদান হইল।

মনমোহনের মাতাঠাকুরাণী শ্রামাস্থল্ফী দেবী পরিবেশন করিতে-ছেন। মনমোহন বলিয়াছেন—"আমার স্নেহময়ী জননী সাফীল প্রতি-পাত করিলেন ও ঠাকুরকে খাওধাইলেন।" রাম প্রভৃতি খাবার সময় উপস্থিত চিলেন।

যে ঘরে ঠাকুর খাইতেছেন, সেই ঘরের সম্মুখের দালানে কেশব প্রভৃতি ভক্তেরা খাইতে বদিয়াছেন।

ঐ দিবদে বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটের বর্ত্তমান ভশ্যামস্থন্দর বিগ্রাহের সেবক শ্রীশৈলজা চরণ মুখুজ্যে উপস্থিত ছিলেন।

(5)

[ সিমূলিয়া ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবে শ্রীরামরুষ্ণ, রাম্য কেশব, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ]

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

• আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সিমূলিয়। ত্রান্ধ সমাজের দাম্বাৎসরিক মহোৎসবে ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন। জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ীতে মহোৎসব হইডেছে। ুলা জামুমারী ১৮৮২ খ্রীফীব্দ রবিবার, বেলা ৫টা হইবে। ১৮ই পৌষ, 7566 1

শ্রীযুক্ত কেশব সেন, রাম, মনমোহন, বলরাম, প্রাক্ষা ভক্ত রাজ-মোহন, জ্ঞান চৌধুরী, কেদার ব্রাহ্মভক্ত কান্তিবাবু, কালিদাস সরকার কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি অনেক ভক্ত উপস্থিত।

নরেন্দ্র, রাম প্রভৃতির সঙ্গে গিয়া কেবল কয়দিন মাত্র হইল ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিয়াছেন। আজও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। তিনি সিমুলিয়া আব্দ সমাজে মধ্যে মধ্যে আসিতেন ও সেখানে গান ও উপাসনা করিতেন।

ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা হইবে!

প্রথমে কিছু পাঠ হইল। নরেন্দ্র গাইতে পার্মেন, তাঁহাকে গান গাহিতে অমুরোধ করাতে তিনিও গান গাহিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ই'দেশের গৌরী পণ্ডিত গেরুয়া পরা ব্রহ্মচারীবেশে আদিয়া উপস্থিত।

গোরী—কোথা গো পরমহংস বাবু ?

কিয়ৎক্ষণ পরে কেশব ত্রাহ্মভক্তগণ নঙ্গে আসিয়া পৌছিলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। সকলেই দালানের উপর উপবিষ্ট ; পরস্পর আনন্দ করিতেছেন। চতুর্দ্ধিকে সংসারী ভক্তগণকে উপবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাদ্যে )—তা সংসারে হবে না কেন ? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে তবে ত ভগবানকে দেবে। মন বন্দক দিয়েছ : কামিনী কাঞ্চনে বন্দক ! তাই मर्खना माथु मक नत्रकात्र।

"মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন ভজন হবে। সর্ববদাই গুরুর मक, शुक्रव (मवा, माध्मक श्रायाष्ट्रन । इब निर्द्धात वाष्ट्रिन छाँव हिस्त নয় সাধুসঙ্গ। মন একলা থাকলেই ক্রমে শুক হয়ে যায়।"

"এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে! কিন্তু গঙ্গাব্দলের ভিতর যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখো তাহলে শুখুবে না।"

"কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে গেল। আবার আলাদা করে রাখো, যেমন কালো লোহা, তেমনি কালো। তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয়।"

"আমি কর্ত্তা, আমি করছি তবে সংসার চলছে, আমার গৃহ পরিজন —এ সকল অজ্ঞান! আমি তাঁর দাস, তাঁর ভক্ত, তাঁর সন্তান—এ পুব ভাল।"

"একেবারে আমি যায় না। এই বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছ, আবার কাটা ছাগল যেমন একটু ভ্যা ভ্যা করে হাত পা নাড়ে, সেই রকম কোথা থেকে আমি এসে পডে।"

"তাঁকে দর্শন করবার পর, তিনি যে আমি রেখে দেন, তাকে <sup>বলে</sup> পাকা আমি। যেমন, তরবার পরশমণি ছুঁয়েছে, সে!ণা হয়ে গিয়েছে! তার দ্বারা আর হিংসার কাঞ্চ হয় না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদালানের উপরে বসিয়া এই সকল কথা কহিতে-ছন! কেশব প্রভৃতি ভক্তগণ নিস্তব্ধ ইইয়া শুনিতেছেন। রাত ৮টা ইয়াছে। তিনরার ঘন্টা (warning bell) বাজিল, যাহাতে ইপাসনা আরম্ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশব প্রভৃতির প্রতি)—এ কি। তোমাদের উপাসন। চেছ না।

কেশব—আর উপাসনা কি হবে ? এই ত সব হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ—ন। গো, যেমন পদ্ধতি সেই রকম হ'ক। কেশব—কেন এই ত বেশ হচ্ছে।

**শ্রীরামক্বয়ু অনেক বলাতে কেশ্**ব উঠিয়া উপাসনা আরম্ভ গরি**লেন**।

উপাদনা মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান—সমাধিস্থ হইয়াছেন। গ্রাক্ষভক্তগণ গান গাহিতেছেন।

#### গান-

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল। হরি হরি হরি বলে ভবসিকু পারে চল॥ ভালে হরি, স্তলে হরি, অনলে অনিলে হরি। চন্দ্রে হরি, সুর্যো হরি, হরিময় এই ভূমগুল॥

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ হইয়া দণ্ডায়মান। কেশব অতি সন্তর্পণে ঠাহার হাত ধরিয়া দালান হইতে প্রাক্তনে নামিলেন।

গান চলিতেছে। এইবার ঠাকুর গানের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। 
ভূদ্দিকে ভক্তগণও নাচিতেছেন।

জ্ঞানবাবুর দ্বিতলের ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ,কেশব প্রভৃতিকে র্জল থাওয়'।ার আয়োজন হইতেছে।

তাঁহারা জলযোগ করিয়া আবার নীচে নামিয়া বসিলেন! ঠাকুর মধা কহিতে কহিতে আবার গান গাহিতেছেন। কেশ্বও সেই সঙ্গে যাগ দিয়াছেন।

#### গান-

মজলো আমার মন ভ্রমরা শামিপদ নীল কমলে। ষত বিষয় মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুত্রম সকলে॥

#### গান-

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি খান উড়তেছিল। কলুধের কুবাতাস থেবে গোস্তা থেবে পড়ে গেল! ঠাকুর কেশব তু'জনেই মাতিয়া গেলেন। আবার সকলে মিলিয় গান ও নৃত্য, রাত্রি বিপ্রহর পর্যাস্ত।

একটু বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন—তোমার ছেলে বিবাহের বিদায় পাঠাইয়াছিলে কেন ? ফেরৎ এনো—আমি ও দ্ব নিয়ে কি করব ?

কেশব ঈষৎ হাসিতেছেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন—আমার নাম কাগলে প্রকাশ কর কেন ? বই লিখে, খবরের কাগলে লিখে, কারুকে বড় করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, বনে থাকলেও তাকে সকলে জানতে পারে। গভীরবনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়। অশু মাছি সন্ধান পায় না। মানুষ কি করবে মানুষের মুখ চেয়ো না—লোক্ পোক্। যে মুখে ভাল বলছে, সেই মুখে আবার মন্দ বলবে। আমি মাশুগন্থ হতে চাই না। যেন দীনের দীন, হীনের হীন হয়ে থাকি।

শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শুভাগমন করে। 'আষাঢ় মাসের একদিন' ১৮৮১ খ্বঃ তথন শ্রীযুক্ত কেশবের আদিবার কথা ছিল—কিন্তু তিনি আদিতে পারেন নাই। তিনি প্রথম পুত্র ও দ্বিতীয় কন্থার বিবাহ দিবার উত্তোগ করিতেছিলেন।

\*১লা প্রাবণ ১৫ই জুলাই ১৮৮১ শুক্রবার কেশব তাঁহার জামাত কুচবিহারের মহারাজার জাহাজে (Steam Yacht) করিয়া অনেক ব্রাক্ষাভক্ত লইয়া কলিকাতা হইতে সোমড়া পর্য্যন্ত বেড়াইয়াছিলেন পথে দক্ষিণেখ্যে জাহাজ থামাইয়া পরমহংসদেবকে তুলিয়া লইলেন—সঙ্গে হৃদয়।

জাহাজে কেশব ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণ, কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ, নগেন্দ্র প্রভৃতি।

নিরাকার ত্রকোর, কথা কহিতে কহিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিং হইলেন। শ্রীষুক্ত ত্রৈলোক্য সাম্ভাল গান গাহিতেছেন ও খোল করতাল বাজিতেছে। সমাধিতক্ষের পর ঠাকুর গাহিতেছেন—

গান--

शामा मा कि कल करबरह ।

চৌদপুধা কলের ভিতরি কত বন্ধ দেখাতেছে।

জাহাজ ফিরিবার সময় ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে নামাইয়া দেওয়া হইল কেশব আহিরীটোলা ঘাটে নামিলেন—মসজিদবাড়ী দ্বীট দিয়া পদত্রতে শ্রীযুক্ত কালচিরণ ব্যানাজ্জার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইবেন।

৩ শ্রীয়ুক্ত নগেয় এই বিবরণ মাষ্টারকে ছ তিন মাস পরে ব্লিয়াছিলেন বলিবার কয়েকমাস পরে মাষ্টার ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন,ফেক্রয়য়য় ১৮৮২ৠঃ

# পঞ্চম ভাগ-পরিশিষ্ট।

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামূত।

# দৈনিক চরিত্র—১৮৮২-৮৬



প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
উপক্রমণিকা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত। ১ম ভাগ
গলীবাড়ী ও উন্থান। ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড।

# मिक्तिराश्वत ३৮৮२।

১৮৮২—কেব্রুয়ারী ২৬, বসস্তকাল,,১৫ই ফাল্পন :২৮৮ ফাল্পন-শুক্লা-বিমী রবিবার। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়— শ্রীযুক্ত মাষ্টারের প্রথম দর্শন। সন্ধার সময়। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি অবস্থা দর্শন। মাষ্টারের সহিত নানা বিষয়ে ফথা। নরেন্দ্রাদির সহিত কথা ঠাকুরের গান শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের গান।

উপস্থিত—মাফীর, নরেন্দ্র, ভবনাথ, রামলাল প্রভৃতি।

( ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড )

১১- :-৮২ — চৈত্র-কৃঞা-স্প্রমী। কলিকাতা, বলরামের বাড়ী। মাত্রি ৮টা ৯টা।

বিষয়—কীর্ত্তনান্দে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত—রাম, মনমোহন, রাখাল,নিত্যগোপাল,মাফার প্রভৃতি। (৫মৃ ভাগ, ১ম খণ্ড)

ং ২-৪-৮২— হৈত্ৰ-শুক্লা, চতুৰ্দ্দশী। কলিকাতা প্ৰাণকৃষ্ণের বাড়ী হিংপেন । বেলা ১টা, ২টা।

বিষয়—প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতির সহিত সাধুসঙ্গের মহিমা সম্বন্ধে সংসারে পাকিয়া ঈশ্বরজ্লাভের কথা।

উপস্থিত—প্রাণকৃষ্ণ, রাম, মম্মোহন, কেদার, স্থরেন্দ্র, গিরীন্ত্র। রাখাল, বলরাম প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)। ক্মলকুটীর বেলা ৫টা।

বিষয়—কেশবাদি ভক্তসঙ্গে গান ও নৃত্য।

উপস্থিত—রাম, মনমোহন, স্থরেন্দ্র ও প্রতাপ , ত্রৈলক্য প্রভৃষি ভক্তসঙ্গে। (৫ম ভাগ, ১ম পগু, এর পরিচ্ছেদ)।

৫-৮-৮২—শ্রাবণ-কৃষ্ণা-ষষ্ঠী। কলিকাতা। বিগ্রাদাগরের বাজু বাগানের বাড়ীতে শুভাগমন। (বেলা ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা)

বিষয়—বিদ্যাদাগরের কথা। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মথোগ গান ও সমাধি। বলরামের আগমন ও দর্শন।

উপ**দ্বিত—ভবনাণ, মাফার**; হাজরা প্রভৃতি। (এয় **ভাগ, ১ম** খণ্ড) ১৩-৮-৮২-– শ্রাবণ-**অমাবস্যা। দক্ষিণেশ্বর, বেলা ৫টা।** কেদারের উৎসব।

বিষয়—সমাধিতত্ত সর্ববধর্মা সমন্বয়।

উপ**দ্ধিত**—রাম, মনমোহন, স্থরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, কেদার, প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)।

২৪-৮-৮২—শ্রাবণ-শুক্লা-দশমী দক্ষিণেশ্বর। বৈকাল ও সন্ধ্যা। বিষয়—মণি প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। ষোগতত্ত্ব ও মহামায়া। উপস্থিত—রাখাল, মাফার, হাজরা প্রভৃতি। (ওয় ভাগ, ২য় খণ্ড)। ১৬, ১৭-১০-৮২—আখিন-শুক্লা-চতুর্লী, পঞ্চমী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—নরেন্দ্রাদির সহিত কথা। শ্রীমুখক্ষিত চরিতামৃত—, ঠাকুরের প্রথম ঈশ্বর দর্শন ও ভাবাবস্থা। নরেন্দ্রাদি সঙ্গে সঙ্গীর্ত্তনানন্দ ও নৃত্য। নরেন্দ্র এখনও আক্ষমশব্দে। নরেন্দ্রের পঞ্চবটীতে ধ্যান।

উপি**ছিত**—নরেন্দ্র, রাখাল, মাফার, হাজরা, নরেন্দ্রের চুই একটা ব্রাহ্মবন্ধু, নানকপন্থী সাধু প্রস্তৃতি। (২য় ভাগ, ১ম খণ্ড)।

২২-১০-৮২—আবিন-শুক্লা-দশমী। বিজয়া। দক্ষিণেশ্বর। অপরাহন বিষয়—মণি ও বলরামের সহিত কথা। মণি ও মাতৃধ্যান। শ্রীমুখকথিত চরিতামুত—শ্রীবৃদ্ধাবন দর্শন।

উপস্থিত—রাখাল, হাজরা, মনি, বলরাম প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ৩য় খণ্ড)।

২৭-১০-৮২— কোজাগর-পূর্ণিমা। কেশবের সঙ্গে, গজাবক্ষে ও রাজপথে। (বেলা ৫টা হইতে রাত ৮টা।)

বিষয়—শ্রীযুক্ত কেশব সেন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে নৌকাবিহার। সমাধি। ব্রহ্ম ও শক্তি। ঠাকুরের গান।

উপস্থিত—কেশব, নীলমাধব, কৃষ্ণবিহারী, নন্দলাল; মাফারাদি।
( ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড )।

২৮-১০-৮২ -- আখিন-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া, সিঁতি ত্রাক্মসমাজে।

বিষয়—বেণী পালের উন্থানবাটীতে উৎসব। বেলা এ।৪টা হইতে রাত ৯।১০টা।

উপস্থিত—শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাক্ষতক্তগণ। ভবনাথ, মাফার, বেনীপাল, প্রভৃতি। (১ম ভাগ, ৩য় খণ্ড)।

১৫-১১-৮২—কার্ত্তিক-শুক্লা-পঞ্চমী। কলিকাতা গড়ের মাঠে সার্কান রঙ্গালয়। বেলা ৩টা ৪টা।

বিষয়—গৃহস্থের ও অক্যান্য কন্মীদের কঠিন সমস্থা।

উপস্থিত—রাখাল, মান্টার প্রভৃতি। পরে সন্ধার বলরাম মন্দিরে
—জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সমাধান প্রসঙ্গে। গৃহস্থের ঋণ। (৫ম ভাগ. ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)।

১৬-১১-৮২—কার্ত্তিক-শুক্লা-ষষ্ঠি। কৃলিকাতা গরাণহাটা বৈষ্ণব সাধুদের আথড়া, বৈকাল।

বিষয়—ষড়ভুব্ব মহাপ্রভু দর্শন।

উপস্থিত-মান্টার প্রভৃতি।

রাজমোহনের বাড়ী। সন্ধ্যায়। ত্রন্ম উপাদনা দেখিতে দাধ। বিষয়—ত্রান্ধক্তক ও সর্ববত্যাগের কথা প্রদক্ষে।

**উপস্থিত—**নরে<u>ন্দ, প্রিয় প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩য়</u> পরিচ্ছেদ)।

১৯-১১-৮২—কার্ত্তিক-শুক্লা-নবমী, জগদ্ধাত্রী পূজা দিবস। মন-মোহন ও পরে স্থরেন্দ্রের বাড়ী।

বিষয়—অকিঞ্চন ভক্তা ও ভক্তিই সার। থিয়সফী ও অলোকিক শক্তি॥

উপস্থিত—স্থরেন্দ্র, মনোমোহন। সদরওয়ালা প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

২৬-১১-৮২-কলিকাতা সিঁ তুরিয়াপটা ত্রাক্ষমাজ-সাম্বাৎসরিক উৎসব। বৈকাল ৪টা। 🛚 দক্ষিণেশ্বর, ১৮৮২, ১৮৮৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চরিত্র।

বিষয়—প্রহলাদচরিত্র কথা। ঈশ্বর দর্শন ও আদেশ প্রাপ্তি তবে লোকশিকা (৫ম ভাগ, এর খণ্ড, ১ম পরিচেছদ)।

উপস্থিত—বিজয়, মাফার, প্রেমটাদ বড়াল প্রভৃতি।

১৪-১২-৮২ — অগ্রহায়ণ-শুক্লা-চতুর্থী। দক্ষিণেশ্বর। বেলা ২০টা হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত ।

বিষয়—বিজয় (গোস্বামী), প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। উপন্থিত—বিজয় (গোস্বামী), নবকুমার, মাফীর প্রভৃতি। (১ম ভাগ, চতুর্থ খণ্ড)।

**ज्रिंगश्रद—४२—मक्तिंगश्रद्ध । देवकान ७ मक्ता !** 

বিষয়—বাবুরাম প্রভৃতি দক্ষে Free, will দম্বন্ধে কথা। তোতা-পুরীর আত্মহত্যার দঙ্কর । ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর ? দয়া ও মায়া।

উপন্থিত—বাবুরাম, রামদয়াল, মান্টার প্রভৃতি।

পরদিন—মাড়োয়ারী ভক্তসঙ্গে। আমি ও আমার—অজ্ঞান। ব্যবসায় ও সত্য কথার আঁটে। রামনাম কীর্ত্তন। (৫ম ভাগ, ৩য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)।

## मिक्तिभार १५५०।

১-১-৮৩—অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণান্টমী। দক্ষিণেশর মন্দির। সকাল হইতে। বিষয়—প্রাণকৃষ্ণের প্রতি উপদেশ। বেদান্ত। কেদারের গোপীভাব ও ঠাকুরের সমাধি। বৈরাগীর গান। মাড়োয়ারী ভক্তদের প্রতি উপদেশ।

উপন্থিত—প্রাণকৃষ্ণ, বাধাল, মাফার, কেদার, মাড়োয়ারী ভক্ত হাজরা, আগড়পাড়ার আশু, বৈরাগী গায়ক ( ৪র্থ ভাগ. ১ম খণ্ড )।

১৮-২-৮৩—মাঘ-শুক্লা-দাদশী, বেলঘরে, গোবিন্দ মুখুয্যের বাটী মহোৎসব। সময় প্রাতঃ ৭টা হইতে।

বিষয়—ভক্তিযোগ কথা। পাপবাদ। ঘট্চক্রের গান ও ঠাকুরের সমাধি।

উপ**দ্বিত**—নরেন্দ্র, রাম, মাফার, প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ৪র্থ খণ্ড)। ২৫-২-৮৩—মাঘ-কৃষ্ণা-তৃতীয়া। দক্ষিণেশর। মধ্যাহ্ণের পর। বিষয়—নিত্যগোপালাদির প্রতি উপ্দেশ। উপস্থিত—নিত্যগোপাল, রাম, কেদার, জ্ঞানবাবু,রাখাল,মান্টার। ( ৪র্থ ভাগ, ২য় খণ্ড )।

৯-৩-৮৩ —মাঘ-অমাবস্যা। বেলা ৮টা ৯টা। দক্ষিণেশর।

বিষয়—নিক্ষাম কর্মা ও চিত্তশুদ্ধি, রাখাল ও গোপাল ভাব। গঙ্গায় বাণ দর্শন। যোগী গণনায় অক্ষম। অধর সেনের প্রথম দর্শন ও বলিদানের কথা। 'বেশী বিচার ক'রো না।'

উপ**স্থিত—**রাখাল, অধর, মাফার প্রভৃতি (৫ম ভাগ, ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচেছদ)।

১১-৩-৮৩<del>---ফা**র**ন-শুক্লা-বিভীয়া। দক্ষিণেশ্বরে জন্ম-মহোৎসব</del>!

বিষয়—রামনামে সমাধি। অথগু ও অবতার। পঞ্চবটিমূলে কীর্ত্তন। রামাদি ভক্তদের পূজা ও ঠাকুরের সমাধি। গোস্বামীর প্রতি উপদেশ।

উপিশ্বিত—ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু কালীকৃষ্ণ, মান্টার, রাম, নিত্যগোপাল, কেদার, দক্ষিণেশ্বরনিবাদা বেদান্তবাদী গৃহস্থ, গোস্থামী, রাখালের বাপ, গিরীন্দ্র, রামলাল, রুদ্দে ঝি, ত্রৈলোক্যবাবু। (২য় ভাগ, ২য় খণ্ড)।

২৯-৩-৮৪---ফাল্লন-কুফা-পঞ্চমী। দক্ষিণেশ্বর ( মধ্যাত্তের পর )।

বিষয়—ত্রাহ্মভক্ত ত্রৈলোক্য ও অমৃতের সহিত কথা। রাখাল দৃষ্টে ঠাকুরের সমাধি। গেরুয়া বসন ও সম্ন্যাদী। মিথ্যা ও নবর্ন্দাবন নাটক। নিত্যসিদ্ধ। সমাধিতত্ত্ব।

উপদ্তি—রাখাল, মান্টার, ব্রহ্মভক্ত ব্রেলোক্য ও অমৃত প্রভৃতি (১ম ভাগ, ৫ম খণ্ড)।

৭-৪-৮৩ --ফাল্পন-অমাবদ্যা। বলরাম মন্দিরে (মধ্যাক্ত ও অপরাহ্ন)।

বিষয়—নরেন্দ্রের গান। ব্রাহ্মভক্তের সহিত কথা। পঞ্চদশী। সংসারী ও শাস্ত্রার্থ। রামদ্যাল (পীড়িত) দেখিয়া কুশল প্রশ্ন।

উপ্ৰিত—নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, মান্টার, ব্রাক্ষভক্ত, প্রভৃতি। ( ৪র্থ ভাগ, ৩য় খণ্ড )।

৮-৪-৮৩— চৈত্র-শুক্লা-প্রতিপদ। দক্ষিণেশ্বর (মধ্যাত্র ও অপরাত্র)। বিষয়—মণিলালের সহিত কথা। কাশী দর্শন। প্রেমতত্ত্ব।

রামলালের গান ও সমাধি।

উপ**স্থিত—**মণিলাল, ঠাকুরদাস প্রভৃতি ব্রাক্ষ ভক্তগণ। রাখাল। ( ২য় ভাগ, এয় খণ্ড )। ১৫-৪-৮৩— চৈত্র-শুক্লা-অন্টমী। স্থারেন্দ্রের বাটীতে ৺অন্নপূর্ণাপূজা। বিষয়—উকিল বৈদ্যনাথের সহিত কথা; Free-will সংকীর্ত্তন ও সমাধি। ভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন। অপরাত্ন ও রাত্রি।

উপ**ছিত**—রাখাল, স্থরেন্দ্র, মাফার, উকিল, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ৫র্থ খণ্ড)।

२५-८-৮৩--- रेठ्य-পृगिमा। मिँ छि खोक्सममाष्ट्र; रैंवकारम।

বিষয়—বাক্ষণ্ডক ও সংসার ত্যাগ। গুরু সচ্চিদানন্দ। আচার্য্য বেচারাম সত্ত্বৈ বেদান্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে।

উপস্থিত—বেণীপাল,বেচারাম,মান্টার প্রভৃতি।(৫ম ভাগ,৫ম খণ্ড) ২-৫-৮৩— চৈত্র-কৃষ্ণা-দশমী। নন্দনবাগান,কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ীতে —ব্রাক্ষসমাঞ্জে। অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার পর।

বিষয়—জানকী ঘোষালের সহিত কথা। ত্রাক্ষোপাসনা। 'ছয় রিপু —মোড় ফিরাও'। অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ। পংক্তিতে বিষয়া ত্রাক্ষ ভক্তদের সহিত ঠাকুরের ভোজন।

উপস্থিত—রাখাল, মাফার, জানকী, রবীন্দ্র ঠাকুর, উকিল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ( ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ বিগু )।

১৩-৫-৮৩—বৈশাখ-শুক্লা-সপ্তমী।—কলিকাতা কাঁসারিপাড়া, হরি সভা।

বিষয়—মনোহর সাঁইয়ের নাম কীর্ত্তন।

**উপস্থিত --মান্টার প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ৫ম** খণ্ড,৩য় পরিচ্ছেদ)।

२**०-৫-५७—टेवमाथ-छक्ना-ठजू**र्द्धनी। त्रास्त्रत्र वांड़ी मरहांदमव।

বিষয়—মাথুর কীর্ত্তন। নাম ও নামী অভেদ।

উপস্থিত—রাম, মাফার প্রভৃতি।

( ৫ম ভাগ, ৫ম খণ্ড, এয় পরিচেছদ )।

২৭-৫-৮৩—বৈশাখ-কৃষ্ণা পঞ্চমী। দক্ষিণেশ্বর বেলা ৯টা।

বিষয়—নিষ্ঠা বা অব্যভিচারিণী ভক্তি। গান ও ঠাকুরের মহাভাব। উপস্থিত—রাখাল, মাফার, নকুড় বৈষ্ণব প্রভৃতি।

( ৫ম ভাগ, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ )।

২-৬-৮৩—বৈশাথ-কৃষ্ণা-দ্বাদশী। বলরামের বাড়ী বেলা ৪টা।

বিষয়—সম্যাসী ও গৃহস্থের বিষয়াসক্তি। রাখালকে দিয়ে নরলীলা দর্শন ও আস্থাদন। পরে অধরের বাটী। মনোহর সাঁইএর কলহাস্তরিতা কীর্ত্তন । ব্যাকৃলতা সম্বন্ধে কথা । অবভারের মামুষী ভাব ।

উপস্থিত - বলরাম, রাধাল প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ৬৪ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। ২-৬-৮৩ বৈশাধ-কৃষ্ণা-বাদশী। কলিকাতা, রামবাবুর বাড়ী।

বিষয়—শ্রিভাগবত-কথা, গোপী-প্রেম। অপরাছ ও রাত্রি। উপস্থিত—রাম, কথক ঠাকুর, মাষ্টার প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ৫ম ২৩)।

৪-৬৮৩ বৈশাখ-রক্ষা-চতুর্দ্দশী। সাধিতী চতুর্দ্দশী। দক্ষিণের্যর।

বিষয়—শ্রীমুখক থিত চরিতামৃত—ঠাকুরের প্রেমোনাদ। গুরুর কুপা।
মণিলাল ও নিরাকার-বাদ। ভগবতী দাসীর সহিত জানবাজারের কথা।
গান। (বেলা ১টা হইতে ও মধ্যাঙ্গের পর)।

উপস্থিত—মণিলাল, বাথাল, ত্রৈলোক্য বিশ্বাস, পূজারী রাম চাটুষ্যে, মাষ্টার, ভগবতী দাসী প্রভৃতি। (২ম ভাগ, ৬৪ বণ্ড)।

e-७-৮৩ देवमाथ-जमावया । मिक्का वा अपतारः।

বিষয়—শ্রীমুখক পিত চরিতামৃত। হাজরা অবতার মানিতেছেন ন।।
মণির সহিত ঠাকুরের নিভূতে কথা।

উপস্থিত—হাজরা, রাথাল, মণি প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ৭ম থণ্ড)। ৮-৬-৮০ জৈঠ গুক্লা-ছতীয়া। দক্ষিণেখন। সন্ধান পর।

বিষয়—ঠাকুরের সমাধি ও শীচবণ পূজা। তারকের প্রতি শ্লেষ্ট।

অবতার ও পার্ষদ।

উপস্থিত—রাখান, রাম, কেদার, তারক, মাষ্টার প্রভৃতি। (৪র্গ ভাগ, ধ্য প্রত্যা)।

১०-७ ৮৩ देखार्छ-एका-भक्षमी । मिक्स्तिथंत (तमा २०छ।।

বিষয়—বাল্য জীবনের কথা। মণিরামপুর ভক্ত সঙ্গে কথা—ব্যাকুল ২ও। বেল্যরের ভক্ত সঙ্গে ষ্ট্চক্রের গান। ত্যাগী ভক্ত ও সংসারী ভক্ত। সপ্ত ভূমি ও ষ্ট্চক্রের মিল।

উপস্থিত—রাখাল, মাষ্টার, লাটু, কিলোরী, রামলাল, হাজরা, মণিমল্লিক ইভ্যাদি, এম ভাগ, ৬ এখণ্ড, বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

১৫ ৬৮৩ জৈচি শুক্লা দশমী। দশহরা। দক্ষিণেশর। দিপ্রহর। বিষয় – রাধাপেদ আপের খশুরের সহিত গৃহস্থান্ত্রের কথা:

## ১০ দক্ষিণেশ্বর, ১৮৮৩। শ্রীশ্রীরামক্বফের দৈনিক চরিত্র।

বিষয়—বালকের বিশ্বাস। ব্রহ্ম-শাক্ত অভেদ। আচাশক্তিও অবভার দীলা। বেদ-পুরাণ-ভন্তের সময়য়। ঈশানকে উপদেশ 'ডুব দাও'। গুরু কি প্রয়োজন। গোপনে সাধন, গুটিবাই।

উপস্থিত—রাখাল, অধর, মাষ্ট্রার, ঈশান প্রভৃতি (৫ম ভাগ, ৮ম খণ্ড)।
২৩-৯-৮৩। ভাজ রক্ষা-সপ্তমী । দক্ষিণেশ্ব।

বিষয়—নবেজের ভাবনা। গোরী পণ্ডিতের কথা। 'আমার ঠিক ভাব'। হাজরাকে উপদেশং সমাধি অবস্থায় মার সঙ্গে কথা। মাতৃভাবে সাধন।

উপস্থিত—রাখান, মাষ্টার, রাম, নিতাগোপান, তারক, হানরা প্রভৃতি (ধম ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)।

২৬-৯-৮৩। ভাদ্র-কৃষ্ণা-দশমী। বৈকাল, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের চাতাল।

বিষয়— ঈশ্বরকে বোকা যায় না। ভক্তসঙ্গে কথা। উপস্থিত— মহেন্দ্র প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ৯ম খণ্ড, ২য় পরিছেন)। ২৬-৯-৮৩ ভাদ্র-ক্ষা-দশমী। দক্ষিণেখর (বেলা ৩টা হ'তে)।

বিষয়— মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা। কলিমূগে বেদমত চলে না— নারদীয় ভজ্জি। স্চিদানন্দই শুকু।

উপস্থিত- রাধাল, মাষ্টার, কিশোনী হাজরা, প্রভৃতি (এয় ভাগ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচেছেদ)।

১০-১০-৮৩। আখিন-শুক্লা-নবমী। অধরের বাড়ী। সন্ধার সময়। বিষয়—ভাবাবেশে জগন্মাতার সহিত কথা। গোরাঙ্গের গান। ঠাকুরের নিজের ভেকগ্রহণ কথা। বল্যামের পিতার সহিত কথা। সর্কাধর্মসমন্য়।

উপস্থিত অধর, সারদাচরণ, বলরামের পিতা, মাষ্টার প্রভৃতি।
(হম ভাগ, ১০ থণ্ড)।

১৬-১০-৮৩। আধিন কোজাগর পূর্ণিমা। দক্ষিণেশর। দিন হইতে সন্ধ্যার পর।

বিষয়—নিষ্ঠাভক্তি। ঠাকুরের অস্তৃত অবস্থার কথা। অবতার তত্ত্ব। উপস্থিত—বলরামের পিতা, রাখাল, বেণীপাল, মাষ্টার, মলিক, ঈশান ম্ধুয়ো, কিশোরী প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ১১শ খণ্ড)।

२७->>-৮० कार्ष्टिक-कृष्ण-धकामनी। भिन्मुविवाशि वानामभाष्ठ।

বিষয়-- এক্ষোপাসনা কালে ঠাকুরের সমাধি। মাধার, বিজয় প্রভৃতির সহিত কথা—কর্ম করবেই ঝঞাট— ঈশবে প্রেম হ'লে কর্মত্যাগ হয়। সন্ত্রাসী मक्ष्य करत ना।

**উপস্থিত –বিজ**য়, মাষ্টার, রজনী, মণি মল্লিক ও রাক্ষভক্তগণ। ( ১ম ভাগ, ৮ম খণ্ড )।

২৮ ১১·৮০ কার্ত্তিক-কৃষ্ণা-চতুর্দশী। কলিকাতা, কমল কুটার শ্রীযুক্ত কেশ্ব (मत्नत वाष्ट्री। (अश्वाक्ष वहें। क्ट्रेंट मह्या १हे।)।

বিষয় – ঠাকুরের সমাধি। কেশবের সহিত কথা। আক্ষসমাজ সমমে উপদেশ। दंगारवर् मा वन्छिन, "दंगवरक आमीर्त्वाम कद्भन।"

উপস্থিত-রাধাল, লাটু, মাষ্টার, কেশব, প্রসন্ন, উমানাথ, অমৃত, কেশবের বড় ছেলেও কেশবের শিয়োরা ( ২য় ভাগ, ১০ম খণ্ড )।

২৮-১৩৮৩ কার্ত্তিক-কুঞা-চতুদ্দনী। জন্মগোপানের বাড়ী।

বিষয়—বৈকুণ্ঠ ও প্রতিবেশীর সহিত গৃহষ্ঠাশ্রমের কথা। উপায়, ঈশবের শরণাগত হওয়।। (সন্ধ্যা, ৭টার পর)।

উপস্থিত—জন্ত্রপোপাল, বৈকুণ্ঠ, মাষ্টার, জন্ত্রগোপালের প্রতিবেশী। (১ম ভাগ, ১ম খণ্ড)।

a-> २-४० व्यक्तकां चुन-एका मन्मी। मिक्का प्राप्त । (दना ) हो।। বিষয়—মণির ১হিত অন্তরঙ্গের কথা। ভক্তমাল পাঠ প্রবণ। উপস্থিত—অধর, মনোমোহন, ঠন্ঠনের শিবচন্দ্র, রাধান, মাষ্টার, হরীশ। (২য় তাগ, ১১শ খ'ঙ)।

১৪-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা। দক্ষিণেখরে।

বিষয়-রামলালের কাছে অধ্যাত্মরামায়ণ এবণ। পরগুরামের তব ও গুহুক চপ্তালের কথা। কাসারিপাড়ার ভক্তদের নিকট বামাচারের নিন্দা। দাদা মধূত্দনের কথা। মনির থাকিবার বন্দোবন্ত।

উপস্থিত-রামলাল, রাখাল, লাটু, মণি, গ্রাম ডাক্তার, কাসারিপাড়ার ভক্তগুণ, Broughton Institution এর শিক্ষক ও ছাত্র। (২য় ভাগ, ১২ **শ ঝ**ঞ ) ৷

১৫-১২-৮৩ অপ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-প্রতিপ্দ। দক্ষিণেশর মন্দিরে, স্কাল। বিষয়— 🕮 বৃক্ত রামলালের ভক্তমাল পাঠ। প্রহলাদ চরিত্র-কথা। (वाचिरमृष निन्ता। वाशालव Smiles Smell help পार्छ।

#### ১২ দক্ষিণেশ্বর, ১৮৮৩। শ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চরিত্র।

উপস্থিত—রামশাল, রাখাল, লাটু, হরীশ, মান্টার, বৈষ্ণবচরণ। (৪র্থভাগ, ৭ম খ, ৩)।

১৬-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-दिखोत्रा। **দক্ষিণেশরমন্দিরে।** 

বিষয়—ঠাকুরের ভাবাবেশ ও সীতার ক্যায় ব্যাকুলতা। জনায়ের মৃশুয়ে প্রভৃতির সহিত কথা। বেদাস্তের অতি গৃহু ব্যাখ্যা। জগৎ কি মিথ্যা? (বেলা ১০টা)।

উপস্থিত—মণি, রাখাল, কাটু, হরীশ, যোগীন, প্রাণক্তকের জ্ঞাতি। (৪র্থ ভাগ, ৭ম খণ্ড)।

১৭-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষণ তৃতীয়া ় দক্ষিণেখনে (বেলা ৮টা) ৷

বিষয়—মণি' মধুডাক্তার, গ্রভৃতি সঙ্গে। সচিচদানলে প্রেমই উদ্দেশ্য। শ্রীমুখকবিত চরিতামূত —'রাম রাম' বিশিয়া পাগল। রামলালা।

উপস্থিত—মণি, রোথাল, লাটু, মধু, মণি মলিক।। (৪র্থ ভাগ, ৭ম খণ্ড)

১৮-১২ ৮৩ অগ্রহায়ণ-ক্ষণা-পঞ্চমী, মত্মলবার। দক্ষিণেশ্বরে (বেল ৮টা) কলিকাতা ঠনঠনে ও জোডাস্গাকে।; বৈকালে। পরে ষত্ন মলিকেরবাটী।

বিষয়—সমাধি, গোপীর প্রেম; সিদ্ধেশ্বরীর দর্শন, নটবর গোস্বামীর বাড়ী শ্রীকৃষ্ণরপদর্শন কথা।

উপস্থিত—রাখাল, মণি, হাজরা, ৺সিদ্ধেশবীর পূজারী, ষত্মলিক (৫ম ভাগ, ১২শ খণ্ড)।

১৯:১২:৮৩ অগ্রহায়ণ-ক্লফা-ষ্ঠা। দিক্ষণেশ্র । বেশা ৯টা বিষয়— মণির সহিত কামিনীকাঞ্চনভাগে ও সমাধির কথা। উপস্থিত—মণি প্রভৃতি (৪র্থ ভাগ, ৭ম খণ্ড)।

১৯ ১২ ৮৩ অগ্রহারণ-রুফা-ইটী, বৃধ্বার। দক্ষিণেখর। (বেল ৯টা ও সন্ধার পর)।

বিষয়—জ্ঞান ও ভক্তি একাধারে; ষটচক্র, নারায়ণ শাস্ত্রী ও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ।

উপস্থিত— রাধাল, মণি, লাটু, হরীশ প্রভৃতি (৫ম ভাগ, ১২শ খণ্ড; ৩য় পরিছেল)।

২০-১২-৮৩ অগ্রহারণ রুফা-সপ্তমী, বৃহস্পতিবার । দক্ষিণেশ্বর পক্ষবটী। প্রত্যুবে। বিষয়—গোরাত্ব স্তব; গোপী প্রেম।

**উপস্থিত**—মণি, রাখাল প্রভৃতি (৫ম ভাগ, ১২শ খণ্ড)।

২১-১২৮৩ অগ্রহারণ-ক্রফা-সপ্তমী। দক্ষিণেশ্বর পঞ্বটী ও বেলভলা। প্রাতঃ, মধ্যাহু ও অপরাহু।

বিষয়—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, মন গুরু, "ডুব দাও"।

উপস্থিত—বাউন বৈষ্ণৱ, হরীশ, রাথাল, নানক-পছী সাধু প্রভৃতি (৫ম ভাগ, ১২শ থণ্ড)।

২০-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষণ-অপ্টমী। দক্ষিণেখর, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। (বেশা ৯টা ও বৈকালে)।

বিষয়— অবভারকে চেনার জন্ম সাধনের প্রয়োজন। সিরাকার সাধন কঠিন। নিরাকার সাধনের জন্ম বিচার, প্রেম-ভক্তিই সার, গোপীদের অবস্থা।

উপস্থিত—বলরামের পিতা, দেবেজ খোন, ভবনাথ, রাখাল, মণি, হরীল, লাট প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ১২ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ)।

२७->२-४० ष्यश्रायन-क्रका-नवभौ। पिकत्वत्र । ( (वना २६। )।

বিষয়—নীলকণ্ঠের দেশের বৈষ্ণবের গান। রাথাল, হাজরা, মণি প্রভৃতির সমূথে ঠাকুরের সমাণি ও পরমহণ্স অবস্থা।

উপস্থিত—রাখাল, লাটু, হরীশ, মণি, মনোমোহন, হাজরা, নীলকঠের দেশের বৈষ্ণৰ প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ৮ম খণ্ড)।

২৪-১২-৮৩ অপ্রহায়ণ-কুফা-দশমী। দক্ষিণেশর। (বেলা ১টা)।

বিহ্যু—ঝাউতলার কথা। শ্রীম্থকথিত চরিতামৃত। ঠাকুরের জন্ম-কথা। ঠাকুর কি অবতার ? সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতির সহিত কথা। ঠাকুরের শ্রীরন্দাবন দর্শন। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের উপদেশ। যোগভর।

্উপ্স্থিত—মুরেন্দ্র, রাম, মণি, হরীশ। (৪র্থ ভাগ, ৮ম খণ্ড)।
২৫-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষণা-একাদশী। দক্ষিণেখর। (বেলা ১১টা)।
বিষয়—একাদশী ব্রভের কথা।
উপ্স্থিত—মণি প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ৮ম খণ্ড)।

২৬-১২-৮০ অগ্রহায়ণ-ক্ষা-একাদশী ও বাদশী। দক্ষিণেশ্বর। পরে কলিকাতা, কাঁকুড়গাছি! বিষয়—অবভার তত্ত। শ্রীযুক্ত রামবাব্র বাগান দর্শন ও শ্রীযুক্ত হুরেক্তের বাগান দর্শন । সাধুর সঙ্গে এক জ্ঞানের কথা।

উপস্থিত-মণি মল্লিক, রাম, স্থরেন্ত, মণি, বাগানের সাধু। (৫ম ভাগ, ১৩শ বন্ত, ১ম পরিছেদ) !

২৬-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-ক্ষণ-ত্রোদশী : কলিকাতার ঈশান মুখোপাধ্যারের বাড়ী। (বেলা ৮টা)।

বিষয়— এশের সহিত কর্মধোগ ও নির্জ্জনে সাধন ইত্যাদির কথা। 'কেউ ছধ ধেয়েছে'। ঈশানের সহিত কথা। প্রমহংস কে?

উপস্থিত—বাব্রাম, মাষ্টার, ঈশান, খ্রীশ, কেশৰ কার্প্তনীয়া। ( ৎয় ভাগ, ৭ম ৰঙ)।

২৭-১২-৮০ অগ্রহারণ-কৃষ্ণা-ত্রোদশী। কাশ্রনাতা। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাটাতে। সন্ধ্যাকাল।

বিষয়—মহেক্ত গোস্বামীর সহিত কথা। গোপীদের নিষ্ঠাভতি ।

উপস্থিত-রাম, মণি, বাব্রাম, মহেক্র গোঝামী প্রভৃতি। (তয় ভাগ,

২৯·১২ ৮৩ অগ্রহায়ণ অমাবস্থা। দক্ষিণেশর মন্দির ও ৮ঞ্জীকা**দীখা**ট। বেলা ১টা হইতে রাত্রি ৮টা।

বিষয়—ঠাকুরের অধরের সঙ্গে ৮কালীঘাট দর্শন।

উপস্থিত-রাখাল, মণি, অধর। (১র্থ ভাগ, ১ম খণ্ড) ।

৩০-১২৮৩ পৌষ-শুকা-প্রেণিডপদ। দক্ষিণেশর। (বেলা-৩টা)।

বিষয়—বেদান্তবাদী সাধু দৃষ্টে সমাধি ও কথা। বন্ধ ও শক্তি। পঞ্চ বটীমূলে কেদার প্রভৃতির সহিত কথা।

উপস্থিত—মণি, রাম, কেলার, বেলাস্তবাদী সাধু। ( ৪র্থ ভাগ, ৯ম খণ্ড)।

৩১-১২-৮৩ পোষ শুক্লা ছিতীয়া। দক্ষিণেশ্বর। বেলা ৪টা হইতে রাত্তি ৮টা।

বিষয়—বলরাম, মণি প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। "কামিনী" তাাগ। সন্ধাার পর জগনাতার কাছে প্রার্থনা ;—'এক্সজান চাই না মা।'

উপস্থিত-বলরাম, মাল, রাখাল, লাটু, হরীল। ( হর্থ ভাগ ১ম ৰও)।

### मिक्तितश्वत ३৮৮८।

২-১-৮৪ পোষ-গুক্লা-চতুর্থী। দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামক্রফের ঘর; বেলা ৩টা। বিষয়— ঘট চক্রন। ঈশ্বরের ক্রপা। ষোগের উপায় ও যোগের ফল। উপস্থিত—ভান্তিক সাধক, ক্রগোপাল সেন, রাধাল, মণি প্রভৃতি। (বম ভাগ, ১৩শ বঙ্জ, ২য় পরিছেল)।

७->-৮৪ পেषि अक्रा-भक्षमी । निकल्पंत्र । ताबि म्हा ।

বিষয়—'বিচার আর কোরো না'। 'মা বিচার বৃদ্ধিতে বক্সাবাত দাও।' উপস্থিত—রাখান, মণি। (৪র্থ ভাগ, ১ম খণ্ড)।

৪-১৮৪ পোষ শুক্লা-ষ্ঠা। দক্ষিণেশর। পঞ্চবটাও এরামক্রফের ঘর। (বেলা ৪টাও সন্ধার পর)।

বিষয় — ঈশ্বলাভের উপায়। বিচার ও বিখাস। হিল্পের্য সনাতন ধর্মা আক্ষমাজ ও চিদাকাশ।

উপস্থিত—রাধান, মণি, হরিপদ প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ১৩শ বণ্ড, ৩য় পরিচেছন)।

७-১-৮৪ (शीय छक्रा-मक्षमी चहुमी। मिक्करान्द्रता (तना ठेता।

বিষয় – ঠাকুরের বেলতলায় ধ্যান ও দর্শনের কথা। চৈততা দেবের দানের কথা – প্রেমধন দান। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের সমাধি। জগন্মাতার কাছে জক্তদের জন্ম ক্রন্দেন ও জক্তদের আশীর্ষাদ।

উপস্থিত—রাধাল, মণি, রামলাল, বাব্রাম। (৪র্থ ভাগ, ৯ম.ধণ্ড)। ২-২-৮৪ মাঘ শুক্লাষ্ঠী। দক্ষিণেখন-মন্দির। বেলা অপরাহু ৩টা ইইতে রাত্তি ৯টা, ১০টা পর্যান্ত।

বিষয় — ঠকুবের হাতে আঘাত ও বাদকের অবস্থার রাখাল, মহিমাচরণ প্রভৃতির সহিত কথা। শিবপুর-ভক্ত ও মধু ডাক্তাবের সহিত কথা। সন্ধার পর অধর, মহিমাচরণ প্রভৃতির সহিত কথা। সন্ধাসীর কঠিন নিরম। মহিমাচরণের শাল্প পাঠ ও ঠাকুরের ভাবসমাধি। 'নাহং; তুমিই চিদানন।'

উপ্স্থিত—রাধাল, লাটু, মাষ্টার, মহিমাচরণ, শিবপুর ভক্তগণ, মধু-ডাক্তার অধর, হাজরা। (৪র্থ ভাগ, ১০ম বঙ্চ)।

৩-২-৮৪ মাখ- ७क्ना-म् अभी। मिक्स्तियंत्र। मधारह्रत भेता

বিষয়—স্বেজ, রাম প্রভৃতির সহিত কথা। ঠাকুরের হাতের অক্থ এখনও আছে। ঠাকুরের বালকের অবস্থা ও সত্যে নিষ্ঠা।

উপস্থিত—রাম, ছবেজ, মাষ্টার। (৪র্থ ভাগ, ১০ম খণ্ড)।

२8-२-४8-- माप-कृष्ण-लत्यामनी । मिक्क्लचंत्र । मध्यारद्वत भव । विষয়—मीननान मुक्त कथा। 'जु मिक्तनानन'। अञ्चल ठाकूत अरेपर्या। উপস্থিত-রাধান, মাষ্টার, মণিলান প্রভৃতি ( ৪র্থ ভাগ, ১১শ খণ্ড )। ২-৩-৮৪--ফাজন-শুক্রা-পঞ্চমী ৷ দক্ষিণেখন মধ্যাতের পর ৷

বিষয়—ইবলোক্যের গান। জৈলোক্য, নরেন্ত ও হুরেন্তের সহিত कथा। नारतस्य ७ (मारश्य सूथ कृथ्य । नारतस्य ७ नारिस्क मठ।

**উপস্থিত**—নরেন্দ্র, হুংকল্ল, মাষ্টার, বৈলোক্য প্রভৃতি। (৩য় ছাগ, ৮ম খণ্ড )।

a-0 be- काञ्चन-छक्रा-मगमी । मक्तिराधव ।

বিষয় – ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য। সাধুসঙ্গ ও যোগীর ছবি। ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানের कथा। शुक्रुवकात बाता है लिए अहा। किन श्रकात अकाममा। हास्त्रात দালালী। Exhibition কথা। প্ৰণৰ ও অনাহত শব্দ স্থছে কথা।

উপস্থিত—ভবনাথ, মাষ্টার, মণি মল্লিক, রাধাল, লাট, হরিশ, কিশোরী, শিবচন্দ্র, ভগবান দাস প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড)।

२०-७-४८ काञ्चन-कृषा-এकामनी । मिक्स्वियंत्र । मधाह ।

বিষয়—রাম প্রভৃতির সহিত কথা। শ্রীমুখক্থিত চরিতামুত। হল ধারীর বাপ। নারাণ ঠাকুরদাদা ও মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ। উদ্ধরেতা ও ধৈৰ্যবেতা।

উপস্থিত-রাধান, রাম, নিত্য গোপান, অধর, মাষ্টার, মহিমা, নারাণ ঠাকুরদাদা ও তাঁহার ছই একটা বন্ধু, মণি সেনের দল্পী ডাক্তার প্রভৃতি। ( हर्य कान, ১২न बख )।

e-8-1-8-- देठल-खक्ना-मनमो । मिक्काप्यंत्र । श्वाजःकान ।

বিষয়—প্রাণক্ষের সহিত কথা। রাম, গিরীজ, প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা। কেশব দৈন ও নববিধান। পিতা ধর্মঃ, পিতা মুর্গ:।

উপস্থিত-প্রাণক্ত মুধ্যে, মাষ্টার, হঠবোগী, রাম, গিরীস্ত, বুড়ো রোপাল প্রভৃতি। (বেলা ৮টা হইতে) ( ২র ভাগ, ১৩শ খণ্ড।)

२8-८-৮৪-- देवार्ष-जमावजा। पिक्तिपदंत। कनहातिनी जमावजा। (वन) ১১हा हरेए ।

বিষয়—বিভাত্মন্তর যাত্রাভারোলাকে নানা উপদেশ। এীযুক্ত রাধালের প্রতি ঠাকুরের গোপাশভাব। গৃহী ভক্তগণের প্রতি উপদেশ। বৌদ্ধর্মের কথা। নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি—ঈশ্বর দর্শনের উপায় সাধুসঙ্গ। অবতার তত্ব। বাদসমাজে মার নাম। অধরের প্রতি-এগিরে পড়।

উপস্থিত—বিভা, হরি, নয়েন্দ্র বন্যোপাধ্যায়, অধর, মাষ্টার। (৫ম इंग, ३६म थल । )

. २६-६-৮৪ - देवार्ष्ठ कुक्रा-श्रीष्ठभम । मिक्कान्येत । खत्मारम्य ।

বিষয় –পঞ্চৰটা মূলে হয়েন্দ্ৰ, বিষয় প্ৰভৃতির সহিত কথা। ভক্ত**সন্দে** াংকীর্ত্তন ও নৃত্য। সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত। গোল বারাঞার উপর বিজয় প্রভৃতির সহিত কথা। (বেলা ১টা হইতে)।

উপস্থিত-বিষয়, কেদার, রাখাল, স্থরেক্র মাষ্টার, স্বরেক্রের কনিষ্ঠ ব্রতা গিরীন্দ্র, নগেন্ত প্রভৃতি ভ্রাতৃম্পুত্রেরা, সহচরী কীর্ত্তনী, ভবনাথ। ( ৪র্থ ভাগ, ১৩শ খণ্ড )।

১৫-७৮৪ — देखार्छ कृष्णां रहेता । ऋद्यत्त्वत्र वागान महारमव । (द्वना २६।)।

বিষয়—ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য। ভবনাথ, মান্তার ও নিরঞ্জনের সহিত কথা। পোপী-প্রেম । আক্ষদমাজের প্রতাপ মজুমদারএর সহিত क्था। विमाज ७ काक्टनत शृका। जुव माछ।

উপস্থিত—ভবনাধ, নিরঞ্জন, রাখাল, স্থরেক্স রাম, মাষ্টার, মহিমাচরণ, মণিমল্লিক, ব্রাহ্ম ভক্তগণ, কীর্ননীয়াগণ, ব্রাহ্মভক্ত প্রভাপ প্রভৃতি। (১ম ভাগ, ১ম থঞ্জ )।

२०-७-৮৪ -- देकार्छ-क्रका-वानगी। निकल्पित । मस्तात श्रेत ।

বিষয়-মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। ব'বুরাম, নিরঞ্জন, নরেজ প্রভৃতির কথা। 'কালী ত্রনা'। ত্রন্মজান ও দয়া।

উপস্থিত-হরেন্ত, ভবনাথ, রাখাল, লাটু, মাষ্টার, অধর প্রভৃতি। ( ৪র্থ ভার, ১৪শ খণ্ড )।

২৫-৬-৮৪ — আবাঢ়-গুক্লা-শ্বিভীয়া। ৮রপযাত্রা। কলিকাতায় পণ্ডিতদর্শন। পণ্ডিত শশধর। (বেলা ৪টা)।

বিষয়-ঠন্ঠনে ভূধরের বাড়ীতে পণ্ডিত শশধরের প্রতি উপদেশ। ক্রিতে ভক্তিযোগ। কর্দ্মযোগ বা জ্ঞানযোগ নহে।' নরেন্দ্রের সহিত 441 I

উপস্থিত - नार्त्रस, भभवत পण्डि, माष्ट्रात, शबता, ताबान ठाउँदिशालत বাড়ীর সুহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ (১ম ভাগ, ১১শ খণ্ড)।

৩०-७-৮৪ - वास्राह-कृता-मक्षमी। निकल्पत्र।

বিষয়—ঠাকুরের ভাষাবস্থা ও গান। পণ্ডিত শুশধরের সহিত নানা

কথা। বেদান্ত। 'ঋষিরা ভয়তরাসে'। কৃদিতে নারদীয় ভক্তি। পর্বধর্ক সমবয়।

উপস্থিত—পণ্ডিত শশধর, অরেজ, বাবুরাম, মান্টার, হরীশ, লাটু, হাজরা, মণিমলিক, ভূধর চাটুয়ো ও তাঁহার জৈচি সহোদর প্রভৃতি। (৩র ভাগ, ১ম থও)।

৩-१-৮৪ - আযাতৃ-গুরুা-দশমী। পুনর্যাতা বলরাম মন্দিরে।

বিষয়—বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা। শ্রীম্থকণিত চরিতামৃত। হৃত্র ছেলে, ঠাকুরের-প্রাতৃম্পুত্র শিবরাম, গৌরী, নারায়ণ শাস্ত্রী, মাইকেল মধুহদন সম্বদ্ধে কথা। মনমোহন, শশধর প্রভৃতির সহিত কথা। ঠাকুরের রথের স্থ্রে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও সংকীর্ত্তন। (মধ্যান্তের পূর্বে)।

উপস্থিত—রাম, মাষ্টার, বলরাম, মনমোহন, করেকটা ছোকরা ভক্ত, বলরামের পিতা, বিখন্তরের বালিকা কল্লা ও তাহার সমবরত্ব ছই একটা ছেলে মেরে, পঞ্জিত শশধর ও তাঁহার তুই একটা বল্প, প্রতাপ ডাক্তার, রামদম্বাল, প্রভৃতি । (৪র্থ ভাগ, ১৫শ খণ্ড)।

७-৮-४८--- व्यावन ७क्का-बामनी । मिक्स्तियत । (दिना २६१)।

বিষয়—শিবপুর-ভক্তদের প্রতি উপদেশ। সপ্তভূমি। গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞান। ঠাকুরের গান। সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা। হরিপদ রাধাল, বাবুরাম, অধর প্রভৃতির সমস্কে মণির সহিত কথা। সর্বধর্মসমন্বর্ম— 'তিনি অন্তঃ, প্রথও অন্তঃ!'

উপস্থিত—রাখাল, লাটু, বলরাম, অধর, মাষ্টার, শিবপুরভক্তগণ, নবাই চৈতক্ত, নরেন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রামচাটুষ্যে। (৪র্থ ভাগ, ১৬শ খণ্ড)।

৬৯৮৪ – ভাদ্র-কুঞা প্রতিপদ। অধরের বাড়ী।

বিষয়—নরেজের গান। ঠাকুরের মৃত্র্তঃ সমাধি ও নৃত্য। কীর্ত্তনীয় বৈক্ষবচরণের গান। নরেজাদির দক্ষিণেখনে নিমন্ত্র।

উপস্থিত—নরেন্ত্র, মৃধ্যে আতৃষয়, ভবদাপ, মাধার, চুনীলাল, হালরা, অধর, বৈষ্ণবচরণ কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ১৭শ খণ্ড)।

৭-৯-৮৪--ভাদ্র-কৃষ্ণা-বিভীয়া। দক্ষিণেশর। বেলা ১১টা হইতে।

বিষয়—ভবনাধ, বাব্রাম, মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা। বোষপাড়া ভ কর্ত্তাভজাদের মত। নবাই, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন ধ মৃত্য। অধ্যের চাকুরির সক্ষে উপদেশ। নারাণ প্রভৃতির জয় ভাবনা। উপস্থিত—বাব্রাম, মাষ্টার, ভবনাথ, এরামপুরের বান্ধণ, মনমোহন, কিশোরী, চুনীলাল, হরিপদ, মুখুয়ে প্রাত্ত্বয়, হাজরা, বামলাল, রাম চক্রবর্তী, মহিমাচবণ, অধর প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ১৮শ খণ্ড)।

> ৪-৯-৮৪ — ভাज-कृष्ण- नगमी। निकल्पन अ शक्म लिए द वागान।

বিষয়—জ্ঞানবাব্র প্রতি উপদেশ। কোলগরের সাধকের সহিত বিচার।
নরেন্দ্রের গান ও ঠাকুরের সমাধি। নরেন্দ্রের পোন্তার উপর গান।
গৌরাঙ্গের ভাব; গানের ছলে যত্নজিককে কথন। রাধালের জন্ম চিন্তা।
অধরের সহিত কথা। (মধ্যান্ডের পর হইতে রাত্রি)।

উপস্থিত—নবেক্ত, ভবনাথ, কোলগরের ভক্তগণ, মুখুবো আত্বর, জ্ঞানবাব্, ছোট গোপাল, বড় কালী, হাজরা, কোলগরের সাধক, কোলগরের গার্থক, লাট্, বহু মলিকের বাগানের ঘারবান, বডন, ভোলানাথ, অধ্ব প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ১৯শ ধণ্ড)।

১৬-৯-৮৪ — ভাক্ত ক্রফা-বাদশী। দশ্লিণেখর। (বেলা ২টা হইতে)।

বিষয় — মুখ্যে ভাভাদের সহিত কথা। কাপ্তেনের ভক্তি। শ্রীম্থকণিত চরিতাম্ত — ঠাক্রের নানা সাধ, খ্যামবাজারে সংকীর্ত্তন। বেদ প্রাণ
ও তন্ত্র মতে সাধনা। রাখালের প্রথম ভাব। সন্নাসী ও কামিনী। রাধিকা
গোস্বামীর প্রতি উপদেশ। অগন্যাতার সহিত কথা। হাজরা, ম্থ্যে,
বার্রাম, মান্তার প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণ ও পরিচারক
গণ-মধ্যে ঠাকুরের ভক্তি দান।

উপস্থিত—মহেন্দ্ৰ মৃথুযো, প্ৰিয় মৃথুযো, বাব্রাম, হরীল, কিলোরী, লাটু, মাষ্টার, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ২০শ থণ্ড)।

২১-৯-৮৪—আর্থিন গুরু বিতীয়া। দক্ষিণেশর ও কলিকাতার তার থিয়েটারে। (মধ্যাহ ও রাজি)।

বিষয়— চুনীলালের সহিত জীরুলাবন ও রাধাল, নিত্যগোপাল প্রভৃতির কথা। জীমুখ কথিত চরিতামৃত—গড়ের মাঠে বেলুন দর্শন ও এক্ষ-সভার জ্ঞানী পাগলের কথা। মুখুমেন্দের হাতীবাগানে মন্থার কলে শুভাগমন। বাব্রাম, মান্তার প্রভৃতির সহিত চৈতক্তলীলা দর্শন। খড়গার নিত্যানল-বংশের বাবুকে দেখিয়া ভাবাবেশ।

উপস্থিত—মাষ্টার, রাম, মহেন্দ্র মৃধ্যো, চুনী, বাব্রাম, প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ১৪শ বঙ্)।

# ২০ দক্ষিশেশর, ১৮৮৪। শ্রীরামক্ষের দৈনিক চরিত্র।

২৬-৯-৮৪ — আখিন গুক্লা-সপ্তমী, ৬সপ্তমী পূজার দিবসে। কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দর্শন। (বেলা ৩টা)।

বিষয়—বিষয় প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। সাকার নিরাকার। গৃহস্বাশ্রম ও সন্মাস। 'সারে মাতে' থাকা। শিবনাথ ও কেলারের কথা।

উপস্থিত-মাধার, হাজরা, বিজয়, প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ১৫শ বঙ্

२৮ ৯-৮৪ - आर्थिन-महार्ष्टमी । कनिकाला त्रारमत वाफ़ी । প्रारत ।

বিষয়--বিজয়, নরেন্দ্র প্রভৃতির সহিত কথা, শ্রীম্থক থিত-চরিতামৃত।
নরেন্দ্রের গান। ঠাকুরের গান ও বিজয়াদি ভক্ত সঙ্গে নৃত্য। সন্ধ্যার পর
স্থরেন্দ্রের সহিত কথা ও রামনাম।

উপস্থিত – বিজয়, কেদার, রাম, অ্রেজ, চুনীলাল, নরেজ, নিরঞ্জন নারণে হরীশ, বাবুরাম, মাষ্টার। (২য় ভাগ, ১৬শ ২৩)।

- ২৯-৯-৮৪ — ৮নবমী পূজা। দক্ষিণেখর। প্রত্যুষ হইতে সন্ধা।

বিষয়—প্রত্যুধে ছুর্গানাম ও নৃত্য। ভবনাধ প্রভৃতির সহিত কথা ছুরেক্সের নাম ও ঠাকুরের সমাধি। ভবনাথ ও ঠাকুরের গান ও সমাধি অপরাক্ষে ভক্তদের গোলকধাম থেলা। নরেক্স ও ভবনাথ প্রভৃতির প্রতি উপ্দেশ। নরেক্স, ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতির সঙ্গে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য।

উপস্থিত—ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন, লাটু, রাংলাল, নরেন্দ্র, হাঞ্রা মাষ্টার প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ১৭শ খণ্ড)।

১-১ • ৮৪ — আখিন-গুক্লা-একাদনী। কলিকাতা অধ্যের বাড়ী (অপরাহ্ ভুসন্ধার পর)।

বিষয়—অধ্বের বৈঠকখানা। নারাণ ও বাবুরামকে বলা—কেদার ও বিষয়কে প্রণাম করিতে। বৈফবচরণের কীর্ত্তন—অভিসাব ও রাস। ঠ:কুরের গৌরাঙ্কের ভাবে গান। ঠাকুরের বৈষ্ণবচরণের সহিত হুর্গানাম গান। কেদার ও বোগেজের সহিত হুর্পা।

উপস্থিত—কেদার, বিজয়, অধর, নারা'ণ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, মণি, বোগীয়া প্রভৃতি। (২র ভাগ, ১৮শ বন্ধ)।

२-> ०-৮৪ - व्याचिन-छक्ना बाननी ७ उत्साननी । निकर्णचेत्र ।

বিষয়—মণিশাল মলিকের সহিত কথা। সল্লাসীর কঠিন নির্ম। কেশন ও বিজয়ের কথা। বড়বাদারের সাড়োয়ারী ভক্তদের প্রতি উপদেশ। मिल्लियंत्रनिवात्री हाक्त्रारम्ब अधि छेशाम । शाविन्म शान, शाशान (प्रम, नित्रथम छ शौतानत्मत कथा। मह्यात शत आवि ज जर्मन ७ छावादन প্রির মুধুষ্যে, মহেন্দ্র কবিরাক প্রভৃতির উপদেশ। (মধ্যাছের পর)।

উপস্থিত-লাটু, রামলাল, হরীশ, মণি মল্লিক, প্রিয় মুখুয়ো, তাঁহার আত্মীয় হবি, শিবপুরের একটা বান্ধভক্ত, ৰড়বাজার ১২ নং সল্লিক ট্রাটের মাড়োরারী ভক্তেরা, দক্ষিণের্যরের করেকটি ছোকরা, সিঁভির মছেক্র कविताल, माष्ट्रात, शकता প্রভৃতি। (११ ভাগ, २) म थल)।

8-> · ৮৪ - आधिन दकाकाशतः शृशिया । क्लूढोना नवीन (म्रानंद वाफ़ी । ( महा। त भव )।

বিষয়—ব্ৰাক্ষভক্তদের সহিত সংকীর্ত্তন ও নৃত্য! কেশবের মাতার विश्वयद्भारत

উপস্থিত—নন্দৰাৰ প্ৰভৃতি কেশবের প্রাতুম্পুত্রগণ, বান্ধভক্তগণ, বাবুরাম किलाबी, माहाब প্রভৃতি। ( हर्य ভাগ, २>म ४७)।

e-> · ৮৪ — जा चिंत-कृष्ण । अधिना । निकर्णय ( मधारू )। ..

বিষয়-ভাৰর। মহাশয়ের ভবজানের অর্থ। ছইটা অভ্যাগত সংধুর ্দহিত ঠাকুরের কথা। গীভাও নিষ্কাম কর্ম। এীম্ধকথিত চরিভায়ত। সন্নাসীর কঠিন নিয়ম। মণির সহিত কামিনীর কথা ও সর্কাধর্ম-সমন্ত্রের কথা। মৃথুবোদের সংহত কথা। দেহের লক্ষণ। নীলকণ্ঠ ও ভক্তদের সঙ্গে সংকীৰ্ত্তন ও নৃত্য।

উপস্থিত –মাষ্টার, হাজরা, বড় কালী, বাব্রাম, রামলাল, ম্ধুষেদেব হরি, ছুইটা সাধু, নীলক্ঠ ও তাঁহার সাম্বোপাক, দীননাথ খাতালি। ( ১র্থ ভাগ, २२म थख )।

>>-> •-৮৪---- व्यार्चिन कृष्ण मक्षयो । मिल्याप्यंत । ( प्रशास्त्र भेत )।

বিষয়-প্রিয় মৃধ্যো, নারাণ, মাষ্টার, প্রভৃতির সহিত কথা। সিতির বেদান্তবাগীশের সংহত কথা। বেদান্ত ও আভাশক্তি। কালীবরে ঈশান মুখোপাধ্যায়ের প্রতি উপদেশ শ্রীরামক্ষণ ও কর্মকাণ্ড।

উপস্থিত-মাষ্টার প্রির মুধুয়ে, নারাণ, ঠাকুরদের বাড়ীর শিক্ষক ও কয়েকটা ছোকরা, রামলাল, সিঁভির পশুত, ঈশান মুখোপাধ্যায়, কিশোরী, অধর। (২য় ভাগ, ১৯শ ৰঙ)।

>२->० ৮৪ - वार्षिन-व्यमावया । धकानौश्का । पिकालवता

বিষয় — ঠাকুর মার নাম করিতে করিতে মাতোয়ারা রাজনারায়ণের ছেলেনের কাছে গান। রামলালের ৺কালীপূজা। খরে ঠাকুর স্মাধিস্থ — বাবুরাম, মাষ্টার, হাজরা প্রভৃতি সঙ্গে।

উপস্থিত—মাষ্টার, বাবুরাম, ছোট গোপাল, হরিপদ, কিশোরী, নিরঞ্জনের আত্মীয় ছোকরা, এঁড়েদয়ের ছোকরা, রামলাল, রাজনারায়ণের ছেলেরা হাজরা প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ২০শ খণ্ড)।

১৯-১০ ৮৪ —কার্ত্তিক শুক্লা-প্রতিপদ। সিঁতির প্রাক্ষসমান্ত।

বিষয়— তৈলোকোর গান ও ঠাকুরের সমাধি। বাক্ষভক্ত দিগের প্রতি উপদেশ। সদরওয়ালার ও তৈলোকোর সহিত কথা। তৈলোকা, বিজয় প্রভৃতি বাক্ষভক্তের সঙ্গে সঙ্গীর্ত্তন ও নৃত্য। বিজয়ের প্রতি উপদেশ। জগন্মাতার প্রা। মা।

উপ্স্তি-বিৰুদ্ধ, 'বৈলোক্য, বান্ধভক্তগণ, সদরওয়ালা, মাষ্টার, বেণী-পাল, প্রভৃতি ( ১ম ভাগ, ১২শ থণ্ড )।

২০-১০৮৪— কার্ত্তিক শুক্লা-প্রতিপদ ও বিভীয়া। বড়বাজারে মাড়োরারী ভক্তমন্দিরে।

বিষয় — পণ্ডিভন্দী ও পণ্ডিভন্দীর পুরের সহিত কথা। গৃহস্বামী মাড়ো-যারীর প্রতি উপদেশ। অরকুট মহোৎসব ও ঠাকুরের আনন্দ।

উপস্থিত— মাষ্টার, ছোটগোপাল, বাব্রাম, রামচাট্য্যে, মাড়োয়ারী ভক্তগণ, পণ্ডিঃকী ও তাঁহার পুত্র, গৃহস্বামী, প্রভৃতি। (২র ভাগ, ২১শ থঙ্)।

২৬/১০-৮৪ - কার্ত্তিক গুরু। সপ্তমী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—মনোমোহন ও মহিমাচরণের সহিত কথা। যতু মলিকের ফটকের কাছে হৃদরের সঙ্গে দেখা। কেশবসেন, দেবেজ ঠাকুর ও কাপ্তেন। ওঁকার ও নিতালীলাবোর। হাজরা ও মাতৃসেবা। ঈশান।

উপস্থিত—মনোমোহন, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ঈশান, হাদর, হাজর।, লাটু, কোলগরের ভক্তগণ প্রভৃতি। ( ১ম ভাগ, ১৩শ খণ্ড )।

৯১১৮৪—কাতিক ক্কানপ্ৰমী। মধ্যাকের পর। দক্ষিণেখন।

বিষয়— শিক্ষর গোশামীর প্রতি উপদেশ। মহিমাচরণের সহিত কথা।
শিক্ষর প্রস্থৃতির সহিত সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য। মণির সহিত নিভ্তে কথা।
শর্ষিন সোমবার প্রাতঃকালে মণিকে গানের ছলে উপদেশ।

**উপস্থিত**—মাষ্টার, বিজয়, কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত, মহিমাচরণ, নারাণ, অধর, ছোট গোপাল, কিশোরী, রামলাল প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ১০ম থও)।

১৪-১২-৮৪—অগ্রহায়ণ-কৃষণা-দাদশী। ষ্টার থিয়েটারে, প্রহুলাদ চরিত্র। বিষয়—গিরীশ প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। নটাদের প্রতি কুপা।

**উপস্থিত**—মাষ্টার, বাব্রাম, নারাণ, গিরীশ; থিয়েটারে নটীরা। (৬য় ভাগ, ১১শ থণ্ড)।

২৭-১২-৮৪--- वार्शायण-खङ्गा-मभगे । पिकालभेत !

বিষয়-পঞ্চবটীমূলে দেবীচৌধুরাণী পাঠ। পাতিত্রত্য ধর্ম।

উপস্থিত—মাষ্টার, প্রসন্ন, কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, স্থরেশ মিত্র, প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ২২শ খণ্ড)।

#### पिक्टिवंश्व - ১৮৮৫।

२२-२-४৫-- क्वां हान-छङ्गा अखेगी। जन्म मरहादमव। प्रकाराधित।

বিষয়—নরোত্তমের কীর্ত্তন। নরেক্রের জান্ততে পা দিয়া সমাধি। নরেক্রের গান ও ঠাকুরের ভাব। নরেক্রকে শিক্ষা—জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। প্রবেক্রের প্রতি গৃহত্ব ও দান ধর্ম্মের উপদেশ। গিরীশের সহিত অবতার তর্বিষয়ক কথা।

উপস্থিত—নরেক্র, ভবনাথ, মাষ্টার, রাথাল, স্থরেক্র, গিরীশ, নৃত্য-গোপাল, রাম, মণিমল্লিক, মহেক্র কবিরাজ প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ১৬শ খণ্ড)।

২৫-২-৮৫—ফাল্পন-শুক্লা-একাদশী। গিরীশ মন্দিরে। পরে ষ্টার থিয়েটারে ব্যক্তে অভিনয় দর্শন।

বিষয়—জ্ঞানভক্তি সমন্বয় কথা। নানাভাবে ঈশ্বরকে পূজা। সমাধিত ব। উপায়—ভক্তি। উন্মনা সমাধি। যতীক্ত ও নরেক্ত্র। গ্রিরীশের সহিত অবতার-বাদ কথা। সংসার ও রন্ধনের গন্ধ; কিসে যায়।

উপস্থিত-গিরীশ, নরেন্দ্র, যতিন, মাষ্টার। (৫ম ভাগ, ১৭শ খণ্ড)। ১-৩-৮৫-ফাল্পন-পূর্ণিমা। ৮দোল্যাতা। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—মহিমাচরণের সহিত হরিভক্তির কথা। 'আমিরূপ কুন্ত যায় না।' নরেক্রের প্রতি সন্ন্যাসের উপদেশ। দোলযাত্রায় ভক্তসঙ্গে আনন্দ। মাষ্টারের ্যাহিত গুন্ত কথা। ঠাকুর কি অবতার ?

উপস্থিত—মহিমাচরণ, রাম, মনোমোহন, নবাই, নরেক্ত প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ২৩শ খণ্ড)।

१-७-৮৫--- काञ्चन-कृष्ण-ज्ञान । मिक्कत्वध्य नित्र।

বিষয়-হরিপদ, বাবুরাম, প্রভৃতির সহিত কথা। সমাধি। পণ্ট, ছোট নরেন, বাবুরাম প্রভৃতি সম্বন্ধে মহাবাক্য। গুহুকথা। অদ্ভুত সন্ন্যাদের অবস্তা। বেলঘরের ভারককে কামিনীসম্বন্ধে সাবধান।

উপস্থিত—বাবুরাম, ছোট নরেন, পণ্ট, হরিপদ, মোহিনীমোহন, জজ অমুক্ল মুখোপাধ্যায়ের জামাইয়ের ভাই, তারক, তারকের বন্ধু, মোহিনী মোহনের পরিবার প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ১২শ খণ্ড)।

>>-७-৮৫--- काह्य-कृष्धा-मभूगे। वञ्चवनत्राम मन्तित्तः। পরে গিরীশ ঘোষের বাডী। মধ্যাক হইতে রাভ ১০টা পর্যাস্ত।

বিষয়—মাষ্টারের সহিত ঐশ্বর্যা ত্যাগের কথা; বলরামের বৈঠকখানায গিরীশ, চুনিলাল, বলরাম প্রভৃতির সহিত কথা। তারাপদর গান (চৈতক্তলীলার) ঠাকুরের গান – মায়ের নাম। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের প্রার্থনা। রাজ্পথ ও গিরীশের দ্বারদেশ। নরেক্র, গিরীশ প্রভৃতির অবতার সম্বন্ধে বিচার ও ঠাকুরের মীমাংসা। ঠাকুরের সমাধি ও নরেক্তের গান।

উপস্থিত-নরেজ, গিরীশ, বলরাম, চুনী, লাট, মাষ্টার, নারায়ণ, স্থরেশ মিত্র, তারাপদ, নিত্যগোপাল, হরিপদ, রাম প্রভৃতি। (১ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড)।

৬-৪-৮৫--- চৈত্র-কৃষ্ণা-সপ্তমী। বলরামমন্দিরে ও দেবেক্সের বাটীতে।

বিষয়—বলরামমন্দিরে। মাষ্টার, পণ্টু, বিনোদ প্রভৃতি সঙ্গে। দেবেক্রেব বাড়ীতে। রাম, গিরীশ মাষ্টারাদি সঙ্গে। কীর্ত্তন ও সমাধি।

**উপन्दिछ**—माष्टीत, कीरतान, १०० , विरनान, ट्रांठ नरतन ; त्राम, शितीन, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেক্স প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ১৩শ খণ্ড)।

> २-८-৮৫--- (ठ ज-क्रका-जरमाना। वनताम मनिता। ह एक भूका।

বিষয়— শ্রীমুখকণিত চরিতামৃত। গিরীশ, মাষ্টার, বলরাম প্রভৃতির সহিত কথা। ঠাকুরের সান্ত্রিক, রাজসিক ও তামসিক সাধন ও নিত্যলীলা যোগ। ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা। সত্যকথা কলির তপস্থা। ভক্তির তমঃ ও ঈশ্বরলাভ। মহেন্দ্র মৃথুযোর প্রতি উপদেশ। ত্রৈলোক্যের গান। কৈলোক্যের সহিত গিরীশের বিচার। ঠাকুরের মীমাংসা।

উপস্থিত-গিরীশ, মাষ্টার, বলরাম, ছোট নরেন, পণ্টু, ছিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুথুযো, ত্রৈলোক্য, জয়গোপাল, ব্রাক্ষভক্তগণ, মুথুযোদের হরি প্রভৃতি। ( ৩য় ভাগ, ১৪শ খণ্ড )।

২৪-৪-৮৫—বৈশাখ-শুক্লা-দশমী। কলিকাতায় গিরীশ মন্দিরে।

বিষয়—মধ্যাহ্ণের পর বলরামের বৈঠকখানায় মাষ্টার, যোগীক্ত, বাব্রাম, নরেক্ত প্রভৃতির সঙ্গে কথা।

গিরীশের বৈঠকথানা। মহিমাচরণ ও গিরীষের অবতার সম্বন্ধে বিচার। কীর্ত্তন—পূর্ববাগ। নরেন্দ্রাদি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়। ঠাকুরের কীর্ত্তন ও নৃত্য। নরেন্দ্রের সহিত হাজরার কথা। মহিমাচরণ ও ভবনাথের সহিত কথা।

উপস্থিত— মাষ্টার, যোগীন, বাব্রাম, রাম, ভবনাথ, নরেক্র, ছোট নরেক্র, গিরীশ, মহিমাচরণ, চুনি, বলরাম, কীর্ত্তনীয়া। (২য় ভাগ, ২৪শ খণ্ড)।

२-৫-৮৫--- रेवनाथ-कृष्ण-नन्मी। वनताममन्तित् ।

বিষয়—বলরামের বৈঠকখানা। হিন্দুখানী ভিখারীর গান। নরেন্দ্রের সহিত হাজরার কথা। নরেদ্রে, গিরীশ, পণ্টু, যোগীন, মাষ্টার, ভবনাথ, প্রভৃতির মধ্যে অবতার সম্বন্ধে বিচার। ঠাকুরের মীমাংনা। পূর্ণকে জল খাওয়ান। নরেন্দ্রের গান। ঠাকুরের সমাধি ও ভাবাবস্থার কথা! ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি। ভক্তদের নিকট ঠাকুরের অঞ্চীকার।

**উপস্থিত**—নরেক্র, মাষ্টার, ভবনাথ, পূর্ণ, পণ্টু, ছোট নরেন, গিরীশ রাম দ্বিজ, বিনোদ প্রভৃতি ( ৩য় ভাগ, ১৫শ খণ্ড )।

২৩-৫-৮৫—জৈয়ন্ঠ-শুক্লা-দশমী। রামের বাটী। অপরাহ্ন ৫টা।
বিষয়-ন্রামের বাড়ী। ভক্তদের সংবাদ গ্রহণ। কীর্ত্তন ও ঠাকুরের
সমাধি ও নিতাগোপালের ভাব। মহিমাচরণের সহিত কথা।

উপস্থিত—মহিম চক্রবর্ত্তী, মাষ্টার, পণ্ট্, ছোট নরেন, ভবনাথ, নিত্য-গোপাল, হরমোহন প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ১৬শ খণ্ড)।

১৩-৬-৮৫ — জৈঠি-শুক্রা-প্রতিপদ। দক্ষিণেশর।

বিষয়—পণ্ডিতজী, মাষ্টার, দ্বিজ প্রভৃতির সহিত কথা। কাপ্তেনের গুণ বর্ণনা। পুত্রকন্তা বিয়োগজন্ত শোক ও শোকাতুরা ব্রাহ্মণী। কাপ্তেনের সঙ্গে কথা—কৃষ্ণচরিত্র। ব্রাহ্মভক্ত জয়গোপাল সেন ও ত্রৈলোক্যের সহিত কথা। আরতির পর শরৎ প্রভৃতির সঙ্গে নরেক্রের আগমন ও প্রণাম।

উপদ্বিত—পণ্ডিভলী, শোকাত্রা ব্রাহ্মণী, কিশোরী, মাষ্টার, দ্বিজ, অথিল-বাব্র প্রতিবাদী, আসামী ছোকরা, কাপ্তেন ও তাঁহার ছেলেরা, জয়গোপাল, তৈলোক্য, নরেন্দ্র প্রভৃতি । (৩য় ভাগ, ১৭শ খণ্ড )।

১৩-৭-৮৫ — আষাঢ়-শুক্লা-প্রতিপদ। বলরামের বাড়ী। ৮রথবাতা। বিষয়—শ্রীমুথকথিত চরিতামৃত। বলরাম, তেজচন্দ্র, নারায়ণ, অতুল, বাসক বান্ধণ প্রভৃতির সঙ্গে কথা। ভূমিকম্পের পর হরিবাবুর প্রতি উপদেশ। কাশীতে শিবদর্শন। শারদা, নরেক্র ও গোপালের মার সহিত কথা। রথযাতাব নরেক্র প্রভৃতির সঙ্গে কীর্ত্তন ও নৃত্য। ঘরে নরেক্রের গান ও ঠাকুরের নৃত্য।

উপস্থিত—মাষ্টার, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, বংরাম, কর্ত্তাভজা চন্দ্র চাটুয়ো, গেরুয়াপরা ব্যক্তি, অভূল, তেজচন্দ্রের ভ্রাতা, রসিক ব্রাহ্মণ গ্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ ২৩শ খণ্ড)।

১৪-৭-৮৫-—আষাতৃ-শুক্লা-দিতীয়া। বলরামের বাড়ী।

বিষয়—স্থ্পভাত ও ঠাকুরের মধুর নৃত্য ও নামকীর্তন। বলরাম, মাষ্টার, মহেল মুখুজ্যে, গিরীশ প্রভৃতির সহিত কথা।

উপস্থিত—মাষ্টার, মহেক্রমুথুযো, হরিবাবু, ছোট নরেন, সারদা, নরেন্দ্র, গোপালের মা, পূর্ণ, নারায়ণ, হরিপদ, রাম, গিরীশ, বৈষ্ণবচরণ কীর্ত্তনীয়া বেনোয়ারী কীর্ত্তনীয়া, গিরীশের একটি চসমাপরা বন্ধু, তুলসীরাম, প্রভৃতি। ( ৪র্থ ভাগ ২৩শ থণ্ড )।

১৫-৭-৮৫-—আষাঢ়-শুক্লা-তৃতীয়া। ভক্তসঙ্গে গুহু কথা। (৪র্থ ভাগ, ২৩শ খণ্ড)।

২৮-৭-৮৫—আ্বাঢ়-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। বলরামমন্দিরে। নন্দবস্থ বাটীতে। বেলা তিনটের পর।

বিষয়—নুদ্দবস্থর বাটীতে ঠাকুরের ছবিদর্শন। নন্দবস্থ ও পশুপতি।
উপস্থিত—বিনোদ, রাখাল, মাঠার, ছোট নরেন, নন্দবস্থ, পশুপতি, অতুল,
প্রসন্নের পিতা প্রভৃতি (৩য় ভাগ ১৮শ খণ্ড)।

২৮-৭-৮৫ — আষাঢ়-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। শোকাতুরা ত্রান্ধণীর বাটী।

বিষয়—ঠাকুরের শুভাগমনে ত্রাহ্মনের ভাবোল্লাস। ( অপরা<u>হু ৫॥</u>০ টা )।

উপত্তি—আক্ষণী ও তাঁহার ভগ্নী, মাষ্টার, নারায়ণ, যোগান সেন দেবেন্দ্র, যোগীন, ছোটনরেন। (৩য় ভাগ, ১৯শ খণ্ড)।

২৮-৭-৮৫-—আবাঢ়-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। গন্থর মার বাটাতে। রাতি ৮টার পর।

বিষয়—ঐক্যতান বাগ ও ছোকরাদের গান শ্রবণ।

উপত্তি—ব্রাহ্মণী, ছোট নরেন, মাষ্টার প্রভৃতি। ( ৩য় ভাগ, ১৯শ খণ্ড)। ২৮-৭-৮৫—আক্ষাত-কুষণা-প্রতিপদ। বলরামের বাড়ী। রাত্রি ১১টা

বিষয়—মণির সহিত নিভৃতে কথা।

উপিছিত-বলরাম, যোগীন, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ১৯শ খণ্ড)!

৯-৮-৮৫—আ্যাঢ়-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। দক্ষিণেশ্বর (শ্বপরাহ্ন ৩।৪ট' ও রাত্রি)!

#### প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামূত। শতাধিক চিত্র। ১৮৮৫। ২৭

বিষয়— দ্বিজর পিতার সহিত কথা। মহিমাচরণ, মান্টার, প্রভৃতির কাছে ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ। রাখালের ভাব। জনাহত শব্দ ও গভীর রাত্রি। স্বগ্নে ঈশ্বর দর্শন।

উপস্থিত—দ্বিজ, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মাষ্টার, মহিমাচরণ ও তাঁহার হুই একটি সন্ধী, রাখাল, কিশোরী, শোকাত্রা ব্রাহ্মণী প্রভৃতি। ( ধর্থ ভাগ, ২৪শ খণ্ড)।

১১-৮-৮৫ - শ্রাবণ-শুক্লা-প্রতিপদ। দক্ষিণেশর।

विषय-दर्भानावनको श्रीवामकृष्ण। मात्रापर्मन।

**উপস্থিত**—রাথাল, নারায়ণ, শ্রীশ্রীমা। (৫ম ভাগ, ১৮শ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)।

১৬-৮-৮৫---শ্রোবণ-শুক্লা-যন্তী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—শশধর পণ্ডিতকে উপদেশ। ব্রহ্ম ও আহাশক্তি অভেদ। সমাধি। ভোগ ও কর্মা।

**উপস্থিত**—গিরীশ, রাম, নৃত্যগোপাল, কিশোরী, শশধর, তর্কচুড়ামণি প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ১৮শ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)।

২৭-৮-৮৫-শ্রাবণ-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া। দক্ষিণেশ্বর (অপরাহ্ন ৫টা)।

বিষয়—মধু তাক্তারের চিকিৎসা। সমাধি ও পণ্ডিত গ্রামাপদর প্রতি কুপা।

**উপস্থিত**—পণ্ডিত শ্রামাপদ, মাষ্টার, রাথাল, লাটু প্রভৃতি। ( ৪র্থ ভাগ ২০শ থণ্ড)।

২৮-৮-৮৫-শ্রাবণ-কৃষ্ণা-তৃতীয়।। দক্ষিণেশর (প্রাতঃকাল)।

বিষয় — মণির সহিত যীশুখুষ্ট ( Jesus Christ ) সম্বন্ধে কথা।

উপস্থিত-মণি। ( ৪র্থ ভাগ, ১৫শ খণ্ড )।

৩১-৮-৮৫--- व्यादग-कृष्ण-यष्ठी। निकारायत, ताबि।

বিষয়—মাষ্টারের সহিত স্থবোধ, ক্ষীরোদ, ভগবান ডাক্তার ও নিতাই ডাক্তারের কথা।

উপন্ধিত—মাষ্টার, গঙ্গাধর প্রভৃতি। ( ৪র্থ ভাগ, ২৬শ থও)।

১-৯-৮৫---শ্রাবণ-কৃষ্ণা-অফ্টমী। জন্মান্টমী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—গোপালের মার থাবার। বলরামের সহিত শ্রামাপদ ভট্টাচার্গ্যের. কথা। কাটোয়ার বৈষ্ণবের প্রতি উপদেশ। (গিরীশের গুব)। ঠাকুরের উপদেশ—ছই প্রকার ভক্ত।

উপস্থিত-মাষ্টার, রাম, নরেন্দ্র, গিরীশ, গোপালের মা, বলরাম,

২৮ দক্ষিণেশ্বর ও শ্রামপুকুর ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চরিত্র। ছোট নরেক্ত, নবগোপাল, কাটোয়ার বৈষ্ণব, রাথাল, লাটু, পাঞ্জাবী সাধু। ( ৪র্থ ভাগ, ২৬শ থণ্ড )।

২-৯-৮৫---শ্রোবণ-কৃষ্ণা-নবমী। নন্দোৎসব। দক্ষিণেশ্বর (মধ্যাহ্লের পর)।
বিষয়ে-ভগবান রুদ্রের কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা।

উপস্থিত—ভগবান রুদ্র M. D., মাষ্টার, রাখাল, লাটু প্রভৃতি। ( ৪র্থ ভাগ, ২৬শ খণ্ড)।

২০-৯-৮৫--ভাদ্র-শুক্লা-একাদশী। দক্ষিণেশব।

বিষয়—রোগ কেন ? আমি খুজে পাচ্ছিনি।

**উপস্থিত**—রাখাল ডাক্তার, নবগোপাল, হরলাল, লাটু প্রভৃতি। (৫ম ভাগ, ১৮শ খণ্ড, ৩য় পরিচেছদ)।

২৪-৯-৮৫-ভাদ্র-পূর্ণিমা। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়-মাষ্টারকে উপদেশ। দেহটা থোল।

উপস্থিত—মাষ্টার, রামলাল, দ্বিজর আত্মীয়া। (৫ম ভাগ, ১৮শ খণ্ড, শেষাংশ)।

## শ্রামপুকুর ১৮৮৫।

১৮-১০-৮৫---আখিন, বিজয়াদশমী। ভামপুকুর। ( সকাল ৮টা )।

বিষয়—স্থরেক্রের সহিত কথা—'ম। হৃদ্যে থাকুন'। মণির স্কুতিত শীভগবদগীতার কথা। মাষ্টারের সহিত ডাক্তার সরকার, গিরীশ ও কালীপদর কথা। ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ। মাহত নারায়ণ। অবতার ও সস্তান ভাব (Son-ship)। বিজয়ায় ভক্তদের কোলাকুলি ও ঠাকুরের পদধ্লি গ্রহণ। ছোট নরেনের আত্মীয়ের সহিত কথা।

উপস্থিত—স্থরেক্র, নবগোপাল, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, অমৃত, হেম, গিরীশ, ছোট নরেন তাঁহার আত্মীয় ছোকরা প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ২০শ খণ্ড)।

বিষয়—ঈশান ও ডাক্তার সরকারের, প্রতি উপদেশ। অবতার কথা ও (বিজ্ঞান শাস্ত্র)। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম।

**উপস্থিত—উ**শান, ডাব্রুগর সরকার, গিরীশ, মান্টার প্রভৃতি। ( ১ম ভাগ, -১১শ খণ্ড )।

২৩-১٠-৮৫--- আখিন-কোজাগর-পূর্ণিমা। (মধ্যাঙ্গ)।

বিষয়—ছোট নরেন প্রভৃতির সহিত কথা। ডাক্তারের বাড়ীতে মণির

সহিত ডাক্তারের কথা। শ্রামপুকুর বাড়ীতে ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা। আনন্দের কোয়াসার মধ্যে ক্রীড়া ও ভয়য়রা কালকামিনী রূপ দর্শন। 'লাগ ভেন্ধী'। শ্রীমূথ-কথিত চরিতামৃত—জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা। রামতারণের গান। ছোট নরেন প্রভৃতির ভাবাবস্থা। ডাক্তার সরকারের সহিত কথা— 'পাহাড়ের উপর থাল জমি'।

উপস্থিত—ছোট নরেন, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, লাটু, শনী, শরং, পন্টু, ভূপতি, গিরীশ, রামতারণ প্রভৃতি। ( ৪র্থ ভাগ, ২৭শ খণ্ড )।

২৪->০-৮৫---আবিন-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। খ্রামপুকুর। (বেলা ১টা ও সন্ধ্যার পর)।

বিষয়—ডাক্তার সরকারের সহিত কথা। Comparative History, Comparative Anatomy, Comparative Religion. ঠাকুরের সর্বধর্মন্দ্রনার । নরেক্রের গান। সন্ধ্যার পর সমাধি। দেবেক্র প্রভৃতির সহিত নিত্যগোপাল ও নরেক্রের কথা। জপাৎ সিদ্ধিঃ।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, নিত্যগোপাল দেবেন্দ্র, কালীপদ প্রভৃতি ( ৪র্থ ভাগ, ২৮শ খণ্ড )।

২৫-১০-৮৫—আশ্বিন-কফা-দ্বি গ্রীয়া, রবিবার, ১০ই কার্ত্তিক।

বিষয়—ডাক্তারের বাড়ীতে ডাক্তার সরকারের সহিত মাষ্টারের কথা।
মধ্যাহ্নর পর ঠাকুর্রের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা। বিজয়, মহিমাচরণ,
নরেন্দ্র প্রভৃতির সহিত কথা। ঠাকুরের সমাধি। ভূপতির শুব। নরেন্দ্রের গান ও ছোট নরেন, লাটু, ডাক্তার সরকার প্রভৃতির ভাব। বিজয় ও নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কথা। (সকাল ৬॥টা হইতে)।

উপাছিত—মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, ডাক্তারের বন্ধু, বিজয়, কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত, নরেন্দ্র, ছোট নরেন্দ্র, ম-চক্রবত্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, প্রভৃতি (১ম ভাগ, ১৬শ খণ্ড)।

২৬-১০-৮৫-—আশ্বিন কফা-তৃতীয়া, সোমবার ১১ই কার্ত্তিক। শ্রামপুকুর (সকাল, বেলা ৮টা )।

বিষয়—ডাক্তার ও মাষ্টার সংবাদ। পরমহংসদেব ও ভক্তদের সম্বন্ধে কথা। মধ্যাহ্দেব পর ডাক্তার সরকারের সহিত ঠাকুরের বিচার। মাহ্ম কি স্বাধীন, না ঈশ্বর কর্ত্তা। অহৈতুকী ভক্তি।

**উপস্থিত—**মাষ্টার, কালী, ডাক্তার, বন্ধু, গিরীশ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ প্রভৃতি। ( ১ম ভাগ, ১৭শ খণ্ড )।

২৭-১০-৮৫---আমিন-কফা-চতুর্থী। শ্রামপুকুর। (বেলা ১০টা ও পরে)।

#### ৩০ শ্যামপুকুর, ১৮৮৫। এরামকৃষ্ণের দৈনিক চরিত্র।

বিষয়—নরেক্রের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের উপদেশ। ছোট নরেনের কাছে তাড়িৎ-যন্ত্র দর্শন। বাগচীর প্রদত্ত 'ষড়ভূজমূর্ত্তি,' 'অহল্যা পাষাণী' প্রভৃতি আলেখ্য দর্শন। নরেক্রের বৈরাগ্যপূর্ণ গান।

উপ ছিত—নরেক্র, মণি, ছোট নরেন, অতুল ও তাঁহার বন্ধু মৃন্দেফ, চিত্রকর, অন্নদা বাগ্টী প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ২৯শ খণ্ড)।

২৭-১০-৮৫---আখিন-ক্ঞা-চতুর্থী। খ্রামপুকুর (বেলা অপরাহ্ন গোটা)।

বিষয়—নরেক্রের গান ও ঠাকুরের সমাধি। ডাক্তার ও শ্রাম বস্থ। ড়াক্তার, গিরীশ, নরেক্ত প্রভৃতির বিচার। গুরুপুজা ও অবতারবাদ।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শুাম বম্ন, গিরীশ, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন, রাথাল, মাষ্টার প্রভৃতি। (১ম ভাগ, ১৮শ থণ্ড)।

২৯-১০-৮৫---আখিন-কফা-ষষ্ঠা। শ্রামপুকুর। (বেলা ১০টা)।

বিষয়—শাঁথারিটোলায় ডাক্তারের বাড়ীতে তাঁহার সহিত ঠাকুর সম্বন্ধে মাষ্টারের কথা। ডাক্তার সরকার ও ভাহড়ীর প্রতি ঠাকুরের উপদেশ। মন্ত্যার পর শ্রাম বন্ধ প্রভৃতির প্রতি উপদেশ।

উপস্থিত—ডাক্তার সরকার, মাষ্টার, ডাক্তার ভাতৃড়ি, ছোট নরেন, শ্রাম বস্থ, দোকড়ি ভাক্তার প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ২৫শ খণ্ড)।

৩০-১০-৮৫-- আখিন-কুফা-সপ্তমী। শ্রামপুকুর। (বেলা ১টা ও পরে)।

বিষয়—মাষ্টারের সহিত পূর্ণ ও মনীক্র সম্বন্ধে কথা। ডাক্তার সরকারের বাড়ী ঠাকুরের সম্বন্ধে কথা। শুামপুকুর বাড়ীতে ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ। জ্ঞানীর ধ্যান। অপরাহ্ন বেলা ৫টার পর অথও দর্শন সম্বন্ধে নিভূতে কথা। কির্মায়ী লেখকের প্রতি উপদেপ।

**উপস্থিত**—মাষ্টার, ডাব্জার, ছোট নরেন, প্রতাপ, নরেন্দ্র প্রভৃতি। ( ৩য় ভাগ, ২১শ খণ্ড)।

৩১-১০-৮৫ আশ্বিন-কৃষ্ণা-অষ্টমী, ১৬ই কাত্তিক। স্থামপুকুর। (বেলা ১টা ও পরে)।

বিষয়—হরিবল্লভের সহিত কথা। খৃষ্টান মিশ্র দৃষ্টে ভাবাবেশ ও তাঁহার প্রতি উপদেশ। ঠাকুরের সমাধি। নরেক্রের গান।

**উপস্থিত**—হরিবল্লভ, ডাক্তার সরকার, মাষ্টার, মিশ্র। [Quaker] ( ৪র্থ ভাগ, ৩০শ খণ্ড)।

৬-১১-৮৫---আর্থিন-অমাবস্থা। খ্রামাপুজা--খ্রামপুকুর।

বিষয়-ঠম্ঠনের ৺সিদ্ধেশরীর প্রসাদ গ্রহণ। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন,

কালীপদ, মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা। (বেলা ১টা ও পরে)। বেলা ২টার পর—ডাক্তারের সহিত কথা ও তাঁহাকে রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের পুস্তক প্রদান। কালীপদ ও গিরীশের গান। হরিবল্লভ ও অধ্যাপক নালমণিকে সন্তাষণ। রাত্রি ৭টার পর জগন্মাতার পূজা। ঠাকুরের সমাধি ও ভক্তদের পূজা ও স্তব।

উপস্থিত-মাষ্টার, রাম, রাথাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, গিরীশ, খোকা (মণীক্রা), লাটু, ডাক্তার সরকার, হরিবল্লভ, অধ্যাপক নীল্মণি, শরং, শশী, চুণীলাল, ছোট নরেন, বিহারী প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ২২শ খণ্ড)।

## কাশীপুর ১৮৮৫।

২৩-১২-৮৫ —অগ্রহায়ণ-কুষ্ণা-দ্বিতীয়া। কাশীপুর। (সকাল হইতে) 'বিষয়-সকালে-'প্রেমের ছডাছডি'। মাষ্টার ও নিরঞ্জনের সহিত কর্থ।। অম্বথের গুহু উদ্দেশ্য। প্রীমুথকথিত চরিতামৃত—মণির কাছে মুক্তকণ্ঠ।

উপস্থিত-নিরঞ্জন, কালী, চুণী, শশী, মাষ্টার, নবগোপাল। ( ৪র্থ ভাগ, ৩১শ খণ্ড )।

৪-১-৮৬—অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী। কাশীপুর, সোমবার।

বিষয়—নরেক্রের সহিত কথা। নরেক্রের ঈশ্বরের জন্ম ব্যাকুলতা ও তীত্র বৈরাগ্য। (বেলা ৪টার পর)।

উপস্থিত-মণি, নরেন্দ্র, বুড়ে। গোপাল, নিরঞ্জন, শনী, প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ২৩শ খণ্ড )।

৫-১-৮৬---অগ্রহায়ণ-অমাবস্থা, মঙ্গলবার ২২শে পৌষ। কাশীপুর। বেলা ৪টার পর।

বিষয়—মণির সহিত নিভূতে কথা। সংসার ও নরক যন্ত্রণা। 'বাসনায় আগুন দিতে হয়'। বন্দোবস্তর জন্ম নরেন্দ্রের বাটা গমন।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি। ( ৩য় ভাগ, ২৩শ খণ্ড )।

১১-৩-৮৬—ফাল্পন-শুক্লা-ষষ্ঠী। কাশীপুর। ২৮শে ফাল্পন ১২৯২, রহম্পতিবার। (রাত্রি প্রায় ৮টা)।

বিষয়—কালীবাড়ীর মুহুরী ভোলানাথের নিকট হইতে শরতের তেল পানিতে যাওয়া। নরেক্রের প্রতি উপদেশ। 'মায়াবাদ শুক্নো'। 'নিত্যে পৌছে লীলায় থাকা এই পাকা মত।' মহিমাচরণ।

উপিছিজ—নরেক্র, শশী, মাষ্টার, বুড়োগোপাল, শরং প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ७२म श्रुष्ठ )।

>৪-৩-৮৬—ফাল্পন-শুক্না-নবমী। কাশীপুর। রবিবার, ২রা চৈত্র। বিষয়—ভক্তদের ৮পদদেবা। কেন অস্থা কট্ট সহু করা। (সন্ধ্যার পর)। উপস্থিত—নরেন্দ্র, রাখাল, মণি, গিরীশ, উপেন্দ্র ডাক্তার, নবগোপাল কবিরাজ, প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ২৪শ খণ্ড)।

>৫-৩-৮৬--ফাল্পন-শুক্লা-দশমী। তরা চৈত্র সোমবার। কাশীপুর। (সকাল ৭৮টা।)

বিষয়—মাষ্টার, রাখাল, নরেক্ত প্রভৃতির সহিত কথা। কেন লীলা সম্বরণ। নরেক্তের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ। নরেক্তের ত্যাগ ও বীরভাবের কথা। ভক্তদের কাছে গুহুকথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে?

উপস্থিত—নরেক্র, রাখাল, মাষ্টার, লাটু, সিঁতির গোপাল প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ২৪শ খণ্ড)।

৯-৪-৮৬— চৈত্র-শুক্লা-পঞ্চমী। কাশীপুর। শুক্রবার। (বেলা ৫টার পর)।

বিষয়—সেবককে একথানি গায়ের চাদর ও একজোড়া চটি জুতা আনিধার আদেশ। নরেক্রের সহিত বুদ্ধদেবের কথা। গুরুক্তপা প্রয়োজন। ঠাকুরের পাঁচ প্রকার সমাধি।

**উপস্থিত**—নরেক্র, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার, লাটু, শশা প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ২৫শ খণ্ড)।

>২-৪-৮৬— চৈত্র শুক্লা-অস্টমী। কাশীপুর। চড়ক সংক্রান্তি। (বেল ১২-৪-৮৬— চৈত্র শুক্লা-অস্টমী।

বিষয়—বাঁটী, হাতা, ছুরী ইত্যাদি চড়কের জিনিষ কিনিবার আদেশ।
সন্ধ্যার পর ফকিরের কাছে অপরাধ ভঞ্জন শুরু পাঠ শ্রবণ। মণিকে শাদা
পাধর বাটা আনিবার আদেশ।

**উপস্থিত—শ**র্না, মণি, ফকির, তারক প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ২৬শ খণ্ড)।

১৩-৪-৮৬— হৈত্র-শুক্লা-নব্মী। কাশীপুর। ১লা বৈশাথ, মঙ্গলবার— রামনব্মী। (সকাল ৮টার পর)।

বিষয়—রামের সহিত পীড়ার কথা। শ্রীনাথ ডাক্তার ও রাখাল হালদারের সহিত কথা। পাগলী সম্বন্ধে শশী ও রাখালের কথা। নববর্ষারম্ভে চরণপূজা ও ছটা ছোট মেয়ের গান। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নরেক্রের বিরক্তি। সন্ম্যাসার কঠিন নিয়ম। ঠাকুরের কাছে স্বরেক্রের উচ্ছাস। **উপস্থিত**—মণি, রাম, শ্রীনাথ ডাক্তার, ডাক্তার রাজেন্দ্র দন্ত, রাথাল হালদার, রাথাল, শনী, ছোট নরেন্দ্র, স্থরেন্দ্র প্রভৃতি (তন্ন ভাগ, ২৬শ খণ্ড)।

১৬-৪-৮৬--- চৈত্র-শুক্লা-ত্রয়োদশী। কাশীপুর। শুক্রবার রাত্রি।

বিষয়—গিরীশের প্রতি স্নেহ ও নানা কথা। সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয় ? শাস্ত্র ও অবতার।—রামাবতার ও ক্ষথাবতার।

উপস্থিত—গিরীশ, মাষ্টার, লাটু, শশী, বাব্রাম, নিরঞ্জন, রাথালাদি। (২য় ভাগ, ২৬শ খণ্ড)।

১৭-৪-৮৬— ৈ ত্র-শুক্লা-চতুর্দলী। কাশীপুর। শনিবার, ১৫ই বৈশাখ-রাত্র।
বিষয় – নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিলেন। ভক্তদের ধ্যান।
উপস্থিত—নরেন্দ্র, তারক, কালী, মণি প্রভৃতি (৪র্থ ভাগ, ৩৩শ খণ্ড)।
১১৮-৪-৮৬— চৈত্র-পূর্ণিমা। সকাল।

বিষর—মণির সহিত কথা; মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ। ঠাকুরের আত্ম-পূজা। নরেন্দ্রের বৌদ্ধধর্ম ও ঈশ্বরের অন্তিত্ব সম্বন্ধে কথা। ঠাকুরের মীমাংসা। স্বরেন্দ্রের সেবা ও স্বরেন্দ্রের প্রতি প্রসাদ। পুস্করিণীর ঘাটে সঙ্কীর্ত্তন।

উপস্থিত—নরেক্ত মাষ্টার, মন্মোহন, শশী, নিরঞ্জন, ডাক্তার রাজেক্ত্র, স্থরেক্ত প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ৩৩শ খণ্ড)।

২১-৪-৮৬—হৈত্র-কৃষ্ণা-তৃতীয়া। কাশীপুর। বুধবার হই বৈশাথ।

বিষয়—নরেক্ত ও ঈশ্বরের অন্তিত্ব—মণির সহিত কথা। রামলালের সেবা। পূর্ণের গাড়ীভাড়া। স্করেক্তের থদ্থদের পর্দা।

উপস্থিত—হীরানন্দ, নরেন্দ্র, রাথাল, মণি, ভবনাথ, রামলাল, গোপাল, হুরেন্দ্র, রাম, একজন ভক্ত প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ৩৫শ খণ্ড)।

২২-৪-৮৬— চৈত্র-কৃষ্ণা-চতুর্থী। কাশীপুর। বৃহস্পতিবার (অপরাহু)।
বিষয় – রাথাল, শর্না ও মাষ্টারের উভানপথে পাদচারণ ও ঠাকুরের
সম্বন্ধে কথা। হলঘরে ডাক্তার সরকার ও ডাক্তার রাজেক্রের সঙ্গে কামিনী
কাঞ্চন সম্বন্ধে কথা। ভবনাথের প্রতি উপদেশ। সিন্ধদেশের হীরানন্দের

সহিত কথ । নরেন্দ্রের স্তব পাঠ ও গান। হীরানন্দ ও মাষ্টারের সহিত ঠাকুরের শুহু কথা।

गर्भात्र देश स्था

**উপস্থিত—**রাখাল, শশা, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, রাজেন্দ্র ডাক্তার ভবনাথ, হীরানন্দ প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ২৭শ খণ্ড)।

২৩-৪-৮৬— ৈ ত্রৈ-কৃষ্ণা-পঞ্চমী। কাশীপুর, Good Friday. ( দ্বিপ্রহর )।
বিষয়—হারানন্দের কাশীপুর উত্তানে প্রসাদ পাওযা। ঠাকুরের পদসেবা।

৩৪ কাশীপুর ১৮৮৬; বরাহনগর মঠ, ৮৭। শ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চরিত্র। বৈকালে নরেন্দ্রাদি ভক্তের মজলিস। স্থরেন্দ্রের অভিমান ও ঠাকুরের সাস্থনা। ব্রাক্ষভক্ত অমৃতের প্রতি স্নেহ।

উপস্থিত—হীরানন্দ, মাষ্টার, নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাটু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরীশ, রাম, স্থরেন্দ্র, বাহ্মভক্ত অমৃত বস্থ প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ২১শ খণ্ড)।

২৪-৪-৮৬— চৈত্র-কৃষ্ণা-ষষ্ঠী। কাশীপুর। বিষয়—ভক্তের স্ত্রীপুত্রের প্রতি ন্নেহ। (২য় ভাগ, ২৭শ খণ্ড)। উপস্থিত—একজন ভক্ত ও তাঁহার পরিবার ও ছেলে প্রভৃতি।

২১-২-৮৭—ফাল্পন-কৃষ্ণা-চতুর্দশী। শিবরাত্রি। বরাহনগান্ত মঠ। বিষয়—তারক ও শরতের শিবসঙ্গীত। নরেক্রের কামিনী সম্বন্ধে তীগ্র বিরক্তি। শশীর নিত্যসেবা। মঠের বেলতলায় ভক্তদের গীতাপাঠ ও চার-প্রহরে শিবপূজা। (বেলা ১টা হইতে)।

২২-২-৮৭—চতুর্দদশী ও অমাবস্থা। বরাহনগর মঠ। প্রত্যুধে। বিষয়—নরেক্রাদি মঠের ভাইয়েদের গঙ্গান্ধান। শিবরাত্রি ব্রতের পর

উপস্থিত—( ২১শে ও ২২শে) নরেন্দ্র, মাষ্টার, রাখাল, তারক, শরৎ, শশী, কালী, বাব্রাম, হরীশ, সিঁতির গোপাল, সারদা, ভূপতি প্রভৃতি। ( ৪র্থ ভাগ, পরিশিষ্ট )।

২৫-৩-৮৭-বরাহনগর মঠ। গুক্রবার। ১২ই চৈত্র।

নরেক্রাদির পারণ।

বিষয়—নরেক্রের সহিত মাষ্টারের কথা। নরেক্রের পূর্ব্বকথা ও শ্রীরামরুঞ্চের ভালবাদা। নরেক্রের অথণ্ডের ঘর।

উপস্থিত—মাষ্টার, দেবেল্র, শশা, নরেল্র প্রভৃতি। ( ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট)। ৮-৪-৮৭—পূর্ণিমা। বরাহনগর মঠ। Good Friday. শুক্রবার। (বেলা ৮টা)।

বিষয়—শশীর পূজা। সন্ধ্যার পর বারান্দার উপর নরেক্রের সহিত মাষ্টারের কথা।

উপস্থিত—মাষ্টার, নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, বুড়োগোপাল, হরীশ, একটী ত্যাগী ভক্ত ও একটী গৃহী ভক্ত, নিরঞ্জন প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট)।

৯-৪-৮৭-বরাহনগর মঠ। (মধ্যাছের পর)।

বিষয়—নরেক্রের সহিত মাষ্টারের কথা। নরেক্রের পূর্ব্ব কথা। নরেক্রের প্রতি লোকশিক্ষার আদেশ ও শক্তি সঞ্চার। **উপস্থিত**—নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি ( ৩ম ভাগ, পরিশিষ্ট )।

৭-৫-৮৭—বৈশাখী-পূর্ণিমা ও জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। মাষ্টারের বাড়ী ও বরাহনগর মঠ।

বিষয়—নরেন্দ্রাদি ভক্তদের ঈশ্বরের জন্ম ব্যাকুলতা ও প্রয়োপবেশন প্রসঙ্গ। নরেন্দ্র কর্ত্তক মঠের তত্ত্বাবধান। সারদা ও ভবনাথের কথা। মঠের ভক্তদের যোগবাশিষ্ঠ পাঠ, সংকীর্ত্তনানন্দ ও নৃত্য। প্রত্যেহ গঙ্গাস্থান ও গুরুপূজা। দানাদের ঘর, ঠাকুর ঘর ও কালী তপস্থীর ঘর। শনীর পিতার মাগমন। রাখালের সহিত মাষ্টারের কথা। রাখালের বৈরাগ্য। নরেন্দ্রের গুরু গীতা পাঠ। নরেন্দ্রের সারদার প্রতি উপদেশ ও গান। নরেন্দ্রের মাষ্টারের সহিত কথা। নরেন্দ্রের কাঞ্চনে ঘুণা।

্উপস্থিত—নরেক্র, মাষ্টার, সাতু, রাথাল, শশী, প্রসন্ন, মঠের ভাই ও তাহার পিতা, একজন ভদ্রনোক, তারক হরীশ, ছোট গোপাল, বুড়োগোপাল প্রভৃতি। (২য় ভাগ, পরিশিষ্ট।)

৯-৫-৮৭—জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া। বরাহনগর মঠ। সোমবার (অপ-

বিষয়—রবীক্রের মঠে আগমন। মণির সহিত রবীক্রের নিভৃতে কথা। কলিকাতা হইতে নরেক্র, তারক ও হরীশেব প্রত্যাবর্ত্তন। নরেক্রের গানের হলে রবীক্রকে উপদেশ।

উপিছিত—নরেন্দ্র, মাষ্টার, বুড়োগোপাল, রবীন্দ্র, তারক, হরীশ, শশী, রাখাল, প্রসন্ন প্রভৃতি। (প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট)।

১০-৫-৮৭ — জ্যৈষ্ঠ-কুষ্ণা-তৃতীয়া। বরাহনগর মঠ। মঙ্গলবার।

বিষয়—জগন্মাতার পূজা ও তন্ত্র মতে হোম ও বলি। সানাত্তে নরেক্রের গাতাপাঠ ও স্কর করিয়া শুবপাঠ। 'চিদানন্দরপঃ শিবোহহং'।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মণি, রবীন্দ্র প্রভৃতি। (প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট)।

### পঞ্চম ভাগ—পরিশিষ্ট ১৮৮১—৮৪।

১-১-৮১—পৌষ। দক্ষিণেশর ; ঠাকুরের ঘর ও পঞ্চবটী।

বিষয়—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথা। সঙ্কীর্ত্তনানন্দে; ভোগাস্ত ও ব্যাকুলতা।

উপস্থিত—কেশব ও তাঁহার শিষ্যগণ, হৃদয়।

জুন-জুলাই ৮১। মন্মোহনের বাটী হইয়া স্করেন্দ্রের বাটী। বৈকাল ২টা। বিষয়---কুঞ্চ বিষয়ক কথা ও স্করেন্দ্রের মালা ত্যাগ ও পশ্চাৎ গ্রহণ। উপস্থিত—মহেন্দ্র গোস্বামী, স্থরেন্দ্র, মম্মোহন, ত্রৈলোক্য, ভোলানাথ পাল প্রভৃতি।

১৫-৭-৮১—কেশবের জাহাজে—দক্ষিণেশ্বর হইতে সোমড়া ও প্রভ্যা-গমন।

বিষয়-নিরাকার ত্রন্ধের কথা।

**উপস্থিত**—কেশব, ত্রৈলোক্য, গজেন্দ্রনারায়ণ, নগেন্দ্র প্রভৃতি।

৩-১২-৮১-মনোহনের বাটী। সংসারী ও ভগবান লাভ।

বিষয়—ত্যাগের কথা। সংসারী ও ভগবান লাভ।

উপস্থিত—কেশব, রাজেন্দ্র মিত্র, রাম, স্থরেন্দ্র, মন্মোহন, ঈশান (ভবানীপুর)।

১০-১২-৮১-মনোহনের বাটী হইয়া রাজেন্দ্র মিত্রের বাটী। বৈকাল এটা হইতে।

বিষয়—ঠাকুরের দাড়ান ফটো তোলা, রাধাবাজারে। সংসার ও ভগবান লাভের উপায়। গুরুভক্তি। ব্রাহ্মসমাজ ও ডুব দেওয়া। ব্রহ্ম ও শক্তি। সংকীর্ত্তনানন্দে।

উপৃত্বিত—রাম, মন্মোহন, কেশব, বাজেন্দ্র, ডাক্তার দোকড়ি, শৈলজা মুখজো।

১-১-৮২—জ্ঞান চৌধুরার বাড়ী। শিমুলিয়া, ব্রাক্ষমহোৎসব দিবস, বেলা ৫টা হইতে।

বিষয়—উপায় সাধু সঙ্গ। পাকা আমি। কেশবের সহিত সংকীর্ত্তনা-নন্দে নৃত্য।

উপস্থিত—কেশব সেন, রাম, মন্মোহন, বলরাম, নরেন্দ্র, রাজমোহন, জ্ঞান চৌধুরী, কেদার, রাথাল, ইদেশের গৌরী পণ্ডিত প্রভৃতি সঙ্গে।

৬-১২-৮৪—অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-চতুর্থী। অধরের বাটী।

বিষয়—যুগলরপের ব্যাখ্যা, 'ভ্যাম্ ভ্যাম্ ভ্যাম্ ভাভাম্ ভ্যাম্'। প্রচার ও আদেশ। পাণ্ডিত্য ও কামিনী কাঞ্চন। আগে ঈশ্বর, উপায় ব্যাকুল্ভা।

উপস্থিত—অধর, বৃদ্ধিম চট্টোপাধ্যায়, তৈলোক্য, রাখাল, শরৎ, সান্ন্যাল প্রভৃতি।

### শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দৈনিক চরিত্র বা শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্জিকা সমাপ্ত।

# প্রীপ্রীরাসকুষ্ণ কথায়ত।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগের সম্মিলিত

# ব্যক্তি—মূচী।

ি দ্রুমব্য—সংখ্যাত্রয়ের প্রথম Roman অক্ষরটাতে ভাগ দিতীয়টীতে খণ্ড এবং তৃতীয়টীতে পরিচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। ]

### প্রথমাবস্থার ভক্তগণ।

( বর্ণান্বক্রমিক।)

অচলানন্দ—III—শিবের কলম প্রথম প্রথম শোক সামলাতে পারলে মানবে না ৬, ২। না ৩৩, ১।

ক্লম্ভাকিশোর—I—নামে বিশ্বাস ২, ৬; আমি 'থ'-৭, ১।

১, ১; তার কি বিশ্বাস ১, ১; এঁড়ে-দার ঘাটে সাধু ১, ১; পৈতেটা ফেল্লে কেন ?' ১, ১; তুমি 'খ' ১, ১।

III-একবার কৃষ্ণ বা রাম নামে সেন-I-আমি চলাম, ৪১। সন্ধ্যার ফল ৬, ৩; মুচিকে শিব বলিয়ে তার হাতে জল থাওয়া— কি বিশ্বাস ৬. ৩।

1V-বলেছিল ঋষিরা দিয়েছিল বলে 'মরা মরা' শুদ্ধ মন্ত্র ৯, ২; কৃষ্ণ কিশোরের ছেলে রাম প্রসর ১২, ১; একাদশীতে ক্লফকিশোর লুচি ছকা থেলে ১২. ২: ভবনাথের মত ছই ছেলে মারা গেল-অত বড় জানী

V-কি বিখাস ৮, ২; বৃন্দাবনে 'তুই বল শিব'; আমাকে দেখে নৃত্য

II—কাছে অধ্যাত্ম গুন্তে যাওয়া ১১, ২; বলতো আমি 'খ' ১৬, ২।

গলাময়ী—III—কভ ক'রত ৩, ২, ছুলালী ব'লে ডাক্ভো। গোবিন্দ পাল ও গোপাল

IV-বরাহনগরের ছেলে-ছেলে-বেলা থেকেই ঈশ্বরে মন--গোপালের ভাব সমাধি হত; পঞ্চবটীতে বিদায় লয়েগেল, ২১, ৪। সেই বোধ হয় बिछा शाभानं, २८, ७।

গৌরী পণ্ডিভ—III অহংকার পাছে হয়, তাই 'আমি' না ব'লে 'ইনি' ব'লতো ১৭, ৪।

IV—ব'ল্ভো কালী ও গৌরাঙ্গ এক বোধ হ'লে ভবে ঠিক জ্ঞান হয়, ৯, ৪; স্ত্রীকে পূপাঞ্জলি দিয়ে পূজা করভো, ১১, ১; 'হারেরেরে নিরালম্ব লম্বোদর-জননী, পণ্ডিভেরা কেচো হয়ে যেভো, ১৫, ৩।

V—শক্তিদাধক; কর্ত্তাভজার কথান্ব রাগ, 'এ, ঐ' ১, ১। 'পরমহংদ বাব' পরিশিষ্ট (চ)।

চিনে শাঁখারী—II—বল্লে প্রথম অমুরাগ, ভাই সব সমান বোধ হচ্ছে ১৪, ৩।

III—উনি আমাকে খাইয়ে দেন না কেন, ১২, ১।

জন্মনারায়ণ পণ্ডিত — IV — খুব উদার — বল্লে কাশী যাবো, ১১, ১; অহংকার ছিল না, ২২, ৩।

**ত্রৈলক স্থামী**—V—বলে-ছিল বিচারে নানা বোধ হচ্ছে, ৬,৫।

দয়ানন্দ—II—বাগানে দর্শন করেছিলাম ১০, ৬; 'সন্দেশ সন্দেশ' বল—কাপ্তেনের ঠাকুরের সঙ্গে দয়ানন্দ দর্শন ১৯.৩।

**দারিক বাবু—IV—**মাইকেলকে সঙ্গে আনা ১৫, ৩।

V—চানকে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠার সময় কথা ১২, €।

**নটবর গোস্বামী**—IV—ভাহার বাটীতে ঠাকুর ২০, ২।

· V—ওদেশে, তাহার বাটীতে কীর্ত্তনা-নন্দে ঠাকুরের সমাধি ও দর্শন কথা ১২, ১। নারারণ শান্ত্রী—II—এসে দেখ্লে একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি ১৪, ৩।

IV—সাত বছর স্থায় শাস্ত্র পড়েছিল; 'হর হর' বল্তে বল্তে ভাব
হতো; বশিষ্ঠাশ্রমে তপন্থা কর্তে চলে
গেল। মাইকেলকে বল্লে, যে পেটের
জন্ম নিজের ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা
কি কইবো ? ১৫, ৩।

V—স্ত্রী ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ১২, ৪।

ছাঙটা (ভোভাপুরী —

I—তাদের মঠের একজন দিদ্ধ গণেশ-দক্ষী ১৪, ৬।

II—কাছে বেদান্ত শুনেছিলাম—
ব্ৰহ্ম সভ্য জগৎ মিধ্যা ৯, ২; সিকাই
এর দোষ ১৪, ২।

III—ভাঙ্টার স্ক্রবৃদ্ধি ১৩,২; 'মন বিলাতে নাহি' ১৫,৩; জ্ঞানীর ধাানের কথা ২১,৩।

IV—গান গুনে কারা ৮, ১; বাঘ আর ছাগলের গল ৮, ২; বলে এক ধনী সোনার থালায় সাধুদের থাওয়ালে ১৮, ৫; কালীঘরে আধ্যাত্ম পড়ছে ২৩, ১; বেদান্তের উপদেশ দিলে, তিন দিনেই সমাধি ২৪, ৩; বলতো—গভীর রাত্রে অনাহত শক্ষ শুনা যায় ২৪, ৪; বলতো—মনেতেই জগৎ ৩৩, ২।

V—আত্মহত্যার সঙ্কর ৩, ২; বল্তো মতের জন্ম সাধুসেবা হল না ১, ৪; বল্তো মনের লয় বৃদ্ধিতে, বৃদ্ধির লয় বোধস্বরূপে ১৫, ৩, বল্তো ঘটী রোজ মাজুতে হয় ১৬, ৩।

প্রত্বোচন—I—রামপ্রসাদের গান শুনে কারা, ৬, ১! উৎসবা-নন্দের সঙ্গে লিখে বিচার, ঠাকুরকে শুনান, ৬, ১।

IV—বলেছিল, ভোমার দঙ্গে কৈবর্ত্তের বাড়ীতে সভায় মাবো, তার আর
কি—হাড়ীর বাঙীতে গিয়ে থেতে
পারি, ৬, ৬; বলেছিল, তোমার
অবস্থা সভা ক'রে লোকদের বল্বো,
২৭, ১।

V — বলেছিল, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নাই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই, ৫, ৪।

বামনদাস ( উলোর )—1V—
বিখাসদের বাড়ীতে দেখা—বলেছিল,
বাবা বাঘ যেমন মানুষ ধরে,
তেমনি ঈশ্বরী এঁকে ধরে রয়েছেন,
১২, ৩।

ব্যক্ষণী—V—বেলতলায় অনেক তল্লের সাধন হয়েছিল, বামনী যোগাড় করতো, ২৩, ৯, বলতো, বাবা বেদান্ত গুনো না, ভক্তির হানি হবে; ২৪, ৩; সেজো বাবুকে বল্তো প্রতাপ ক্রু, ৩১, ২।

বৈষ্ণবচরণ —11— বলেছিল,

মানুষে ঈশ্বরদর্শন হ'লে পূর্ণ জ্ঞান

হবে, ১৩,২; সেজবাবুর কাছে বলে

ফেল্লে, মুক্তি দেবার একমাত্র কর্ত্তা

কেশব, ১৩, ৩। শেষে নরলীলাতেই

মনটী কুড়িয়ে আবে, ২২, ৩।

III—তোমার মুথে সেইগুলি গুন্তে আসি, ৪, ১। IV—বল্তো, নরলীলায় বিশ্বাস
হ'লে পূর্ণজ্ঞান হবে, ১১, ২; বল্তো
যে যাকে ভালবাসে, তাকে ইট বলে
জান্লে শীঘ্র ভগবানে মন হয়, ১২,১;
সেজ বাবুর কাছে শাক্তের নিলা
ক'রেছিল, ১৫, ১। রতির মা,
বৈষ্ণবচরণের দলের লোক, ১৫,১।

V—বলতো, তিনি শুদ্ধ মন শুদ্ধ-বৃদ্ধির গোচর,' বলতো পাপ, পাপ এ সব কি 'আৰুদ্ধ করো ৫, ৪।

মথুর বাবু—I—রাধাকান্তের গহনা চুরি উপলক্ষে, ৩, ৭, দেবেক্স ঠাকুরের নিকট ঠাকুরকে লইয়া যাওয়া, ১৩, ৫; ঠাকুরের সঙ্গে বৃন্দাবনে, ১৩, ৭; চক্র হালদার সম্পর্কে, ১৬, ৫; সঙ্গে গম্ন ও পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার, ১৭, ৩; 'তুমি মানো আর না মানো', ১৭,৪।

II—সঙ্গে তীর্থে কাশীতে—রাজা বাবুর বাড়ীতে ঠাকুরের "মা কোথায় আন্লে" বলে কারা, ১, ১; জানবাজারের বাটীতে দিনকতক রাখলে, ৬, ২; সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুর দর্শন, ৭, ১; বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুযোর বাড়ী, ৭, ১; বিফুখরের গয়না চুরীর কথা, ১০, ৪; 'মা একজন বড় মানুষ পেছনে দাও', তাই ভো় সেজো বাবু এতো সেবা করলে, ১১, ২, সঙ্গে বজরায় নবন্ধীপ দর্শনকথা, ১৪, ৩।

III—সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠক-থানায়, ৩, ২; সঙ্গে বৃন্দাবনে, ৩, ২; ভাব হলে। সর্বাদাই মাতালের মত,১৫, ১;'তুমি ও সব কেন ব'লবে', ১৭,৪।

IV-বিডালকে ঈশ্বরী বোধে লুচী খাওয়ান ও খাজাঞ্জীর পত্রসম্বন্ধে, १, ७; ठाकूरत्रत्र मरश जिन्नती पर्नन. ৮, ২; ঠাকুরের সঙ্গে জানবাজারে একত্র শয়ন, ১০,৬ ; ঠাকুরকে তালুক লিথে দিভে যাওয়া, ১৩, ৪; বৈষ্ণব-চরণের উপর বিরক্তি—শাক্তের নিন্দা শুনে, ১৫,১; রাধাকান্তের গয়না চুরি হওয়াতে ভিরস্কার, ১৮, ৪ ; ঠাকুরের আদেশে সাধু সেবার আলাদা ভাঁড়ার, ২০, ২; ঠাকুরকে জরীরসাজ পরান ও রূপার গুডগুডীতে তামাক খাওয়ান. ২০, ২; সঙ্গে বুন্দাবনে, স্বপ্নে রাথাল ক্বফ দুর্শন, ৮, ০; ব্রাহ্মণী বল্তো 'প্রতাপ রুদ্র', ৩১, ২; পাঁচ জনের মধ্যে একজন রসদ্ধার, ৩১, ২।

V—বন্ধনকালে অনেক রকম করে ছিল, ১, ২; ঠাকুরকে দিয়ে মকদ্দমা জিততে মাকালীকে আর্ঘ দেওয়া,১২,১।

মাইকেল দধুসূদন—IV —
নারায়ণ শাস্ত্রীর সহিত কথা প্রসঙ্গে,
১৫, ৩; ম্যাগেজিনের সাহেবের সঙ্গে
মকদমার জন্ম দারিক বাব্র সঙ্গে
এসেছিল; দপ্তরখানার বড় ঘরেদেখা
হল। আমায় বল্লে, কিছু বলুন, আমি
বল্লাম 'আমার মুখ কে যেন চেপে
ধরেছে', ১৫, ৩।

রাসমণি—II—কালীঘরে অন্ত-মনস্ক হয়ে ফুল বাছা—ছই চাপড়, ১,১১। লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী— LV—বেদান্তবাদী—ভারি স্ক্রবৃদ্ধি; ঠাকুরের নামে টাকা লিখে দিতে, তাহাকে নিষেধ, ২১, ৪।

শাস্তু মান্ত্রিক—I— হাঁসপাতাল করার কথা, ২, ৯; ঐ, ১০, ৬; ঠাকুরকে 'শাস্তিরাম সিং', বলা, ১৫, ২; আনন্দ পাও, তাই এস, ৭,৫।

1—'কি! তার নাম করে বেরিয়েছি
আবার বিপদ্', ৬, ৪; আশীর্কাদ
কর, যাতে এই ঐশ্বর্য্য তাঁর পাদপদ্মে
দিয়ে মর্তে পারি, ১০, ৪।

III—হাঁসপাতাল ডিসপেন্সারীর কথা, ১৬, ১।

IV—বোর বিকার—সর্বাধিকারী দেখে বলে ঔষধের গরম,১২,১; গুছে তাই গ্রাপ্তটা হয়ে বেড়াও,বেশআরাম', ১৩, ২; ব্যারামের সময় বলত 'হৃত্ব, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি, ২০' ৭; নাকটা টেপা ছিল,তাই ততসরল ছিল না, ২২, ৪; শস্তুর আফিম কাপড়ে বাঁধিয়া আনিতে ঠাকুর অক্ষম, ২৬,৩; রাঙা মুথ করে বলেছিল, সরল ভাবে ডাক্লে তিনি শুন্বেনই শুনবেন, ২৭, ৪; শস্তু একজন রসদার—তাকে আগে থাক্তে ভাবে দেখেছিলাম, গোরবর্ণ মাথায় তাজ, ৩১, ২।

V—কেশব সেনকে সঙ্গে করে শ্রীঠাকুরকে দর্শন, ৩, ২।

শাল গ্রামের ভাই—III— বিরাশী রকমের আসন জান্তো— লোভে হাজার টাকা নোট্ গিলে ফেলেছে, ৬, ২।

শ্রীরাম মলিক— III— সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল, এখানে যখন এলো তখন ছুঁতে পারলাম না—একেবারে (সংসারে) ডাইলুট হয়ে গেছে, ১৭, ২।

V—তার মায়ের পায়ের থিলথোলা ও পা পচা, ৯, ১।

হলধারী—I— গলিতহন্ত কাকে বলে, ৩৬; 'দাদা দেখবে এসো, ঘরে কে', ১৭, ৫।

II—'দাধু কি মাটীর খাঁচা? তার দেহ চিগ্নয়', ১,১; 'দিনে দাকার, রাতে নিরাকারে থাক্তো',৬,৪; 'তোর গীতা-পাঠের মুথে আগুন', ১৪, ৩।

III—বলতো — 'তিনি ভাবের অতীত—দেই কথা শুনে মা বলেন তুই ভাবেই থাক', ১, ২; জ্ঞানার ভাব, তবু আমায় বল্লে তোর ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে, ৯ ১; ডাক্তার সর্বাধিকারীকে হাত দেখালে, ১২ ১; পাগলের কথা আমায় বলে, শুনে বুক শুর্ জর্ করতে লাগলো, ১৫ ২; কালী ঘরে যথন অধ্যাত্ম পড়্ছিল, তথন হঠাৎ দেখলাম—রাম লক্ষ্মণ, ২৩ ৯; যথন মা বলে, তুই কি অক্ষর হতে চাদ্ তথন অক্ষর মানে হলধারীকে জিজ্ঞাদা কর্লাম—বলেছিল মানে পরমাত্মা, ৩১, ২।

**হাদর মুখোপাধ্যর**—I—ঠাকুরের সঙ্গে কোরগরে, ৪, ৬ পদ্ম;

লোচন পণ্ডিতকে জান্তে পাঠান, ৬,
১ শিওড়ে লোক খাওয়ান, ১৩, ২;
রাজপথে. ঠাকুর নিকটে ১৩, ২।

11—'এমন ভাবও দেখিনি, এমন রোগও দেখিনি', ৬, ৫।

III — বুন্দাবনে সঙ্গে, কালীয়দমন ঘাটে, ৩, ২; শন্ত্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও শেষে প্রত্যাখান, ৮,২; 'এখনও জমী জমী করছে',২২,২।

IV-রাধাক্ত, গ্রামক্তপথে ঠাকুরের দঙ্গে দঙ্গে পেছনে ৮, ১১; হাদয় থাকলে পায় হাত দেয় কে ১১, ২: 'হৃতি আমার রুফ্কিশোরের একাশনী করতে ইচ্ছা হচ্ছে'(লুচী ছকা খেয়ে) ২২, ২; দেশে তুর্গোৎসব করা, ১৫, ২; হাদয় সঙ্গে বেলঘোরের বাগানে কেশবকে প্রথম দর্শন, ১৫,২; মল্লিকরা হৃদয়ের বাড়ীতে খেলেনা,১৮ ১; দেজো বাবুর হৃদয়ের সঙ্গে আমায় তালুক লিখে দিতে পরামর্শ, ১৮, ৪ খ্রামবাজারে কীর্ত্তনের সময় ভিডে পাছে আমার স্লীগ্নী হয় এই ভয়ে হ্লদে আমায় মাঠে টেনেনিয়ে যেত,২০ ২: লক্ষীনারায়ণ মাড়োয়ারী হৃদের কাছে আমার নামে দশ হাজার টাকা निय पिछ ठाइँ (न, २) 8; ठीकूत কাশীতে, সেই সঙ্গে ২৩, ৪; প্রথম প্রথম হৃদে বলেছিল—মার কাছে একটু ক্ষমতা চাও--চাইতে গিয়ে দেখিলাম ত্রিশ প্রত্রিশ বছরের রাঁড কাপড় তুলে ভড় ভড় করে হাগ্ছে, তখন হৃদের উপর রাগ হল, ২৭, ৩; ব্যামোর জন্ম মাকে বল্লুম, মা হৃদে বলে তোমার কাছে বলতে', ২৭, ৩।

V — ঠাকুরের সঞ্চে বেলঘোরের বাগানে, ১,৩; ঠাকুরকে কলিকাতার লাট সাহেবের বাড়ী দেখান, ১৪,১; কেশব সেনকে দলবল সহ খাওয়ান —পরিশিষ্ট (খ)।

**হৃষিকেশের সাধু**—IV—ঠাকুরের পাঁচ প্রকার সমাধি, ২৪, ২।

### সাঙ্গোপাঙ্গাদি ভক্তগণ।

শ্রীশ্রীমা— III— নহবতে আজ কাল আছেন, ১২,১; কাশীপুর বাগানে ১লা বৈশাথ, ১২৯৩, ভক্তদের মাকে প্রণাম, ২৬, ২।

IV— শ্রীশ্রীমার ঠাকুরের সেবা ও ঠাকুরের তাঁহাকে প্রতি নমস্কার, ১১, ২।

V—ঠাকুর, কথা কহিতেছেন না দেখিয়া কাদিতেছেন, ১৮,১।

নরেক্রল — I — তুই কি বলিদ, ১,৬; মাহত নারায়ণ ১,৬, ফোঁদ কর্বি, ১,৬; নিত্যদিদ্ধ, (হোমা-পাখী) ১,৭; গান-চিস্তয় মম মানদ ও ঠাকুরেব সমাধি, ১,৮; তেজী গক ১,১০; কেশবের সঙ্গে জাহাজে বেড়ানর গল ভানান, ২,১০; গান ও ঠাকুরের সমাধি, ৭,৩; শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক, ৭,৫; ঈশ্বর কোটা, কত গুণ ৭,৩; অমৃত সাগরে ডুব দেওয়া ১০, ৭,১১,৩; ঈশ্বর বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে ১১,৩; ঈশ্বর

ধারণা, ১৪,২; ভাহার অন্ন-চিন্তা,
১৪ ২; 'ভাল আছ বাবা', ১৪
৫; গিরিশের সঙ্গে বিচার, ১৫,৭;
বিশিষ্টাবৈত বাদ ১৭,৪। কালীর ধ্যান
১৪,৮; ঠাকুরের নরেন্দ্রের গায়ে হাত
বুলান ও পরে সমাধি, ১৪,৯; গান—
সবছঃথ দূর করিলে—ঠাকুরের সমাধি,
১৪,৯; ব্রহ্ম এক ছয়ের পার, ১৬,৩;
শ্রামপুকুরে গান ও ঠাকুরের ভাব, ১৬
৪; 'আমি একে অনেক বার নিজে
দেখেছি',১৬,৫; গান—নিবিড় আঁধারে
মাগো ও ঠাকুরের সমাধি, ১৮,১;
গুরুপুজা, (God-like man) ১৮,৬;
১৮তক্য দেব ও ঠাকুরের প্রেমবিতরণ
—বরাহনগর মঠে, ১।

II—গল্লছেলে ঠাকুরের নিজের পূর্ববিস্থা বর্ণন, ১, ১; বামাচার পথ ভাল নয়, ১, ২; ইাটুতে পা বাড়াইয়া দিয়া ঠাকুরের সমাধি, ১৬, ১; থাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে জ্ঞানীর যদৃচ্ছালাভ, ১৬, ১; সমাধিস্থ হইয়া নরেক্রের পিঠের উপর বদিলেন, ১৭, ২; 'তুই গিরীশ ঘোষের ওথানে বেশী যাস', ২২, ২; 'যেন থাপথোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে', ২৭, ৩।

III—'আমি নান্তিক মত প'ড়ছি'
৮, ১; অনন্ত ব্রন্ধাণ্ড, অনন্ত অবতার
১৫ ২; গান ১৫ ৩; ব্যাকুলতা ও
তীব্র বৈরাগ্য ১৩, ২; ঠাকুরের পদসেবা ২৪, ১; আপনার ইচ্ছা আর
ঈশবের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে, ২৪
২; কি বুঝলি ২৪, ৩; বুদ্ধ অবতার

1V-বলরাম মন্দিরে-নব বুন্দাবন নাটকে যোগদান কথা; গান-৩, ১; আপনার লোক, নিরাকারে নিষ্ঠা, ৮,৪; বিবাহের কথা, ১২,১; বেটাছেলের ভাব, ১৪, ১, শক্তি মানে না, দেহ ধারণ কর্লে শক্তি মান্তে হয়, ১৬,৩; অধরের বাড়ীতে কীর্ত্তন, ১৭, ১; ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ, ১৭, ২; পিতৃবিয়োগে কষ্টও কর্ম্ম কাজের চেষ্টা, ১৮, ৪ ; বাড়ীর বড় ভাবনা, ১৯, ১ ; ঠাুকুরেরবেদান্ত সহন্ধে উপদেশ, ১৯, ৩ ; व्यात्रमनी त्रान, १ ३ ३ १ अथम नर्मन कथा, ২০,২; 'ওর একটু হিদাব বৃদ্ধি আছে', ২২, ৩; বলরামের বাড়ীতে ঠাকুরের নরেব্রুকে আদর, ২৩, ৪; 'এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটা নাই', ২৩,৭; ঠাকুরের নরেক্রকে লাল জ্যোতির মধ্যে সমাধিস্থ দর্শন, ২৪, ৩; বুকে ঠাকুরের পদ দেওয়ায় ভাবাবেশ কথা, ২৬, ২; সঙ্গে ঠাকুরের তীত্রবৈরাগ্য সম্বন্ধে কথা, ২৯, ১; তীত্র বৈরাগ্যের ান, ২৯, ১; ভক্তের লক্ষণ, ৩২,১; দক্ষিণেশরে পঞ্চবটীতে ঈশ্বরচিস্তা, ৩৩, ১; ঠাকু-(রর সামনে বুদ্ধসম্বন্ধে বিচার, ৩৩, ২; কামিনী সম্বন্ধে তীব্র বিরক্তি-বরাহ-নগর মঠ, ১; বেলভলায় শিবরাত্রিতে পুজা--বরাহনগর মঠ, ১।

V—রাজমোহনের বাটীতে গান, ২,৩; বলে 'পুত্তলিকা', ৬, ১; জন্মোৎ সব দিবসে পান, ১৬, ১; মদ্দের স্বভাব, উচু ঘর, ১৬, ২; 'সবই থিয়েটার', ১৭,৩; জ্ঞান চৌধুধুীর বাটীতে

রাখাল—1—'তোকে রাগালুম, ৩, ৩; নিত্যশিদ্ধ, ঈশ্বরকোটী,

II—আজকাল রাখালের স্বভাবটী কেমন হয়েছে'; নিত্যসিদ্ধের থাক, বেদের হোমাপাথী, ২, ৬; 'রাখাল তুই এসেছিস: ?' ১০, ২।

াাা—'বলুন যাতে আপনার দেহ থাকে', ২৪, ২; 'আপনি যেন আমাদের ফেলে না যান', ২৪, ৩; ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা ও বেশী কথা বলিতে নিষেধ, ২৫, ১; 'মদগুরু শ্রীজগৎগুরু', ২৬, ২; কিছু খাবি ? ২৬, ২।

IV--রাখাল দৃষ্টে ঠাকুরের যশোদার ভাব, ৩, ১; নন্দন বাগান ব্রাহ্ম সমাজে, ৪, ১; পেনেটার মহোৎসব ক্ষেত্ৰে, ৬, ১; Self-help পাঠ, 1, ১; পঞ্চবটী ঘরে ভাবাবিষ্ট, ৯, ৪; রাথালকে দেখিয়া সমাধিত্ব, ১০, ১; 'রাখাল আমার অবস্থা বুঝে না', ১০, ৬; জ্ঞান ভাজান বোধ হয়েছে, ১৩, ২, জানি আর ও আসক্ত হবে না', ১৪, ১; বেটাছেলের ভাব, ১৪, ১ ; বুন্দাধনে অস্থ্য ও তা'তে ঠাকুরের চিন্তা, ১৯,৫; ভাব হুইবার ২০,২; ব্রহ্মচক্র, ২৪, ৪; ঠাকুরের দৃষ্ট ছেলে, ৩১, ১; পিতাকে তীব্ৰ বৈরাগ্য কথা-বরাহ্নগর মঠ,১; মঠে শিবরাত্রিতে উপবাস ও শিবপূজা বরাহনগর মঠ, ১।

ঠাকুরের গোণালভাব, ৪,২; 'সঙ্গী', ৬,১।

বাবুরাম II—ঠাকুরের সঙ্গে "চৈতগুলীলা" অভিনয় দর্শন কালে, ১৪,৫; ম্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ, ২০,৩; দেওয়ালী দৃশু মধ্যে—গাড়ীর ভিতর, ২১,৩; 'ওরে, আরে। এগিয়ে পড়না', ২১,৩।

III---'তা যদি চাস ত চলে আয়' ১২,১; বাবুরামের জন্ম এলাম, ১৬,১।

IV—দক্ষিণেখরে, ঠাকুরের সঙ্গে, ১৯, ৪; দেখলাম—দেবীমূর্ত্তি গলায় হার, সখী সঙ্গে, ১৪, ১; প্রকৃতি ভাব, ১৪, ১; দরদি! ১৮, ১; পান সাজা, ১৮, ২; 'চলরে কালী ঘরে', ২০, ৩; ঠাকুর সঙ্গে নবীন নিয়োগীর বাড়ী নীলকণ্ঠের যাত্রা শ্রবণ, ২২,৪; কাশীপুর বাগানে, ৩২, ২; শিবপূজা—বরাহনগর মঠে, ১।

V — দক্ষিণেখয়ে রাত্রবাস; 'মা ওকে টেনে নাও', ৩, ২; নরেক্রকে ক্ষীর দিতে বলা, ১৬, ১।

ভবনাথ—I—স্থরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব মধ্যে, ১০, ৪।

11—জীবকোটা, ও ঈশ্বরকোটা কথা প্রসঙ্গে, ১৭, ১; ব্রন্ধচারীবেশে, ১৭, ৩; চণ্ডীতে লেখা তিনি টক্টক্ মার্ছেন—তার মানে কি ? ২৪, ৭; 'ঘোমটা দিয়ে কালাতে ভুলে গেলি', ২৭, ২;

III—ঈশ্বর মান্ত্ব হতে পারেন না—বিচারের দারা বোঝা যায় না ১৫, ২; ঈশ্বর যেন রেলের গাড়ীর গার্ড, জীব যেন 3rd class passenger, ১৫, ৪ ।

IV—গান, ৩,১; পেনেটী মহোৎসবে, ৬,১; সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরকে
ধারণ, ১৩, ৩; প্রকৃতিভাব, ১৪,১;
অধরের বাটীতে সন্ধার্তনানন্দে, ১৭,২;
'তুমি বাপু ঘটাতেও যেমন, তাড়াতেও
তেমনি!' ১৯,৩; অপরপের ঘর, ২০,
২; প্রামপুকুরের বরটী সেজে এলো,
তারপর আর দেখা নাই, ৩১,১।

V—অবতারের প্রতি ভালবাসা এলেই হল, ১২, ৬; Exhibition সম্বন্ধে কথা, ১৪,১; সে ভারি সরল', ১৪,১; 'তুই থাইয়ে দে, ১৬,১; 'তুই এত দেরীতে দেরীতে আসিদ্ কেন, ১৬,৩।

নিরঞ্জন—I—ভারি সরল, তবে একটু একটু মিথ্যা কথা কয়, ১০,২।

11—'ভাই ভোর মন কেমন কর্ছে', ২৬, ৩।

াাা—কালীপূজা দিবসে ঠাকুরের পায়ে ফুল দিয়া প্রণাম, ২২, ৩; নরেক্রের চাকরির জন্ম ভাবনা, ২৫,১।

া্থা—সরল, ১৪,১; বিয়ের কথায় বলেছে', আমায় ডুবুবে কেন? ১৬,৩; 'য়াই শালা ছুঁসনে', ১৮,৩, দারকানাথ ঠাকুরের দেনার কথা, ১৮,৪; বলে—ক'ই আমার মেয়েমাম্বরের দিকে মন নাই, ২,২৩; কিছুতেই লিগু নয়, ২,৩,৭; তাহার লেনা দেনা নাই, ২৩,

৮; 'তুই আমার বাপ, তোর কোলে তিনটেই মনে নেই—জমিন, বস্বো', ৩১, ১; বরাহনগর মঠ, ১। রূপেয়া', ২৩, ১; 'এর কি স্থা

V—নরেজ বন্দ্যোকে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিতে বলা, সরল, ১৫, ৫।

্**যাগীল্র-**—II—বলরাম মন্দিরে ঠাকুরের সঙ্গে, ২৪, ১।

III—নরেক্রের কথা ইনি আর লন না, ১৫, ২; ঠাকুরের পদদেবা, ১৯,৩।

IV—প্রত্যহ ঠাকুরের দর্শন করেন ৭, ২।

' পূর্ব—!—ভার জন্ম মন কেমন, ১০,১।

lll—'তার আকার আলাদা', ১৩
১ 'ওর জন্ম জপ করিয়ে নিলে!'
১৩, ১।

IV—পুরুষসত্তা দৈব অভাব—
অংশ শুধুনয়, কলা; কি চতুর, ২৩,
১; বিষ্ণুর অংশ, ২৩, ৩; ঠাকুরের
পূর্ণর জন্ম ব্যাকুলতা, ২৩, ৩; দর্শনে
ঠাকুরের আফ্লাদ, ২৩, ৫; উচু সাকার
ঘর, ২৩, ৭; 'ওদের আগে ফল তার
পর ফুল', ২৩, ৮; পূর্ণর পত্রপাঠ
শুনিয়া ঠাকুরের রোমাঞ্চ ২৬, ১।

**ছোট নরেন্দ্র**—1—খুব শুদ্ধ, ২৪, ১; 'একি ইংরাজিতে আছে ? ১৭, ৪।

ll—ভ্যামপুকুরে, ভাব যদি একটু বাড়ে ?' ২৫, ২।

III—দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সমাধিস্থ, ১২,২; 'ভোর হবে', ১২, ২; ঠাকুরের পা ধুইয়া দিতেছেন, ১৩, ১;

তিনটেই মনে নেই—জমিন, জরু রপেয়।', ২৩, ১; 'এর কি স্ক্র বৃদ্ধি', ১৬, ২; ভিতর বিষয় বৃদ্ধি আদপে চুকে নাই, ২৫,২; ব্রাক্রণীর বাড়ী, 'পিদ্দিম ধর', ১৯,১।

IV—পুরুষ সন্থা, ২৩, ৩; ঠাকুরের উপদেশ, ২৩, ৩; 'আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না ?' ২৩, ৫; সমাধিস্থ ঠাকুরকে ধরিয়া আছেন, ২৩, ৫; বড় ফুটোওয়ালা বাশ—ছেলে বেলায় ঈশ্বরের জন্ম কালা—ভয় নাই; দক্ষিণেশ্বরে তিন রাত্রি সমানে থাকে, ২৩, ৭; ওর কুস্তক আপনি হয়। আবার সমাধি! ২৪, ৪; দক্ষিণেশ্বরে জন্মাষ্টমী দিবসে, কপালে আবের কথা, ২৬, ১; ধ্যানে মগ্ন! অতি শুদ্ধ। ২৭, ৪; ঠাকুরকে তাড়িত উৎপাদন যন্ত্র দেখান, ২৯, ১; শ্রামপুকুর বাড়ীতে মিশ্রকে কুপা দিবসে, ৩০, ২।

বেলঘরের তায়ক—lil—সাধু সাবধান, ১২, ৪।

1V—সমাধি অবস্থায় বুকে পা, ২৩, ২; দেখলাম শিখার ন্তায় জল জল কর্তে কর্তে কি বেরিয়ে গেল, তার পেছু পেছু, ২৩, ২; মাছ হিসাবে 'মৃগেল', ২৩, ৭।

লাটু—1—বলরাম পৃহে, ১৪, ১।
11—'পান টান দিয়েছি', ২৬, ২;
সংসার ঘর থেকে একেবারে মুক্তিও
ধেই ধেই নাচ, ১৭,৩।

III—ভাব, ২২, ২; 'নোটো বসে

রয়েছে, তিনিই যেন বসে রয়েছেন', ২৪, ২।

IV—শিশি পড়ে ভেঙ্গে গেছে, ১২, ৩; নোটো চড়েই রয়েছে, ১৪, ১; ধেশী ধ্যান করিস্ বুঝি ? ১৬, ২; 'এ গজা দিব' ১৮, ৫; 'লঠনটা জ্বাল, একবার চল, '১৯, ৪। নোটো খতালে একত্রিশ জন ভক্ত, ৩১, ২। ভক্তদিগকে হরিনাম করিতে বলে পাঠান, ৩৩, ২।

V — मिक्स्पियंत मिन्स्ति चौठीकूरत्र भागग्राम ১२, १।

ভারক ঘোষাল (শিবানন্দ)
— lll — কাশীপুর বাগানে নবেক্র
সঙ্গে ২৬ ১।

IV—সাধক পিডার সন্তান।
ঠাকুরের চিবুক ধরিয়া আদব ৫,,।
বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন, ১৮. ২।
নরেক্র সঙ্গে দক্ষিণেখরে সাধন, ৩৩,১।

V—থোল বাজনা শিক্ষা ৯, ১। ঠাকুরের রোগ সম্পর্কে, ১৮, ৩।

**শরৎ**—¹—গ্রামপুকুর বাটীতে, ১৭,৩।

ll—নথেক্ত সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন ১৭, ৪।

lll—ঠ।কুরের চরণ ধুলি লইলেন, ২৭,৭।

१४ — দেখেছিলাম ঋষি খৃষ্টের (Chirst) এর দলে ছিল, ৩১, ২; দক্ষিণেখরে ভোলানাথ মূহরীর নিকট তৈল আনিতে যাওয়া ৩২, ১।

V—অধরের বাড়ী, পরিশিষ্ট (ক)

শনী—I!—মাংস খাওয়া উচিৎ কি না, ২৫, ১; কাশীপুর বাগানে, পাগলী এলে তাড়াব, ২৬, ২। বরাহ নগর মঠ, ১।

Ill—বৃদ্ধি কতরকম, ২৭, ১।

IV—ডাক্তাই সরকারের সহিষ্ঠ
ঠাকুরের সামনে পরিচয়, ২৭, ৫।
ঝিষি খৃষ্টের দলে ছিল, ৩১, ২।
'দক্ষিণেশ্বরে' যাইতে পারি, ৩২, ১।
ঠাকুরের কাছে নবেক্রকে ডাকা, ৪৩,২।

ক**†লী**— !—পূৰ্ণকে ডাকতে বাবো ১৭, ১।

ll—বুদ্ধদেবের চিন্তা ২৭, ১।
lll—গধায় নরেক্রের গানের কথা
২৫, ১।

IV—নরেক্রের সহিত পঞ্চবটাতে সাধন ৩৩, ১। বরাহনগর মঠ

**স্থাবোধ**—IV—ঠাকুরকে প্রথম দর্শন, ২৬, ১।

হরি ( তুরীয়ানন্দ )—IV মেয়ে মান্তবের দিকে মন নাই, ২২, ৩। ঠাকুরের বেদান্তের উপদেশ, ২৩, ৩।

V—সংসারে এত ছঃখ কেন? ১৫, ৫।

গঙ্গাধর — IV — জাহাজে কালনায়, ১৪, ১; নবেন্দ্রের সঙ্গে মহিমার বাড়ী গান, ৩২, ১।

মাষ্টার—1—প্রথম দর্শন, ১,২; ঐরে আবাব এসেছে, ১,৯; আমাকে তোমার কি বোধ হয় ? ১,১০; কেশ-বের জাহাজে, ২, ১; মায়ে ঝিয়ে মঙ্গলবার, ২, ১০; বিজ্ঞের সঙ্গে নৌকার, ৪, ৭; তিন চোর ৫, ২; ঈশ্বীর রূপ, ৬, ৩; অন্তাবক্র সংহিতা, ৭, ১; সিংহবাহিণীঃ আবির্ভাব, ৭, ২; নবেন্দ্রের সক্তে Hamilton এর কথা, ৭, ৫; স্থবেন্দ্রের বাগানে নিবঞ্জন, ১০, ২; মাষ্ট্রার ও গোপী প্রেম, ১০, ৩; ভগবানদাসের কথা, ১০, ৪, ঈশানের বাটীতে নরেন্দ্র সঞ্জে, ১১, ১; প্রভূসঞ্জের বাকিন কেন ?' ১১, ১; প্রভূসঞ্জের বিকট, ১৩, ২; 'হার! কে বেন টেনে, আনেলো', ১৪, ১; ঠাকুরের সেবা, ১৪, ১; অবভার তত্ত্ব ১৪, ২।

II—'এসব কথাবার্ত্তা ভাল নয়', ১, ২; যে ঈশবের পথে বিদ্ন দেয় সে অবিভা ন্ত্রী, ১,২; সংসারী ফোঁস কর্তে হয়, ৮,১; ভক্তমাল পড়িয়া গুনাইতেছেন, ১১,৩; ঠাকুরকে 'দেবী চৌধুরাণী' শুনান, ২২,১।

III — সটকা কল জান ? ২,১; আপনাকে ঈশব স্বয়ং হাতে গড়েছেন, ৪,১। ঠাকুবের সামনে রামপ্রসাদী গান, ২২,২।

IV—পেনেটার মহোৎসব ক্ষেত্রে ও ফিরিবার কালে মতিশীলের ঠাকুর বাড়ী, ঠাকুর সলে, ৬, ২; সবত্যাগ করিও না মা! >, ৪; মত্তক ও হাদর পর্শা করিয়া ঠাকুরের আশীর্কাদ, ১২, ৩; আচ্ছো জোন্বার ভাটা কেন হয়? ১৮, ২; 'র্যাই শালা নাচ', ১৮, ৩; কুমি এসব মানো? ১৮, ৫; রূপ মানিতে হয়, ২৩, ১; ভোমার আন্বিন মাসের রাড় মনে আন্হেণ্ড ২৩, ৩;

ভিতরে হাসি আছে, ২৩, ৯; ঠাকুরের সন্মুখে ব্রহ্মচক্রে, ২৪, ৪; এখানকার জন্ম একথানি টুল আনবে, ৩১, ১; ভোমার মেয়েদের জার গান শিথিও না, ৩৩, ১।

V — 'ইনি কেন ওখানে ধান না, জিজ্ঞাসা কর ত গা,' ১, ৩; ঠাকুরের সঙ্গে Wilson সার্কাসে, ২, ২; তোমরা শাক্ত, ১, ২; বুঝি পাচিল ডিন্দিছে পালালো, ১২, ৩; বিশ্বাস, ১৩, ৩।

বলরাম—I—বিজয গোসামী দক্ষে দক্ষিণেশরে, ১৪, ১; অরদা গুহের কাছে নরেন্দ্রের আনাগোনা, আছে, ১৪, ২; তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও, ১৪, ৫।

II—ওগো আর তুমি এখানে বেও, ৬, ১।

III—মাধায় পাগড়ী; ১, ৭; কামিনী, কাঞ্চনই মায়া, ৩, ৩।

IV—দক্ষিণেশ্ব হইতে নৌকাবোগে কলিকাভার, ১৬, ২; 'আছা বলরামের কি স্বভাব!' ২০, ২; বাড়ীতে রথ্যাত্রা, ২৩, ৩; বলরামের বন্দোবন্ধ, ২৩, ৫; পূর্বাদির সম্বন্ধে ঠাকুরের সক্ষেত্রাক্রের কলে, ২৩, ৮ ও ২৩, ৯; চৈত্তন্যদেবের সক্ষার্ত্তনের কলে ঠাকুরের বলরামকে দর্শন ২৪, ৩; শ্রামাপদ ভট্টাচার্ব্যের কলা, ২৬, ২।

V—দাস ভাব, ১,১; হাত সারবে না,১৪,১।

গিরীশ—I—বশরাম ভবনে অবতার কথা প্রসঙ্গে, ১৪, ২; নিজগুহে শ্রীঠাকুরকে সেবা, ১৪, ৬; নবেক্স সহ তর্ক বিচারে, ১৪, ৭; ডাব্রুণার সরকার সহ তর্ক বিচারে, ১৫, ৩ ও ১৭, ৪ ও ১৮, ৫; খ্রামপুকুরে শ্রীঠাকুরের সবেদ, ১৭, ৪ ।

II— পিষেটারে চৈতন্যলীলা দর্শন উপলক্ষে, ১৪, ৫; নিজ বাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া উৎসব, ২৪, ৩; আপনার সব বে-আইনী – ২৬, ৩; একালী প্রেম কাকে বলে গু২৪, ৬।

III— ন্টার পিষেটারে, ১১, ১;
ওতে লোক শিক্ষা হবে, ১১, ১;
একটা সাধ, অহৈতৃকী ভক্তি, ১১, ২;
'তরে তরকে জভকে ত্রিভকে বেবা ভাবে', ১১, ৩; 'তুমি দিন দিন শুদ্দ হবে,' ১০, ০; ঠাকুরকে হুব, ২২, ৩; সারদা (প্রসন্ন) ছেলেটা কিছু বেশ. ২২, ৪: 'এ রপটা ও দেখচি', ২৪. ১।

IV—ঠাকুবের কুষ্ঠী দর্শন, ২৩, 
১; ঠাকুরের সাধন কেন জিজ্ঞাসায়,
২৩, ১; দক্ষিণেখরে জন্মাইনী দিবসে
তাব—প্রার্থনা—আমমোক্তারি ক্থা, ২৬,
২; ডাক্তার সরকার সঙ্গে ক্থা প্রসংজ,
২৭, ৫।

V—আপনার সব কার্যা এক্রিফের
মত্তন, ১৬, ১ 'ফচকিমিতে আপনাকে
পাল্লুম না', ১৬, ২; প্রিঠাকুর গিরীশের
বাটা, ১৭, ১; ষ্টার বিষাটারে, ১৭, ২;
'রশুনের গন্ধ কি বাবে', ১৭, ৩; 'তুমি
আর তিন বার এসো, ১৮, ২।

त्राम—I-- त्राम व्यशकः! उत्वहे

হয়েছে ! ১•, ৪ ; মিছে তর্কে কি হবে, ১৪. ৭।

II—'হরিশ্চশ্র' কথকতা দিবনে ঠাকুরের সহিত ঈশ্বনীয় কথা প্রসংদ, ৫,১; কেশব সেন কণা প্রসংদ, ১৩, ৩।

III —বাড়ীতে ঠাকুর সঙ্গে, ৭. ০; দেবেক্সের বাড়ী উংসবানন্দে, ১৩, ৪; ঠাকুরের জ্বন্য ফুলের মালা লইয় আগমন, ২৬, ২।

IV—পূপ মালা দিয়া ঠাকুরের

শ্রীপাদপল্ল বিভূষিত করিয়াছেন, ৫, ১;
পেনেটীর মহোৎসবে ঠাকুর সঙ্গে, ৬
১; বেদান্তবাদী সাধু ঠাকুরবে
দেখাইতে আনর্যন, ১ ১।

V—প্রথম দর্শন, ১, ৩; কেশবের
বাটাতে, ১, ৩; কেদারের উৎসব দিবতে
দক্ষিণেখনে, ২, ১; তার বাড়ীতে
কার্ত্তনানন্দে, ৫, ৩; তাহার কাঁকুড়গার্হ
বাগানে, ১৩, ২; জংলাংসব দিবতে
ঠাকুরকে বৃত্তন কাণড় পরান, ১৬, ১।

মনমোহন — I — বামই স হয়েছেন তবে, ১৩, ১।

IV—ঠাকুবের জ্বনোৎসব দিবং
দক্ষিণেশ্বে, ১৩, ৩; বসরাম ভবং
পুন্ধাত্তা দিবনে, ১৫, ৩; ভাবাবিং
২২, ৫; ভামপুকুবে ভাজার সরকা
সঙ্গে কথা প্রস্কুবে, ২৭, ৪; ঠাকুরের
নির্মাল্য প্রদান, ৩২, ১।

V—ভাহার বাটীতে শ্রীঠাকুর,

<sup>৪</sup> ; ভাহার বাটীতে কেশব দেন প্রভৃতি সহ উৎসব—পরিনিষ্ট (ম)।

**প্রবেজ – I — আজা ই। আ**মার বড় দাদা, ১৪,৩।

II— অন্তর্ণা পুঞা দিবসে ঠাকুরের ।কে কীর্তনানন্দে, ৪, ৩; দক্ষিণেশরে ।াঝে মাঝে এসে রাত্রে থাকিবার জন্ম বছানা আনা কিন্তু পরিবারের বারন, ১, ৩; থস্থসের পদ্দা টান্ধিয়ে দিও,' ৭, ২; 'উনি ভাব নিয়ে তু,' ২০, ৭।।বিশিন প্রতিষ্ঠাত।।

াাা — 'ঈশর তো আমপরামণ, তনি ত ভক্তকে দেখবেন,' ৮,১; এখন
মাই, পরে বাবু হয়ে যাব, ৯,৪;
বামি তখন মা বলে ডাকছি, ২০,১;
গালীপুজা দিবসে ভক্ত সঞ্চে আনন্দ,
২২,৩; ফলফুল লইয়া ঠাকুরকে দর্শন,
১৬,২; যিনি কালী তাঁকে দর্শন, ২৬,
১; ভাব, ২২, ২।

IV—দেবী পুত্র, ৮,০; প্রতি গকুরের ক্ষেহ, ১৩,১; ঠাকুরের প্রদাদী গলা প্রাপ্তি, ভাবাবিষ্টপ্রায় হইয়া গান, ৩৩,২।

V – ভাহার বাগানে শ্রীঠাকুর, ১৩,

; দক্ষিণেখনে জন্ম মহোৎসবে,

৬, ১; 'মানো মাঝে এসো,' ১৬, ৩;

নালা ঠাকুর কর্ত্ত দুরে নিক্ষেপ —

বিশিষ্ট (গ) ৷

निष्णुरभाग-I- इहे अक अभ नीटह शांकिन, ১৪, ७।

II-'जूहे किছू थावि ? २, २;

'নাধু সাবধান,' ২, ২ ; 'তুই কেবল চুপ করে থাকিস্ !' ২২, ৪।

III—কোলে পা ছড়াইরা ঠাকুরের সমাধি, ১৬, ১।

IV—মেরে মাহর সহজে ঠাকুর জীহাকে সাবধান করেন, ২,১; প্রতি ভাব,২০,১; প্রতিদেহে 'গোপাল সেন,' ২৪,০; অবস্থা পরিবর্ত্তন কিছুদিনের জন্ম হ'বে ব'লে বোধ হয়, ২৮,১;—বরাহনগর মঠ১।

V—ভাবে বক্ষ রক্তিমবর্ণ,১,১;

V—ভাবে বক্ষ রাজমবর্ণ, ১, ১; ঠাকুর ভাষাকে এই একগ্রাস খাওয়াইয় দিলেন, ১৬, ১; ঠাকুরের প্রশংসা, ১৬, ৪।

আধর II—থব বোক চাই তবে সাধন হয়, ৩, ৬; তোমাদের বোগ ও ভোগ হুই আছে, ১২, १।

III —ঠাকুরকে দর্শন করার জ্বন্য ব্যাকুল, ৪, ২।

IV—কিগো এতদিন আস নাই
কেন 

কেন 

১২, 

১; সীতাক্ত্তের কথা

১৬, 

১; বাড়ীতে আনন্দ মহোৎসব,

১৭, 

১; নৃতন চাকরীর চেইছে ঠাকুরের
নির্ভিমার্গের কথা, ১৮,৪; ষত্মজিকের
বাগান সম্পর্কে জোলানাথকে অভয়
ও ঠাকুরের চিন্তা দুর, ১৯, ৮।

V—প্রথম দর্শন, ৪, ২; তাহার বাড়ীতে প্রীঠাকুর, ৬, ১; বাড়ীতে ঠাকুরকে চণ্ডার গান শুনান, ৭, ৩; তার ভিহ্নাতে ঠাকুর দিখিয়া দিলেন, ৭, ৪; হাত ব্লিমে দিতে পার, ১৪,১; তবু খাঁদি ফাঁদির বশ, ১৫, ৪। পার-দিই (ক) বহিমসহ।

কেলার--I-->, ৭; এখানে পেটভরা পেলাম, ১৬, ৩ঃ

II—শক্ষ ব্ৰেক্ষের কথা, ২,৩; মহা-পুক্ষ বেন এন্জিন, ২,৮; ভজ্জ হলে চণ্ডালের অন্ন খাওবা যায়, ১৮,৩।

III — গিরীশ ঘোবের সজে খুব মিল, ২৬, ১।

IV—তাহাকে দেখিয়া ঠাকুরের বুন্দাবনলালা উদ্দাপন, ১, ৪; ঠাকুরের বুন্দাস্ট ধারণ, শক্তি দঞ্চার হইবে ধারণায়,৫,১; রামের আনীত সাধুর সম্বদ্ধে মত ও ঠাকুরের প্রতিবাদ,২,১; তোমা-দের এত বড় বড় গোঁণ তরু ঐতেই রয়েছে,' ১৩, ২; ঠাকুর কেদারের বুকে হাত বুলিমে দিতে পারলেন না, ২৩,৮।

V — দক্ষিণেখনে **ভা**হার উৎসব, ২, ১।

কা**েপ্তান**— I — নরেন্দ্রাদি সঙ্গের, ৭, ৩; ভারি ভক্ত, ১৬, ৫।

III— জ্রীঠাকুর কথিত কাণ্ডেন চরিত্র, ১৭, ১; সপুত্র ঠাকুরকে দর্শন, ১৭, ৩; 'ক্যা দৃষ্টাস্ত, ১৭, ৪।

IV—ছভাব, ১২, ৩; গাড়ীভাড়া দেওন্বার কথা, ১৩, ২; বলে, তুমি মাছ খাও বলে সিদ্ধাই হয় না, ১৪, ১; বেশ বলে—নিরাকারের পর সাকার, ১৪,১; বেদিন আমায় প্রথম দেখলে, সেদিন রাভ রয়ে গেল, ১৫, ৩; কাপ্তেনের ভক্তি, ২০, ১।

নারায়ণ— I - বলরাম ভবনে, ১৪, ২; আপনার গান হবে না, ১৪,৩ ছাত ধবিতে যাওয়া, ১৪,৬।

II-- काम यान् (नथाम निरंप

থাবি, ১৬, ২ ; ঠাকুরের স্নেছ, ১৯,২।
III—ঠাকুরের নারায়ণকে থাওয়ান
১০, ৩ ; ওর খুব সন্ধা, ১০, ৪।

IV—কেমন স্বভাব দেখেছ, ১৮,২;
সে আমার বলে আপনি সব. ২২,৩,
তার প্রতি ঠাকুরের ত্যাগের উপদেশ,
২২,৩; ঠাকুরের নারাংণকে দেখিবার
জন্য ব্যাকুলতা ও বাব্রামকে দেখা
করিতে বলা, ২২,৪; বলরাম ভবনে
ঠাকুরের সহিত কথাপ্রসঙ্গে ২৩,২।

V— eেরে পাশ মৃক্ত শিব পাশ্বদ্ধ জীব, ১৭, ২; মাতোর ভাল করবৈ, ১৮,১।

দেবেজ্জ-III- 'ঋণং রুত্বা ঘুঙং পিবেং', ১৩, ১; বাড়ীতে মহোৎসবে ১৩. ২; ব্রাহ্মণীর বাড়ী মহোৎসবে ১৯, ১।

IV—নিত্যগোপালের কথা ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন ২৮, ১।

V---আমাদের ভিতর কলারের পোর ১৭, ৩।

## **ह्नीमाम**— I— >8, २।

II — বুন্দাবন দর্শন কথা, ১৪,১।
IV — বুন্দাবন হইতে ফিরিয়া নিতাগোপালের সংবাদ ঠাকুরকে শুনান,
১৭, ২, কাশীপুর বাগানে, ৩১,১;
আনাগোনাম ঠাকুরের উদ্দাপন, ৩১,২।
রাম্লাল—I—১,৪।

II—অধ্যাত্ম রামারণ পড়িয়া ঠাকুরকে গুনাইডেছেন, ১২, ১।

III-- গামলাল গান গাহিতেছেন, ৪, ২। IV—ভক্তমাল হইতে প্রহলাদ চরিত্র পাঠ, ৭, ১; গান, ৯, ৪; মহেন্দ্র কবিরাজের টাকা ফেরং দিতে ঠাকুরের আজ্ঞা, ২১, ২; ঠাকুরের ঘরে রেকাবী হারান কথা ২২; ১; ঠাকুরের পদসেবা, ৩৩, ৩।

V — গান, ৬, ২; গিরীশ লোষের সঙ্গে আলাপ কর্থিয়েটার দেখডে পাবি, ১৬, ২; 'তাহলে ছবিথানং এঁকেই দিলাম' ১৮, ৩।

্বেকশব-- I-- কেখনের জন্য মার কাছে কাঁদতুম, ১, ৩; আলি কিল লীলাপ্রসঙ্গে, ২, ৪; চাঁদনীতে lecture কথা, ৩, ৭; 'তুমি আলি শক্তিকে মানো, ৬, ২; 'এরই ল্যাজ খনেছে,' ১৩, ৫; 'কি সরল,' ১৫, ৩।

II—কমল কুঠিরে ঠাকুরের সঙ্গে, ১০, ৩; প্রথম দেখা—আদিস্মাঞ্ছে ধ্যানস্থ, ১৯, ১।

III—'এই ছোকরার ফাতা ডুবেছে, ১৪, ৩; 'বলেছিলাম অহং ড্যাগ করতে হবে, ১৭, ৪।

IV – ঠাকুরের কেশবের বাড়ীতে
নববুন্দাবন নাটক দর্শন কথা—রোগ
ভোগ, ৩, ১; 'দেখলাম বড় রাজসিক,
৭, ৪; কেশবের শরীর ত্যাগের কথা,
১১, ১; 'ছুদিক রাখতে গেল, ভেমন
কিছু পারলে না,' ১৩, ৪; ঠাকুরের
কেশবকে প্রথম দর্শন কথা, ১৫, ৩;
'মা এখানে আসিস্ নি,' ২০, ৩; বাপ
ভাল না হলে ছেলে অমন ভক্ত হর না
২১, ২; কেশব বাবুর নিবট ঐতিক

লোক গমন বিষয়ক কথা, ২২, ৪;

'সমাধি অবস্থার দেখলাম—কেশবদেন
আর তার দল,' ২৪, ৩; সংসারের
গোছগাছ করে পরে ঈশবচিন্তা হয়

কিনা, ২২, ১।

V—তাহার বাড়ীতে শ্রীরামরুক্ষ
১, ৩; ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের
পূর্বকণা, ১, ৩; তাহার অস্থে
ঠাকুরের ভাব চিনি মানা, ১,৩; Free
will এর কথার, ৩,২; ঘূটার ভিতর
মাছ', ১২, ৫; আগে খুরানি মত
চিন্তা, ১৩,৩; এখন কালী মানে, ১৩,
৩; তাহাকে ঠাকুর নমন্ধার করিতে
শেখান, ১৫, ৪; ৬ আঁাসচ্বড়ী ১৫,
৪; 'এখানে আসতে! তথুগায়ে কল
হাতে করে, ১৫,৪।

বিজয়— I— কশবের সহিত্ত
মিলন, ২, ১; কামিনী ও দাসত্ব, ৪,৪;
'তুমি কি বাসা পাকড়েছ' ? ৮,৩;
হক্ষবাদ, ১০, ৮; ঠাকুরের চরণ বক্ষে
ধারণ, ৬,৩; ঢাকায় তাঁকে দেখেছি
গা ছুয়ে!' ১৪, ৫ ৷

II—সাধারণ আন্ধান সমাজে ঈশ্বীয় কথাপ্রসক্ষে, ১৫, ১; মহাইমী দিবসে রামের বাড়ীতে ঈশ্বীয় কথা প্রসক্ষে, ১৬, ১; অধ্বের বাড়ী ঈশ্বীয় কথা প্রসক্ষে, ১৮, ৩।

III—সাধুর সাক্ষাৎ কথাপ্রসংক, ১০, ১ ৷ নৃত্য করিতে করিতে দিগম্বর, ১০, ৪।

IV— পঞ্বটীমূলে, ১০, ১০ ; 'বেশ সরল,' ২১, ২ ! V—মণি মলিকের বাড়ীতে উৎসবে উপাসনা, ৩, ১।

হীরানন্দ — II — নরেন্দ্রের সহিত বিচার, ২৭, ৩; কি শাস্ত, যেন রোজার কাছে জাত সাপ, ২৭, ৩; ঠাকুরের পারে হাত বুলাইডেছেন, ২৭, ৫।

IV - कामीश्रवन वांशात, ००, २;

ভেজচ প্র— III— একবার তাকে জিজাসা করে দেখ— আমার কি বলে ? >•. ৪।

IV— 'অবসর নাই! এই বলি সংসার ভ্যাগ করিব,' ২৩, ২।

V—'ওরা নির্মল আধার,' ১৭, ২।
হরিপদ—I—দেখিস্থেন আনিস,
১৪, ৮ ।

II—ঠাকুরের পদদেবা করিভেছেন ২•. ২।

IV— তুই কিরপ ধ্যান করিস, ১৬, ৩; 'এক ঘোষপাড়ার মাগীর পালায় পড়েছে,' ২৩, ২; ছেলেদের ধন প্রধার কথা, ২৩, ১।

V—স**ঙ্গে আ**নিশ চাটুষ্যের কথা, ১৩,৩।

ছব্লি—( মুখুব্যুদের)—III—
তুই গিরীশ বোবের বাড়ী যাস,
১২, ১; ওর ভক্তি ত কম নর,
১৪,৪।

IV— মাকে জিজ্ঞানা করে মন্ত্র নিও ২১, ৫; দেখি ভোর হাত দেখি, ২২, ৪।

কালীপদ- III - গিরীশ

ঘোষের কথা, ২•, ২; খামপুকুরে কালীপুঞা দিবসে, ২২, ২।

IV-- 'আমাদের' এ খুব ঠাকুর ২৮, ১; চৈড ছহোক,' ৩১, ১।

বিজ—III -- একে পূর্ণর সকে দেখা করিরে দিওনা--- পেনেটাডে যেও, ১৭, ১।

IV--- 'কি অবস্থা!' ২৩, ২; দক্ষিণেখ্যে ঠাকুরের নিকট, ২৪,১। V--- একভারা কিনেচে কেন

>>, ~ 4 4 9 1 1 1 4 CALE COM,

হাজরা— I — শুক কাঠ, ৬, ৩
ভদ্ধাত্মাকে ঈশব বল কেন ? ১৩, ৭।

II — ভূকৈলাসের সাধুকে কট দিয়ে
মেরে ফেলার কথা ৭, ২; দেখ আমার
জপ হয় না, ১৭, ৩; এখানকার বেশী
কি বন্ধন ? ২০, ৩, মাকে কি
ঠাওরাও—পরিশিট।

III — নিষ্ঠ, আছে বটে — দক্ষিণে-খবে জপ করতো, ওরই ভিতর থেকে দালালীর চেষ্টা করতো, ২,১।

V— ছোটদাবগা, ১, ৪; তোমার
বিখাস কই ? ৮, ১; শুচিবাই ছেড়ে
দাও, ৮, ৩; নরেনের কথা, ১৬, ৩;
হাজরা আর একটা জানে, ২৭, ২;
ঐ টুকুর, জগুই সাধন ভজন, ১৮, ৫;
এর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা,
১৯, ১; নরেন্দ্র আগমনী গাইলে, ১৯,
৪; কাক নিন্দা কোরো না, ২০ ৫;
মা একি হীনবৃদ্ধি—এখানে এসে মালা
জপ করেছে, ২৫; তত্তভোনের ব্যাধ্যা
২২ ১; বিড়াল চকু ও জ্যোতিষ জান

জিজ্ঞাসা, ২২, ৪; বসে ধনীর ছেলে, স্থানর ছেলে দেখে তুমি ভালবাস ২০, ৮।

V—ও শুচিবাই ৪, ৮, ২; বাড়ীতে মন ১৩: সে বিৱহিনী, ১৩, ২।

মহিমাচরণ — I—'জাহাজ', ১০, ৪; কর্ম চাই বই কি ১৩, ৩; বেদাস্ত বিচার প্রসক্তে, ২৩, ১৬; সাঞ্জ নয়নে গান, ১৬, ৩।

II—আজে টেনে রাখে, এগুতে দেয় না, ২০, ২; অব পাঠ । ২০, ৩; ঠাকুবের সম্মুখে গিরীশের সহিত বিচার ২৪, ৪; মহাশর, সমাধিস্থ কি ফিরতে পারে ? ২৪, ৭।

III—বেদাস্ত চৰ্চা করেন, ১০, ২; ভক্তের এককালে ত নিববাণ চাই ? ১৬, ১।

1V—নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত— কথন,
১০, ১; ঠাকুরকে শান্ত হইতে তাব
ভানান, ১০, ৫; নারদ পাঞ্চরাত্র হইতে
শোক ভানান, ১২, ২; ঠাকুরের সহিত
কীর্ত্তন, ১৮, ৩; ভক্তদের বিষয় ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তর, ২৪, ২; ভাক্তার
সরকারের সহিত ক্রোপক্রন, ২৮,১;
ইনি কোরগরে চলে গিছলেন, আমবা
গিছলাম বলে, ২৮, ৫; নরেন্দ্রের ঠাকুরের কাছে মহিমার ক্রথা, ৩২, ১।

V—তান্ত্ৰিক ভক্তসজে দক্ষিণেখবে, ১৩, ৩; 'বাবু সচিদানন্দ লাভ ন। হলে কিছুই হল না' ১৪, ১। কলান ম্ৰোপাখ্যায়—I—ঠাকুরকে নিমন্ত্ৰৰ ও সেবা, ১১, ১। তোমার খুব

বিখাদ, ১৩, ৮ ; সঞ্চত কথা বদৰে না ? ১৫, ৩ া

II—ঠাকুবের উপদেশ 'লক্ষার বাবণ মোলো, বেছলা কেঁদে আকুল হোলো'—তাই হরেছে তোমাব, ১৯,৫।
III—ঠাকুরনহ নিজগৃহে মহোৎসবাননে, ৭, ১।

V—অধরের বাড়ীতে ৮, ১; ভাট পাড়ার প্রশ্চরণ কথা, ৮, ২।

পশ্ট — III — হাসিয়া গড়াগড়ি
দিতেছেন, ১২, ২; 'ভোরও হবে, তবে
একটু দেয়ীতে', ১২, ২; আসিদ্
এখানে এক একবার, ১২, ৩; 'ভোর
বাবাকে কি বল্লি গ' ১৩, ১।

IV—খামপুক্রে ২৭, ৫।

বস্তু মল্লিক—I—১৭, ৪।

1I—'একে বাবে জিজাসা

1I—'একেবারে জিজ্ঞাদা করে ভাড়া কড ?'১২, ১।

III—'আধঝানা গ্রম আধথানা ঠাণ্ডা', ৪, ৩; বাগানে শীশুর ছবি দেখে ঠাকুরের সমাধি, ১৯, ৩1

1V—ঠাকুর তাঁহার বাগানে, ১০, ৪; ভারী হিদাবী, ১০, ৫।

V—তাহাকে মোগাহেব হইতে 
শাবধান, ১২, ২।

শিবরাম—II—শিব্র ফড়িং ধর। ও সব চৈতক্তময় দেখা, ১৭, ১।

IV-क्षिः धत्रा-विद्याद ও চक्-मिक ; 'मामा', ১৫, २।

মণি মল্লিক—1— কাশী-পৰ্যটন বৃত্তাভ, ৬, ১; বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া উৎসব, ৮, ১; সুরেক্সের বাগানে মহোৎসবে ১০, ৮।

11-কাশীর সাধু দর্শন কথা, ৩, ১; 'ভেলিরা নাকি বড় হিসাবি,' ৩, ২; 'আহ্নিক করার সময়ে তাঁকে কোন খানে দ্যান করবো ?' ৬, ৪।

III — ব্রাহ্মগমাজ সম্বন্ধে শশ্ধরের সহিত ভক্ত, ২,৫।

IV—কেশব সেনের সংবাদ জ্ঞাপন

৭, ৪, গড়ের মাঠের exhibitionএর
গল্প, ১১, ১; আমাদের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা

২১, ১; কেশবের বাপ ও পিতামহের
ভক্তি, ২১, ২।

V — বাড়ীতে মহোৎসব দিবদে শ্রীঠা বুর, ৩, ১; ভুলসীদাসের কথা ১১ ২: ইলেকটি ক লাইট, ১৪, ১।

শিবনাথ—I—৩, ২; ৩, ৬; ৩,৭: 'কথাৰ ঠিক নাই' ৮,১।

II-- শিবনাথের বাটির স্বাৎদেশে শ্রীঠাকুর, ১৫, ১; 'কেন শিবনাথকে চাই ? ১৫, ২।

III—'বলে, বেশী ঈশ্ব চিন্ত! ক্রলে বেহেড হয়ে যায়' ২১.৩।

IV—ঠাকুর দেখিতে বাইবেন, ১৯.৩।

ত্রৈলোক্য সাগ্ন্যাল—I—e, > ; ১২, ১ ; ১২, ৫।

II- अक्षविग्रम, २, १।

III--গান শুনাইতেছেন, ৮, ১;
গিরীশের সহিত 'কেশব চরিত্র সম্বন্ধে কথা, ১৪, ৬; গান, ১৭, ৪। V-গান ১, ৩; গান, পরিশিষ্ট প্রাণকৃষ্ণ-I-দক্ষিণেখনে ১,

9 1

II—'অনাহত শব্দটি কি ? ১৩,১ । IV—সহিত আনন্দ ও তাঁর প্রতি উপদেশ, ১, ১।

V—বাড়ীতে উৎসব ১, ২।
বু**ড়োগোপাল**—II—তামাকের নেশা ও টিকাধরানোর কথা, ১৩, ৪।

III—আমিও ঐ (নরেন্দ্রের)

III — আমিও ঐ (নরেংজের) সংক্ষোব, ২৩, ১।

IV—তোমাদের পণ্ডিভটী বেশ, ২১. ৩; কুণা করবেন বলিয়া ঠাকুর বলিভেছেন—গোপালকে ডেকে আন, ৩১, ১; পূর্বর গাড়ী ভাড়া, ৩৩, ৩ ৷

নবংগাপাল— I — কাঁদিতে

IV—দক্ষিণেশ্বরে জনাষ্টমী দিবসে ২৬, ২; কাশীপুর উভাবে, ৩১, ১। V—দক্ষিণেশ্বরে, ৮, ৩ ।

হর**েশহন**—III—রাধাল এই

কণা বল্লে—১৬, ১।

IV — ষ্থন প্রথমে গেল বেশ লক্ষণ ছিল, ১৫, ৩ ৷

ভোটগোপাল— I — ঠাকুরের সংক্র মাড়োয়ারী ভক্তগৃহে ২১, ১। III—'দেখ ভেজ্চক্রকে শনি, মজলবারে আমিতে বলিস' ১০, ৪।

IV—ওঁকে একটু তামাক

খাওরাও, ১০, ১। গারীজ—II—আল্বরা বলে প্রম- mag Faculty of organisa-नार्हे, 👀 🤊 । V-- मृक्तित्वाद्य क्रायादमव निवतम, किट्नांत्री थुर्ख-II-(गानकशाम 39, 01 III—ঠাকুর স্লেহে তার বুকে হাত गन, ১०, 8; 'आर्मत नव (मिथरम 1(51, >9,01 √—বলরাম মন্দিরে, ৭, ৩; ঠাকুরের দেবা করিতে যাওয়া, ১১, ৩; ্আনিতে আলমবাজারে ১৫, ৪। विश्वा — II — नमाधिक ারকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ২১, ৩; ম একপয়সার কলকে কিনে নাও, .01 V—এত্রীমাতার পরিচারিকার थ जःवान ३४, 8 । প্রসর (সারদা) —II- প্রথম त, २२, 🗅 । III—ছেলেমানুষ স্বভাব – আমার নে ক্যাঙ্টো হয়ে দাঁড়াল, ১২, ৪। IV—বেশ অবস্থা হয়েছে, ২৩, ৪; াহনগর মঠ, ১। र्तीम-II-(वन वल 'এथान স্ব চেক্ পাস করে তবে ব্যাঙ্কে । পাওয়া যায়, ১, ২; মহাউমী বদে রামের বাটীতে, ১৬, ২! III—সোনার উপর ঝোড়াকতক পড়েছে, সেই মাটী ফেলে দেওয়া, 21

V—দক্ষিণেখরে বাস করিতেছেন >2, 6, 1 আশু (আগড় পাডার) —IV−প্রতি ঠাকুরের डिशामण, ١, ٦ ভূপতি—I—ঠাকুরের স্তব, IV--ব্যায়রাম হলে বাড়ীভাড়া কল্লে লোকে ₹2, 21 व्यक्ल- III - (क्नाबवाव (অতুলকে) 'যে মিটিঙে ঈশ্বর সৃষ্টির মতলব করেছিলেন সে মিটিঙে আমি हिलाय ना, 36, २। V--বলরাম ভবনে, ২৩, ২ শ্রাম-পুকুরে, ২৯, ৩। IV—ভীত্র বৈরাগ্য চাই, ১৭, ২।

নবাই **চৈত্যু** — II — গান গাইতেছেন ( দোল পূর্ণিমার দিন ) ₹0, 0! IV一本流点, シレ, ウト

वि**र**नोष—III— जूह কেমন वाहिम १ २८, ३।

IV--७ जी मझ, २०, २।

V-किश्वाचारत मर्शेष्मव किवरम, :৬, -, বাঁধা আজ হবে, গান আর **कि मिन इर्त, रैंध,** २।

তুলসীর ম — IV — ঠাকুরের खागम, २७, १; हे'नि **हात्मिन** ना,

वर्फाली-IV- शक्तात महिष कथा, २२, ३।

## শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণকথামৃত।

অমৃত সরকার—I— অবতার মানে না, ১৫, ৩।

নগৈক — IV — দক্ষিণেশ্বরে, ৩২।
মহেন সরকার — I – দুগধর্ম কথা
প্রসঙ্গে, ১৫, ২; 'এখনও পরমহংস
চল্ছে,' ১৬, ১; চড়ুই পাখীকে ময়দাদেওয়া, ১৬, ৪; বুদ্ধের নির্বাণ ও
আফিঙ (opium), ১৮, ৪; 'ভোমার
কাচে হেরে গেলুম, ১৮, ৫।

II—'তুমি ৩ঙু শোন নাই,' ১৫, ২।

III— গিরিশের সাহিত্যবিচার, ২০, ৪; ঠাকুরের সহিত বিচার, ২০, ৪; বুদ্ধ চরিত্রের গান শ্রবণ, ২২, ২।

IV—ঠাকুরের বিব টেপা, ২৫, ২; শ্রামপুকুরের বাটীতে বৃদ্ধের গান প্রবণ, ২৭, ৩; অহঙ্কার—বজ্জাৎ 'আমি,' ২৭, ৫; Comparative religion, ২৮, ১; ভাবাবস্থায় ঠাকুরের রূপা ও ডাক্তারের কোলে শ্রীচরণ অর্পণ, ৩০, ২; 'তুমি পুর শুদ্ধ,' ৩০, ২।

মহেনদ্র কবিরাজ-III—'এখানে পাঁচটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল— বুকের ভিতর বিলি আচড়াতে লাগিল,' ৬, ৮।

IV—পাঁচটাকা ও ঠাকুরের যন্ত্রণা, ২১, ২<sup>‡</sup>; 'ভোমাদের পণ্ডিভটী বেশ, ২১, ৩।

V-- कृष्टिराधात अस्यादंत्रत किराम, ३७, ১!

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়— I—

V—উৎসবদিবদে— ঠাকুর 8, ১।

র মিদয়াল—IV-- পীড়িড ঠাকুরকে কুশল প্রশ্ন, ৩, ১; শশং সহিত কথা, ১৫, ৫।

V-দক্ষিণেশ্বরে, ৩, ২।

যত্ত্তেশ্বর-(দমদম মাষ্টার)

III – নবজীবনে বিষ্কমের রে কথা, ১৭, ৩।

বৈকুণ্ঠ — V — প্রিশিষ্ট (
অধ্যের বাটাতে।

ক্ষী বৈদি—III—গঞ্চাদাগর বা কম্বল কিনে দেওয়া, ২৩, ৩।

IV—এথম দর্শন, ২৬, ১। ফুচীবুরাদি—III— (হরিণচ পদ দেবা করা, ১৩, ১।

মণীন্দ্র-III—প্রকৃতি ভাব, ১; ভাব, ২২,২।

**অক্ষর**---III —ঠাকুরের পদ গে ১৩, ৪।

ফকির—III— ঠাকুরের স অপরাধ ভঞ্জন স্তব পাঠ করিজে। ২৬,১।

বাক্সণী — ( শোকাতুরা) III জন্মতু তত্ত্ব কথা, ১৭, ২; ঠাকুর বাড়ীতে কটয়া মহোৎসব, ১৯, ১ কাশীপুরে ঠাকুরকে গান গুনান, ২৬,

विश्वती—III—कानीशृका कि

দে স্তব, ২২, ৩। বেণীপাল-1- ভাহার বাগানে রকে লইয়া উৎসব, ৩, ১: অর্থের वहांत्र, ३२, २ । V—वाशात मरहादमा, ६, ১; क्लबंदब, ১১, ১। উপেন্দ্র — III — ঠাকুরের পদ 1, 52, 8 1 কামারহাটীর ব্রাহ্মণী—IV— ক্ষোড়ন দিও, ২৩, ৪; আনন্দে । बन পড়ছে; २७, २। যোগীন সেন—( ক্লফনগরের )-- লোকাত্বা গ্রাক্ষণীর বাড়ী, ١ ۶ গণুর মা --III--বাড়ীতে ঠাকুর, তান বাহ্য, ১৯, ২।

## দর্শক ভল্তগণ।

দুকুৰ মুখুষ্যের জামায়ের ভাই—III, 151 षञ्चन। श्वर—IV—नदब्रक (नश्रात 1, 33, 8 1 অন্নদা বাগচী—IV—অক্তিত চিত্র वरक (प्रथान, २२, ১। অমৃত বস্থ—II—কেশবের বাড়ী রের সহিত, ১০, ৬; 'মালা পরিয়ে (वा ?' २१, १। III –ঠাকুরের সহিত নিভতে কথা, 101 IV अवृद्ध कथा, २१, 8। অখিনী কুমার দত্ত-I পরিশিষ্ট III—রামের বাড়ীতে দর্শন ১৬, ১। डेगानाथ-II--क्यन क्रीद्र पर्मन, . . .

কাটোরার বৈষ্ণব (ট্যারা) -IV—
প্রশ্ন জনান্তর বিষয়, ২৬, ৪।
কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—V— দর্শন
১, ১।

কালীকৃষ্ণ (ভবনাথের বন্ধু)—II —'কোথায় বাবে ?' ২, ২।

কিরপায়ী শেখক (রাজক্ষারায়)
—III—রাধাক্ষ ভত্তকথা, ২১, ৬।
কুক সাহেব (Mr. Cook)—I—
১, ৩।

IV—জাহাজে আমান দেখে বলে 'বাবা! যেন ভূতে পেয়ে বদেছে,' ২৪, ৩; V—১, ৩।

কুঞ্জবাব্ – IV — নৰবুন্দাবন নাটকে পাপ প্ৰকৃষ, ৩, ১।

কুমার সিং—II— দাধু ভোজনে ঠাকুবের নিমন্ত্রণ, ৭, ১।

कृष्णनाम পान-II-(नश्रनाम त्राञ्जा-खन, खान हिन्तू, ১৯, २।

কৃষ্ণধন (রসিক ব্রাহ্মণ)--IV---আপুপনি টেনে নিন ২৩, ২।

কেশব কীর্ন্তনীয়া- III— 'ভা ভিনিই করণ, ভিনিই কারণ' ৭, ২।

কেশবের জননী —II— কমল কুটারে, ১০, ৫।

কে জগরের গায়ক—IV—পান, ১৯,

গণেশ উকিল—I—১১, ১।
গিরীজ (পাথুরিরাঘাটার)—I—
ও কামজরের উপায় ১৫,২।
গোপাল মিত্র—V—প্রথম দর্শন,

চক্র চাট্রয়ে (কর্ত্তাভজা)—IV — V—দ্দ্রিণথরে ঠাকুরের স্থে >6, 0; 20, 21

জয় গোপাল সেন-I— নিজ বাড়ীতে শ্রীঠাকুর, ১, ১।

षश मृ**श्र्या**—II—वत्रानशत घारि অপ করছে অক্সমনম্ব, ১, ১।

कानको (चाषान -IV- ननन वाशात्न, 8, >।

ख्यान ट्यां क्रांचा - IV - हें क्रांव नाना উপদেশ, २, ১; অহঙ্কার ১৫, ৩; জ্ঞান इर् अब्बान (कन १ ) ১ ) ।

V-- পরিশিষ্ট (চ) বাডীতে মহোৎ-मव ।

· ঠাকুরদা—IV—গান, ১২, ২ I

ঠাকুরদাস (সেন) -- II-- প্রেম সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ, ৩, ৩।

তারাপদ-I-গান, ১৪, ৩ i

তৈলোক্য (বিশ্বাস)--II--'বেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই বরাবর হাওয়া ভাল, ৬, ১।

দারবান, ষত্মল্লিকের বাগানের---IV-ভক্ত, ঠাকুরকে পাথা কবিজে (इन, ১৯, १।

বিজোর পিতা —IV-- ঠাকুরের সহিত কথা ২৪, ১।

विकात छित्रनी ७ (हारे निनिमा-IV-36,01

मीननाथ थाकाञ्जि-IV-ठाकूरतत मगाधि मर्थन, २२, ६। তুর্গাচরণ ডাক্তার-1II-কাজে ভ্রাঁ, 9, 8 1

দেবেজ ঘোষ (ভামপুক্রের)—

a 1

দেবেজ ঠাকুর—I—ঠাকুরকে 30, 61

দোকতি ডাক্তার-IV-ভাম 29, 8 |

V-কেশব সঙ্গে, ঠাকুরের অঙ্গুলি প্রবেশ করান প্র পরিশিষ্ট (ঙ)।

নকুড় বাবাজী-III-গান চম 0,01

> V-দক্ষিণেশ্বরে, ৫, ৪ । नमनान—I—२, ১०।

নন্দ বস্থ—III—'ভূমি বেশ 36, 21

नत्त्रक् वत्न्त्राभाधात् V-b1 গল্প শুনান, ১৫, ৩: সাধুদের 30,01

নবকুমার-I-8, 9 I

IV--- अङ्कादात मृष्टि, ১, 8 नवषीण (शायामी-III-' ত্যাগী চয়ের মানে এক' ৪, ৩।

নরোত্তম কর্তিনীয়া-V->৬ नवीन निरम्नाती -IV- (व ভোগ ছই, ৮, ৩; বাড়ীভে নীৰ যাত্রা, ২২, ১।

নিতাই মল্লিক ডাক্তার — ঠাকুরের সঙ্গে, ১৩, ৫।

নিরঞ্জনের ভাই--II--'িক ' २०, २ !

নীলমণি (অধ্যাপক) - II

গামপুকুরে কালীপূজা দিবদে—'আজ নামাব পুর দিন।' ২২, ২ !

নীলকণ্ঠ— IV — ঠাকুরের যাত্রাশ্রবণ ও পরে দক্ষিণেখরে আনন্দ, ২২, ৪; ১২,৫।

নীলমাধ্ব সেন — I · পওহারী গাৰার কথা প্রসঙ্গে, ২,২ '

নেপালের মেয়ে — IV — 'গীত গোবিল' গান, ২০, ১।

পশুপতি (বস্থ)—III—ঠাকুরকে গুবি দেখান, ১৮, ২।

প্রকাপ ভাক্তার — III — সঙ্গে ভাত্ত্টার গুণগান, ২১, ৩ / IV — এক্ষ কেন রূপ কল্পনা কংশেন ?' ১৫, ৫।

প্রতাপ মজুমনার—I—মুরেক্তের বাগানে কথা প্রসঙ্গে, ১০, ৫ ।

IV—সঙ্গে কুকসাহেব শইর। ঠাকুরকে দর্শন, ২৪, ২।

V—কেশবের সহিত দক্ষিণেথর মন্দিরে—পরিশিষ্ট।

প্রতাপের ভাই—I—>, ৩।

প্রসন্ধ (রাক্ষ ভক্ত) II—কমল ক্টীরে ১০, ২। IV—ঠাকুরকে পরীক্ষা, ১৫, ৩।

পাগলী--[I-পাগলীর মধ্র ভাব, ২৬, ৩।

III-কানীপুর বংগানে ঠাকুরের ঘরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দর্শন, ২৬, ২।

পাঁড়ে (খোটা)—IV— যুবতী স্ত্ৰী আগ্ৰান, ২২,৩। পালা কীর্ত্তনী—'I—গান ভাল,' ১, ১।

িপ্রয়, নরেন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধু—II— কীর্ন্তন ও রাব্যে দক্ষিণেখরে বাস, ১, ২।

V—রাজমোহনের বাটতে ঠাকুরের নামনে উপাদনা, ২, ৩।

প্রির মৃথুজ্জে – II- – 'তোমাদের হরিটীবেশ,' ১৯, ১।

IV—অধ্রের বিাড়ী, ১৭, ২, মাষ্টারীর কথা, ১৯, ৫; পায়ে বন্ধন ২০, ৩; জপ করার কথা, ২১, ৫। ।

প্ৰেমটাদ বড়াল—V—০, ১।

বলরামের পিডা—IV—১৫, ১।

V—জ্ববের বাড়ীতে, ১০, ১; দক্ষিণেখরে, ১১, ১ :

বিভিন্ন (চট্টো)--I -সহ কথা প্রসঙ্গ ১৭, ৩।

V — ঐক্ফ মানে, ঐমতী মানে না ১৭, ৩।

V—অধরের বাটীতে কথাপ্রসঙ্গ--পরিশিষ্ট(ক)।

বৃদ্ধিম—IV—তার জন্ম ঠাকুরের ভাবনা ২৯,১।

বিজ্ঞার পিতা- IV—২১, ২।

বিজবের শ্বান্ডড়ী—III-- ও শুচি, অশুচি, ১৭, ১।

IV—ও নিরাকার সাধন, ২২, ৫। বিজ্ঞাসাগর — I — অন্তদৃষ্টি নাই,

[[—বেভ খাবার ভয়, পরিশিষ্ঠ ১।
[[ —ঠ:কুরের সহিত নিজ্ঞগৃহে,
১, ২; 'নুতন কথা শিখলাম, ১, ৩।

বিভাস্থলরের বিভা অভিনেতা—

V— দক্ষিণেখরে ১৫, ১।

বিশ্বস্তারের বালিকা কন্তা—IV—

ঠাকুরকে প্রণাম, ১৫ ২।

বিশাসবাবৃ—V—'ওটা দারিদ্দির' ২, ২।

বিণিন সরকার — কোলগরে — V—একৈ একথানা আসন দাও, ১৬,

বিষ্ণু---[--শরীর ভাগি--৪, ১।
বেচারাম (আচার্যা)-----বেনী
পালের বাগানে মহোৎদ্র দিবদে ৫,
২।

বেনোয়ারী (কীর্ন্তনীয়া) IV---কীর্ন্তন, ২৩, ৫।

বৈকুণ্ঠ সেন—I 'দংদার কি মিখ্যা ?'

বৈজনাথ ( স্বেক্তের আথায়)—
—Free will কি সভা ? ৪, ১ ।

বৈষ্ণবচরণ (কীর্ত্তনীয়া)—১১— অধ্রের বাড়ী কীর্ত্তন, ১৮, ২।

IV—কৌর্ভন, ১৫, ৫; ১৭, ১; ২৩, ৫;

ভগৰতী দাসী—![[—ঠাকুরের সহিত কথা, ৬, ৪।

ভগবানদাস (ডাক্তার)—V—
দক্ষিণেখনে ১৪, ২।

ভগবানরুক্ত ভাক্তার —IV—ঠাকু-বের হাতে টাকা দিয়া পর†কা, ২৬, ৩।

ভগী তেশী—IV—২১, ১। ভাহড়ী (ডাক্ত:র)—II—বেদাস্ত কথা প্রসঙ্গে, ২৫, ২। ভাতৃড়ীর পুত্র—III—১৬, ১।
ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বডু ভাই —।
—আমাদের উপায় কি ?' ৯, ৬।
ভূপেন—IV— দক্ষিণেশ্বরে, ২৪, ১
ভূবনমোহিনী ধাত্রী—IV--স্ক্রে

ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়—IV—ন্দ্র বাগানে উপাসনা, ৪, ১; 'ধ্যান করছে ভা এক একবার আবার চায়,' ২৭, ে ভোলানাধ—II—ভারতের নজির

ভোগানাথ—।1—ভারতের নজিব নার-নারায়ণ, ১০, ৩।

IV—এজাহার অধরকে গুনান, ১৯
৫; তার হাত ধরে ঠাকুরের নরেন্ত্রে
জন্ম কালার কথা, ২০, ২; অমুথের জ
তৈল, ৩২, ১।

মণিসেন—IV—পেনেটার মহোৎ দিবসে ঠাকুর সঙ্গে, ৬, ২। হটখো<sup>5</sup> কাকে বলে, ১২, ৩।

মণিসেনের সঙ্গী ডাক্তার—IV~ ও'লথাকুল, ১২,৩।

মধুসদন ডাক্তার—IV— বিশুণা তীভ ভক্তি, ৭, ৪; ঠাকুরের হাতে ব)াণ্ডের করিতেছেন, ১০, ২; নীলকণ্ঠের যাত্র মধ্যে চক্ষে ধারা, ২১, ৩; প্রভাগ ঠাকুরকে দেখেন—এই ভক্তদের ইচ্ছা ২৫, ১।

তাঁহার রোগ নাই, ১৮ ৩। মনোহর সাঁই—V— মান ও বাগুর ৫, ৩। কীর্ত্তন, ১৮, ৩। ১

মহলানবীশ—II—সাধারণ ত্রার সমাব্দে ঠাকুরকে দর্শন, ১৫, ১। মহেল্ড গোন্ধামী—III—হরপার্ঝতী গামাদের বাপ মা, ৭, ৩।

V--- ছরেন্দ্রের বাড়ী-- পরিশিষ্ট (গ)
মহেন্দ্র মৃথুয়ো--- 11-- হাভীবাগানে
হলে ঠাকুরকে দেবা, ১৪, ৮।

III—এখানকার যাতার প্যাল। ,দতে হয় না, ১৪,৪।

IV—অধরের বাটি আহারে রাপজি, ১৭, ২; তীর্থ ষাইবার কথা, ১৯, ৪, গাঁজাথোরের কি স্বভাব, ১৯, ৫; তারপর উপার? ২০, ১; ঠাকুর তাহাকে সেলাম করিতেছেন, ২০, ৫; বাগবংজারের হরিবাবুর কথা, ২০, ৮ ট মহেশ ন্যায়রত্বের ছাত্র—IV—ও কুলকণ ২২, ৪।

মাড়োগারী ভক্ত—VI— মহারাজ উপায় কি,' ১, ৫।

মাষ্টারের পিড;=IV->>, ১। মিশ্রসান্তের=IV-ঠাকুরের প্রতি ডিক্টি, ৩০, ২।

নোহিত সেন— IV লক্ষণ তত ভাল
নর। মুখ প্যাবড়ানো,, ২৩, ২।
যক্তনাথ— IV — নন্দন বাগান উৎসব,
৪.৪।

ষ**ভীন্দ্র ঠাকুর —**II সংসারী লোকের মৃক্তি আছে ?, ১, ১ ৷

ষভান দেব--V— ষ্টার বিয়েটারে, ১৭, ৪।

ষোগীন বস্থ—III—আশ্চর্য্য (ব্রাম্ম-

সমাজে) ১২ বছরের ছেলে সেও নিরাক্তর দেখছে, ১৮, ৩।

त्रक्रनी गात्र-1-- b, 8 ।

রতন --III--ঠাকুরের (রাধা-কান্তের) খড়ম চুরি ও থালা চালা, ৬, ১।

[V— ঠাকুরকে প্রণাম, ১৯, ৫। রহিতর মা—[V—বেশে মার দর্শন, ১,২; গোঁড়া বৈষ্ণবী ২৫,১।

V—এক বেয়ে ১২, ১।

রবীক্ত ঠাকুব—IV—নন্দনবাগান আন্দ্র সমাজে, ৪, ১।

রাখাল, ভাক্তার—<sup>IV</sup>—ঠাকুরকে দেখা, ২৬, ২।

V-ঠাকুরকে দেখা, ১৮, ৩।

রাধানের বাপ—<sup>TI</sup>— 'ওল যদি ভাল হয়, তার ম্থটী ভাল হয়, ২,৬ ৷

রাথালের বাপের খন্তর—11— ইখ্রীয় কথা প্রসঙ্গে, ৮,১।

রাখাল হালদার—III— কাশীপুর বাগানে ভক্তির প্রার্থী, ২৬, ২।

রাজনারাণ — II — ৮চণ্ডীর গান জনান, ২০, ১।

রাজনারায়ণের ছেলে—11—ঠাকুরকে

রাজমোহন (রাক্ষ ভক্ত)—V— তাঁহার বাড়ীতে জীঠাকুরের ওভাগমন ২,

রাজেল ডাক্তার —II — কাশীপুর বাগানে — 'সেরে উঠে আপনাকে বোমিওপ্যাধি মতে ডাক্তারি করিতে হবে, ২৭, ১। [[]—ভিনি ঠাকুরের জুতা ফরমাস
 দিয়া আসিবেন, ২৬. ২।

IV—কাশীপুর বাগানে ৩৩, ২। রাধিক। গোস্বামী—IV—ঠাকুরকে প্রথম দর্শন, ২০, ৩;

রামতারণ—IV—বুদ্ধচরিত হইতে গান, ২৭, ৩।

রামনারায়ণ—ডাক্তার—— 'আমার পা টীপতে লাগলো, ১৭,৩।

রামপ্রসন্ধ— [ [—'বলে মহুতে সাধু সেবার কথা আছে—এ দিকে বুড়ো মা থেতে পায় না, ১৩, ৪।

1V—ও পঞ্চবটীঃ হঠযোগী, ১২, ১। শশধর পণ্ডিভ—I—এঠাক্রের সঙ্গে. ১১,১।

IV—ভগবৎ কথাপ্রসঙ্গে, ৯, ১; ৯,২; গুচিছর শাস্ত্র পড়লে কি হবে!' ৯,৪;

IV—বাসক সজ্জা, ১৫, ৪; 'দেখ-লাম এক ঘেষে.' ১৯, ১; সাইনবে।ডি, ৩১, ১।

V—শক্তি কথা প্রদক্ষে, ১৮ ২।
ভাষাবস্থ—I—কথা প্রদক্ষে ১৮, ৩।
ভাষাপুকুরে ঠাকুরকে দর্শন—'আহা
চিনি মাথা কথা, ২৫, ২

শ্রামদাস (কীর্ত্তনীরা) —IV— কীর্ত্তন, ১৮, ৩।

গু।মাপদ পণ্ডিত — IV — উ'কে ঠাকুরের রূপা, ২৫, > ; দালিদা করে, ২৬, ২।

শ্রীনাথ ডাক্তার—III—'প্রারদ্ধ,, ২৬, ২

সহচরী (কর্ত্তনী)—IV—দক্ষিণে খরে জনোৎসব দিবসে, ১৩, ৩। সারদাচরণ (অধরের বন্ধু)—II— পুত্রশোকে ঠাকুরের সান্তনা, ৩, ৫। V—তাহাকে গীতদ্ধলে উপদেশ, ১৩,

সৌরীক্ত ঠাকুর --II--'(ভামাকে রাজা টাজা ব'লতে পারবো না,' >, >। হরলাল--I---২, ১।

V — দক্ষিণেখরে ঠাকুরকে দর্শন ১৮ ৩।

হারবল্লভ — III— তোমায় দেখা আননদ হয়, ২২, ২।

হরিবাবু <sup>१</sup>(মাষ্টারের প্রতিবেশী)-III—'তুমি যে কুমড়োকাট। বড্ঠাকু হলে,' ৫, ১।

হেম কর—1---'জগতে এক ব আছে—মান ?' ১৮, ৩।